শব্দার্থ-বিজ্ঞান (বাগর্থ)

শব্দশক্তি, অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা

৪৪১। শব্দার্থ তিন প্রকার—মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গার্থ। যে তিনটি শক্তিদ্বারা এই তিন অর্থ প্রকটিত হয়, তাহাদিগকে যথাক্রমে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা বলে।

৪৪২। **অভিধা**। যে শক্তিদ্বারা মুখ্যার্থের (Direct or Literal Meaning) জ্ঞান হয়, তাহাকে অভিধা শক্তি কহে। মুখ্যার্থকে বাচ্যার্থ বা শব্দার্থও বলা হয়। ব্যবহার (অভিধান, উপমান, আপ্ত বাক্য), ব্যাকরণ ও সিদ্ধপদ-সান্নিধ্য দ্বারা অভিধা শক্তি বা মুখ্য অর্থ প্রকাশ পায়। লেখক=যে লেখে, ব্যাকরণ হইতে ইহা জানা যায়। অগ্নি=আগুন, অভিধান হইতে জানা যায়। শ্বাপদ—কুকুরের ন্যায় পা যাদের=ব্যাঘ্রাদি জন্তু, উপমানদ্বারা জানা যায়।[*] আপ্ত বাক্য=বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উক্তি। ব্যবহার=প্রয়োগ, দৃষ্টান্ত। 'গাছে কোকিল ডাকিতেছে', এখানে গাছ শব্দ জানা আছে, ডাকও শুনিয়াছি, এই দুই সিদ্ধ পদের সাহায্যে গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কোকিলের' জ্ঞান হইল। ইহা সিদ্ধপদ-সান্নিধ্য।

৪৪৩। **লক্ষণা**। মুখ্যার্থের বোধ হইলে মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে অর্থান্তর কল্পিত হয়, তাহা লক্ষ্যার্থ (Figurative or Indirectly Expressed meaning)। যে শক্তিদ্বারা লক্ষ্যার্থের বোধ হয় তাহাকে লক্ষণা বলে।

তিনি গঙ্গাবাসী হইয়াছেন। [গঙ্গাবাসী=গঙ্গাতীর-বাসী]।
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা কামনা করে। [ভারতবর্ষ=ভারতবর্ষের অধিবাসী]।
জাতীয় মহাসভার আদেশ। [মহাসভার=মহাসভার নেতৃ-স্থানীয়দের]।
'লক্ষণা' ইংরেজী অলংকার শাস্ত্রে অলঙ্কাররূপে পরিগণিত।

---

* সাহিত্য-দর্পণ (২য় পরিঃ ৩০৭ সূত্রে)

Recommended by the Calcutta University for Matric Examination, and by the Board of Intermediate and Secondary Education, Dacca, for High School and High Madrasah & I. A. Examinations, and also by the provincial Text-Book Committee as a text-book (Vide Calcutta Gazette, 11. 10. 34., 29. 11. 34., 13. 12. 34., 30. 12. 37., 15. 11. 38., 8. 12. 38., 13. 8. 39., 16. 11. 36., 5. 12. 40, 20. 11. 41., 5. 8. 42., 18. 11. 43., 21. 1. 44, 45, 46.) Also Approved by the Secondary Boards, Delhi, C. P., U. P. etc.

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা সাধু ও চলিত ভাষার অভিনব ব্যাকরণ

এবং তৎসহ

বঙ্গভাষার ইতিহাস

বঙ্গলিপির ইতিহাস

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা ধাতুকোষ

উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক, 'মাতৃভাষা—১ম ও ২য় ভাগ,'
'ছাত্রবোধ বাংলা ব্যাকরণ—১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ,' 'কর্মবাণী'
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা এবং 'শ্রীগীতা'-সম্পাদক
শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.-প্রণীত

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্. এ.
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
৬৪ কলেজ স্ট্রীট্ : কলিকাতা
বাংলাবাজার : ঢাকা

সংশোধিত ১৮শ সংস্করণ

[মূল্য ৩৲ টাকা

ঢাকা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে
শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্. এ. কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৪০

মুদ্রাকর
শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ
প্রেসিডেন্সী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা

ভূমিকা

বহু বর্ষের সংকল্প আজ পূর্ণ হইল; পরম শ্রদ্ধার সহিত বাংলা ভাষার এই ব্যাকরণখানি আমার স্বদেশবাসীর করে অর্পণ করিলাম। যে নিষ্ঠা লইয়া ইহা প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলাম, সেই সশ্রদ্ধ নিষ্ঠার সহিতই ইহা দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিলাম।

বাংলা ভাষার রীতি-প্রকৃতি বুঝিবার চেষ্টা এবং বাংলা ব্যাকরণ লিখিবার প্রয়াস প্রথমে সাহেবরাই এদেশে করিয়াছেন। বাংলার প্রথম মুদ্রিত ব্যাকরণ পোর্তুগীজ পাদ্রী মনোএল-দা-আসসুম্প্সাঁও-বিরচিত। উহা ১৭৩৪ খ্রীঃ অব্দে রচিত হইয়া ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে রোমান অক্ষরে পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে ছাপা হয়। তার পর বাংলা হরফে সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ হাল্‌হেড সাহেবের রচিত। উহা ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে হুগলীতে মুদ্রিত হয়, ইহার পর কেরী (১৮০১) ও কীথ্ (১৮২০) সাহেবের ব্যাকরণ বাহির হয়। ১৮৭২-৭৯ খ্রীঃ অব্দে বীম্‌স এবং ১৮৮ খ্রীঃ অব্দে হর্ন্‌লে সাহেবের প্রকাশিত ব্যাকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙালীদের মধ্যে প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখেন। তাঁহার বাংলা ব্যাকরণ ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত হইলেও, উহা লেখা হইয়াছিল ইহার পূর্বে। এইগুলি সমস্তই খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ।

ইহার পর হইতে বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত সন্ধি-সমাসাদি-প্রক্রিয়া ঢুকিতে থাকে এবং ক্রমশঃ উহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের বাংলা সংস্করণরূপে পরিণত করা হয়। লং সাহেবের ক্যাটালগে সেকালের প্রচলিত বহু ব্যাকরণের তালিকা পাওয়া যায়। এই সংস্কৃত-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বঙ্গভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ লিখিবার উদ্যোগ করেন। ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শব্দতত্ত্বে), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ('শব্দকথায়'), পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ('ভাষাবোধ বাংলা ব্যাকরণে') শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ('বাংলা ব্যাকরণে'), শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ('চলন্তিকায়'), ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ডাঃ শহীদুল্লাহ্, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাবিদ্‌গণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণা ও আলোচনার ফলে বাংলা ভাষার প্রকৃতি নিরূপিত হইয়াছে এবং খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের উপাদান সৃষ্ট হইয়াছে।

পূর্বাচার্যদিগের এবং সহযোগীদের সর্বপ্রকার গবেষণা যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াই এই ব্যাকরণখানি রচনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ব্যাকরণ-খানি সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি-সমাসাদি প্রকরণগুলির অনুবাদমাত্র নহে, বা কয়েকখানি প্রচলিত ব্যাকরণের সার-সংগ্রহ বা অনাবশ্যক অনুকৃতি নহে। বর্তমান বঙ্গভাষার রীতি-প্রকৃতি পর্যালোচনাপূর্বক যাবতীয় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকগণের ভাষার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রচলিত বাংলা ভাষার, অর্থাৎ বাংলা সাধু ও চলিত ভাষার সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র ব্যাকরণ লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই নিমিত্ত প্রাচীনতম বাংলা পুঁথি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের রচনা পর্যন্ত ইহার উপাদান যোগাইয়াছে।

এইরূপ একখানি ব্যাকরণ প্রকাশের আর একটি একান্ত অত্যাবশ্যক কারণ অধুনা উপস্থিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষালয়সমূহে যে সকল সংগ্রহ-গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়, উহাদের সম্যক্ অধ্যাপনা করিবার উপযোগী সহায়ক কোন বাংলা ব্যাকরণ নাই। বিশেষতঃ উহাতে সাধু ও চলিত, প্রাচীন ও আধুনিক সর্ববিধ গদ্য-পদ্য রচনা সংগৃহীত থাকাতে, উহার অধ্যাপনা প্রচলিত ব্যাকরণ সাহায্যে আদৌ সম্ভবপর নয়। প্রত্যক্ষভাবে এই অভাব দূরীকরণও এই ব্যাকরণ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ও প্রেরণা বটে।

মৎপ্রণীত 'ছাত্রবোধ বাংলা ব্যাকরণ' বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহৃত হইতেছে ও বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত আছে। উহারই পূর্বতন বৃহত্তর সংস্করণ এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। বলা বাহুল্য, 'ছাত্রবোধের' আদর্শ ইহারই অনুরূপ ছিল।

এই ব্যাকরণের কয়েকটি স্থূল বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি :—

১। ইহা **বাংলা সাধু ও চলিত লৈখিক ভাষার ব্যাকরণ**। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বাংলা সাহিত্য যে সর্বাভরণা ঐশ্বর্যশালিনী মূর্তিতে রূপায়িত হইয়াছে, তাহাও এই ব্যাকরণের সাহায্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিবে।

২। বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের **উচ্চারণের সুশৃঙ্খল** ও **বৈজ্ঞানিক প্রণালী**-নির্দেশ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। বাংলা প্রায় সমুদয় **ধাতু গণ-বিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদের সাধু** ও **চলিত উভয়বিধ রূপ** প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪। বাংলা বাগ্বিধির অনুসরণে **নাম-বিভক্তি** ও **ধাতু-বিভক্তিগুলির অর্থ বা ব্যবহার-নির্ণয়** প্রদত্ত হইয়াছে।

৫। খাঁটি বাংলার প্রাণ-স্বরূপ **অব্যয় শব্দগুলির প্রকৃষ্ট প্রণালীতে শ্রেণী-বিভাগ ও উহাদের ব্যবহার** প্রদর্শিত হইয়াছে। অথচ এই গুরুতর বিষয়টি প্রায় ব্যাকরণেই উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

৬। **পদ-পরিচয়** ও **বাক্য-বিশ্লেষণ-প্রণালীর** বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

৭। **সমাস-প্রকরণে** আধুনিক সাহিত্যে (সাময়িক সংবাদ-পত্রাদিতেও) যে সকল খাঁটি বাংলা সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাও প্রদত্ত হইয়াছে।

৮। **কৃৎ ও তদ্ধিতের** খাঁটি বাংলা প্রত্যয়গুলির **বৈজ্ঞানিক প্রণালীবদ্ধ সুশৃঙ্খল আলোচনা** করা হইয়াছে।

সংস্কৃত প্রত্যয়গুলি এবং বাংলায় প্রচলিত সংস্কৃত প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিও অগ্রাহ্য করা হয় নাই। বস্তুতঃ উহাদের সম্যক্ আলোচনা ইহাতে আছে।

সমাস, কৃৎ ও তদ্ধিতের দৃষ্টান্ত প্রচলিত বাংলা ভাষা হইতেই গৃহীত হইয়াছে, সংস্কৃত ব্যাকরণের দৃষ্টান্তগুলির অনুবাদ ইহাদের জায়গা জুড়িয়া বসে নাই।

৯। **বাংলা বাগ্বিধির** (Idioms) **সুশৃঙ্খল** ও **বিস্তৃত আলোচনা** করা হইয়াছে। চলিত বাংলার প্রাণ-সম্পদ্ উহার বাগ্বিধি। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর অথচ এ যাবৎ অবজ্ঞাত রহিয়াছে।

১০। বিষয়-বিশেষে **ইংরেজী** ও **বাংলা ব্যাকরণের পার্থক্য** ও **সাদৃশ্য** প্রদর্শন।

১১। **আধুনিক বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতির সম্যক্ পরিচয়** এবং **তদনুযায়ী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহাদের নির্ভুল ও বিস্তৃত আলোচনা** ইহাতে করা হইয়াছে। বাংলা ছন্দের নির্ভুল ও যথার্থ আলোচনা এ পর্যন্ত কোন ব্যাকরণে প্রকাশিত হয় নাই।

১২। যাবতীয় **লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের গ্রন্থ হইতে রাশীকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা আলোচ্য বিষয়সমূহ পরিস্ফুট** করা হইয়াছে।

১৩। বাংলায় অধুনা যে সকল নব নব শব্দ রচিত হইয়াছে (Coined) তাহাও যথাসম্ভব যথাস্থলে উল্লেখ করা গিয়াছে।

১৪। বাংলা ব্যাকরণের যে সকল জটিল ও গুরুতর সমস্যা উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাও যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। তবে, ছাত্রদিগের ব্যবহার্য বলিয়া ইহাতে জটিলতা যথাসম্ভব পরিহার করিয়া মতবহুল বিষয়গুলি অনেক সময় ক্ষুদ্রতর অক্ষরে অথবা পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৫। পরিশিষ্টের **বাংলা ধাতুকোষে** বাংলায় প্রচলিত প্রায় সমস্ত ধাতুর (নয়শতের উপর) তালিকা অর্থ (কখনও কখনও প্রয়োগসহ) ও গণনির্দেশসহ প্রদত্ত হইয়াছে।

১৬। **বঙ্গভাষা, বঙ্গলিপি** ও **বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস** সংক্ষেপে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলা ব্যাকরণের আলোচনা এবং বাংলা সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নিমিত্ত এই পটভূমিকা অত্যাবশ্যক। এই তিনটি বিষয়ও যথাসম্ভব আধুনিকতম গবেষণাসমূহ আলোচনা করিয়া সংক্ষেপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সর্বতঃপূর্ণ করিয়া লেখা হইয়াছে।

১৭। ছাত্রদিগের শিক্ষা-সৌকর্যার্থ প্রচুর অনুশীলনী প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ইত্যাদি বুঝাইবার নিমিত্ত একখানি **মানচিত্র** ও **কয়েকটি চার্ট** ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গ-লিপির ক্রমবিকাশের চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে।

১৯। সর্বশেষে একটি **শব্দসূচী** দেওয়া হইবে। উহাতে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সমুদয় পরিভাষা এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ উদাহৃত কতকগুলি অব্যয়, বাগ্‌বিধি-বিষয়ক শব্দ, বিশিষ্ট শব্দ এবং বঙ্গ-সাহিত্যের কবি ও সাহিত্যিকদের নাম-তালিকা পাওয়া যাইবে।

২০। বিষয়-বিন্যাসের শৃঙ্খলা, মূল্যের সুলভতা ও মুদ্রণকার্যের পারিপাট্য এই গ্রন্থের অন্যতম বিশেষত্ব।

নব-প্রবর্তিত পাঠ্যবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সপ্তম শ্রেণী হইতে যাহাতে ইহার অধ্যাপনা চলিতে পারে, সেই ধরণেই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সপ্তম শ্রেণী হইতে এই প্রকার একখানি আধুনিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অধ্যাপনা না করাইলে ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক সাহিত্য-গ্রন্থগুলির ভাষা অধ্যয়ন ও আয়ত্তীকরণ আদৌ সম্ভবপর নয়। এই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে পদ-প্রকরণ, বাক্য-গঠন ও বাক্য-বিশ্লেষণ এবং সন্ধি-সমাসাদি ব্যাকরণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির প্রকৃষ্টরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। উহা পুনরালোচনার্থ উচ্চ শ্রেণীসমূহেও ব্যবহৃত হওয়া সমীচীন, কেননা উচ্চ শ্রেণী-সমূহেও কঠিনতর দৃষ্টান্তাদি সহ এই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা একান্ত আবশ্যক বোধ হয়। বস্তুতঃ এইরূপ একখানি সর্বতঃপূর্ণ ব্যাকরণ সপ্তম-অষ্টম ও তদূর্ধ্ব শ্রেণীর বালক-বালিকাগণের হস্তে দেওয়া শিক্ষকমহাশয়গণ বিশেষ সুবিধাজনক বোধ করিবেন, মনে করি।

আশা করি, শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষাবিদ্‌গণের নিকট গ্রন্থ-খানি পাঠ্যরূপে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে যে সকল মহোদয়ের গ্রন্থাদি হইতে যথেচ্ছ সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ বলিয়া সর্বত্র যাঁহাদের নামোল্লেখ সম্ভব হয় নাই, তাঁহাদিগকে এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থের উন্নতিকল্পে সর্বপ্রকার আদেশ, উপদেশ ও পরামর্শ কামনা করি। আমাদের এই আরম্ভ শুভ হোক, এই প্রয়াস সার্থক হোক্। ইতি

চৈত্র, ১৩৪০ **শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ**

১৭শ সংস্করণের ভূমিকা

মঙ্গলময়ের শুভাশীর্বাদে এবং সহৃদয় স্বদেশবাসিগণের সহানুভূতিতে "আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ"-এর ১৭শ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সর্বগ্রাসী মহাসমরের দারুণ সংকটময় সময়ে বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি এই ব্যাকরণখানিকে মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছে। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি শিক্ষাবিদ্‌গণ ক্ষমা করিবেন, ইহাই একান্ত অনুরোধ।

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ করিয়া পুনরায় প্রকাশিত হইল। এবার ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-সাহিত্যের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এম্. এ., পি. এইচ্. ডি. মহাশয় আদ্যন্ত পরিশোধিত করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহার পূর্বের কতিপয় সংস্করণ হইতেই প্রতি বৎসরই শান্তি-নিকেতন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক খ্যাতনামা ছান্দসিক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম্. এ. মহাশয় ইহার ছন্দ ও অলঙ্কার অধ্যায় সযত্নে সংশোধন ও পরিবর্তনাদি করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমরা উভয়ের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

আশাকরি, এবার আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হইবে এবং সকল অভাব ও ত্রুটি বিদূরিত করিয়া সকলকেই তুষ্টি দান করিবে। ইহার উন্নতিকল্পে যে-কোন মন্তব্য সাদরে গৃহীত হইবে। নিবেদন ইতি—

বিনীত

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

বঙ্গভাষার ইতিহাস—ভারতীয় আর্য ভাষা ; আদি-আর্যভাষার বিভিন্ন শাখার পরিচয় তালিকা ; ভারতীয় আর্যভাষার তিন যুগ, প্রাচীনসংস্কৃত বা বৈদিক ভাষা ; প্রাকৃত ; অপভ্রংশ ; ভাষা ; সংস্কৃতের (Classical Sanskrit) অভ্যুত্থান ; গাথা ; পালী ; বাংলা ভাষার উৎপত্তি ; বাংলা ভাষার তিন যুগ ; আদিযুগ ; মধ্য ; যুগান্তর কাল ; আদি-মধ্যযুগ ; অন্ত্য মধ্যযুগ ; আধুনিক যুগ ; 'ব্রজবুলীর' জন্ম ; ছন্দের ক্রমবিকাশ ; বিভক্তির ক্রমবিবর্তন ; বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব ; বাংলা শব্দের গোত্রভেদ ; বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব ; বাংলার উপভাষাসমূহ ; বাংলা ভাষার বিস্তৃতিসীমা ; উহাদের চার্ট ; বাংলা নামের উৎপত্তি। পৃঃ ১-১৭

বঙ্গলিপির ইতিহাস—দেবনাগর হইতে বঙ্গলিপির উদ্ভব নয় ; ব্রাহ্মীলিপি হইতে ভারতীয় লিপির সৃষ্টি ; ব্রাহ্মীলিপির তিন প্রকার-ভেদ ; মৈথিলী ও বঙ্গলিপি ; উড়িয়া ও বঙ্গলিপি ; আসামী ও বঙ্গলিপি ; বঙ্গলিপির ইতিবৃত্ত। পৃঃ ১৮-২০

বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস—বাংলা সাহিত্যের যুগ-বিভাগ ; প্রাচীন-যুগ ; মধ্য-যুগ ; যুগান্তর কাল ; আদি মধ্য-যুগ ; অষ্টাদশ শতক বা কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ ; প্রাচীন ও মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যের বিশেষত্ব ; আধুনিক যুগ ; পাদ্রী ও পণ্ডিতী যুগ ; গুপ্ত-কবি ও বিদ্যাসাগরের যুগ মধু-বঙ্কিমের যুগ ; রবীন্দ্র-যুগ। পৃঃ ২০-৬৯

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

> চিহ্নের পূর্ববর্তী শব্দ হইতে পরবর্তী শব্দ উদ্ভূত বা পরিবর্তিত। যথা,—লাগিয়া > লেগে ; কার্য > কের > এর, র।

< চিহ্নের পরবর্তী শব্দ হইতে পূর্ববর্তী শব্দ উদ্ভূত বা পরিবর্তিত। যথা, হতে < হইতে। চলিব < চলিঅব্ব < চলিতব্য।

√ ধাতুর চিহ্ন। যথা—√কর্ = কর্ ধাতু।

স°	সংস্কৃত	পা°	পারসী (বা ফরাসী)
ই°	ইংরেজী	আ°	আরবী
প্রা°	প্রাকৃত	পুং°	পুংলিঙ্গ
প্রা° বা°	প্রাচীন বাংলা	স্ত্রী°	স্ত্রীলিঙ্গ

Jaideb Chandra Saha

সাঙ্কেতিক
শিলিগুড়ি
ভোটানী
পূর্ণিয়া
বরেন্দ্র
আসাম
খাসিয়া
শ্রীহট্ট
কাছাড়
লুসাই
বঙ্গদেশ
হাজারীবাগ
মানভূম
সিংহভূম
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর
বঙ্গ ভাষা, বঙ্গ লিপি, বঙ্গের উপ-
ভাষা ও সীমান্ত ভাষার মানচিত্র
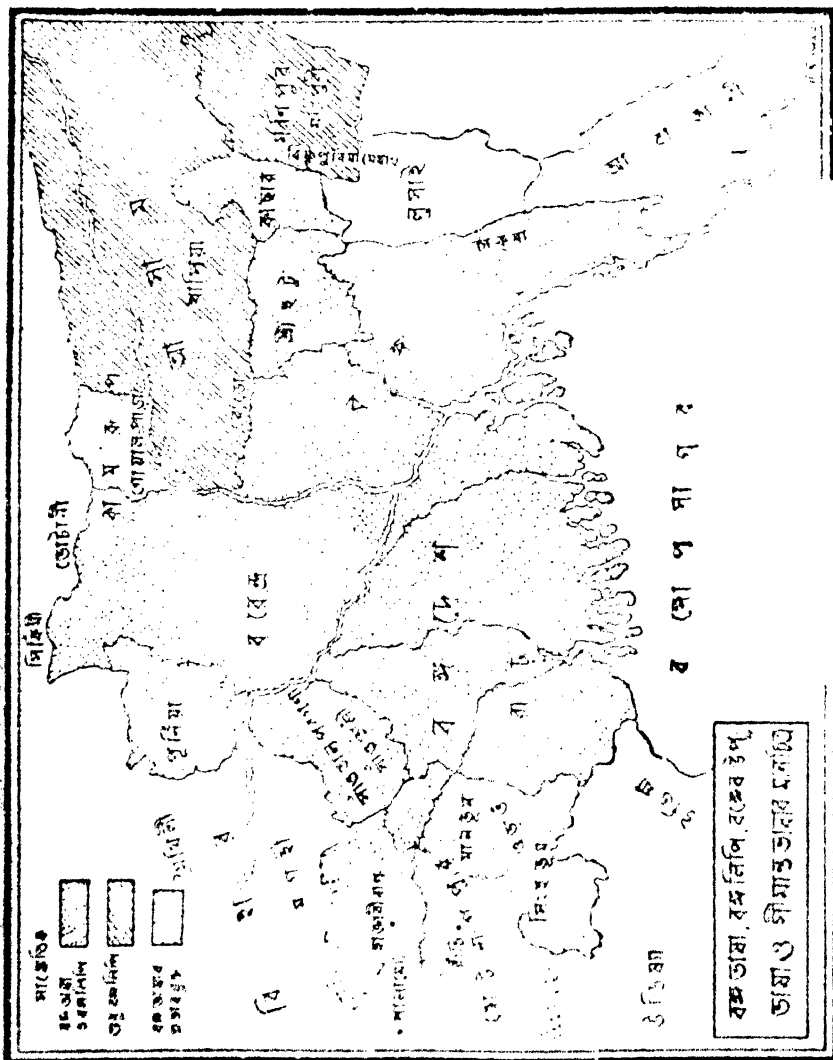
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ

উপক্রমণিকা

ভাষা কাহাকে বলে। মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে সকল সাঙ্কেতিক ধ্বনি উচ্চারণ করি তাহাকে **ভাষা** বলে। মানুষ সামাজিক জীব, অর্থাৎ সে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে চাহে না, বহুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে চায়। বহুর সহিত মিলিতে হইলেই প্রথম চাই মনোভাবের আদান-প্রদান। আমরা যে-সকল কথা বলি, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, তাহা কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি। এই ধ্বনিগুলি সর্বদাই একটা সঙ্কেত বহন করে। বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা 'গোরু' এই উচ্চারণে যে ধ্বনির সৃষ্টি হইল, তাহা সর্বদাই একটি বিশেষ জাতীয় জীবকে লক্ষ্য করে; সুতরাং 'গোরু' এই ধ্বনিটির এমন একটি শক্তি আছে যাহা আমাদের মনে একটি বিশেষ জীবের কথা স্মরণ করায়,—ধ্বনির এই শক্তিকেই বলে সঙ্কেত'।

বাংলা ভাষা। সব মানুষই মূলতঃ এক হইলেও দেশ-কালভেদে এক এক জাতীয় মানুষের জীবনযাত্রা এক এক রকম। জাতি হিসাবে বিশেষ বিশেষ মানুষের জীবন-যাত্রাও যেমন স্বতন্ত্র—তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার কৌশলও তেমনি স্বতন্ত্র। আমরা বাঙালী জাতি যে বিশেষ কৌশলের ভিতর দিয়া ধ্বনিময় সঙ্কেতের দ্বারা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি তাহাই **বাংলা ভাষা**।

বাংলা ভাষার প্রসারক্ষেত্র। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কেবল বঙ্গদেশ নয়, বাংলার বাহিরেও ইহা প্রচলিত। আসামের **শ্রীহট্ট, কাছাড়** ও **গোয়ালপাড়া** জেলায় এবং বিহার ও ছোটনাগপুরের **সাঁওতাল পরগণা,**

মানভূম, সিংহভূম ও পূর্ব **পূর্ণিয়ায়** বাংলাই প্রচলিত ভাষা। প্রায় সাড়ে ছয় কোটি[১] লোকের মাতৃভাষা এই বাংলা ভাষা। সুতরাং বাঙালী আমরা সংখ্যায় নগণ্য নই, আমাদের মাতৃভাষা ত নহেই।

লোক-সংখ্যা ধরিলে মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে। **উত্তর চৈনিক, ইংরেজী, রুষীয়, জর্মন, জাপানী** ও **স্পেনীয়** ভাষার পরেই বাংলা ভাষার স্থান। ভারতবর্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের মাতৃভাষা। ভারতবর্ষে মোট ১২৫টি[২] ভাষা প্রচলিত, তন্মধ্যে **হিন্দুস্থানীর** প্রসার সব চেয়ে বেশি[৩], কিন্তু যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দুস্থানী এরূপ লোকের সংখ্যা বাঙালীর চেয়ে কম।

সীমান্ত ভাষা। পূর্বে আসামের কাছাড় জেলা হইতে পশ্চিমে বিহার প্রদেশের **হাজারিবাগ**[৪] পর্যন্ত এবং উত্তরে **দার্জিলিং** হইতে দক্ষিণে **বঙ্গোপসাগর** পর্যন্ত সমুদয় বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে বাংলা ভাষা সীমাবদ্ধ। ইহার পূর্ব সীমান্তে **আসামী** এবং পশ্চিম সীমান্তে **উড়িয়া, মগহী ও মৈথিলী** বাংলা ভাষার সহোদরা-স্থানীয়া।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি অনার্য ভাষাও ইহার সীমাদেশ জুড়িয়া আছে: পশ্চিমে **সাঁওতালী, হো** এবং **মুণ্ডারী** এবং **ওড়াওঁ** ভাষা, উত্তরে **সিকিমী** ও **ভোটানী** ভাষা, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে **বোড়ো** ভাষাসমূহ এবং **খাসিয়া** ভাষা। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষা সীমান্তস্থিত পার্বত্য ও অর্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে।

বঙ্গলিপি। ভারতবর্ষে অন্ততঃ কুড়িটি বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়।[৫] তন্মধ্যে **উর্দু ও নাগরী** লিপি অধিক লোকে ব্যবহার করে। তাহার পরই **বাংলা, তামিল, তেলেগু** লিপির স্থান। বাংলা ভাষা ব্যতীত আসামী ও মণিপুরী

---

১ (১৯৪১) ২ ১৯২১ সালের গুনতি। জেলাভেদে ভাষার স্বাতন্ত্র্য ইহাতে ধরা হয় নাই। ৩ ১২,১২,৫৪,৮৯৮ জন (১৯৩১)। ৪ 'উত্তরা'—ফাল্গুন ১৩৪৩ (৺শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় রাঁচি অঞ্চলের ভাষা বাংলা—ইহাই প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন। ৫ ১৯৩১ সালের

ভাষায়ও বঙ্গলিপি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বঙ্গভাষার চেয়ে বঙ্গলিপির পরিসর-ক্ষেত্র প্রশস্ততর। বঙ্গলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা পরিশিষ্টে আলোচনা করিব।

বাংলা ভাষার বয়স ও বাংলা সাহিত্য। বাংলা ভাষার বয়স প্রায় হাজার বৎসর হইবে। ইহার প্রথম সাহিত্য **"বৌদ্ধগান ও দোহা"**[৬] নামক সংগ্রহকে বলা যাইতে পারে। বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্যও বেশ সমৃদ্ধ; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আজ যে গৌরব তাহা অনেক-খানিই আধুনিক সাহিত্যকে লইয়া। এই সাহিত্য বিগত শত বৎসরের সৃষ্টি। অথচ ইহারই মধ্যে বাংলা জগতের একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সত্যই, বাংলা সাহিত্য আমাদের গর্ব ও গৌরবের, আশা ও আনন্দের।

বাংলা-ভাষার প্রকার-ভেদ। বাংলা ভাষা দ্বিবিধ—**মৌখিক ও লৈখিক**[৭]। সমস্ত সচল ভাষারই এই দুই রূপ দেখা যায়, বাংলায়ও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কথাবার্তার ভাষার নাম 'মৌখিক ভাষা'। সাহিত্যে প্রচলিত ভাষার নাম 'লৈখিক ভাষা'। বাংলা দেশে প্রত্যেক জেলার এমন কি, মহকুমা-ভেদে মৌখিক ভাষার রূপান্তর ঘটিয়াছে; উহাদিগকে উপভাষা[৮] (dialect) বলে। এই উপভাষার ফলে এক জেলার লোকের ভাষা অপর জেলার লোকের পক্ষে বুঝা প্রায়শঃ কষ্টকর, অনেক সময় দুর্বোধ্য। কিন্তু বাংলা লৈখিক ভাষা প্রায় সকল জেলার লোকেরই সুবোধ্য।

বাংলা লৈখিক ভাষার প্রকার-ভেদ। বাংলা লৈখিক ভাষা প্রধানতঃ দ্বিবিধ—**সাধু ও চলিত।** সাধু ভাষায় সর্বজন-বোধ্য সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের

গুনতি। তামিল ও তেলেগু দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় ভাষা। ৬ মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নেপাল হইতে আনীত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহজিয়া মতের সিদ্ধাচার্যগণের রচিত ৪৭টি 'চর্যা-পদ' আছে। ৭ এই পরিভাষা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের।

৮ গ্রীয়ার্সন সাহেব বাংলার সমস্ত জেলার ভাষার নমুনা সংগৃহীত করিয়া বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। Dialect-এর আলোচনা আমাদের আলোচনার বাহিরে।

প্রয়োগ বেশি। ইহাতে সর্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রভৃতি রূপগুলি মৌখিক ভাষার রূপ অপেক্ষা পূর্ণতর এবং ইহাদের মূলস্থানীয়।[৯] ইহা ছাড়া, চলিত ভাষা সর্বদাই নূতন নূতন ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মকে মানিয়া চলে; ফলে সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত ভাষায় শব্দের রূপান্তর অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। চলিত ভাষার উপর 'স্বরসঙ্গতি'র ও 'অভিশ্রুতি'র প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[১০] সাধুভাষা গম্ভীর, চলিত ভাষা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত চটুল। সাধুভাষায় যে স্বাভাবিক আভিজাত্য ও সৌন্দর্য আছে, চলিত ভাষায় তাহা বিরল। আবার চলিত ভাষার সাবলীল গতি-স্বাচ্ছন্দ্য সাধু ভাষায় সুলভ নহে।

সাধু ভাষা দুই প্রকার দৃষ্ট হয়—**বিদ্যাসাগরী** ও **বঙ্কিমী**। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃতবহুল। উহাতে অসংস্কৃত শব্দ পরিহারের প্রয়াস যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল হইলেও অপেক্ষাকৃত সহজ এবং উহাতে অসংস্কৃত শব্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ নহে। এই ভাষাতেই **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন** ও **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের** (প্রথমদিককার) গ্রন্থাদি লিখিত। অধুনা বিশিষ্ট সাময়িক সাহিত্যেও এই ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাই বাংলার **আদর্শ লৈখিক ভাষা** (Standard Language)। বিদ্যাসাগরী ভাষা অধুনা প্রায় অপ্রচলিত বলিলেও চলে।

ভাগীরথী-তীরবর্তী জনপদের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষাই সাহিত্যে স্থান পাইয়া বিগত শতবর্ষ মধ্যে একটি বিশিষ্ট শক্তিশালী লৈখিক ভাষারূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ভাষাতেই অধুনা শক্তিশালী নব্য লেখকগণ লিখিয়া থাকেন। ইহাই বাংলার **আদর্শ লৈখিক কথ্য-ভাষা** (Standard Colloquial)। ইহা অধুনা সাহিত্যিক রূপ ও মর্যাদা পাইয়াছে।

৯ দৃষ্টান্ত :—তাঁহারা বলিলেন—তাঁরা বল্লেন।

১০ দৃষ্টান্ত :—সূতা > সুতো, উনান > উনন, উনুন, কুয়া > কুয়ো, সমর্পিয়া > সঁপে, গাছুয়া > গেছো, পানিহাটী > পেনেটী ইত্যাদি।

অবশ্য, কলিকাতা বাঙালী জাতির সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক সর্ববিধ কর্মকেন্দ্র হওয়াতে উক্ত অঞ্চলের প্রভাব ইহাতে প্রচুর দৃষ্ট হয়। রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ সর্বদা বর্জনীয়। নিম্নে আমরা সাধুভাষা ও চলিত ভাষার দুইটি নমুনা দিতেছি।

সাধু ভাষা :—"অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই,—অনেক দিন আনন্দ অনুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা-রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্য-মুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

চলিত ভাষা ঃ—"রমেশ, চুলোয় যাক্ গে তোদের জাত-বিচারের, ভাল-মন্দর ঝগড়া-ঝাটি ; বাবা, শুধু আলো জেলে দেরে, শুধু আলো জেলে দে। গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কাণা হয়ে গেল ; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা ক'রে দে বাবা!"—শরৎচন্দ্র।

বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ্। ভারতীয় প্রাচীন আর্যভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বেদে। এই **বৈদিক** (বা **ছান্দস**) ভাষা হইতেই বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাগুলির উদ্ভব। আর্যগণের এদেশে আগমনের পর এই দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানের ফলে এবং এদেশের আদিম নিবাসী অনার্য জাতিগুলির সহিত সংঘাত এবং মিলনের ফলে লোকের মুখে মুখে প্রাচীন বৈদিক ভাষা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে। তখন পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণ দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ভাষার যে বিকৃতি ঘটিতেছিল তাহা রোধ করিবার জন্য ব্যাকরণের অনেক নিয়ম করিয়া ভাষার **সংস্কার** করেন ; এই সংস্কারের ফলে যে ভাষার উদ্ভব হয় তাহাকেই বলে **সংস্কৃত ভাষা**। সাধারণভাবে বৈদিক ভাষা এবং পরবর্তী কালের বিশুদ্ধীকৃত ভাষা এই উভয়কে বুঝাইতেই **সংস্কৃত ভাষা** নামের ব্যবহার হয়। বুঝিবার সুবিধার

জন্য আমরাও প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বুঝাইতে **'সংস্কৃত'** শব্দেরই ব্যবহার করিব।

উচ্চারণের পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন বৈদিক ভাষার বিকার ঘটিতে লাগিল; সেই বিকৃত ভাষার নাম **প্রাকৃত** (প্রাকৃত জনের অর্থাৎ সাধারণ জনের ভাষা)। প্রাকৃত ভাষাও আবার ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হইয়া **অপভ্রংশে** রূপান্তরিত হইল। এই **অপভ্রংশ** হইতেই বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।[১১]

আমাদের বর্তমান বাংলা ভাষাকে বিশ্লেষ করিলে দেখিতে পাই, বাংলায় **চারি প্রকারের** শব্দ রহিয়াছে;—(১) **তৎসম,** (২) **তদ্ভব,** (৩) **দেশী** ও (৪) **বিদেশী।**

(১) **তৎসম**—('তৎ'=তাহা; অর্থাৎ সংস্কৃত+'সম'=সমান) যে-সকল শব্দ সংস্কৃতেও যে-রূপ ছিল বাংলাতেও কোন প্রকার বিকৃত না হইয়া সেইরূপ আছে, তাহাদিগকে **তৎসম** শব্দ বলে। যেমন হস্ত, চন্দ্র, সন্ধ্যা, স্পর্শ, রীতি, রত্ন ইত্যাদি।

(২) **তদ্ভব**—('তৎ'=তাহা; অর্থাৎ সংস্কৃত বা মূল আর্য-ভাষা; তাহা হইতে 'ভব'=উৎপত্তি যাহার) মূল বৈদিক সংস্কৃত পরিবর্তিত হইয়া বিকৃত **প্রাকৃত** রূপ ধারণ করিল; এই প্রাকৃত হইতে **অপভ্রংশ** স্তরের ভিতর দিয়া ক্রমপরিবর্তনের ফলে যে সকল শব্দের উদ্ভব তাহাদিগকে **তদ্ভব** শব্দ বলে। যেমন, মূল সংস্কৃত 'হস্ত' শব্দ প্রাকৃতে 'হত্থ' রূপে পরিবর্তিত হইল, তাহা হইতে আরও পরিবর্তনের ফলে বাংলা 'হাত' শব্দ উদ্ভূত। এইরূপে চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ; সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ (সাঁজ) প্রভৃতি। এখানে হাত, চাঁদ, সাঁজ প্রভৃতি শব্দ **তদ্ভব**।

এই তদ্ভব উপাদানই খাঁটি বাংলা শব্দ, এগুলি বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ্। বাকি শব্দ প্রায়গুলিই কিঞ্চিদধিক ধার-করা। প্রাকৃতের ভিতর দিয়া আমরা এগুলিকে লাভ করিয়াছি বলিয়া এগুলিকে **প্রাকৃত-জ** শব্দও

১১ এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরিশিষ্টে বঙ্গভাষার ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন ভাণ্ডার হইতে প্রাকৃতের ভিতর দিয়া এই শব্দগুলিকে আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছি; সুতরাং আমাদের ভাষার বৈশিষ্ট্য অনেকখানি নির্ভর করে **তদ্ভব** শব্দের ব্যবহারের উপর।

তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মাঝামাঝি আর একরকম শব্দ আছে, তাহাদিগকে বলা হয় **অর্ধতৎসম**। এই সকল শব্দ অনেকাংশে তৎসম শব্দের মতনই বটে; কিন্তু বাংলার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে ইহারাও তদ্ভব শব্দের ন্যায় কিছু কিছু বিকৃতি লাভ করে। যেমন 'কৃষ্ণ' শব্দ **তৎসম**; সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দের ক্রমপরিবর্তনের ফলে যে 'কানু' এবং 'কানাই' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে উহারা **তদ্ভব** শব্দ; কিন্তু তৎসম 'কৃষ্ণ' শব্দ বাংলায় আসিয়া অধুনা আবার উচ্চারণে 'কেষ্ট' রূপ লাভ করিয়াছে; এই 'কেষ্ট' শব্দটি **অর্ধতৎসম**।

এইরূপে গৃহিণী > গিন্নী (গিন্নি), মহোৎসব > মোচ্ছব, নিমন্ত্রণ > **নেমন্তন্ন**, বৈষ্ণব > বোষ্টম (বোষ্টুম) প্রভৃতি শব্দ **অর্ধতৎসমের** উদাহরণ।

(৩) **দেশী**—আর্যগণের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই এদেশে দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি অনার্যগণের বাস ছিল,—তাঁহাদের নিজস্ব ভাষাও ছিল। আমরা আমাদের বাংলা ভাষায় এই আদিম অধিবাসিগণের ভাষা হইতেও কিছু কিছু শব্দ গ্রহণ করিয়াছি, এই শব্দগুলিকে বলে **দেশী** শব্দ। এই **দেশী** শব্দগুলিকেও আমরা তাহাদের অপরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করি নাই, বিভিন্ন প্রাকৃত স্তরের ভিতর দিয়া তাহারাও নানারূপ পরিবর্তন লাভ করিয়া আমাদের ভাষায় আসিয়া স্থান করিয়া লইয়াছে। যেমন, পোট্ট > পেট, **ঢুণ্ট > ঢুঁড়** (= খোঁজা), খোম্পা > খোঁপা। এখানে পেট, ঢুঁড় (ঢোঁড়া), খোঁপা প্রভৃতি দেশী শব্দ। এতদ্ব্যতীত ঢেঁকি, ডিঙ্গি, ঢোল, ঝাঁটা, ঝিঙ্গা, চিল, ডাহা, ডাঁসা প্রভৃতি নানা দেশী শব্দ বাংলায় দেখা যায়।

(৪) **বিদেশী**—ভারতবর্ষে তথা বাংলা দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিদেশী জাতির আগমন ঘটিয়াছে। এই সকল বিদেশীয়দের বিদেশী ভাষা হইতে আমরা যে সকল শব্দ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই আমাদের ভাষার **বিদেশী** উপাদান। কতকগুলি বিদেশী শব্দ বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে,—প্রাকৃতের মারফতে তদ্ভব শব্দের ন্যায় তাহাদিগকেও

আমরা প্রায় উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছি। যেমন—প্রাচীন গ্রীক দ্রাখ্‌মে (drakhme) > দ্রম্ম বা দম্ম > বাংলা দাম; প্রাচীন পারসীক মোচক (mocak) > মোচিঅ > বাংলা মুচি; পহ্‌লবী পোস্ত > পুস্তিকা > পোত্থিআ > পুঁথি, পুথি ইত্যাদি।

কিন্তু অধিকাংশ বিদেশী শব্দ আমরা বাংলায় বিদেশীয়গণের সহিত আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করিয়াছি। যেমন,—

আরবী—আক্কেল, কলম, কেচ্ছা, বিদায়, জিলা, দফা ইত্যাদি।

ফারসী—আন্দাজ, খরচ, কম, বেশী, খুব, জোর, তোপ, জাহাজ ইত্যাদি।

পোর্তুগীজ—আলকাতরা, বালতি, বোতাম, চাবি, বাসন ইত্যাদি।

ইংরেজী—লাট (lord), আপিস, লণ্ঠন, গেলাস, ইস্কুল ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ। উপরের বর্ণিত চারিপ্রকারের শব্দ ছাড়াও বাংলায় আজকাল একরূপ শব্দ দেখা যায় যাহাদের ভিতরে শব্দের বিভিন্ন উপাদানের একটা মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই জাতীয় শব্দকে **মিশ্র শব্দ** বলা যাইতে পারে। যেমন, মাষ্টার-মশাই (মাষ্টার [বিদেশী, ইংরেজী] + মশাই [অর্ধতৎসম]), গুরুগিরি (গুরু [তৎসম] + গিরি [ফারসী প্রত্যয়]), বে-টাইম (বে [ফারসী] + টাইম [ইংরেজী] ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম মুদ্রিত ব্যাকরণ। পোর্তুগীজ পাদ্রী **মনোএল-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্‌**-রচিত বাংলা ব্যাকরণই বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। ইহা ১৭৩৪ সালে রচিত হইয়া ১৭৪৩ সালে পোর্তুগাল দেশের রাজধানী লিস্‌বন্‌ নগরে রোমান অক্ষরে ছাপা হয়। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ **নাথানিএল ব্রাসি হাল্‌হেড্‌** সাহেবের। ইহা ১৭৭৮ সালে হুগলী হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

কেরি সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ সালে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ব্যাকরণ ১৮১৬ সালে, কীথ সাহেবের ব্যাকরণ ১৮২০ সালে রচিত হয়। ১৮২৬ সালে **রাজা রামমোহন রায়** কর্তৃক প্রণীত এবং ইংরেজী ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৩৩ সালে রাজা রামমোহন রায়ের **'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'** বাংলা ভাষায় কলিকাতার 'স্কুল বুক সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ

যে শাস্ত্র কোন ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেই ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে পড়িতে ও বলিতে শিখায়, তাহা সেই ভাষার **ব্যাকরণ**।

যে শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিলে বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে পড়িতে লিখিতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম **বাংলা ব্যাকরণ**।

উহা চারিভাগে বিভক্ত—

১। বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ, ৩। বাক্য-প্রকরণ,

২। পদ ও শব্দ-প্রকরণ, ৪। ছন্দঃ ও অলংকার-প্রকরণ

বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ

১। **বর্ণ**। আমরা কথা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি আবার লিখিয়াও পারি। মনের ভাব লিখিয়া প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল চিহ্ন বা সঙ্কেত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে বর্ণ বলে। ভাষায় ব্যবহৃত ক্ষুদ্রতম ধ্বনিপ্রকাশক চিহ্নের নামই বর্ণ। বাংলা ভাষায় সাতচল্লিশটি বর্ণ আছে। ইহাদিগের সমষ্টিকে **বর্ণমালা** (Alphabets) বলে।

বর্ণ-বিভাগ

২। **স্বরবর্ণ**। বর্ণসমূহ দ্বিবিধ—**স্বর** ও **ব্যঞ্জন**।

যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, সেগুলিকে **স্বরবর্ণ** (Vowels) বলে। স্বরবর্ণ সমুদয়ে বারটি—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ঋ, (৯), এ, ঐ, ও, ঔ।

স্বর দ্বিবিধ—হ্রস্ব (Short) ও দীর্ঘ (Long)। অ, ই, উ, ঋ, ঌ—এই পাঁচটি হ্রস্ব স্বর ; আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই সাতটি দীর্ঘ স্বর।

৩। **ব্যঞ্জনবর্ণ**। যে সকল বর্ণ **স্বরবর্ণের** সাহায্য ব্যতিরেকে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদের নাম **ব্যঞ্জনবর্ণ** (Consonants)। ব্যঞ্জনবর্ণ পঁয়ত্রিশটি—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্, চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্, ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্, প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্, য্ র্ ল্ ব্, শ্ ষ্ স্ হ্ ং ঃ। ড়, ঢ়, য় যথাক্রমে ড, ঢ, য-এর রূপান্তর হইলেও তাহাদিগকেও বাংলায় স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণকে **স্পর্শবর্ণ** বলে। জিহ্বার অগ্র, মধ্য বা মূলদ্বারা, কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহারা স্পর্শবর্ণ (Stops)। স্পর্শবর্ণগুলি পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা,—

ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্—**কবর্গ** বা **কণ্ঠ্য বর্ণ**। চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্—**চবর্গ** বা **তালব্য বর্ণ**। ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্—**টবর্গ** বা **মূর্ধন্য বর্ণ**। ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্—**তবর্গ** বা **দন্ত্য বর্ণ**। প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্—**পবর্গ** বা **ওষ্ঠ্য বর্ণ**। ইহাদের মধ্যে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম—এই পাঁচটিকে **নাসিক্য** ধ্বনি বলা হয়।

এক-একটি ভাগকে এক-একটি বর্গ বলা হয় এবং এই পঁচিশটি বর্ণকে **বর্গীয় বর্ণ** (Classified) বলা হয়। ইহা ছাড়া **অন্যান্য** বর্ণ অ-বর্গীয় (Unclassified)।

য্ র্ ল্ ব্—এই চারিটির নাম **অন্তঃস্থ বর্ণ**। স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যবর্তী বলিয়া এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ। ইহাদের ভিতরে য্, ব্—**অর্ধস্বর** (Semi-vowels) ; ল্, র্—**তরলস্বর** (Liquids)।

শ্ ষ্ স্ হ্—এই চারিটির নাম **উষ্মবর্ণ** (Spirants)। উচ্চারণে বায়ুর প্রাধান্য আছে বলিয়া শ্, ষ্, স্, হ্ এই চারিটিকে উষ্মবর্ণ (breathed বা spirant) বলে। ইহাদের ভিতরে শ্, ষ্, স্—শিস্-ধ্বনি (Sibilants), হ্—ঘোষবর্ণ।

বর্ণসমূহের অপরবিধ বিভাগও প্রচলিত আছে। যথা,—(১) (ক) **ঘোষবর্ণ** বা নাদবর্ণ (Voiced)—বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্ হ্। ইহাদের উচ্চারণ গম্ভীর। (খ) **অঘোষবর্ণ** (Voiceless)—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং স্। ইহাদের উচ্চারণ গম্ভীর নয়, মৃদু। (২) (ক) **মহাপ্রাণ বর্ণ** (Aspirate)—বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ ইহাদের উচ্চারণে প্রাণ বা নিঃশ্বাসের প্রাধান্য আছে। (খ) **অল্পপ্রাণ বর্ণ** (Unaspirated)—বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে এই প্রাণ (Aspiration) নাই।

বর্ণ-সংযোগ

৪। **বানান**। ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে যোগ করাকে বানান বলে।

অকার যুক্ত হইলে বর্ণের আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না, কেবল অকারসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের হসন্ত [১] চিহ্নটি উঠিয়া যায়।

কিন্তু উ, ঊ এবং ঋ-সংযোগে কোন কোন ব্যঞ্জনের অন্যরূপ পরিবর্তন হয়। যথা—গু, শু, হু, রু, রূ, হৃ। †

সংযুক্ত বর্ণ। দুই বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র মিলিত হইলে তাহাদিগকে সংযুক্তবর্ণ বলে। যথা—ক্ক, ক্ত, ক্ষ, ঙ্গ, ঙ্ক।

ফলা। ন, ম, য, র, ল, ব—এই ছয়টি অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হইলে উহাদিগকে 'ফলা' বলে। র ব্যঞ্জনবর্ণের আদিতে থাকিলেও ফলা হয়। তখন ইহাকে 'রেফ্' বলে।

শব্দের বানান

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা ভাষায় চারিপ্রকার শব্দ আছে—তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী। তন্মধ্যে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানান সুনির্দিষ্ট আছে, উহাদের উচ্চারণে কিছু কিছু বিকার ঘটিলেও বানানে কোন বিকার ঘটে নাই।

---

১ স্বরবর্ণবিহীন ব্যঞ্জনবর্ণকে হলন্ত বলে। স্বরবর্ণ না থাকিলে ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে "্" এরূপ একটি চিহ্ন দিতে হয়। উহাকে হসন্ত চিহ্ন বলে। হসন্ত চিহ্নযুক্ত ব্যঞ্জনের নাম হল্, যে শব্দের অন্তে হল্ থাকে তাহার নাম হলন্ত শব্দ।

† শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র, রায় বিদ্যানিধি প্রমুখ খ্যাতনামা শাব্দিক ও সাহিত্যিকগণ এই সকল রূপান্তরিত যুক্তবর্ণ পরিহারের পক্ষপাতী। তাঁহারা এই প্রকার লিখিয়া থাকেন,—শ্ু গ্ু র্ু।

কিন্তু তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দসমূহের বানান আধুনিক বাংলা ভাষায় বহু-বিচিত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে সংকলিত হইল—

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম

(ক) **তৎসম (মূল সংস্কৃত)** শব্দ সম্বন্ধে দুইটি নিয়ম জ্ঞাতব্য :—

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না ; যথা,—ধর্ম, কর্ম, মূর্ছা, কর্তা, অর্ধ, বার্ধক্য ইত্যাদি।

২। ক, খ, গ, ঘ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা বিকল্পে ঙ্ বিধেয় ; যথা,—অহংকার বা অহঙ্কার, সংখ্যা বা সঙ্খ্যা, হৃদয়ংগম বা হৃদয়ঙ্গম ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—বিসর্গান্ত সংস্কৃত শব্দের কয়েকটিতে অন্ত্য বিসর্গ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। যথা,—মন, যশ, বক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মধ্যস্থিত বিসর্গ থাকিবে এবং যথানিয়মে বিসর্গ সন্ধি হইবে। যথা,—

মনঃকষ্ট, পয়ঃপ্রণালী, মনঃ + যোগ = মনোযোগ, যশঃ + লাভ = যশোলাভ।

(খ) **অ-সংস্কৃত শব্দ** সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযোজ্য :—

১। যদি মূল সংস্কৃত শব্দে **ঈ, ঊ** থাকে, তবে তদ্ভব শব্দে, অর্থাৎ যে সকল শব্দ ঐ মূল সংস্কৃত হইতে রূপান্তরিত হইয়া বাংলায় প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে বিকল্পে **ঈ** বা **ই** এবং **ঊ** বা **উ** হইবে। যেমন,—

মূল সংস্কৃত শব্দ—ঊনবিংশ, কুম্ভীর, পক্ষী, চূর্ণ, পূর্ব।

তদ্ভব বাংলা শব্দ—উনিশ বা ঊনিশ, কুমীর বা কুমির, পাখী বা পাখি, চূন বা চুন, পূব বা পুব। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল **ঈ, ই** বা **উ** হইবে। যেমন,—হীরা (হীরক), খিল (খীল), চুল (চূল)।

২। স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক শব্দের অন্তে **ঈ** হইবে। যেমন,—কলুনী, বাঘিনী, কেরানী, ঢাকী, বাঙালী, ইংরেজী, রেশমী, আরবী, ফারসী ইত্যাদি।

কিন্তু 'ঝি' 'বিবি' 'দিদি' 'কচি' 'মিহি' ই-কারান্ত হইবে। পিসী, মাসী অথবা পিসি, মাসি উভয়ই চলিবে।

৩। পূর্বোক্ত ১, ২ পরিচ্ছেদোক্ত শব্দ ভিন্ন অন্য অসংস্কৃত শব্দে কেবল **ই** হইবে। যথা,—বেঙ্গাচি, বেঁজি, মাটি, বাড়ি, একটি, দুটি ইত্যাদি।

অব্যয় হইলে **কি** এবং সর্বনাম হইলে বিকল্পে **কি** বা **কী** হইবে। যথা,—তুমি **কি** এখন খাইবে?

তুমি এখন **কী** (বা **কি**) খাইবে? এস্থলে **ঈ**কার প্রশস্ত।

৪। মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে **শ, ষ** বা **স** হইবে। যথা,—আঁশ, অংশু, শাঁস, শস্য, মশা, মশক ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে s-এর স্থানে স এবং sh-এর স্থানে শ হইবে। আসল, সাদা, সবুজ, মাসুল, মসলা, পেনসিল, শহর, খুশি, পোশাক, শার্ট, শরবৎ ইত্যাদি।

বাংলায় স্+ট যুক্তাক্ষর ছিল না, সেজন্য উহার স্থানে ষ্ট (ষ্+ট) লেখা হইত, এক্ষণে বিদেশী শব্দের স্থলে **স্ট** লেখার রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

৫। অসংস্কৃত শব্দের সর্বত্রই **ন** হইবে। যথা—সোনা, কান, বামুন, নগুন, কোরান ইত্যাদি। 'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' হইতে পারে।

৬। অসংস্কৃত শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না। যথা,—কর্জ, সর্দার, জার্মানী, শর্ত, পর্দা ইত্যাদি।

৭। শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্ চিহ্ন দেওয়া হইবে না। যথা,—ওস্তাদ, কংগ্রেস, জজ ইত্যাদি। কিন্তু ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্ চিহ্ন বিধেয়। মধ্যবর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্ চিহ্ন বিধেয়। যথা,—উল্‌কি, সট্‌কা।

৮। নিম্নলিখিত বানানগুলি লক্ষ্য করিবে:—

(ক) রং বা রঙ্, সং বা সঙ্, বাংলা, বাঙ্‌লা, বাঙ্গলা।

বাঙালী, বাঙ্গালী, চলিবে। আঙ্গুল, রঙ্গের স্থানে আঙুল, রঙের ইত্যাদি বিধেয়।

(খ) কাল বা কালো (কৃষ্ণ), কিন্তু কাল (কল্য, সময়)

ভাল বা ভালো (উত্তম), মত বা মতো (সদৃশ)

(গ) কোন্ লোক। কোন কোন লোক। কখন্ সে আসিবে? সে কখন আসে, কখন আসে না।

(ঘ) একঘ'রে, জ'টে, ক'টমটে, প'ড়ো, ঝ'ড়ো, জ'লো, ম'দো, ঘ'রো ইত্যাদি।

ণত্ববিধি

৫। তৎসম শব্দের কোন্ কোন্ স্থলে মূর্ধন্য ণ হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

(ক) ঋ, র্, ষ্ এই তিন বর্ণের পরিস্থিত পদমধ্যবর্তী দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়, যথা,—ঋণ, পূর্ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

(খ) ঋ র্ ষ্ এই কয়েকটি বর্ণের কোন একটির পর স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য ব হ এবং অনুস্বার থাকিয়া পরে ন থাকিলেও উহা মূর্ধন্য ণ হয়; যথা—পাষাণ, রুক্মিণী, অর্পণ, প্রয়াণ, শ্রবণ, বৃংহণ।

(গ) উপরি-উক্ত বর্ণ ভিন্ন বর্ণ ব্যবধান থাকিলে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয় না; যথা,—অর্চনা, প্রার্থনা, বিসর্জন।

(ঘ) বাংলা ক্রিয়ার ও সম্বোধন পদের অন্তেস্থিত ও বিদেশী শব্দের দন্ত্য ন মূর্ধন্য হয় না। যথা,—পারেন, করেন, হে ধর্মচারিন্, জার্মানি, ফ্রান্স।

(ঙ) তবর্গ সংযুক্ত ন, ণ হয় না; যথা,—গ্রন্থ, বৃন্দ, বৃন্ত।

(চ) টবর্গের পূর্বে স্বভাবতঃই মূর্ধন্য ণ হয়; যথা,—কণ্টক, লুণ্ঠন, দণ্ড।

(ছ) যদি এক পদে ঋ, র, ষ এবং অন্য পদে ন থাকে তাহা হইলে ন মূর্ধন্য ণ হয় না। যথা—বৃষবান, ত্রিনেত্র, বারিনিধি, গিরিনন্দিনী, চারুনেত্রা।

দ্রষ্টব্য।—শূর্প+নখা (নখ+আ)=শূর্পণখা, এখানে ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া শব্দটি একপদরূপে বিবেচিত হইয়াছে, তাই ণ হইল। কিন্তু তাম্রনখ একপদ নয় বলিয়া এখানে ণ হইল না।

(জ) প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গের ও অন্তর্ শব্দের পরে নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নু, নুদ্, অন্, হন্ ধাতুর ন মূর্ধন্য ণ হয়। যথা—প্রণাম, পরিণাম, প্রণাশ, প্রণয়, নির্ণয়, প্রণব, অন্তর্হণন ইত্যাদি।

(ঝ) কয়েকটি বিশেষ শব্দের বানান লক্ষণীয়। যথা,—প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ (কিন্তু মধ্যাহ্ন), পরায়ণ, নারায়ণ, অগ্রণী, প্রয়াণ, প্রবহমাণ ইত্যাদি।

(ঞ) কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃ মূর্ধন্য ণ হয় ; যথা,—

কণা, পণ, গুণ, গৌণ, লাবণ্য, ফণী, পাণি, বাণী, নিপুণ, চিক্কণ, বণিক, বাণিজ্য, বীণা, মণি, বাণ, কোণ, অণু, কল্যাণ, কঙ্কণ ইত্যাদি।

ষত্ববিধি

৬। তৎসম শব্দে কোন্ কোন্ স্থানে মূর্ধন্য ষ হয়, তাহার নিয়ম :—

(ক) অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্ এই সকল বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয় ; যথা, জিগীষা, ভবিষ্যৎ, বক্ষ্যমান, মুমুক্ষ, মুমূর্ষু ইত্যাদি ; কিন্তু সাৎ প্রত্যয়ের স মূর্ধন্য ষ হয় না ; যথা,—অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ ইত্যাদি।

উপসর্গের পরস্থিত ই-কার ও উ-কারের পর কতকগুলি ধাতুর স মূর্ধন্য ষ হইয়া যায়। যথা—অনুষ্ঠান (অনু + √স্থা), প্রতিষ্ঠান (প্রতি + √স্থা), অভিষেক (অভি + √সিচ্)। কিন্তু অনুসন্ধান, অনুস্বার, বিসর্গ ইত্যাদি।

(খ) ঋ কারের পরে সর্বদাই মূর্ধন্য ষ হয়। যথা,—ঋষি, কৃষ্ণ, বৃষ, ঋষভ।

(গ) দুইটি পদ যুক্ত হইয়া একটি শব্দ গঠন করিলে প্রথম পদের শেষে 'ই, উ, ঋ, ও' থাকিলে পরবর্তী আদ্য স মূর্ধন্য ষ হইয়া যায়। যথা,—মাতৃষসা, পিতৃষসা, যুধিষ্ঠির, সুষেণ, হরিষেণ (কিন্তু সংজ্ঞা না বুঝাইলে অর্থাৎ এক শব্দ না হইলে হয় না। যথা,—কুরুসেনা, যদুসেনা), সুষম (সুষমা), গোষ্ঠ ইত্যাদি।

(ঘ) কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃ মূর্ধন্য ষ ব্যবহৃত হয়। যথা,—ঔষধ, ঈর্ষা, বিষ, পৌষ, মেষ, ভাষা, পুরুষ, মহিষ, মূষিক, ভূষণ, ঈষৎ, সর্ষপ, পোষণ, ঘোষণা, দোষ, বিষয় ইত্যাদি।

বর্ণবিন্যাস (Spelling)

৭। সংযুক্ত বর্ণগুলি যথাক্রমে পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করার নাম বর্ণবিন্যাস। যথা,—

গঙ্গা = গ্ + অ + ঙ্ + গ্ + আ

ব্রাহ্মণ = ব্ + র্ + আ + হ্ + ম্ + অ + ন্ + অ

স্কুল = স্ + ক্ + উ + ল্

বর্ণোচ্চারণ-বিধি (Pronunciation)

৮। **স্বরের দ্বিবিধ উচ্চারণ—লঘু-গুরু, হ্রস্ব-দীর্ঘ।** উচ্চারণভেদে স্বরবর্ণ দ্বিবিধ—লঘু, গুরু। লঘু স্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে, গুরু স্বরের উচ্চারণে তাহার অপেক্ষা বেশী সময় লাগে।

(ক) সাধারণতঃ হ্রস্বস্বর লঘু এবং দীর্ঘস্বর গুরু। যথা,—

(১) রে সতি রে সতি কাঁদিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।

(২) কত কাল পরে বল ভারত রে
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে?

(খ) সংযুক্ত বর্ণের ও হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বর এবং অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত স্বরও গুরু। অনেক সময় পদের অন্তস্থিত হ্রস্ব স্বরও গুরু বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা,—

'তুমি সর্ব শরণ্য বরেণ্য গতি,
তুমি পূর্ণ পরাৎপর —বিশ্ব গুরু।
'ভব দুঃখ নিবারণ পাপ হর,
ভব সংসার সাগর পার কর।'

চিহ্নিত বর্ণগুলির উচ্চারণ দীর্ঘ। কিন্তু বাংলাভাষায় এরূপ উচ্চারণ স্বাভাবিক নহে।

(গ) বাংলা উচ্চারণে স্বরের মাত্রা প্রায়ই রক্ষিত হয় না। অনেক স্থলেই দীর্ঘস্বরের লঘু উচ্চারণ হয়। কখন কখন হ্রস্ব স্বরেরও গুরু উচ্চারণ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বাংলা কোন স্বরেরই স্বাভাবিক দীর্ঘ উচ্চারণ নাই।

সংস্কৃতে আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ সর্বদা দীর্ঘ, কিন্তু বাংলায় ইহারা হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হইয়া থাকে। আবার সংস্কৃতের হ্রস্ব স্বর অ, ই, উ, ঋ বাংলায় দীর্ঘও হয়। তবে বাংলা উচ্চারণে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি; একাক্ষর পদের (Monosyllabic word) স্বর বাংলায় সাধারণতঃ দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। যেমন 'ফল' শব্দের 'ল' বাংলায় হসন্ত, সুতরাং 'ফল' শব্দ একাক্ষর পদ; এ ক্ষেত্রে 'ফ'এর অ-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ। কিন্তু 'ফলটি' একাক্ষর পদ নহে বলিয়া এখানে ফ-এর অ-কার হ্রস্ব উচ্চারিত হইল। 'এক' (অ্যাক্) শব্দের এ-কার দীর্ঘ, কিন্তু 'একা' শব্দের এ-কার হ্রস্ব। 'দীন' (দরিদ্র) শব্দের ঈ-কার দীর্ঘ, কিন্তু 'দীনতা' শব্দের ঈ-কার দীর্ঘ নহে। বাংলা ছন্দের ভিতরেও স্বরবর্ণের সংস্কৃতানুরূপ হ্রস্বদীর্ঘের নিয়ম রক্ষিত হয় না; বাংলা ছন্দে হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রায় নূতন নিয়ম গড়িয়া উঠিয়াছে; সে সম্বন্ধে আলোচনা ছন্দঃপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

সাধু বাংলা ও চলিত বাংলায় আজকাল সাতটি স্বরধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। যথা,—অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। প্রাদেশিক বাংলায় আর একটি বিকৃত 'আ' ধ্বনি দেখা যায়। এই আটটি স্বরধ্বনির উচ্চারণ-স্থান লক্ষ্য করিয়া ইহাদের **দুই রকমের শ্রেণী বিভাগ** চলে। নিম্নে এই স্বরগুলির উচ্চারণের সময়ে মুখাভ্যন্তরে জিহ্বার অবস্থান দেখান হইতেছে।

জিহ্বা সম্মুখের দিকে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত স্বরধ্বনি

জিহ্বা পশ্চাতে আকর্ষণ করিয়া উচ্চারিত স্বরধ্বনি
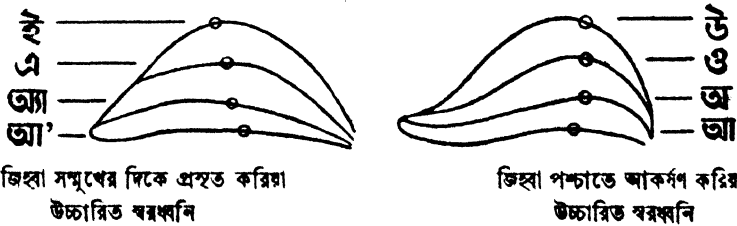
এই চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ই (ঈ), এ, অ্যা এবং আ' জিহ্বাকে দন্তের দিকে সম্মুখে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত স্বরধ্বনি; সুতরাং

এগুলিকে **সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি** (Front Vowels) বলা যাইতে পারে। উ (ঊ), ও, অ, আ জিহ্বাকে পশ্চাতে কণ্ঠের দিকে আকর্ষণ করিয়া উচ্চারিত স্বরধ্বনি ; এগুলিকে **পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনি** (Back Vowels) বলা হয়। সম্মুখস্থ স্বরধ্বনির ভিতরে আবার ই উচ্চ স্বর, এ এবং অ্যা মধ্যস্বর এবং আ নিম্নস্বর। তেমনি পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনির মধ্যে উ উচ্চ, ও এবং অ মধ্যম, আ নিম্ন স্বর।

৯। **যুক্তস্বর** বা **যৌগিক স্বরধ্বনি** (Diphthongs)[১]। দুই স্বর এককালে উচ্চারিত হইলে উহাকে যুক্তস্বর বা যৌগিক স্বর কহে। 'ইউরোপ', 'মিউ' এই দুই শব্দে 'ইউ' একত্র উচ্চারিত, কাজেই যুক্তস্বর।

বাংলা যুক্তস্বরের বর্ণ মাত্র দুইটি—ঐ (উচ্চারণ—ওই), ঔ (উচ্চারণ—ওউ)। কিন্তু আধুনিক বাংলায় ন্যূনাধিক পঁচিশটি যুক্তস্বর দৃষ্ট হয়। যথা,—আই (যাই, খাই), আয় (যায়, খায়), ইএ (গাইয়ে), ইআ (উড়িয়া), ইও (চলিও), অও (কও, হও), অআ, অওয়া (সওয়া) ইত্যাদি।

বাংলায় তিনটি বা ততোধিক স্বরের যৌগিক স্বরও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—তিনস্বর—'আইয়ে' (খাইয়ে), 'ওয়াই' (খোয়াই), 'উইও' (ধুইও) ইত্যাদি। চারিস্বর—'আওয়ায়' (খাওয়ায়), 'এওয়াই (দেওয়াই) ইত্যাদি।

১০। **ধ্বনি** (Syllable)। বাগ্‌যন্ত্রের একটিমাত্র প্রয়াসে যতটুকু ধ্বনি উৎপাদিত হয়, তাহাই **'ধ্বনি'** বা সিলেব্‌ল্। ধ্বনি দ্বিবিধ—**অযুগ্ম** বা **স্বরান্ত** (open) ও **যুগ্ম** বা **ব্যঞ্জনান্ত** (closed)। 'খা', 'রে', 'যে', 'না' ইত্যাদি—অযুগ্ম। জল, মাছ, বাঃ ইত্যাদি—যুগ্ম। 'ধ্বনি'কে কেহ

১ হ্রস্ব-দীর্ঘভেদে স্বর যেমন দ্বিবিধ, আবার **মৌলিক** ও **যৌগিক** ভেদেও উহা দুই প্রকার। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অ, ই, উ, ঋ এবং ঌ **মৌলিক** স্বর ; আ, ঈ, ঊ, ৠ (ৠ কারের বাংলায় ব্যবহার নাই ; ৡ-কারের কোন প্রয়োগই নাই) প্রভৃতি এই মৌলিক স্বর-গুলিরই দীর্ঘ রূপ। এ, ঐ, ও, ঔ চারিটি **যৌগিক** স্বর। একাধিক স্বরের যোগে উৎপন্ন বলিয়া ইহাদিগকে **সন্ধ্যক্ষর** বলা হয়।

কেহ **'অক্ষর'** বলেন। পাঠশালা—এই শব্দে তিনটি 'অক্ষর' বা 'ধ্বনি' আছে। যথা,—'পাঠ্', 'শা', 'লা'।

১১। **মাত্রা বা কলা** (Mora)। স্বরের উচ্চারণ-সময়কে মাত্রা [১] কহে। মাত্রার মূল তাৎপর্য কালপরিমাণ (duration)। সাধারণতঃ হ্রস্বস্বর একমাত্রার এবং দীর্ঘস্বর দুই মাত্রার—এই দুই শ্রেণীর অক্ষর গণনা করা হইয়া থাকে।

১২। **প্রস্বর** (Accent)। কোন ধ্বনিবিশেষের উপর যে জোর দেওয়া হয় তাহাকে প্রস্বর[২] বলে। শব্দের প্রথম অক্ষরে জোর দেওয়াই (initial stress accent) আধুনিক বাংলা ভাষার বিশিষ্ট রীতি।[৩] প্রস্বরকে কেহ কেহ **'স্বরাঘাত'** বা **'শ্বাসাঘাত'** বলেন।

১৩। স্বরবর্ণের উচ্চারণ

অ

বাংলায় অ-কারের দুই প্রকার উচ্চারণ আছে—উহার একটি সহজ, অপরটি ও-কারের ন্যায় বিকৃত।

অ—সহজ উচ্চারণ

(১) অকারের সহজ (লঘু) উচ্চারণ (ইংরেজী rock শব্দের o-এর ন্যায়) ; যথা,—অনন্ত, অবশ্য (অবোশ্শো), তনয়, জনম।

(ক) 'নঞ্' এই অব্যয় শব্দের রূপান্তরিত নিষেধার্থক 'অ'-এর সহজ উচ্চারণ। যথা,—অনঙ্গ, অনড়, অনধিকার, অনন্য (অনোন্নো), অনবকাশ, অনবরত।

ব্যতিক্রম—নাম বুঝাইলে অতুল, অসিত, অমূল্য প্রভৃতির আদ্য অ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়।

(খ) যে সকল শব্দের আদিতে 'সহিত' অর্থে 'স' অথবা 'সম্পূর্ণ' অর্থে 'স' বা 'সম্' আছে, সেখানকার আদ্য অ-এর উচ্চারণ সহজ ; যথা,—সদল, সজল, সক্ষম, সস্ত্রীক, সবিনয়, সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ।

১, ২ ছন্দ আলোচনায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩ Bengali Self-Taught by S. K. Chatterjee, পৃঃ ২৩

(গ) একাক্ষর শব্দের (monosyllabic) অ-এর সহজ উচ্চারণ। যথা,—জল, ফল, ঘর, পথ। কিন্তু বন, মন ব্যতিক্রম (১৩ (ছ) পরিঃ দ্রঃ)।

(ঘ) যে সকল শব্দের প্রথম স্বর অ এবং দ্বিতীয় স্বর অ বা আ, সেখানে প্রথম অ-এর সহজ উচ্চারণ। যথা,—কলম, কথা, সকল, করা, বলা।

(ঙ) ধ্বন্যাত্মক শব্দের আদ্য অ-কারের উচ্চারণ সাধারণতঃ সহজ হয়। যথা,—কচ্‌কচ্‌ বা কচ্‌কচে, থপ্‌ থপ্‌, গম্‌ গম্‌ ইত্যাদি।

অ—বিকৃত উচ্চারণ

(২) অ-কারের বিকৃত উচ্চারণ পূর্ণব্যক্ত ও-কারের ন্যায় প্রসারিত (ইংরেজী home শব্দের o-এর ন্যায়)।

(ক) ই (ঈ), উ (ঊ)-কার বা ইকারান্ত বা উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ পূর্ণব্যক্ত ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। যথা,—অতি (ওতি), অসি (ওশি), অনিল (ওনিল), অমিয় (ওমিও), অতিশয় (ওতিশয়), অম্বিকা (ওম্বিকা), মণি (মোনি), পরিশ্রম (পোরিশ্রম), তনু (তোনু), অরুণ (ওরুণ), সমুদ্র (শোমুদ্‌র), মনুষ্য (মোনুষ্‌ষ), কলু (কোলু), কটু (কোটু), ক্ষণিক (খোনিক), যত্ন (যোত্ন), অগ্নি (ওগ্নি), অঙ্গুলি (ওঙ্গুলি), অগ্রিম (ওগ্রিম), হনু (হোনু), তরু (তোরু)।

করিয়া (কোরিয়া), ধরিয়া (ধোরিয়া), পড়িলে (পোড়িলে), চড়িবে (চোড়িবে), হইল (হোইল), হউন (হোউন), কহুন (কোহুন)।

অভিশ্রুতির ক্ষেত্রে ই উ লোপ পাইলেও এই নিয়ম বলবৎ থাকে। যথা,—করিয়া > ক'রে (কোরে), ধরিয়া > ধ'রে (ধোরে), পড়িলে > পড়লে (পোড়লে), চড়িবে > চড়বে (চোড়বে), হইল > হ'ল (হোলো), হউন > হ'ন (হোন), কহুন > ক'ন (কো'ন)।

কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া করে, ধরে প্রভৃতির অ-কার অবিকৃত থাকে; কারণ ইহাদের মধ্যে ই উ নাই বা ছিলও না।

(খ) পরবর্তী ধ্বনিতে য-ফলা থাকিলে পূর্ববর্তী অ ও-কারের ন্যায় প্রসারিত হয়। যথা,—গণ্য (গোন্‌ন), দন্ত্য (দোন্ত্য), লভ্য (লোভ্য)।

কল ও কল্য, গণ ও গণ্য, দন্ত ও দন্ত্য—এইগুলির উচ্চারণ-ভেদ লক্ষ্য কর।

কিন্তু য ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জনের পরস্থিত অকারের তিন প্রকার উচ্চারণ—

(১) সাধারণতঃ সহজ। যথা,—নব্য (নোব্‌ব), ভব্য (ভোব্‌ব), অব্যয় (অব্‌বয়), বাক্য (বাক্‌ক), পাঠ (পাঠ্‌ঠ)।

কিন্তু কখনও প্রসারিত হয়। যথা,—কাব্য (কাব্‌বো) [পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ 'কাইব্ব'], চৈতন্য (চৈতন্‌নো), আস্য (আশ্‌শো), আহার্য (আহার্‌জো), আলস্য (আলোশ্‌শো)।

(২) ্যা-বৎ উচ্চারণ। যথা,—ব্যবহার (ব্যাবহার), ব্যক্ত (ব্যাক্‌ত), ব্যথা (ব্যাথা)।

(৩) এ-বৎ উচ্চারণ। যথা,—ব্যক্তি (বেক্তি), ব্যতীত (বেতীত), ব্যথী (বেথী)। [ই বা ঈর প্রভাব]।

(গ) ক্ষ বা জ্ঞ (গ্‌গঁ) পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী অ ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। যথা,—লক্ষ (লোক্‌খ), কক্ষ (কোক্‌খ), যক্ষ (যোক্‌খ) ও যজ্ঞ (যোগ্‌গঁ), দৈবজ্ঞ (দোইবোগ্‌গঁ)।

(ঘ) ঋ-ফলাযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী অ ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। যথা,—বক্তৃতা (বোক্তৃতা), কর্তৃক (কোর্তৃক), ভর্তৃ (ভোর্তৃ), মসৃণ (মোসৃণ)।

(ঙ) র-ফলা যুক্তবর্ণের সহিত অ লুপ্ত থাকিলে তাহা ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। যথা,—ভ্রমর (ভ্রোমর), শ্রম (শ্রোম), ব্রজ (ব্রোজ), গ্রহ (গ্রোহ)।

ব্যতিক্রম—কিন্তু য় পরে থাকিলে হয় না। যথা,—ক্রয়, ত্রয়।

(চ) 'প্র' এই সংযুক্ত বর্ণের পরস্থিত অকারের উচ্চারণ সর্বদাই পূর্ণব্যক্ত ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। [প্র=প্রো]। যথা,—প্রণাম, প্রভাত, প্রশ্ন, প্রমাণ, প্রকৃত, প্রত্যেক, প্রতিমা, প্রবেশ, প্রতি, প্রহর, প্রবীণ, প্রহার, প্রলয়।

(ছ) একাক্ষর (monosyllabic) শব্দের অন্ত্য ন বা ণ এর পূর্ববর্তী 'অ' প্রায়ই ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। যথা,—বন (বোন), মন (মোন), ক্ষণ (খোন), ধন (ধোন), জন (জোন), পণ (পোন=পরিমাণ)। কিন্তু পণ (প্রতিজ্ঞা অর্থে), সন, রণ, গণ প্রসারিত নহে। একাক্ষরের অধিক শব্দেও ইহা খাটে না। যথা,—কনক, গণক, কহেন, হয়েন কহেন>কন, হয়েন>হন ইত্যাদি পরিবর্তিত চলিত পদের আদ্যবর্ণের অ ও হইবে না।

[তুলনা: কহন>ক'ন=কো'ন। হউন>হ'ন=হোন। কহেন>ক'ন=কন, হয়েন>হ'ন=হন। বানান একবিধ হইলেও উচ্চারণ এবং অর্থ ভিন্ন।]

(জ) চলিত ভাষায় দুই অক্ষরের বিশেষণ শব্দের কতকগুলির অন্ত্য অ ও-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা,—ছোটো, বড়ো, কতো, এতো, মতো (like), খাটো, কোনো, মেজো, কালো (কৃষ্ণবর্ণ), ভালো (good)

(ঝ) ইল (ল), ইত (ত), ইতেছিল (ছিল), ইয়াছিল (এছিল), ইতেছ (ছ), ইয়াছ (এছ), অ (ও), ইব (ব) বিভক্তিযুক্ত সাধু বা চলিত ক্রিয়াপদের অন্ত্য অ ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা,—দেখো, গেলো, দেখছো, যেতো, যাবো, করিবো, করিয়াছিলো।

রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের অনেকে এই সকল শব্দ ও-কারান্ত করিয়াও লিখিয়াছেন।[১] যথা,—মেজো জা। কোনো ছুঁতো। মন ছোটো। কতো কথা। এতো গেলো বড়ো কথা। তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দু'টি ডানার মতো—যেমন কালো, তেমনি কোমল। সেই ছিলো তা'র মহত্ত্ব। সব কথা জানো না? (রবীন্দ্রনাথ)।

(ঞ) দীর্ঘ শব্দকে আমরা উচ্চারণের সুবিধার জন্য সাধারণতঃ দ্ব্যক্ষর সমষ্টিতে ভাঙিয়া লই; এইরূপ দ্ব্যক্ষর সমষ্টির শেষ অক্ষরে অ থাকিলে তাহা বিকৃত হয়। যথা,—অনবরত=অনো-বরো-তো; হতভম্ব=হতো-ভম্বো।

---

১ কিন্তু উচ্চারণ-অনুরূপ বানান (phonetic spelling) সর্বত্র রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

(ট) তিন-অক্ষরের শব্দ যেখানে বাংলায় দ্ব্যক্ষররূপে উচ্চারিত হয়, সেখানে শেষ অক্ষরে অ থাকিলে তাহা বিকৃত হয়। যথা,—অনল (=অ-নোল), পিতল (=পিতোল, পেতোল), কমল (=ক-মোল) ইত্যাদি।

অনুচ্চারিত (হলন্ত) অন্ত্য অ

আধুনিক বাংলা ভাষায় শব্দের পদান্ত অ-কারের প্রায়ই উচ্চারণ হয় না। অন্ত্য বর্ণের হলন্ত উচ্চারণ আধুনিক বাংলার বিশিষ্ট রীতি।[১] যথা,—হাত্, ভাত্, ঘট্, পট্, আক্, নয়ন্, রতন্, যেমন্, করেন্, বালক্, থান্, করিতেন, উত্তম্, সমর্, পরিহাস্, অবকাশ্।

কিন্তু ইহার কতিপয় ব্যতিক্রম আছে।

উচ্চারিত অন্ত্য অ

(১) অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষ ক্রিয়াপদের স্বরান্ত উচ্চারণ হয়—কর, ধর, চল, বল। কিন্তু তুচ্ছার্থে ও সম্ভ্রমার্থে হসন্ত উচ্চারণ—কর্, চলুন্।

(২) পদান্তে হ বা যুক্তবর্ণ থাকিলে তৎসংযুক্ত অ সর্বদা উচ্চারিত হয়। যথা,—মোহ, দেহ, বিদ্রোহ, গৃহ, মন্দ, বিজ্ঞ, বীরত্ব, বঙ্গ, কম্প, বাক্স, কষ্ট, শক্ত, জন্ম।

(৩) ক্ত, য, তর, তম প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা,—গীত, পুলকিত, গত, নত, অনূদিত, শ্রেয়, হেয়, প্রেয়, বিধেয় (কিন্তু, বিষয়্, উপায়্), গুরুতর, গুরুতম, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম।

কিন্তু ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য হইলে অ লোপ হয়। যথা,—গীত্, মত্, রক্ষিত্, পালিত্ (উপাধি)।

---

১ কিন্তু মধ্যযুগের বাংলায় পদান্ত অ উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক রীতি ছিল। ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলীও উল্লেখযোগ্য।

(৪) পদের অন্ত্য বর্ণ ঢ় হইলে তৎসংযুক্ত অ উচ্চারিত হয়। যথা,— গাঢ়, নিগূঢ়।

(৫) অন্ত্য বর্ণের পূর্বে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকিলেও অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা,—বংশ, হংস, দুঃখ।

(৬) দ্ব্যক্ষর শব্দের প্রথম অক্ষরে ঋ, ঐ, ঔ থাকিলে অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা,—তৃণ, বৃষ, কৃশ, তৈল, শৈল, মৌন, গৌণ।

কিন্তু দ্ব্যক্ষর না হইলে, হইবে না ; যথা,—কৃপণ, কৃষক, পৃথক্।

(তৎসম শব্দে এই উচ্চারণ হইবেই, কিন্তু তদ্ভব শব্দে ব্যতিক্রম কিছু দেখা যায়)

(৭) দুই অক্ষরের বিশেষণ শব্দগুলির শেষ অকার প্রায়ই উচ্চারিত হয়। এবং অ-এর বিকৃত উচ্চারণ হয়। [পরি ১৩ (জ) দ্রষ্টব্য]

(৮) সংখ্যাবাচক এগার হইতে আঠার পর্যন্ত শব্দগুলির অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়।

(৯) দ্বিরুক্ত ও অনুকার শব্দে অ-প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বিশেষণ হইলে উহাদের অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা,—কাঁদ-কাঁদ, ছল-ছল, পড়-পড় (নতুবা— ছল্‌ছল্, পড়্‌পড়্)।

আ

সংস্কৃতের ন্যায় বাংলা আ সর্বত্র দীর্ঘস্বর নহে, ইহার হ্রস্ব এবং দীর্ঘ দুই উচ্চারণই লক্ষিত হয়। একাক্ষর পদের আ-এর উপর জোর পড়ে এবং উহা দীর্ঘ হয়। যথা,—আজ্, ভাত্, রাত্, পাত্। নিম্নলিখিত শব্দে আ-এর উচ্চারণ হ্রস্ব—আপন, কাপড়, বাড়ি, পাতা, বারুই। 'না' দীর্ঘ, কিন্তু 'যাব না' হ্রস্ব। আধুনিক বাংলায় আ-কারের ঈষৎ বিকৃতরূপ পরিলক্ষিত হয়। যথা,— আ'জ (আইজ, আজি < অদ্য), কা'ল (কাইল, কালি < কল্য), ধা'ত (*ধাইত *ধাউত < ধাতু)।

ই, ঈ

উভয়ের স্বাভাবিক উচ্চারণ একবিধ—উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্য নাই। তবে একাক্ষর পদের ই, ঈ দীর্ঘ হয়।

জোর দিবার জন্য অথবা বিভিন্ন অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যবহার অধুনা প্রচলিত হইয়াছে।

সে কি খাইয়াছে? (সাধারণ প্রশ্ন)

সে কী খাইয়াছে? 'কী তোমার হুকুম, বলো।'

উ, ঊ

বাংলায় উ এবং ঊ—এই দুই স্বরের উচ্চারণে সাধারণতঃ কোন পার্থক্য নাই। তবে 'রুপা' শব্দের উ হ্রস্ব, 'রূপ' শব্দের ঊ দীর্ঘ। (পূর্বে আলোচিত হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

দ্ব্যক্ষর শব্দে 'উ'র পর 'আ' অথবা উচ্চারিত 'অ' থাকিলে 'উ'র উচ্চারণ ও-কারের ন্যায় হয়। যথা,—উঠ (ওঠ), উঠা (ওঠা), উড়া (ওড়া)

ঋ

বাংলা বর্ণমালার ভিতরে ঋ-কে একটি স্বতন্ত্র স্বর বলিয়া গ্রহণ করিলেও স্বর হিসাবে ঋ-কারের উচ্চারণ কদাচিৎ হইয়া থাকে। তৎসম শব্দে ঋ-কারের সাধারণ উচ্চারণ র্+ই=রি। যথা,—ঋষি (রিশি), ঋতু (রিতু), বৃষ (ব্রিশ), কৃষ্ণ (ক্রিশ্ন), অমৃত (অম্রিত), ঘৃত (ঘ্রিত) ইত্যাদি।

ঋ-কারের এই রি উচ্চারণের জন্য বিদেশী শব্দের বানানে অনেক সময়ে (র+ই) ঋ-কারের ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা,—বৃটেন (ব্রিটেন), খৃস্ট (খ্রীস্ট), কৃকেট (ক্রিকেট) ইত্যাদি।

ঌ

বাংলায় ঌ-স্বরের কোন প্রয়োগ নাই, সুতরাং উচ্চারণও নাই। সংস্কৃতে শুধু কৢপ্ ধাতুর ক্ষেত্রে ঌ-কারের প্রয়োগ দেখা যায়।

এ

বাংলায় এ স্বরবর্ণ শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হইলে তাহার দুই প্রকার উচ্চারণ হয়—একটি (১) সহজ 'এ' (ইংরেজী bet শব্দের e-এর ন্যায়); যথা,—ছেলে, মেয়ে, একটি, দেখিল, বেল, তেজ, কে, সে, দেশ, বেশ ইত্যাদি।

আর একটি (২) বিকৃত 'অ্যা' (ইংরেজী bat শব্দের a-এর ন্যায়)। যথা,—এক (এ্যাক), কেন (ক্যানো), মেও (ম্যাও), খেলা (খ্যালা), দেখা (দ্যাখা)।

(ক) পরে ই-কার বা উ-কার থাকিলে তৎপূর্ববর্তী এ-কার কখনও বিকৃত হয় না। যথা,—জেঠি, বেটী, কেলি, তেলী, কেতু, সেতু, ঘেঁটু।

কিন্তু জেঠা (জ্যাঠা), বেটা (ব্যাটা), একা (অ্যাকা), পেঁচা (প্যাঁচা)।

(খ) পদের আদিতে স্থিত না হইলে এ সাধারণতঃ সহজ রূপে উচ্চারিত হয়। যথা,—মারে, ভাবে, দোষেগুণে, স্থলেজলে, নভোতলে ইত্যাদি।

(গ) তৎসম শব্দের আদ্য 'এ' অবিকৃত রহে। যথা,—কেশ, বেশ, হেম, প্রেম, খেদ, বেদ, ভেদ, তেজ। কিন্তু এক (অ্যাক) ব্যতিক্রম।

একাক্ষর (monosyllabic) তদ্ভব শব্দের অন্ত্য বর্ণ ক, খ, চ, ড়, ন, ণ, য় থাকিলে আদ্য 'এ'র সাধারণতঃ বিকৃত উচ্চারণ হয়। যথা,—দেখ (দ্যাখ), ছেঁচ (ছ্যাঁচ্), পেঁচ (প্যাঁচ্), বেঙ (ব্যাঙ্), দেয় (দ্যায়), নেয় (ন্যায়)।

(ঘ) ই-কারযুক্ত একাক্ষর ধাতুর সহিত আ-প্রত্যয় যোগে গঠিত বিশেষ্য পদের এ'র উচ্চারণ সহজ। যথা,—কিন্—কেনা, মিল্—মেলা, লিখ—লেখা, গিল—গেলা [কিন্তু যাওয়া অর্থে গেলা = গ্যালা]।

কিন্তু এ-কারযুক্ত একাক্ষর ধাতুর উত্তর আ-প্রত্যয় যোগে গঠিত বিশেষ্য পদের আদ্য 'এ'র উচ্চারণ বিকৃত। যথা,—বেচ্—বেচা (ব্যাচা), ঠেল্—ঠেলা (ঠ্যালা), দেখ্—দেখা (দ্যাখা), হেল্—হেলা (হ্যালা)।

(ঙ) একাক্ষর সর্বনাম পদের এ-কার সহজ। যথা—সে, কে, যে, এ।

কিন্তু কতকগুলি সর্বনাম ও সর্বনামজাত পদের আদ্য এ বিকৃত। যথা,—এখন, কেমন, এমন, তেমন।

(চ) যুক্ত ব্যঞ্জন বা হ পরে থাকিলে আদ্য এ সহজ হয়। যথা,—দেহ, স্নেহ, কেহ, তেষ্টা, শ্রেষ্ঠ, বেল্লিক, কেষ্ট।

চন্দ্রবিন্দু এবং আ হইতে জাত এ বিকৃত হয়। যথা,—ছেঁদা (ছ্যাঁদা), সেঁতসেঁতে (স্যাঁতসেঁতে), ডেঙা (ড্যাঙা < ডাঙ্গা), কেঁথা (ক্যাঁথা < কাঁথা)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাদিতে এ-কারের এই দ্বিবিধ উচ্চারণ নিম্নলিখিত উপায়ে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।—

এ (সহজ) = ে যথা,—**দেখো** (= দেখিও)

এ (বিকৃত) = ে যথা,—**দেখো** (দ্যাখো = দেখহ)

ঐ

ঐ—ইহা যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষর। ইহার উচ্চারণ 'ওই'। যৌগিক স্বর বলিয়া বাংলা ছন্দে ইহা স্থানে স্থানে দুইমাত্রারূপে গণ্য হয়। (ছন্দোপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

ও, ঔ

বাংলা ও-কারের উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী boat শব্দের oa-এর অনুরূপ। সাধারণতঃ বাংলায় ও-কারের কোন বিকৃত উচ্চারণ নাই; কিন্তু উপভাষাগুলিতে অনেক সময় ও-কারের উ-কার উচ্চারণ দেখা যায়। যথা,—চোর > চুর, ক্ষোভ > ক্ষুভ, গণ্ডগোল > গণ্ডগুল ইত্যাদি। লিখিবার সময় এই জাতীয় বিকৃতি সর্বদা বর্জনীয়।

ঔ—ইহা যৌগিক স্বর। ইহার উচ্চারণ 'ওউ'। ঐ-কারের ন্যায় ইহাকেও ছন্দে স্থানে স্থানে দুইমাত্রারূপে গণ্য হয়।

উচ্চারণ-ভেদে নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থভেদ লক্ষ্য কর :—

মত (মত)—সম্মতি (assent), মত (মতো)—তুল্য ;

কাল (সহজ)—কল্য, কা'ল (প্রসারিত)—সময়, কাল (কালো)—কৃষ্ণবর্ণ ;

ভাল (ভাল্)—কপাল, ভাল (ভালো)—উত্তম ;

ক'রে (কোরে)—অসমাপিকা ক্রিয়া, করে (অ সহজ)—সমাপিকা ক্রিয়া ;

কোন (কোন্)—কে, কি (what, which) ;

কোন (কোনো)—অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু (some)।

১৪। ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

পূর্বে (৩ পরি) ব্যঞ্জন বর্ণের একটা সাধারণ শ্রেণী-বিভাগ দেওয়া হইয়াছে। সেই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে ক হইতে ম পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শবর্ণকে নিম্নলিখিতরূপে সাজান যাইতে পারে।

উচ্চারণ-স্থান	অঘোষ (Voiceless)		ঘোষ (Voiced)		
	(১) অল্পপ্রাণ	(২) মহাপ্রাণ	(৩) অল্পপ্রাণ	(৪) মহাপ্রাণ	(৫) নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

নিম্নে এই পাঁচটি বর্গের অন্তর্গত প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

ক বর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ—জিহ্বার মূল বা পশ্চাদ্ভাগদ্বারা কণ্ঠের দিকে তালুর কোমল অংশ স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। এইজন্য ইহাদিগকে **জিহ্বামূলীয়** (Velar) বর্ণ বলা হয়। ইহাদিগকে **কণ্ঠ্যবর্ণও** (Gutturals) বলে।

ক—অঘোষ কণ্ঠ্য স্পর্শ-ধ্বনি (Unvoiced guttural stop)। জিহ্বার [প্র]দেশ কণ্ঠের দিকে কোমল তালুতে স্পর্শ করাইয়া স্বরতন্ত্রীকে (Vocal cord) [ন]া কাঁপাইয়া যে উচ্চারণ পাওয়া যায় তাহাই ক ধ্বনি। ক অল্পপ্রাণ।

খ—ক-এর মহাপ্রাণ রূপ হইল খ; অর্থাৎ ক-এর সহিত হ-এর মত নিঃশ্বাস-ধ্বনির যোগেই খ উৎপন্ন হয়। ইহা অঘোষ কণ্ঠ্য মহাপ্রাণ (Unvoiced guttural aspirate)।

গ—গ ক-এর ঘোষধ্বনি; অর্থাৎ ক-বর্ণটিকে স্বরতন্ত্রী কাঁপাইয়া উচ্চারণ করিলেই গ পাওয়া যাইবে। ইহা ঘোষ কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি (Voiced guttural stop)।

ঘ—খ যেরূপ ক-এর মহাপ্রাণস্বরূপ, ঘ তেমনই গ-এর মহাপ্রাণরূপ, অর্থাৎ গ্+হ=ঘ। ইহা ঘোষ কণ্ঠ্য মহাপ্রাণ (Voiced guttural aspirate)।

ঙ—ইহা কণ্ঠ্য নাসিক্যধ্বনি (Guttural nasal)।

প্রাচীনকালে ইহার উচ্চারণ ছিল উঁঅ, সেই জন্য ইহার নাম উঁঅ। কিন্তু ইহার বর্তমান উচ্চারণ অনেকটা ং অনুস্বারের ন্যায় (অথবা ইংরেজী king শব্দের ngএর ন্যায়)। সঙ, ব্যাঙ, রঙ, ঢঙ, বাঙলা প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ব্যতীত ইহার স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই।

চ বর্গ—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ—জিহ্বার মধ্য-ভাগদ্বারা তালুর সম্মুখ ভাগ বা কঠিন অংশ স্পর্শ করিয়া ইহারা উচ্চারিত হয়, এজন্য ইহাদিগকে **তালব্য** (Palatal) বর্ণ বলে। আধুনিক উচ্চারণে ইহারা এখন আর বিশুদ্ধ স্পৃষ্টধ্বনি (Stop sound) নহে, জিহ্বা ও তালুর স্পর্শ অপেক্ষা উভয়ের মধ্যস্থ বায়ুর ঘর্ষণ হেতু ইহারা **ঘৃষ্ট বর্ণ** (Affricates)।

চ—ইহা অঘোষ তালব্য স্পর্শধ্বনি (Unvocied palatal stop) স্বরতন্ত্রীকে না কাঁপাইয়া এই তালব্য উচ্চারণ হয়।

ছ—ছ চ-এর মহাপ্রাণ (চ্+হ)। ইহা অঘোষ তালব্য মহাপ্রা[ণ] (Unvoiced palatal aspirate)।

জ—ইহা চ-এর ঘোষধ্বনি ; অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীকে কাঁপাইয়া চ-এর উচ্চারণ করিলেই জ পাওয়া যাইবে। ইহা ঘোষ তালব্য স্পর্শধ্বনি (Voiced palatal stop)।

ঝ—জ-এর মহাপ্রাণ (জ্+হ)। ইহা ঘোষ তালব্য মহাপ্রাণ (Voiced palatal aspirate)। পূর্ববঙ্গে তালব্যবর্ণের সাধারণ উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত ; ইহা আর স্পৃষ্টধ্বনি নহে, উষ্মধ্বনি হইয়া গিয়াছে।

ঞ—ইহা তালব্য নাসিক্য ধ্বনি (palatal nasal)।

ইহার উচ্চারণ ইওঁ, নামও ইওঁ। যথা,—মিঞা (মিওঁা)। কিন্তু চ বর্গের পূর্বে বা পরে থাকিলে ইহা ন-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা,—সঞ্জয় (সন্‌জয়), সঞ্চয় (সন্‌চয়), যাচ্ঞা (যাচ্‌না)।

জ্ঞ—জ ও ঞ মিলিয়া অনুনাসিক দ্বিত্ব গ্-কারের ন্যায় (গ্‌গঁ বা গ্যঁ) উচ্চারিত হয়। যথা,—যজ্ঞ (যগ্‌গঁ), অজ্ঞ (অগ্‌গঁ)।

ট বর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টাইয়া বা প্রতিবেষ্টন করিয়া মূর্ধা বা তালুর শীর্ষ অংশ স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়, এইজন্য ইহাদিগকে **মূর্ধন্য** বর্ণ (Cerebrals) বা প্রতিবেষ্টিত বর্ণ (Retroflex) বলে।

ট—ইহা অঘোষ মূর্ধন্য স্পর্শধ্বনি (Unvoiced cerebral stop) অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীকে না কাঁপাইয়া বিশুদ্ধ মূর্ধন্য ধ্বনি।

ঠ—ইহা ট-এর মহাপ্রাণ (ট্+হ), অঘোষ মূর্ধন্য মহাপ্রাণ (Unvoiced cerebral aspirate)।

ড—ইহা ট-এর ঘোষধ্বনি, অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাতধ্বনি (Voiced cerebral stop)।

ঢ—ইহা ড-এর মহাপ্রাণ (ড্+হ) ; ঘোষ মূর্ধন্য মহাপ্রাণ (Voiced cerebral aspirate)।

ণ—মূলতঃ ইহা মূর্ধন্য নাসিক্যধ্বনি (Cerebral nasal) ; কিন্তু ণ-এর কোন বিশুদ্ধ উচ্চারণ বাংলায় নাই। লিখিবার সময়ে ণ লিখিলেও উচ্চারণে

ণ এবং ন-এর ভিতরে কোন তফাৎ করা হয় না। লিখিবার ক্ষেত্রে ণ-এর ব্যবহার সংস্কৃতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

ড়, ঢ়—জিহ্বাগ্র উল্টাইয়া এবং মূর্ধা স্পর্শ করিয়া জিহ্বাগ্রের নিম্নভাগ দ্বারা দন্তমূলে তাড়ন বা আঘাত করিলে এই ধ্বনি উৎপন্ন হয়। ইহাকে **তাড়নজাত** (Flapped) ধ্বনি বলে। ড়-এর মহাপ্রাণ ধ্বনি ঢ়। ড়, ঢ় উচ্চারণ আধুনিক বাংলায় দেখা যায়, সংস্কৃতে ইহার এ-জাতীয় উচ্চারণ ছিল না। ড়, ঢ় বর্ণ দুইটিও বাংলা বর্ণমালায় নূতন। ড ও ঢ়-এর উচ্চারণে পূর্ববঙ্গে শৈথিল্য দেখা যায়।

ত বর্গ—ত, থ, দ, ধ, ন—প্রসারিত জিহ্বাগ্রদ্বারা দন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। এজন্য ইহাদিগকে দন্ত্যবর্ণ (Dentals) বলে।

ত—স্বরতন্ত্রী না কাঁপাইয়া যদি বিশুদ্ধভাবে দন্ত্য স্পর্শধ্বনি উচ্চারণ করা যায় তবেই ত-এর ধ্বনি পাওয়া যাইবে। ইহা অঘোষ দন্ত্য স্পর্শধ্বনি (Unvoiced dental stop)।

থ—থ ত-এর মহাপ্রাণ (ত্+হ) ; ইহা অঘোষ দন্ত্য মহাপ্রাণ (Unvoiced dental aspirate)।

দ—ইহা ত-এর ঘোষ-রূপ, অর্থাৎ ত-এর উচ্চারণ ঈষৎ স্বরতন্ত্রী কাঁপাইয়া করিলেই দ পাওয়া যায়। দ ঘোষ দন্ত্য স্পর্শধ্বনি (Voiced dental stop)।

ধ—ধ দ-এর মহাপ্রাণ (দ্+হ), ঘোষ দন্ত্য মহাপ্রাণ (Voiced dental aspirate)।

ন—ইহা নাসিক্য দন্ত্য ধ্বনি (Dental nasal) অর্থাৎ ত-এর ঘোষরূপ দ-এর উচ্চারণের সময় নাসিকা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেই ন পাওয়া যায়।

প বর্গ—প, ফ, ব, ভ, ম—ওষ্ঠের সহিত অধরের স্পর্শে উচ্চারিত হয়। এজন্য ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ (Labials) বলে।

প—স্বরতন্ত্রী না কাঁপাইয়া যে বিশুদ্ধ দন্ত্য স্পর্শধ্বনি পাওয়া যায় তাহাই প : ইহা অঘোষ ওষ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি (Unvoiced labial stop)।

ফ—প-এর মহাপ্রাণ (প্ + হ), অঘোষ ওষ্ঠ্য মহাপ্রাণ (Unvoiced labial aspirate)।

ব—ইহা প-এর ঘোষরূপ, অর্থাৎ স্বরতন্ত্রী ঈষৎ কাঁপাইয়া প, উচ্চারণ করিলেই ব-ধ্বনি পাওয়া যায়। ইহা ঘোষ ওষ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি (Voiced labial stop)।

ভ—ইহা ব-এর মহাপ্রাণ (ব্ + হ), ঘোষ ওষ্ঠ্য মহাপ্রাণ (Voiced labial aspirate)।

ম—ইহা ওষ্ঠ্য নাসিক্যধ্বনি (Labial nasal)। প-এর ঘোষরূপ ব-এর উচ্চারণে নাসিকাদ্বারা নিঃশ্বাস বায়ু ত্যাগ করিলে ম-ধ্বনি পাওয়া যায়।

ম যখন অন্য বর্ণের সহিত মিলিত হইয়া ম-ফলা হয়, তখন শব্দের আদিতে অনুচ্চারিত থাকে (শ্মশান=শশান), মধ্যে বা শেষে থাকিলে যে বর্ণের সহিত যুক্ত হয় তাহার দ্বিত্ব হয় (সরলীকৃত হইয়া) ; কোথাও কোথাও একটা অস্পষ্ট অনুনাসিক ধ্বনি থাকে। যথা,—লক্ষ্মী (লক্‌খী), পদ্ম (পদ্দো), মহাত্মা (মহাত্তাঁ), ভীষ্ম (ভীশ্‌শ ঁ)।

অন্তঃস্থ বর্ণ—য, র, ল, ব—অন্তঃস্থ বর্ণের উচ্চারণ স্বরবর্ণের উচ্চারণ ও স্পর্শবর্ণের উচ্চারণের মাঝামাঝি ; এ-সকল বর্ণের উচ্চারণে মুখগহ্বরে শ্বাসবায়ুর পথ স্বরবর্ণের উচ্চারণের তুলনায় অধিক সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু স্পর্শ ঘটে না।

য—অন্তঃস্থ বর্ণের ভিতরে ইহা একটি অর্ধস্বর (Semi-vowel)। শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হইলে ইহা ব্যঞ্জন হইয়া যায়, তখন ইহার উচ্চারণ ঠিক জ-এর অনুরূপ।

ইহার নীচে বিন্দু বসাইয়া য় (ইয়) সৃষ্টি হইয়াছে, উহার উচ্চারণ অ-কারের ন্যায়। ইহাই ইহার অর্ধস্বর উচ্চারণ। যথা,—সময়, তনয়, নিয়ম। ফলার য উচ্চারিত হয় না, কেবল সংযুক্ত বর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা,—অন্য (অন্‌ন), পুণ্য (পুন্‌ন)।

র—জিহ্বাগ্র কম্পিত করিয়া দন্তমূলে আঘাত করিয়া উচ্চারিত হয়। এজন্য ইহাকে কম্পনজাত (Trilled) বর্ণ বলে। র ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হইলে রফলা (্র) এবং পূর্বে যুক্ত হইলে মাথায় চড়িয়া রেফ (র্) হয়। রফলার উচ্চারণ কঠিন, রেফের উচ্চারণ শিথিল।

ল—জিহ্বাগ্রকে দন্তমূলে ঠেকাইয়া জিহ্বার দুই পার্শ্ব দিয়া বায়ু বাহির করিয়া ইহার উচ্চারণ হয়। এজন্য ইহাকে (Lateral) বর্ণ বলে।

ব—মূলে ইহাও একটি **অর্ধস্বর** (Semi-Vowel), কিন্তু বাংলা উচ্চারণে উহার ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহারই প্রসিদ্ধ। অন্তঃস্থ ব (উয়=w) ও বর্গীয় ব (ব=b) এক্ষণে বাংলায় আকৃতি ও উচ্চারণে একই প্রকার। ওষ্ঠের সহিত অধরের সংযোগে ইহা উচ্চারিত হয়। ফলার ব অন্তঃস্থ ব, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইলে উহা উচ্চারিত হয় না, সংযুক্ত বর্ণটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যথা,—সত্বর (সত্‌তর), বিশ্ব (বিশ্‌শ)। শব্দের আদ্যক্ষরে ব-ফলা থাকিলেও অস্পষ্ট ভাবে একটু দ্বিত্বধ্বনির ভাব থাকে। যথা,—ধ্বনি, দ্বার, দ্বেষ। কয়েকটি তৎসম শব্দের ব-এর w-বৎ উচ্চারণের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যথা,—জিহ্বা, আহ্বান, বিহ্বল।

উষ্মবর্ণ—শ, ষ, স, হ। যে সকল বর্ণের উচ্চারণে শ্বাসাধিক্য তাহাদিগকে উষ্মবর্ণ বলে। ইহাদের উচ্চারণে মুখ-গহ্বরের অতি সঙ্কুচিত পথে শ্বাসবায়ু আবর্তিত বা জোরে নিক্ষিপ্ত হয়। স্পর্শধ্বনির সহিত উষ্মধ্বনির তফাৎ এই, স্পর্শধ্বনি উচ্চারিত হইবামাত্রই থামিয়া যায়, উষ্মধ্বনিকে ইচ্ছামত প্রলম্বিত করা যাইতে পারে। শিশ্‌ দেওয়ার ধ্বনির অনেকটা অনুরূপ বলিয়া শ, ষ, স এই তিনটি ধ্বনিকে শিশ্‌ধ্বনি (Sibilants) বলে।

শ, ষ, স—এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ বাংলায় এখন এক রকম,—অনেকটা ইংরেজী sh-এর মত। পূর্বে শ-এর তালব্য উচ্চারণ, ষ-এর মূর্ধন্য এবং স-এর দন্ত্য উচ্চারণ ছিল। ঋ, র ও ন পরে যুক্ত হইলে শ ও স-এর দন্ত্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। যথা,—শৃগাল, শ্রাবণ, প্রশ্ন, সৃষ্টি। ত, থ, যোগে স-এর দন্ত্য উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। যথা,—ব্যস্ত, সুস্থ।

হ—কণ্ঠে উৎপন্ন উষ্ম ঘোষবর্ণ। য ফলার সহিত যুক্ত হইলে ইহা 'জ্ঝ'-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা,—বাহ্য (বাজ্ঝ), সহ্য (শোজ্ঝ)।

ক্ষ—এই যুক্তাক্ষরের (ক্+ষ) উচ্চারণ দ্বিত্ব খ-কারের ন্যায়। কিন্তু শব্দের আদিতে থাকিলে ইহা শুধু একটি খ-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। প্রাচীনেরা ইহাকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ং—বাংলায় ইহার উচ্চারণ ঙ্-এর ন্যায়। যথা,—বাংলা (বাঙ্লা), রং (রঙ)।

ঃ—ইহা অনেকটা 'হ'র শিথিল ধ্বনি বা অঘোষ ধ্বনি। এই উচ্চারণ কয়েকটি অব্যয়ে পাওয়া যায়। যথা,—উঃ, আঃ। পদান্তে ইহা প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। যথা,—ক্রমশঃ। ইহা পদের মধ্যে থাকিলে ইহার পরবর্তী বর্ণ দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যথা,—দুঃখ (দুক্খ), নিঃশেষ (নিশ্শেষ), অতঃপর (অতপ্পর)।

ঁ—অনুনাসিকের চিহ্ন। কোন বর্ণের উপর চন্দ্রবিন্দু থাকিলে তাহা নাসিকা সংযোগে উচ্চারণ করিতে হয়।

১৬। বর্ণের উচ্চারণ-স্থান। পূর্বে বর্ণের উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-রীতি অনুসারে বর্ণের নামকরণ হয়। নিম্নে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে বর্ণের শ্রেণীবিভাগ লিখিত হইল। যথা,—

বর্ণ	উচ্চারণ-স্থান	উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী নাম
অ আ হ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য
ক খ গ ঘ ঙ	জিহ্বামূল	জিহ্বামূলীয়
ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ	তালু	তালব্য
ঋ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য
৯ ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত	দন্ত্য
উ ঊ প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ	ঔষ্ঠ্য
ব (অন্তঃস্থ)	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্য
এ ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠতালব্য
ও ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য

উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী বর্ণসমূহকে নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত করা হয় :—

স্পৃষ্টবর্ণ—(১) অল্পপ্রাণ—ক গ ট ড ত দ প ব ; (২) মহাপ্রাণ—খ ঘ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ। ঘৃষ্টবর্ণ—(১) অল্পপ্রাণ—চ জ ; (২) মহাপ্রাণ—ছ ঝ। অনুনাসিক বা নাসিক্য—ঙ ঞ ন ণ ম। পার্শ্বিক—ল। তাড়নজাত—ড় ঢ়। কম্পনজাত—র। উষ্মবর্ণ—হ (কণ্ঠ্য) শ (তালব্য) স (দন্ত্য) ফ (f) ব (v) (ঔষ্ঠ্য)। অর্ধস্বর—য় ব (w)।

দ্রষ্টব্য। অঘোষধ্বনি ও ঘোষধ্বনি। আমাদের কণ্ঠনলীর মধ্যে দুইটি পাতলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আছে, এই দুইটি স্বরতন্ত্রী (Vocal chords) নামে অভিহিত। যে ধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময়ে এই স্বরতন্ত্রী স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করে এবং নিঃশ্বাস বায়ু অবাধে অকম্পিতভাবে বাহির হইয়া আসে তাহাকে অঘোষধ্বনি বলে। আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে এই স্বরতন্ত্রীর কম্পনজনিত একটা গম্ভীর অনুরণিত সুরের উৎপত্তি হয় তাহাকে **ঘোষধ্বনি** বলে।

১৭ (ক)। বাংলা বর্ণমালায় কতিপয় বিদেশী বর্ণধ্বনির প্রকাশ

(১) **আরবী ও ফার্সী বর্ণের বিকৃত উচ্চারণ**—বাংলা ভাষায় বহু আরবী ও ফার্সী শব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উহাদের উচ্চারণগত এবং অনেক ক্ষেত্রে গঠনগত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উহারা মূলতঃ যে-সকল আরবী-ফার্সী বর্ণদ্বারা লিখিত হইয়া থাকে, তাহাদের কয়েকটি বর্ণের ধ্বনি বাংলায় প্রচলিত কোন বর্ণ সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। কারণ বাংলা ভাষায় অনুরূপ বর্ণ নাই। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি আরবী ও ফার্সী বর্ণের উচ্চারণ আলোচিত হইল।

ক—ক়াফ্ (ق)—আরবী কবর, কলম, কিস্‌সা, কানুন, কয়েদ, কদর, প্রভৃতি শব্দের 'ক' কাফ্ বা ক়াফ্ দ্বারা লিখিত হয়। বাংলা ক-কার দ্বারা আরবী 'ক়াফ্' এর ধ্বনি প্রকাশ সম্ভবপর নয়। হিন্দীতে ইহা 'ক' দ্বারা অর্থাৎ

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের আধুনিক উচ্চারণ

উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভাগ > উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী বিভাগ V	কণ্ঠ্য Glottal	জিহ্বামূলীয় Velar	মূর্ধন্য Retroflex	তালব্য Palatal	দন্তমূলীয় তালব্য Palato-Alveolar	দন্তমূলীয় Alveolar	দন্ত্য Dental	দন্তোষ্ঠ্য Denti-labial	ঔষ্ঠ্য Bilabial
Unaspirated অল্পপ্রাণ		ক গ	ট ড				ত দ		প (p) ব (b)
Aspirate মহাপ্রাণ		খ ঘ	ঠ ঢ				থ ধ		ফ (ph) ভ (bh)
Affricate ঘৃষ্ট					চ ছ জ ঝ				
Nasal অনুনাসিক		ঙ	ণ		ঞ	ন			ম
Lateral পার্শ্বিক						ল			
Flapped তাড়নজাত			ড় ঢ়						
Trilled কম্পনজাত						র			
Fricative	হ				শ	স জ (z)		ফ (f) ব (v)	ফ (f) ব (v)
Semi-vowel অর্ধস্বর				য় (y)					অন্তস্থ ব (w)

'ক' নীচে বিন্দুদ্বারা লিখিত হইয়া থাকে। কাবু, কুলী প্রভৃতি শব্দের 'ক'এর উচ্চারণও আরবী ক্বাফ্ এর ন্যায়।

খ—খে (خ)—ফার্সী খুদা, খুশী, খবর, খত, খানা প্রভৃতি এবং আরবী খাতির, খাস, খেয়াল, দখল, খেতাব প্রভৃতি শব্দ 'খে' দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে : বাংলা 'খ' দ্বারা 'খে'র উচ্চারণ বজায় রাখা সম্ভবপর নয়।

গ—গায়েন (غ)—আরবী গোলামী, গরজ, গাফিল প্রভৃতি শব্দ এবং ফারসীর কিছু শব্দ 'গায়েন' দ্বারা লিখিত হয়। ইহাও জিহ্বামূল এবং কণ্ঠ সাহায্যে উচ্চারিত হয়। বাংলায় 'গ'র উচ্চারণ কণ্ঠ্য। কাজেই বাংলা 'গ' দ্বারা 'গায়েন' এর উচ্চারণ রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

জ—জ্বাল (ذ), **জ্বে** (ز), **জ্বোয়াদ্** (ض), **জ্বোয়** (ظ)—উপরি-উক্ত বর্ণগুলি নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে 'জ' প্রদান করিয়াছে—জিম্মা, আন্দাজ, বাজার, জমিন, জরুরি, জাহির, জুলুম প্রভৃতি। উপরের বর্ণগুলির উচ্চারণ তালু ও দন্ত সাহায্যে হয়। বাংলা 'জ' দ্বারা উহাদের ধ্বনি প্রকাশ করা যায় না ; কারণ বাংলা 'জ' তালব্য বর্ণ।

ফ—ফে (ف)—বাংলা 'ফ'এর উচ্চারণ ঔষ্ঠ্য। কিন্তু 'ফে'র উচ্চারণ দন্তৌষ্ঠ্য। নিম্নলিখিত শব্দ 'ফ' দ্বারা লিখিত হইয়াছে,—ফার্সী ফরমাইস, ফর্মান, ফেরেস্তা, ফরিয়াদি এবং আরবী ফাকা, ফতেহ্, ফায়দা, ফুরসত, ফসল, ফেসাদ প্রভৃতি।

স—সিন্ (س)—আরবী-ফারসী 'সিন্' বর্ণটির যথাযথ উচ্চারণ বাংলায় আমরা স্ বা ছ্ কোনটি দ্বারাই অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি না। 'স'-এর দন্ত্য উচ্চারণ বাংলায় অটুট রহিলে উহাদ্বারা 'সিন্' এর উচ্চারণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত। কিন্তু বাংলায় স = শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দন্ত্য স ত, থ বা ট-এর সহিত যুক্ত হইলে (যথা,—দস্তা, স্টেশন), স্ এর যে উচ্চারণ তাহাই 'সিন্' এর উচ্চারণ। নিম্নলিখিত শব্দগুলি 'সিন্' দ্বারা লিখিত হয়—মুসলমান, ইসলাম, সালাম, সুলতান প্রভৃতি। এগুলি কেহ কেহ 'ছ' দ্বারা লিখেন। কিন্তু

তাহাতে উচ্চারণ অত্যধিক বিকৃত হয়। কারণ বাংলা 'ছ' তালব্য উচ্চারিত, 'সিন্' দন্ত্য বর্ণ।

আবশ্যক হইলে এই সকল বর্ণের অবিকৃত উচ্চারণ বজায় রাখার জন্য হিন্দীর অনুকরণে বিন্দুসহ বর্ণ ব্যবহার-প্রথা অবলম্বন করা চলে।

(২) ইংরেজী বর্ণের বিকৃত উচ্চারণ

জেড্ (Z)—ইহার উচ্চারণ বাংলা 'জ' দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। আরবী-ফার্সী জ়াল, জ়োয়াদ, জ়োয় ও জ়ে বর্ণগুলির উচ্চারণ অনেকটা 'জেড্'-এর ন্যায়।

এফ্ (F)—ইহা দন্তৌষ্ঠ্য। বাংলা 'ফ' ঔষ্ঠ্য। কাজেই বাংলা 'ফ্' দ্বারা ইহার উচ্চারণ প্রকাশ সম্ভবপর নয়।

ডবল্যু (W)—ইহারও বাংলা যথাযথ প্রতিবর্ণ নাই। হিন্দীতে 'বহ্' বা 'ওহ্' লেখা হয়।

ভী (V)—বাংলা 'ভ' ঔষ্ঠ্য, ইহাদ্বারা ইংরেজী 'ভী' এর উচ্চারণ প্রকাশ করা যায় না।

১৭ (খ)। বাংলা উচ্চারণের এবং ধ্বনি-পরিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ রীতি

(ক) স্বর-ভক্তি বা **বিপ্রকর্ষ** (Anaptyxis বা Vowel Insertion)—শব্দ যাহাতে সর্বাপেক্ষা সহজে এবং অনায়াসে উচ্চারণ করা যায় সেই দিকেই বাংলা উচ্চারণ-রীতির প্রবণতা। বিভিন্ন বর্গীয় বর্ণের সংযোগে যে যুক্তবর্ণের উৎপত্তি হয় তাহার সুষ্ঠু উচ্চারণ স্বভাবতঃই একটু কঠিন। উচ্চারণের এই আয়াস এড়াইবার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ভিতরে নানাপ্রকার স্বরধ্বনি আনয়ন করা হয়, ইহাকে **স্বর-ভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ** বলে। প্রাকৃতের যুগ হইতেই উচ্চারণের ভিতরে এই জাতীয় বিপ্রকর্ষের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—রত্ন > রদণ, রঅণ ; পদ্ম > পদুম, পউম। প্রাচীন বাংলা এবং মধ্য-বাংলায় বিপ্রকর্ষের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বিপ্রকর্ষে নানা প্রকার

স্বরের আগম হয়। যথা,—অ আগম—কর্ম, ধর্ম, মর্ম > করম, ধরম, মরম; ভক্তি > ভকতি; বর্ষ > বরষ; গর্ব > গরব; মুগ্ধ > মুগধ। বিদেশী শব্দ—দর্দ > দরদ; জখ্‌ম্ > জখম; গার্ড > গারদ।

ই-কার আগম—শ্রী > ছিরি; মিত্র > মিত্তির; স্নান > সিনান; ফিক্র্ > ফিকির; জিক্র্ > জিকির, জিগির; ক্লিপ্ (clip) > কিলিপ; ফিল্ম (film) > ফিলিম।

উ-কার আগম—পুত্র > পুত্তুর; শুক্র > শুক্কুর; ভ্রূ > ভুরু; মুল্ক্ > মুল্লুক; তুর্ক্ > তুরুক; ফ্লুট্ (flute) > ফুলুট; ব্র্যাশ্ (brush) > বুরুশ।

এ-কার আগম—গ্রাম > গেরাম; শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ; প্রেগু (prego) > পেরেক; গ্লাস (glass) > গেলাস।

ও-কার আগম—শ্লোক > শোলোক; চক্র > চক্কোর; গ্রোস্ (gross) > গোরস।

ঋ-কার আগম—তৃপ্ত > তিরপিত; সৃজিল > সিরজিল।

(খ) **দ্বিমাত্রিকতা**—বাংলা উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট রীতি এই যে, প্রস্বর বা স্বরাঘাত (Accent) সাধারণতঃ শব্দের প্রথম অক্ষরের (Syllable) উপরে পড়ে, তাহার ফলে বড় বড় শব্দগুলি উচ্চারণে সঙ্কুচিত হইয়া আসে। চলিত বাংলায় এইজন্য তিন চারি বা ততোধিক মাত্রার শব্দগুলি দুইমাত্রায় উচ্চারিত হয়, ইহাকেই বলে **দ্বিমাত্রিকতা**। যথা,—পাগল (পা-গল্), পাগলী (পাগ্-লী), পাগলা (পাগ্-লা); বাদল (বা-দল), বাদলা (বাদ্-লা); চলিত (চ-লিত), চলতি (চল্-তি); হলুদ (হ-লুদ্), হ'লদে (হ'ল্-দে), বিপিন (বি-পিন্) বিপনে (বিপ্-নে); করিতেছি > করছি (কর্-ছি), সমর্পিয়া > সঁপিয়া > সঁ'পে।

(গ) **স্বরসঙ্গতি** (Vowel Harmony)—আমরা পূর্বে (৮ম পরিঃ) দেখিয়াছি, আধুনিক বাংলায় চলিত অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও—এই সাতটি স্বর এবং প্রাদেশিক আ' স্বর, ইহাদের ভিতরে কতকগুলি **সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি**,

আর কতকগুলি **পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনি**; ইহাদের ভিতরে আবার কোনটি উচ্চ, কোনটি মধ্যম, কোনটি নিম্নস্বর। বাংলায়, বিশেষ করিয়া চলিত বাংলায়, শব্দের উচ্চারণের সময়ে পদস্থিত বিভিন্ন প্রকৃতির স্বরের ভিতরে একটি সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়, ইহাকে **স্বর-সঙ্গতি** বলে। যেমন 'বিলাতি' শব্দটির ভিতরে ই+আ+ই এই তিনটি স্বর পাইতেছি; এই তিনটির ভিতরে ই-স্বরটি সম্মুখস্থ উচ্চ স্বরধ্বনি, আর আ-স্বরটি পশ্চাদ্ভাগস্থ নিম্ন স্বরধ্বনি। এইরূপে দুইদিকে দুইটি সম্মুখস্থ উচ্চস্বরধ্বনি রাখিয়া মাঝখানে একটি পশ্চাদ্ভাগস্থ নিম্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা খুব স্বাভাবিক নহে; তাই স্বরগুলি নিজেদের ভিতরে একটা সঙ্গতি স্থাপন করিয়া লইল, অর্থাৎ সম্মুখস্থ উচ্চস্বরের প্রভাবে পশ্চাদ্ভাগস্থ নিম্ন স্বরধ্বনিটি সম্মুখস্থ মধ্যম স্বরধ্বনি এ-কারে পরিবর্তিত হইল; ফলে বিলাতি>বিলেতি। আরও সঙ্গতির ফলে এ-কারও ই-কার হইয়া গেল; তখন বিলেতি>বিলিতি।

স্বরসঙ্গতির বেলায় পরস্বরের প্রভাবে পূর্বস্বর পরিবর্তিত হয়, আবার পূর্বস্বরের প্রভাবে পরস্বর পরিবর্তিত হয়।

পরস্বরের প্রভাবে পূর্বস্বরের পরিবর্তন,—অতি (ওতি), মধু (মোধু), √লিখ্ হইতে লিখি (√লিখ্+ই), কিন্তু লেখে (√লিখ্+এ); শুনে>শোনে, √শো হইতে শোয়া (√শো+আ), কিন্তু শুই (√শো+ই); ছোঁড়া, কিন্তু ছুঁড়ী; উনান>উনুন, চাকর+ঈ=চাকুরী, কুড়াল>কুড়ুল ইত্যাদি।

পূর্বস্বরের প্রভাবে পরস্বরের পরিবর্তন:—শিক্ষা>শিক্ষে; ইচ্ছা>ইচ্ছে; ছিলাম>ছিলেম, ছিলুম; পূজা>পুজো; তুলা>তুলো; দুয়ার>দুয়োর; চূড়া>চূড়ো, হুঁকা>হুঁকো, [illegible]>চারটে।

(খ) **অপিনিহিতি** (Epenthesis) (শব্দের মধ্যে ই বা উ থাকিলে পূর্ব হইতেই তাহাকে উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার প্রবণতাকে **অপিনিহিতি** বলে) বাংলাভাষার মধ্যযুগ হইতেই আমরা বাংলার এই উচ্চারণ-রীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারি। পূর্বে অপিনিহিতি সমগ্র বাংলা ভাষাতেই বিদ্যমান

ছিল ; কিন্তু অধুনা পশ্চিম বঙ্গে অপিনিহিতি লুপ্ত হইয়াছে অথবা অভিশ্রুতি (পরে দ্রষ্টব্য) নামক নূতন স্বরপরিবর্তনের রীতি আসিয়া অপিনিহিতিকে বদলাইয়া দিয়াছে। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে এই অপিনিহিতির প্রভাব এখনও খুব প্রবল। য-ফলার ভিতরে যে ই-ধ্বনি আছে তাহাকে অবলম্বন করিয়াও অপিনিহিতি হয়।

দৃষ্টান্ত—আজি, কালি > আইজ, কাইল (পশ্চিম বঙ্গের আধুনিক উচ্চারণ আ'জ, কা'ল) ; রাতি (<রাত্রি) > রাইত > রা'ত ; গাঁটি > গাঁইট ; সাধু > সাউধ ; সাধুয়ের > সাউধের > সাইধের > সেধের ; সত্য <সইত্য (সইত্ত), কল্য > কইল্য, কাব্য > কাইব্য (কাইব্ব), লক্ষ > লইক্ষ।

(ছ) **অভিশ্রুতি** (Umlaut, Vowel Mutation)—উপরে আমরা দেখিয়াছি, অপিনিহিতির ই, উ পূর্ববঙ্গে এখনও উচ্চারিত হয়, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের উচ্চারণে এই অপিনিহিতির স্বর একাক্ষর শব্দে সাধারণতঃ লোপ পায়। একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে ঐ ই, উ (বা উ-জাত ই) পূর্বস্বরকে প্রভাবান্বিত করিয়া পরিবর্তিত করিয়া দেয়। এই স্বর-পরিবর্তনকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন,—করিয়া > কইর্য়া (অপিনিহিতি) > ক'রে অভিশ্রুতি। এইরূপ ধরিব > ধ'রব ; রাখিও (রাখিহ) > রেখো ; আসিও (আসিহ) > এসো ; বাছিয়া > বেছে ; পানিহাটি > পেনেটি, করিয়াছি > ক'রেছি ; শহরিয়া > শহুরে, মাছুয়া > মেছো, গাছুয়া > গেছো ইত্যাদি।

(জ) **য়-শ্রুতি ও (অন্তঃস্থ) ব-শ্রুতি** (Glides)—বাংলায় পাশাপাশি দুইটি স্বরের উচ্চারণ করিতে, আমাদের কষ্ট হয়, তাই সাধারণতঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য এবং শুনিতে ভাল শুনাইবার জন্য এই দুই স্বরের ভিতরে য়-ধ্বনি (y) বা ব-ধ্বনির (w = বাংলা ওয়, ও) আগম হয়। এই য়-ধ্বনি ও ব-ধ্বনিকে **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি** বলে। যথা,—কেআ > কেয়া ; শূকর > শূঅর > শূয়র, শুওর ; যাআ > যাওয়া, করিআ > করিয়া ; মোআ > মোয়া, ধোআ > ধোয়া ইত্যাদি।

অনুশীলন

১। বর্ণ কাহাকে বলে? বর্ণ কত প্রকার? বাংলা বর্ণ কয়টি? অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু কোন্ বর্ণ?

২। বানান ও ফলা কাহাকে বলে? উহার দৃষ্টান্ত দাও।

৩। সংযুক্ত বর্ণ কি? তিন অক্ষরে দশটি ও চারি অক্ষরে দুইটি সংযুক্ত বর্ণের দৃষ্টান্ত দাও।

৪। নিম্নলিখিত বর্ণগুলি যোগ করিলে কিরূপ আকার হইবে দেখাও :—
ক্+ষ, ক+র+উ, ক্+ষ্+ন, র্+ম্+য, ঙ্+ক্+ব, ত্+ত্+ব, হ্+ন, জ্+ঞ্+য্, ক্+ত, র্+দ্+ধ+ব, ত+থ, স্+থ্+য, ত্+ম্+য, ত্+ত্+র।

৫। বর্ণ বিশ্লেষণ কর :—

(ক) ক্রু, ক্ন, হু, হ্ন, ট্টু, ঙ্ক, হৃ, হ্ম, ক্ষ, জ্ঞ, ষ্ক, শ্রু, স্প্র, ক্ত।

(খ) ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, সূক্ষ্ম, শর্মা, অর্ধ, শ্মশ্রু, স্কুল, হাইকোর্ট, দুঃখ, নিয়োগ।

৬। লঘু ও গুরু স্বর কাহাকে বলে? উহার দৃষ্টান্ত দাও।

৭। অ-কার ও এ-কারের বিভিন্ন উচ্চারণ কি কি? কোন্ কোন্ স্থলে অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের ন্যায় হয়? "নব্য" "ব্যক্ত" "ব্যক্তি" এই তিন শব্দে "ব" এর বিভিন্ন উচ্চারণ কি?

৮। ধ্বনি (অক্ষর বা শব্দমাত্রা) কাহাকে বলে? দশটি যুক্তস্বরের দৃষ্টান্ত দাও। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ধ্বনি ভাগ কর :—কলসী, রামচন্দ্র, নিরাময়, ঘটক, শরীর, পালন, কৈলাস।

৯। যুক্তস্বর ও দীর্ঘস্বরের পার্থক্য কি?

১০। জ ও য, ঙ ও ঞ, শ ও স, র ও ড়,—ইহাদের উচ্চারণে কোন পার্থক্য থাকিলে বল। অনুস্বার বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ-প্রণালী নির্দেশ কর।

১১। উচ্চারণ-স্থানভেদে বর্ণ-বিভাগ কর।

১২। শুদ্ধরূপে উচ্চারণ কর :—কাব্য, অব্যয়, অনন্ত, বাক্য, মণি, মন, যত্ন, প্রশ্ন, বড়, ছোট, কোন, মেজ ; বর, বড় ; পরা, পড়া ; চর, চড় ; অজর, অজড়।

১৩। বিভিন্ন উচ্চারণসহ অর্থ-বৈলক্ষণ্য লিখ :—কি কী ; মেলা, গেলা, মত, ভাল, কাল, কোন, করে।

১৪। যে কোন তিনটির উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর :—অ, ঋ, ভ, স, ং, ক্ষ (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯৪৩)। ঋ, ঔ, ঞ, ভ, হ (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯৪৪)। ঈ, ঐ, ঙ, চ, ফ, শ (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯৪৫)। এ, ও, চ, ঞ, জ্ঞ (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯৪৬)।

১৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপ্রকর্ষ দ্বারা পরিবর্তিত রূপ দাও :—মুক্তা, মূর্তি, ভ্রম, গাত্র, মর্দ, চক্র, মন্ত্র, গর্জন।

১৬। স্বর-সঙ্গতি কাহাকে বলে? স্বরসঙ্গতির কতকগুলি দৃষ্টান্ত দাও (যাহা এই বইতে দেওয়া নাই)।

১৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ভিতরে বাংলা উচ্চারণ-রীতির কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?—বেগ্‌নে (বেগুনে), ছেলে, মেয়ে, রাইতের, ইচ্ছে, সুতো, পিরদীম, (পেরদীম), পরখ (>পরীক্ষা), ধোয়া (ধৌত করা), কান্না (<কাঁদনা), হ'য়ে, রে'খে, গে'য়ে, কা'ল, মুকতি, পরম, পাগলী, গেছো, মেটে।

১৮। উদাহরণ দিয়া নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা কর—বিপ্রকর্ষ, য়-শ্রুতি (কলি, প্রবেশিকা, ১৯৪৬) ; স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি।

পদ- ও শব্দ-প্রকরণ

পরিভাষা (Definitions)

১৮। **বাক্য** (Sentence)। যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি দ্বারা একটি মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়, তাহার নাম **বাক্য**।

আমরা যখন কোন কিছু সম্বন্ধে কিছু বলি, তখন বাক্য প্রয়োগ করি; যেমন,—রাম যাইতেছে, যদু পীড়িত। এই দুইটি বাক্য; কেননা এখানে রাম ও যদু সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। কাজেই দেখিতেছ, প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ আছে, একটি, যার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়,—ইহাকে বলে **উদ্দেশ্য** (Subject)। অপরটি, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, ইহাকে বলে **বিধেয়** (Predicate)। পূর্বোক্ত বাক্যদ্বয়ে "রাম" ও "যদু" পদ "উদ্দেশ্য" এবং "যাইতেছে" ও "পীড়িত হয়" এই দুইটি যথাক্রমে উহাদের "বিধেয়"। [বিস্তৃত বিবরণ বাক্য-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।]

১৮ (ক)। **শব্দ ও ধাতু—প্রকৃতি**। জল, গাছ, লতা প্রভৃতি অর্থবোধক বর্ণসমষ্টিকে **প্রাতিপদিক, নাম** বা **শব্দ** বলে। চল্, কর্, যা, খা প্রভৃতি ক্রিয়ামূলক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ধাতু বলে। শব্দ ও ধাতুর মূলকে **প্রকৃতি** বলে।

১৯। **বিভক্তি**। বাক্য প্রয়োগের সময় শব্দ ও ধাতুর উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির যোগ হয়, তাহার নাম বিভক্তি (Affix)।

বিভক্তি দুই প্রকার—**শব্দ-বিভক্তি** ও **ধাতু-বিভক্তি**। শব্দের উত্তর এ, র, কে, ইত্যাদি যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয়, তাহাদের নাম শব্দ-বিভক্তি। ধাতুর উত্তর 'ইতেছ' 'ইলাম' ইত্যাদি যে সমস্ত বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাদের নাম ধাতু-বিভক্তি। যেমন,—'জলে যাও'; এখানে জল শব্দের উত্তর 'এ' এই শব্দ-বিভক্তি এবং যা ধাতুর উত্তর 'ও' এই ধাতু-বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে।

২০। **পদ**। বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। পদ দুই প্রকার,—**নামপদ ও ক্রিয়াপদ**। শব্দ হইতে শব্দবিভক্তিযোগে যে পদ উৎপন্ন হয়

তাহার নাম নাম-পদ ; ধাতু হইতে ধাতু-বিভক্তি-যোগে যে পদ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ক্রিয়াপদ।

২১। **যৌগিক, রূঢ়ি** এবং **যোগরূঢ়** শব্দ।

(ক) প্রকৃতি-প্রত্যয়ের দ্বারা যে সকল শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় তাহাদিগকে **যৌগিক** শব্দ বলে। যথা,—কুম্ভকার (কুম্ভ [প্রস্তুত] করে যে), দয়াবান্ (দয়া আছে যার), অণ্ডজ (অণ্ড হইতে জন্মে যাহা), রাঁধুনী (রাঁধে যে স্ত্রীলোক)।

(খ) **রূঢ়** বা **রূঢ়ি**—প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া একটা বিশেষ অর্থের সহিত যুক্ত যে সকল শব্দ তাহাদিগকে **রূঢ়ি** শব্দ বলে; যেমন,—শিশু, নেকড়া, সন্দেশ (মিষ্টান্ন, মূল অর্থ সংবাদ), শক্র।

(গ) **যোগরূঢ়**—যে শব্দে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থকে সঙ্কুচিত করিয়া কোন বিশেষ অর্থে তাহাকে ব্যবহার করা হয় তাহাকে **যোগরূঢ়** শব্দ বলে। যথা,—পঙ্কজ (পঙ্কে জন্মে যে, পঙ্কে বহুকিছু জন্মিতে পারে, কিন্তু শুধু পঙ্কজাত পদ্মকেই পঙ্কজ বলে)। জলদ (মেঘ), রাজপুত ইত্যাদি।

২২। **সব্যয় ও অব্যয় শব্দ**। কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলির লিঙ্গ, বচন বা বিভক্তিযোগে কোনরূপ ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না। এগুলিকে বলে অব্যয় শব্দ। যথা,—বাঃ, মরি মরি, টপ্, টপ্, যেন, ওহে, তথা, যথা ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন অপর সমস্ত শব্দই সব্যয়।

২৩। **প্রত্যয়ান্ত শব্দ ও ধাতু**। শব্দ ও ধাতু হইতে অন্য শব্দ বা ধাতু প্রস্তুত করিবার জন্য ঐ মূল বা ধাতুর উত্তর বিশেষ অর্থে কতকগুলি বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির যোগ হয়। এগুলিকে প্রত্যয় বলে এবং প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ ও ধাতুকে প্রত্যয়ান্ত বলে। যথা,—

মধু+র=মধুর ; বৃদ্ধ+আ=বৃদ্ধা ; চল্+অন=চলন ; ছেলে+মি= ছেলেমি, রাখ্+আল (ওয়াল)=রাখাল।

দ্রষ্টব্য। প্রত্যয়ান্ত শব্দ ও ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগ হইলে উহারা পদ হয় এবং পদ হইলেই বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

২৩ (ক)। প্রকৃতি হইতে পদ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।
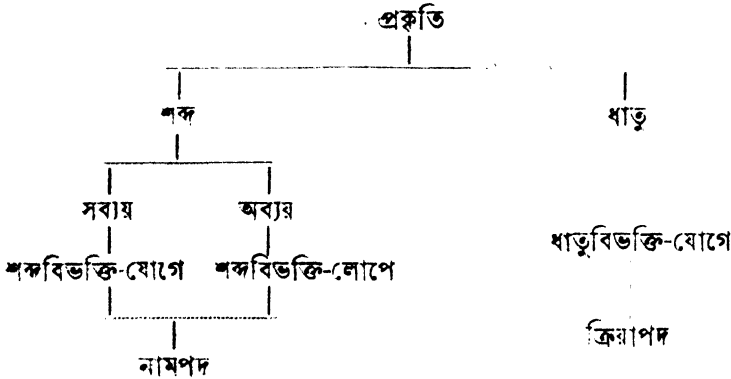
পদ-বিভাগ (Classification)

২৪। উৎপত্তি স্থল-ভেদে পদ দুই প্রকার,—নামপদ ও ক্রিয়াপদ। নামপদ আবার দ্বিবিধ—সব্যয় ও অব্যয়।

বাক্যে ব্যবহার-ভেদে পদগুলি আট ভাগে বিভক্ত হয়। যথা,—

১। **বিশেষ্য**—Noun
২। **সর্বনাম**—Pronoun.
৩। **নাম-বিশেষণ**—Adjective.
৪। **ক্রিয়া**—Verb.
৫। **ভাব-বিশেষণ**—Adverb.
৬। **পদান্বয়ী-অব্যয়**—Preposition
৭। **সমুচ্চয়ী-অব্যয়**—Conjunction
৮। **অনন্বয়ী-অব্যয়**—Interjection

২৫। বিশেষ্য (Nouns)। যাহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা যায় তাহাকে বিশেষ্য বলে। কাহারও সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই তাহার

একটা নাম চাই। সুতরাং যে পদে কোন-কিছুর নাম প্রকাশ করে তাহাকে বিশেষ্য বলে। যথা,—

ব্যক্তির নাম—অমল, লীলা, রেবা, অশোক।
স্থানের নাম—কলিকাতা, ঢাকা, কাশী, দিল্লী।
দ্রব্যের নাম—ধাতু, জল, মৃত্তিকা, দুগ্ধ।
জাতির নাম—মনুষ্য, পশু, পতঙ্গ, বাঙালী।
গুণের নাম—সাধুতা, সৌন্দর্য, বিদ্যা, বিনয়।
অবস্থার নাম—সুখ, দুঃখ, স্বাস্থ্য, রোগ, শোক।
কার্যের নাম—দর্শন, ভোজন, উপবেশন, দান।

২৬। **সর্বনাম** (Pronouns)। যাহা সকলেরই নাম, অর্থাৎ যাহা সকল বিশেষ্যেরই পরিবর্তে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে সর্বনাম বলে।

যে কোন ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে 'আমি' পদ ব্যবহার করে। সেইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে 'তুমি' পদ ব্যবহৃত হয়। আবার যে কোন ব্যক্তির বিষয় কিছু বলিতে "সে" পদের ব্যবহার করা যায়। কাজেই 'তুমি', 'আমি', 'সে' ইত্যাদি পদ যে কোন নামের, অর্থাৎ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই জন্য ইহারা সকলেরই নাম অর্থাৎ সর্বনাম।

অধিকাংশ স্থলেই সর্বনামসমূহ পুনরুক্তিদোষ পরিহারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। যথা,—'রাম **তাহার** পিতার সহিত **তাহাদের** বাগানে বেড়াইতে গিয়াছে, **সে** এখন ফিরিবে।' এখানে 'তাহার' 'তাহাদের' এবং 'সে' এই তিনটি সর্বনাম 'রাম' পদের পুনরুক্তি পরিহারার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আমি, তুমি, তিনি, তাহা, যিনি, যে, যাহা, ইনি, এ, ইহা, উনি, ও, উহা কে, কি ইত্যাদি সর্বনাম পদ।

২৭। **ক্রিয়া** (Verbs)। যাহাতে হওয়া, যাওয়া, করা ইত্যাদি বুঝায় তাহার নাম ক্রিয়া। ধাতুর উত্তর ধাতু-বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ হয়।

প্রকৃতপক্ষে যে পদদ্বারা কাহারও সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, সেইটি ক্রিয়াপদ। যেমন, 'বৃষ্টি হইতেছে', 'রাম জ্বরে ভুগিতেছে', 'শ্যাম আগামী কল্য বাড়ী যাইবে।'—এই বাক্যত্রয়ে 'হইতেছে' 'ভুগিতেছে' ও 'যাইবে' এই তিনটি ক্রিয়াপদদ্বারা 'বৃষ্টি' 'রাম' ও 'শ্যাম' সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। ক্রিয়াপদ ব্যতীত বাক্য সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু অনেক সময় বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। যথা,—সে পীড়িত (হয়) ; সুবোধ বড় (হয়)।

২৮। **নাম-বিশেষণ** (Adjectives)। যে বিশেষণে কোন বিশেষ্য বা সর্বনামকে বিশেষ করে, অর্থাৎ যাহা বিশেষ্য বা সর্বনামের গুণ, ধর্ম, অবস্থা, সংখ্যা বা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাহাকে বলে নাম-বিশেষণ। যথা,—

(ক) বিশেষ্যের বিশেষণ—'সুন্দর' পুষ্প, 'সুশীল' বালক ; 'অতুল' ঐশ্বর্য ; 'অনেক' লোক ; 'প্রভূত' মান-সম্ভ্রম। (খ) সর্বনামের বিশেষণ—তুমি 'শিক্ষিত' আমি 'মূর্খ'।

২৯। **ভাব-বিশেষণ** (Adverbs)। যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ব্যতীত অন্য পদকে বিশেষ করে, অথবা বাক্যকে বিশেষ করে, তাহার নাম ভাববিশেষণ।*

ভাববিশেষণ প্রধানতঃ চতুর্বিধ—ক্রিয়া-বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ, বাক্যের বিশেষণ।

৩০। **ক্রিয়া-বিশেষণ**। কোন একটি কার্য হইলেই তাহা কিরূপে হইয়াছিল, কখন হইয়াছিল, কোথায় হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয়ে বলা আবশ্যক হয়। যে সকল বিশেষণ পদদ্বারা ক্রিয়ার ঐরূপ ভাব, অবস্থাদি প্রকাশ করা যায়, সেগুলি ক্রিয়া-বিশেষণ। যথা,—**ধীরে** যাও, **শীঘ্র** এস, **সুন্দর** গায়।

এখানে 'ধীরে' 'শীঘ্র' 'সুন্দর' এই তিনটি বিশেষণে 'যাও' 'এস' ও 'গায়' এই তিনটি ক্রিয়া যথাক্রমে কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহাই প্রকাশ করিতেছে ; কাজেই ইহারা ক্রিয়া-বিশেষণ।

---

* অন্য পদকে যে পদে বিশেষ করে তাহাই বিশেষণ ; অন্য পদ যত প্রকার, বিশেষণও তত প্রকার। আবার, প্রত্যেক বিশেষণেরই বিশেষণ থাকিতে পারে। কাজেই বিশেষণের লহরী ন্যায়তঃ অসীম।

বিশেষণীয় বিশেষণ। অন্যপদকে যে পদে বিশেষ করে, তাহাই বিশেষণ। কাজেই বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার যেরূপ বিশেষণ আছে, বিশেষণেরও সেইরূপ বিশেষণ আছে। এগুলি বিশেষণের গুণ, অবস্থা ও পরিমাণাদি প্রকাশ করে।

(ক) নাম-বিশেষণীয় বিশেষণ—**অতি** সুন্দর বালক, **খুব** ভাল লোক।

এখানে 'অতি' ও 'খুব' এই দুইটি পদ যথাক্রমে, 'সুন্দর' ও 'ভাল' এই নাম-বিশেষণ দুইটির পরিমাণ প্রকাশ করিতেছে।

(খ) ক্রিয়া-বিশেষণীয় বিশেষণ—**খুব** ধীরে চল। **বড়** তাড়াতাড়ি হাঁটিতেছ।

এখানে 'খুব' এবং 'বড়' এ দুইটি পদ যথাক্রমে, 'ধীরে' ও 'তাড়াতাড়ি', এই ক্রিয়া-বিশেষণ দুইটির পরিমাণ প্রকাশ করিতেছে।

২৯-৩০ পরিচ্ছেদে নানা শ্রেণীর বিশেষণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে বিশেষণপদ যে অব্যয় পদকে এবং বাক্যকেও বিশেষ করে তাহারও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বিশেষণগুলির সহিত বিশেষ্যের বিশেষণগুলির প্রকৃতিগত কি ব্যবহারগত কোন সাদৃশ্য নাই। অথচ উহাদের পরস্পরের মধ্যে নানা বিষয়েই সাদৃশ্য রহিয়াছে। (বিশেষণের লিঙ্গ-নির্ণয়, গঠন-প্রণালী, বিভক্তি নির্দেশ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। এই হেতু সমস্ত বিশেষণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিশেষ্যের (সর্বনামের) বিশেষণগুলিকে 'নামবিশেষণ' এবং অন্যান্য বিশেষণগুলিকে 'ভাববিশেষণ' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে ভাববিশেষণগুলিকে ক্রিয়াবিশেষণাদি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের স্বরূপ ও ব্যবহার-প্রণালী আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে পরস্পর-নিরপেক্ষ সুসঙ্গত শ্রেণী-বিভাগ, অর্থসঙ্গত পদপরিচয় ও পরিশেষে প্রকৃষ্টরূপে বাক্য-বিশ্লেষণ-প্রণালীর আলোচনা সম্ভবপর হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ভাব ও ক্রিয়া একার্থক ; কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা যথাযথরূপে সর্বত্র গ্রহণ করিয়া বাংলা ব্যাকরণ লেখা সম্ভবপর নহে। বাংলা ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য থাকিলে বৈয়াকরণেরও সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার স্বাধীনতা আছে, সন্দেহ নাই। 'ভাব' শব্দের সাধারণ বাচ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এরূপ সংজ্ঞা অসঙ্গত বোধ হয় না।

(গ) নাম-বিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ—**ঈষৎ** রক্তাভ শ্বেত গণ্ডস্থল; লোকটি তোমার চেয়ে **অল্প** কিছু খাট।

এখানে 'শ্বেত' এই পদ 'গণ্ডস্থল' এই বিশেষ্য পদের বিশেষণ, অর্থাৎ নাম-বিশেষণ; 'রক্তাভ' পদ 'শ্বেত' পদের বিশেষণ, অর্থাৎ নাম-বিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ। দ্বিতীয় উদাহরণে 'খাট' পদটি নামবিশেষণ, 'কিছু' পদটি নাম-বিশেষণীয় বিশেষণ এবং 'অল্প' পদটি নামবিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ।

দ্রষ্টব্য :—নাম-বিশেষণীয় বিশেষণের যে বিশেষণ, তাহারও আবার বিশেষণ থাকিতে পারে। যেমন, 'পাত্রটি দেখিতে তোমারই মত, বোধ হয় যেন **সামান্য একটু বেশী ফরসা**', এখানে 'একটু' পদটি নাম বিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ, 'সামান্য' পদটি উহাকে বিশেষ করিতেছে।

(ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ—নলের মুখটি **সামান্য** একটু বক্রভাবে ধর; **এত** দ্রুতবেগে দৌড়িয়া চলিতেছ কেন?

এখানে, প্রথম দৃষ্টান্তে 'বক্রভাবে' পদটি 'ধর' ক্রিয়ার বিশেষণ; 'একটু' পদটি 'বক্রভাবে' এই ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ, 'সামান্য' পদটি 'একটু' এই ক্রিয়া-বিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ; এইরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'দৌড়িয়া' পদটিদ্বারা চলন-ক্রিয়া কি ভাবে হইতেছে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে, কাজেই উহা 'চলিতেছে' ক্রিয়ার বিশেষণ। 'দ্রুতবেগে' পদটি 'দৌড়িয়া' এই ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ। 'এত' পদটি 'দ্রুতবেগে' এই ক্রিয়াবিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ।

অব্যয়ের বিশেষণ। যে ভাব-বিশেষণে অব্যয়ের অর্থ বিশেষ করিয়া দেয় তাহা অব্যয়ের বিশেষণ। যথা,—

(ক) পদান্বয়ী অব্যয়ের বিশেষণ—"আমি ত **প্রায়** তোমার ন্যায় দ্রুতবেগে চলিতেছি।"

এখানে 'ন্যায়' এই পদটি পদান্বয়ী অব্যয় (৩১ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। 'প্রায়' পদটি ন্যায় পদকে বিশেষ করিতেছে, কেননা উহাদ্বারা 'কতটুকু ন্যায়' এই পরিমাণ বুঝাইতেছে ; কাজেই, উহা 'ন্যায়' এই অব্যয়ের বিশেষণ।

(খ) সমুচ্চয়ী অব্যয়ের বিশেষণ—'লোকটার কথাবার্তায় বোধ হইল, **ঠিক** যেন একটি বিড়ালতপস্বী সাজিয়াছে।'

এখানে 'যেন' এই পদটি সমুচ্চয়ী অব্যয়, কেননা উহা 'লোকটার কথাবার্তায় বোধ হইল' এবং 'একটি বিড়াল তপস্বী সাজিয়াছে', এই দুইটি বাক্যকে সংযুক্ত করিতেছে (৩২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) 'ঠিক' পদটি 'যেন' এই অব্যয়কে বিশেষ করিতেছে, কাজেই উহা অব্যয়ের বিশেষণ।

বাক্যের বিশেষণ। কখন কখন একটি পদ একটি সমস্ত বাক্যকেও বিশেষ করে। তখন উহা বাক্যের বিশেষণ। যথা,—

(ক) **নিশ্চয়ই** তোমার দরুণ এরূপ ঘটিয়াছে।

(খ) **সৌভাগ্যক্রমে** এরূপ ঘটনা আজকাল অতি বিরল।

এখানে 'নিশ্চয়ই' সৌভাগ্যক্রমে' এই দুইটি পদে বাক্যের অন্তর্গত অপর একটি পদকে বিশেষ করিতেছে না, সমগ্র বাক্যের যে অর্থ তাহাকেই বিশেষ করিয়া দিতেছে। কাজেই উহারা যথাক্রমে ঐ বাক্য দুইটির বিশেষণ। বাক্য দুইটির নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্তন করিলে এই কথার তাৎপর্য স্পষ্টীকৃত হইবে।

(ক) তোমার দরুণ এরূপ ঘটিয়াছে ইহা নিশ্চয়।

(খ) এইরূপ ঘটনা আজকাল বিরল ইহা সৌভাগ্য।

এস্থলে 'নিশ্চয়' ও 'সৌভাগ্য' 'ইহা' পদের বিধেয় বিশেষণ, এবং 'ইহা' পদ ঐ বাক্য দুইটির পরিবর্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে ; কাজেই উহারা বাক্য দুইটিরই বিশেষণ হইল।

৩১। **পদান্বয়ী অব্যয় (Prepositions)**। কতকগুলি অব্যয় যোগে শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ বিভক্তি হয়। সেই সেই বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত তাহাদের অন্বয় হয়। এইজন্য এগুলিকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। যথা,—'বিনা

কারণে বিবাদ ঘটে না।' 'রামের সহিত যাইব।' এখানে 'বিনা' ও 'সহিত' এই অব্যয় যোগে যথাক্রমে 'কারণ' ও 'রাম' শব্দের উত্তর যথাক্রমে 'এ' ও 'র' বিভক্তি হইয়াছে। এখানে 'বিনা' অব্যয়টি 'কারণে' পদের সহিত এবং 'সহিত' অব্যয়টি 'রামের' পদের সহিত অন্বিত। অনেক সময় বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—(ক) শ্যাম (=শ্যামের) অপেক্ষা রাম বড়।

(খ) খাজনা (=খাজনার) বাবদ পাঁচ টাকা দিলাম।

(গ) 'তপস্বী (=তপস্বীর) সহিত থাকে তপস্বীর বেশে।'

উপরি-উক্ত বাক্যত্রয়ে 'শ্যাম', 'খাজনা' ও 'তপস্বী' পদের বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত পদগুলি পদান্বয়ী অব্যয় :—অপেক্ষা, অবধি, পর্যন্ত, জন্য, জন্যে, তবে, নিমিত্ত, প্রতি, বিনা, মত, মতন, সঙ্গে, সহ, সহিত, সহিতে, ন্যায়, পানে, চেয়ে, ইস্তক, লাগাত, ছাড়া, তক, দরুণ, ধিক, বাবত, বাবতে, মারফৎ, ন্যায়, প্রায়, বই, ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত। (ক) বিভবের **সহিত** বিনয়ের মিশ্রণ কিরূপ মধুর ও মনোহর (With)।

(খ) আমি বালকের **ন্যায়** বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ডের সঙ্কলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে (like)।—বিদ্যাসাগর।

(গ) আপনার ঐশ্বর্য বা জাঁক দেখাইবার **নিমিত্ত*** কোন আড়ম্বর করিও না (for)।—ভূদেব।

(ঘ) কাল **অবধি** রীতিমত রাজকার্য পর্যালোচনা করিব (from)।
—বিদ্যাসাগর।

(ঙ) নিরহঙ্কার **ব্যতীত** ধর্মাচরণ নাই (besides)।—বঙ্কিমচন্দ্র।

(চ) তৈল **বিনা** শির দেখ জটার আধার (without)।—কাশীরাম দাস।

(ছ) যার **জন্যে** চুরি করি সেই বলে চোর (for)।—প্রবাদ।

---

* 'নিমিত্ত' এই পদান্বয়ী অব্যয় যোগে 'দেখাইবা' এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে 'র' বিভক্তি হইয়াছে।

(জ) এই প্রশ্নের এক **বই** দুই উত্তর নাই (except)।—নিভৃতচিন্তা।

(ঝ) আপনি কি† **নিমিত্ত** তাহা পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন (for)?

দ্রষ্টব্য :—১। বাংলায় পদান্বয়ী অব্যয় অন্বিত পদের পরে বসে, ইংরেজীতে preposition পূর্বে বসে। এজন্য পদান্বয়ী অব্যয়গুলিকে post-positionsও বলা চলে। ইংরেজীতে prepositionগুলি যে কার্য করে, বাংলায় ও সংস্কৃতে কখনও পদান্বয়ী অব্যয়দ্বারা সেই কার্য সম্পন্ন হয়। যথা,—

(ক) ইংরেজী—With me. (খ) ইংরেজী—In the boat.

বাংলা—আমার সহিত (পদান্বয়ী অব্যয়)। বাংলা—নৌকায় (বিভক্তি)।

সংস্কৃত—ময়াসহ (পদান্বয়ী) অব্যয়। সংস্কৃত—নৌকায়াম্ (বিভক্তি)।

দ্রষ্টব্য :—২। 'হইতে', 'দ্বারা' প্রভৃতি অব্যয় বিভক্তিরূপেই ব্যবহৃত হয়; অব্যয়রূপে ইহাদের পরিচয় দিতে হয় না। (পরে শব্দ-বিভক্তি দেখ)।

৩২। **সমুচ্চয়ী অব্যয়** (Conjunctions)। কতকগুলি অব্যয় দুইটি বাক্য বা দুইটি পদকে একত্র করে বলিয়া উহাদিগকে সমুচ্চয়ী অব্যয় কহে। যথা,—

সে ধনী **এবং** সে জ্ঞানী।

সে ধনী **অথচ** সে বিনয়ী।

সে ধনী **কিন্তু** সে বড় কৃপণ।

পূর্বোক্ত বাক্যত্রয়ে 'এবং' 'অথচ' 'কিন্তু', এই তিনটি পদের কার্য কি? উহারা পূর্ববর্তী বাক্যের সহিত পরবর্তী বাক্যকে সংযুক্ত করিতেছে। উহাদের ব্যবহার না করিলে বাক্যগুলি পৃথক হইয়া পড়িত, সংযুক্ত বাক্যের অর্থ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইত না। সমুচ্চয়ী অব্যয় দুইটি পদকেও সংযুক্ত করে। যথা,—

"কার্পণ্য ও (and) মিতব্যয়িতা এক কথা নহে।"

† 'নিমিত্ত এই অব্যয়যোগে 'কি' পদে 'র' বিভক্তি হইয়াছে। কি=কিসের। 'র' বিভক্তি লোপ।

নিম্নলিখিত পদগুলি সমুচ্চয়ী অব্যয়—এবং, ও, আর, কিংবা, কিন্তু, তবু, নতুবা, নচেৎ, অথচ, অথবা, যদি, যদিও, পরন্তু, বা, অথবা, না, হয়, নয়, অতএব, অপিচ, সুতরাং, প্রত্যুত, বরং , তথাপি, কি, হয়ত ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত। (ক) কালিদাস মরিয়া গিয়াছেন **না** (or) বৃদ্ধ হইয়াছেন? —নিভৃতচিন্তা।

(খ) নিয়মিত পরিশ্রম সর্বতোভাবে শ্রেয়োজনক বটে, **কিন্তু** (but) উহার আতিশয্য অত্যন্ত কষ্টকর।—অক্ষয় দত্ত।

(গ) সচরাচর বাতাসের গতি আমাদের স্পর্শের বিষয়, **কিন্তু** (but) শব্দে **ও** (and) স্পর্শে **যে** (that) ভাই ভাই সম্পর্ক তাহা কে জানিত?—রবীন্দ্রনাথ।

(ঘ) কেহ বলিয়াছেন, দয়া **কি** ন্যায়পরতার ন্যায় রুচি নামে মনুষ্যের একটি পৃথক্ মনোবৃত্তি আছে; সেই বৃত্তির বিকাশ অথবা অবিকাশ **কিংবা** (or) অপূর্ণ বিকাশই রুচিভেদের একমাত্র কারণ।—প্রভাতচিন্তা।

(ঙ) **'হয়'** সীতা পরিত্যাগ, **'নয়'** (or) প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহার একতর পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে (either)।—সীতার বনবাস।

(চ) **যদ্যপি** (if) না থাকে দোষ, কারে তব ভয়?—সদ্ভাবশতক।

(ছ) ভারতবর্ষীয়েরা **যেমন** নির্জনতাস্পৃহ ছিলেন, **তেমনি** স্বল্পসন্তুষ্ট ছিলেন। (as)—(as)—অক্ষয় সরকার।

(জ) মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, **আবার** (moreover) তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক!—বঙ্কিমচন্দ্র।

(ঝ) টায়র নগর এরূপ স্থানে সন্নিবেশিত যে অন্যান্য নগর অপেক্ষা এখানে বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা। **অপর** (moreover) নাবিকবিদ্যা এই দেশেরই পরমাদ্ভুত কীর্তি—টেলিমেকস।

৩৩। অনন্বয়ী অব্যয় (Interjections)। কতকগুলি অব্যয় আছে, তাহাদের সহিত বাক্যস্থিত অন্যপদের ব্যাকরণগত কোন **সম্বন্ধ নাই**। ইহারা **প্রধানতঃ** চারি রকমে বাক্য ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(১) ভাব-প্রকাশার্থ—এই শ্রেণীর কতকগুলি অব্যয় **হর্ষ**, **বিষাদ**, **বিস্ময়**, ঘৃণা প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ করে। যথা,—

(ক) **মরি**! **মরি**! বাছার কি রূপ। (খ) **আহা**! বাছার কি কষ্ট!

(গ) **ও**! কি ভয়ানক লোক। (ঘ) **ছি**! **ছি**! তেমার এমন কাজ!

সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপনে এই শ্রেণীর কতকগুলি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—(১) মিথ্যা কথা বলিও **না**। (২) **হাঁ**, আমি ইহা করিয়াছি।

(২) সম্বোধনে—কাহাকেও সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে এই শ্রেণীর কতকগুলি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা—

(ক) **হে** রাম! এখানে এস। (খ) **রে** নরাধম! তোকে সমুচিত শাস্তি দিব। (গ) '**অয়ি** সুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল?' (ঘ) '**ভো** রাজন্! গর্ব পরিহর।'

(৩) প্রশ্নে—কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও এই শ্রেণীর কতকগুলি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(ক) সে **কি** আসিয়াছে? (খ) তুমি **না** কলিকাতায় গিয়াছিলে? (গ) যদু **নাকি** ঢাকা গিয়াছে? (ঘ) আর্যপুত্র **ত** কুশলে আছেন?

(৪) বাক্যালঙ্কারে—এই শ্রেণীর কতকগুলি অব্যয় ভাষার রীতি অনুসারে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি স্বয়ং কোন অর্থ প্রকাশ করে না, কিন্তু বাক্যে প্রয়োগ করিলে বাক্যের অর্থের কিছু বিশেষত্ব সম্পাদন করে। যথা,—

(ক) 'তুমি **যে** অধঃপাতে গেলে'—(বঙ্কিমচন্দ্র)। (খ) 'মেয়ে **ত** নয়, এ যেন পদ্মাসন ছাড়িয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণী নামিয়াছেন।' (গ) **তা** আপনি যদি ও কথা বলেন, তবে আর উপায় নাই। (ঘ) উদয়-অস্ত **ত** স্বাভাবিক নিয়ম।

৩৪। **অন্যান্য অব্যয়**। উপরিলিখিত আট প্রকার (২৪—৩৩ পরিচ্ছেদ) পদ ব্যতীত বাক্যে অন্য পদ থাকে না; বাক্যে যত পদ ব্যবহৃত হয় তাহার প্রত্যেকেই উপরিলিখিত আট প্রকার পদের কোন-না-কোন একটির অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু পূর্বোক্ত তিন প্রকার অব্যয় (৩১, ৩২, ৩৩ পরিচ্ছেদ) ব্যতীত আরও অনেক অব্যয় পদ আছে; সেগুলির অধিকাংশই বিশেষণ, কয়েকটি বিশেষ্য, কয়েকটি সর্বনাম এবং কয়েকটি ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। কাজেই বিশেষণাদির ন্যায় এগুলির পদ-পরিচয় দিতে হয়। নিম্নে এই শ্রেণীর কয়েকটি অব্যয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

(১) (ক) **নাম-বিশেষণ**—বৃথা, নানা, কিঞ্চিৎ, অতি, যাবৎ, তাবৎ, অত্যন্ত, ঈষৎ, হেন ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত—বৃথা মাংস, বৃথা গল্প, নানা সংবাদ।

(খ) **ক্রিয়া-বিশেষণ**—পুনঃ, ভূয়, কেবল, সহসা, অবশ্য, কভু, হঠাৎ, অতি, অতিশয়, অত্যন্ত, নিতান্ত, অধুনা, সর্বদা, সদা, পুনরায়, ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত—**অবশ্য** আসিবে, **হঠাৎ** পড়িয়া গেল।

(গ) **বিশেষ্য**—অদ্য, কল্য, যো, সাক্ষাৎ, না ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত—সেখানে যাওয়ার কোন **যো** দেখি না।

"তাহার বিচার ব্যবহার-শাস্ত্র হইতে হইবার **যো** নাই"—ভূদেব।

আমি **না** বলিলে কি তুমি শুনিবে? তিনি **হাঁ, না** কিছুই বলিলেন না; জেরায় উকীল **হাঁকে না** করিয়া ফেলিলেন।

(ঘ) **সর্বনাম**—আর, খানি, খান, এত, যত, তত ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত—তোমার মত পাষণ্ড **আর** নাই (আর = অন্য কেহ, another)। ঐ পুস্তকখানি আমি চাই না, তুমি এইখানি লও। **যত** পায়, **তত** চায়।

(ঙ) **ক্রিয়া**—নয়, নাই, নহে, নহিলে ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত—আমার পুস্তক **নাই**; সে এখানে **নাই**; এ সহজ কর্ম **নয়**।

(২) **বিভক্তি-সূচক অব্যয়**। কর্তৃক, দ্বারা, দিয়া, থেকে, হইতে প্রভৃতি বিভক্তি-সূচক অব্যয়। ইহারা শব্দের সহিত বিভক্তির ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া বিভক্তির কার্য করিয়া থাকে।

(৩) **অনুকার অব্যয়**। ধু ধু, খাঁ খাঁ, রী রী, ঝন্ ঝন্, কল কল, শন্ শন্, তর তর্, হন হন্, কচ্ কচ্, টক্ টক্, কুচ্ কুচ্ প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক

শব্দ অনুকার অব্যয় নামে পরিচিত। ইহারা ক্রিয়া-বিশেষণ ও নাম-বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

(৪) **উপমাবাচক অব্যয়**। প্রায়, মত, মতন, ন্যায়, পারা, পানা ইত্যাদি। এগুলি পদান্বয়ী অব্যয় বা ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

(৫) **দ্বিরুক্ত শব্দ**। কতকগুলি দ্বিরুক্ত শব্দের পরপদটি অব্যয়। উহার নিজের কোন অর্থ নাই বটে, কিন্তু অর্থবোধক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলে উহার অর্থের তারতম্য ঘটায়। এই অব্যয়গুলি কথার মাত্রাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন,—

চাকর-বাকর = চাকর ও সেই শ্রেণীর অন্যান্য লোক।

কাপড়চোপড় = কাপড় ও সেই শ্রেণীর অন্যান্য বস্ত্র।

এইরূপ, ছেলে-পিলে, বাসন-কোসন, জল-টল, রকম-সকম ইত্যাদি। এগুলি যে পদের পরে বসে, সেই পদের সহিত সমাসের নিয়মে একপদ হইয়া যায়। কাজেই ইহাদের ভিন্নরূপে পদ-পরিচয় দিতে হয় না।

(৬) **উপসর্গ**। প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ—এই কুড়িটি অব্যয়কে উপসর্গ কহে। ইহারা ধাতুর সহিত একযোগে ব্যবহৃত হয়। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

দ্রষ্টব্য ঃ—বাংলা ব্যাকরণে পদ-বিভাগ। বাংলা ভাষার শব্দশক্তির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অভিনব প্রণালীতে ব্যবহৃত নানাবিধ বিশেষণ ও অব্যয়াদির সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়াছে। এই সমস্ত পদের স্বরূপ নির্ণয় করা, উহাদের শ্রেণী-বিভাগ করা এবং বাক্য-রচনায় উহাদের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা (function) নির্দেশ করাই পদ-প্রকরণে বৈয়াকরণের প্রধান কার্য। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে লিখিত অধিকাংশ ব্যাকরণেই সেরূপ সুশৃঙ্খল, সুসঙ্গত আলোচনা নাই। সাধারণতঃ বাংলা ব্যাকরণে পদসমূহকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা,—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয়। কিন্তু অনেক অব্যয় শব্দও বিশেষ্য-বিশেষণাদিরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়; সুতরাং এরূপ শ্রেণী

বিভাগ পরস্পর অবচ্ছেদক নহে, অভিব্যাপক (cross division)। একটি দৃষ্টান্ত—ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ আট শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা,—হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, জমিদার ও কৃষক। বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশীয়ের মুখে এইরূপ একটি বর্ণনাদ্বারা হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। আমাদের বাংলা ব্যাকরণের প্রচলিত পদ-বিভাগও তদ্রূপ। এইরূপ পদবিভাগ করিলে অব্যয়ের সংজ্ঞাটি বিশেষ্য-বিশেষণাদি-নিরপেক্ষ করিতে হয়। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অব্যয়ের বিশিষ্ট ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ কতকটা চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রচলিত পদবিভাগই গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দসমূহ দ্বিবিধ,—সব্যয় ও অব্যয়। উভয়বিধ শব্দই বিশেষ্য-বিশেষণাদিরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, বিভক্তিযোগ ও বিভক্তিলোপ, এইমাত্র পার্থক্য। কিন্তু কতকগুলি অব্যয়ের অন্য বিশিষ্ট ব্যবহার আছে, উহা ইংরেজী ব্যাকরণের Preposition, Conjunction ও Interjection-এর অনুরূপ। এই হেতু আমরা বিশেষণাদি অব্যয় ব্যতীত অন্যান্য অব্যয়গুলিকে ইংরেজী ব্যাকরণের অনুসরণে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ব্যবহারানুরূপ উহাদের বিভিন্ন পরিভাষা দিয়াছি। অধিকন্তু বাক্যে Adjectives ও Adverbs-এর ব্যবহারও সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ; এই হেতু উহার 'নামবিশেষণ' ও 'ভাববিশেষণ' এইরূপ বিভিন্ন পরিভাষা দিয়া পার্থক্য দেখান হইয়াছে। এই কারণে পদ আট প্রকার বলা হইয়াছে। ইহাতে পরস্পর-নিরপেক্ষ সুসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ, অর্থসঙ্গত পদপরিচয় এবং শেষে বাক্যগঠন ও বাক্যবিশ্লেষণাদি প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা সুবিধাজনক হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে ভাব ও ক্রিয়া একার্থক, সুতরাং 'ভাববিশেষণ'গুলিতে মুখ্যতঃ ক্রিয়া-বিশেষণ বুঝায়। ইংরেজীতেও adverb শব্দে মূলতঃ ক্রিয়া-বিশেষণই বুঝায়। কিন্তু ব্যাকরণের পরিভাষায় বিশেষণীয় বিশেষণকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বাংলা ব্যাকরণেও উক্তরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করা সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষক মহাশয় সুবিধা বোধ করিলে এইরূপ পরিভাষাই গ্রহণ করিতে পারেন।

অনুশীলন

১। প্রকৃতি কাহাকে বলে? প্রকৃতি হইতে পদ কিরূপে প্রস্তুত হয় বল। শব্দ ও পদ, বিভক্তি ও প্রত্যয়—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও।

২। বাক্য কাহাকে বলে? বাক্যে কত প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হয়? দৃষ্টান্তসহ তাহাদের সংজ্ঞার্থ বুঝাইয়া দাও। শব্দ কত প্রকার?

৩। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে প্রত্যেকটি পদের নাম কর—

(ক) যদি প্রিয়পাত্রের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা উচিত হয়, তবে পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতামাতার স্নেহাস্পদ সন্তানদিগকে প্রীতি প্রদর্শন করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

(খ) 'মনুষ্য সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রজনী-সমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার যে আয়ু ক্ষয় হইল তাহা সে বুঝিতে পারে না।'

৪। বিশেষণ কত প্রকার? নাম-বিশেষণ ও ভাব-বিশেষণে পার্থক্য কি? বিশেষণীয় বিশেষণ কত প্রকার? ওগুলি নামবিশেষণ না ভাব-বিশেষণের অন্তর্গত?

৫। পদান্বয়ী অব্যয়, সমুচ্চয়ী অব্যয় ও অনন্বয়ী অব্যয়ের কতিপয় দৃষ্টান্ত দাও। ইংরেজীতে prepositionগুলি যে সম্বন্ধ প্রকাশ করে, বাংলায় তাহা কিরূপে প্রকাশিত হয়?

৬। এমন কতকগুলি অব্যয়পদ আছে, যেগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত দাও।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে বৃহদাকার পদগুলি কোন্ পদ এবং কেন তাহা বল :— (ক) মণি, মুক্তা, রতন কি আছে **লো** জগতে
যাহে **নাহি** অবহেলি লভিতে সে ধনে?

(খ) আপনি **কি** নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন?

(গ) লোকটি তোমার চেয়ে **অল্প** কিছু খাট।

(ঘ) 'জয়ন্ত কহিলা ভাষ, **যথা** তব অভিলাষ।'

(ঙ) 'না দেখি **যে** দ্বিজবর ইহার উপায়,
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের **প্রায়**।'

(চ) 'একা হনুমান **যেন** দহিলেক লঙ্কা,
সেই মত নৃপগণে নাশিব, কি শঙ্কা।'

পদ-সাধন—Inflexion

বিশেষ্য

৩৫। বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন ও কারকভেদে রূপান্তর হয়।

লিঙ্গ (Gender)

৩৬। **লিঙ্গ ত্রিবিধ**—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ও ক্লীবলিঙ্গ।

(১) যে সকল শব্দে পুরুষ বুঝায় সেগুলি **পুংলিঙ্গ** (Masculine Gender)। যথা,—রাজা, বালক, পিতা, ভ্রাতা, বৃষ ইত্যাদি।

(২) যে সকল শব্দে স্ত্রী বুঝায় সেগুলি **স্ত্রীলিঙ্গ** (Feminine Gender)। যথা,—রাণী, বালিকা, মাতা, পত্নী, ভগিনী, গাভী ইত্যাদি।

(৩) যে সকল শব্দে স্ত্রীপুরুষ কিছুই বুঝায় না, সেগুলি **ক্লীবলিঙ্গ** (Neuter Gender)। যথা,—জল, ফুল ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্যঃ—বাংলা ভাষায় যে চারি প্রকারের শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাদের ভিতরে তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দেই অর্থানুসারে লিঙ্গ নির্ণয় করা যায়, কিন্তু তৎসম শব্দের লিঙ্গ-নির্ণয় সর্বত্র আর্থিক নহে, অনেক স্থলে আভিধানিক। উহা ব্যবহারানুসারে নির্ণয় করিতে হয়। যেমন,—'বৃক্ষ', 'লতা' ও 'পুষ্প' এই তিনটি শব্দে স্ত্রী পুরুষ কিছু বুঝা যায় না, কিন্তু উহাদের মধ্যে বৃক্ষ শব্দটি পুংলিঙ্গ, লতা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুষ্প শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। আবার 'দার' শব্দের অর্থ স্ত্রী কিন্তু উহা পুংলিঙ্গ ; অথচ 'কলত্র' শব্দের অর্থ স্ত্রী হইলেও উহা ক্লীবলিঙ্গ। সুতরাং পুরুষ বুঝাইলেই পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রী বুঝাইলেই স্ত্রীলিঙ্গ হইবে, এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না।

৩৭। **লিঙ্গভেদে রূপভেদ**। বাংলায় পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের মধ্যে রূপের কোন পার্থক্য নাই। কেবল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ হইতে

ভিন্নরূপ হয়। সংস্কৃতে বিশেষণ পদ বিশেষ্যপদের লিঙ্গ গ্রহণ করে। সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলাতেও এই রীতি অনুসৃত হয় : যথা,—সুন্দর বালক, সুন্দরী বালিকা; মহান্ আদর্শ, মহতী সভা; মৃন্ময় গৃহ, মৃন্ময়ী মূর্তি; মুখর বন, মুখরা স্ত্রী। কিন্তু খাঁটি বাংলায়, বিশেষ করিয়া চলিত বাংলায় বিশেষণের এই লিঙ্গভেদের রীতি কঠোর ভাবে পালিত হয় না। চলিত বাংলায় সুন্দর ছেলে, সুন্দর মেয়ে; বড় ছেলে, বড় বউ, বড় গাছ; শুভ্র উষা, প্রমত্ত নদী প্রভৃতি বেশ চলে।

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মধ্যে রূপভেদ তিন প্রকারে সাধিত হয় :—

(১) পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর প্রত্যয় যোগে। যথা,—খোকা, খুকী; বালক, বালিকা; কামার, কামারনী; দেব, দেবী।

(২) বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে। যথা,—পুরুষ, স্ত্রী; সাহেব, বিবি; নবাব, বেগম; বর, বধূ; পিতা, মাতা।

(৩) পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্বে বা পরে যোগ করিয়া। যথা,—পুরুষ-মানুষ, মেয়ে মানুষ; এঁড়ে-বাছুর, বক্না-বাছুর।

১। প্রত্যয়-যোগে—(১)

৩৮। খাস বাংলা স্ত্রী প্রত্যয় মাত্র দুইটি—**নী**[১] এবং **ঈ**।

৩৯। জাতি, পত্নী অথবা উভয় অর্থ বুঝাইতে পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর **নী** [এবং উহার বিভিন্ন পরিবর্তন—আনী, ইনী, উনী,] যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হয়। যথা,—

গোয়ালা, গয়লা—গোয়ালিনী, গয়লানী; বাঘ, বাঘিনী; সাপ, সাপিনী; অভাগা, অভাগিনী; ধোপা, ধোপানী; নাপিত, নাপ্তিনী, নাপিতানী; পাগল [পাগ্‌লা][২], পাগলিনী [পাগ্‌লী]; কলু, কলুনী; সোহাগিয়া, সোহাগিনী; চাকর, চাকরানী; নাতি, নাত্‌নী; খোট্টা, খোট্টানী; ঠাকুর, ঠাকুরানী;

১ 'নী' প্রত্যয়ের দিকেই আধুনিক বাংলা ভাষার প্রবণতা বা ঝোঁক।

২ 'আমার পাগ্‌লা বাবা পাগ্‌লা আমার মা'—প্রসাদ।

'এমন স্বামী-পাগ্‌লা মেয়ে ত দেখি নাই'—দীনেশ সেন। (স্বামীর জন্য পাগ্‌লী এই অর্থে স্বামী-পাগ্‌লা)।

কাঙ্গাল, কাঙ্গালিনী ; মালী, মালিনী ; সেকরা, সেকরানী ; ভিখারী, ভিখারিনী ; কায়েত, কায়েতনী ; ডাক (সিদ্ধ পুরুষ), ডাকিনী ; কুমার, কুমারনী ; বন্দী, বন্দিনী ; চামার, চামারনী ; জেলে, জেলেনী ; মেথর, মেথরানী ; মেছো, মেছোনী ; চৌধুরী, চৌধুরানী ; ডাকাত, ডাকাতনী ; ডাক্তার, ডাক্তারনী ; চাঁড়াল, চাঁড়ালনী ; মাষ্টার, মাষ্টারনী ; বৈরাগী, বৈরাগিনী।

৪০। কতকগুলি তৎসম শব্দের স্ত্রী-প্রত্যয়ান্তরূপ থাকা সত্ত্বেও উহাদের উত্তর বাংলা 'নী' প্রত্যয় যুক্ত হয়। (বলা বাহুল্য, ইহাতে শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি পায়।) যথা,—চাতক, চাতকিনী ; শ্যামাঙ্গ, শ্যামাঙ্গিনী ; বিহঙ্গ, বিহঙ্গিনী ; শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গিনী ; কুরঙ্গ, কুরঙ্গিনী ; অনাথ, অনাথিনী ; ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গিনী ; সু-কেশ, সুকেশিনী ; রজক, রজকিনী ; গৃধ্র, গৃধিনী ; নাগ, নাগিনী ; গোপ, গোপিনী ; চণ্ডাল, চণ্ডালিনী ; সর্প, সর্পিণী।

দ্রষ্টব্য :—ইহাদের প্রায় সকলেরই সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত রূপ ঈকারান্ত। চাতকী, বিহঙ্গী ইত্যাদি। অনাথ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ অনাথা ; সুকেশ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সুকেশী, সুকেশিনী দুই রূপই হয়।

৪১। কতকগুলি শব্দের উত্তর **ঈ** প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। যথা,—খোকা, খুকী ; জেঠা, জেঠী ; মামা, মামী ; (জেঠা-মশাই, জেঠাইমা); খুড়া, খুড়ী (খুড়ীমা) ; বামন, বামনী ; কাকা, কাকী ; ভেড়া, ভেড়ী ; বুড়া, বুড়ী ; শিয়াল, শিয়ালী ; ছোঁড়া, ছুঁড়ী ; মুসলমান, মুসলমানী ; নানা, নানী ; শ্বশুর, শাশুড়ী ; চাচা, চাচী ; মেসো, মাসী ; পিসা, পিসী ; কৃষাণ, কৃষাণী ; দাদা, দাদী (দিদি) ; কুঁদুলে, কুঁদুলী ; চখা, চখী ; অমুক, অমুকী ; আহ্লাদে, আহ্লাদী ; পাঠা, পাঠী ; নেড়া, নেড়ী ; ছাত্র, ছাত্রী ; বেটা, বেটী ; কুঁজো, কুজী।

প্রত্যয়-যোগে (২)

এখন, তৎসম শব্দের উত্তর যে সকল সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

৪২। কতকগুলি অ-কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা,—শিষ্য, শিষ্যা; জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠা; বৃদ্ধ, বৃদ্ধা; কনিষ্ঠ, কনিষ্ঠা; কৃশ, কৃশা; প্রথম, প্রথমা; দীন, দীনা; দ্বিতীয়, দ্বিতীয়া; তৃতীয়, তৃতীয়া; উত্তম, উত্তমা; চতুর, চতুরা; নিপুণ, নিপুণা; মলিন, মলিনা; মৃত, মৃতা।

৪৩। স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় হইলে অক ভাগান্ত শব্দের অক স্থানে ইক হয়। যথা,—বালক, বালিকা; গায়ক, গায়িকা; নায়ক, নায়িকা; সম্পাদক, সম্পাদিকা; পাচক, পাচিকা; লেখক, লেখিকা; পালক, পালিকা; গ্রাহক, গ্রাহিকা; পাঠক, পাঠিকা; সাধক, সাধিকা; শিক্ষক, শিক্ষিকা (অধুনা-প্রচলিত)।

ব্যতিক্রম। চটকা, তারকা, করকা, কন্যকা, সেবকা [কিন্তু 'সেবিকা' বহু-প্রচলিত]।

৪৪। অধিকাংশ জাতিবাচক অ-কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা,—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী; হরিণ, হরিণী; গোপ, গোপী; ঘোটক, ঘোটকী; চণ্ডাল, চণ্ডালী; মানুষ, মানুষী; শূকর, শূকরী; কুক্কুর, কুক্কুরী; পিশাচ, পিশাচী; বিড়াল, বিড়ালী; রাক্ষস, রাক্ষসী; হংস, হংসী; মৃগ, মৃগী; ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রী; সর্প, সর্পী; গো, গবী; কাক, কাকী; গর্দভ, গর্দভী।

৪৫। ব্যতিক্রম;—কতকগুলি জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। অজ, অজা; শূদ্র, শূদ্রা[১]; কোকিল, কোকিলা; বৈশ্য, বৈশ্যা; মূষিক, মূষিকা; ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়া; মক্ষিক, মক্ষিকা; বৎস, বৎসা।

৪৬। ঈ যুক্ত হইলে কতকগুলি শব্দের অন্ত্য য-কারের লোপ হয়। মনুষ্য, মনুষী; গার্গ্য, গার্গী; মৎস্য, মৎসী; মাধুর্য, মাধুরী।

৪৭। গৌর, নদ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা,—গৌর, গৌরী; ঈশ্বর, ঈশ্বরী (স্বামিনী); নদ, নদী; কুমার, কুমারী;

১ শূদ্রীও হয়। যথা,—'জানিয়া শুনিয়া কিরূপে শূদ্রীকে বিবাহ করিব।' বঙ্কিমচন্দ্র।

নাগ, নাগী ; সুন্দর, সুন্দরী ; কাল, কালী ; কিশোর, কিশোরী ; স্থল, স্থলী ; পট, পটী ; দেব, দেবী ; তরুণ, তরুণী ; পিতামহ, পিতামহী ; পুত্র, পুত্রী ; মাতামহ, মাতামহী ; দূত, দূতী ; নট, নটী।

৪৮। ঋ-কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা,—

মূল শব্দ	পুং	স্ত্রী	মূল শব্দ	পুং	স্ত্রী
কর্তৃ	কর্তা	কর্ত্রী	বিধাতৃ	বিধাতা	বিধাত্রী
ধাতৃ	ধাতা	ধাত্রী	শিক্ষয়িতৃ	শিক্ষয়িতা	শিক্ষয়িত্রী
নেতৃ	নেতা	নেত্রী	জনয়িতৃ	জনয়িতা	জনয়িত্রী
অভিনেতৃ	অভিনেতা	অভিনেত্রী	শিক্ষাদাতৃ	শিক্ষাদাতা	শিক্ষাদাত্রী

ব্যতিক্রম,—পিতৃ, ভ্রাতৃ, জামাতৃ প্রভৃতি শব্দের উত্তর হয় না। উহাদের স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন শব্দদ্বারা হয় (৫৯ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪৯। ইন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা,—

মূল শব্দ	পুং	স্ত্রী	মূল শব্দ	পুং	স্ত্রী
গুণিন্	গুণী	গুণিনী	যশস্বিন্	যশস্বী	যশস্বিনী
ধনিন্	ধনী	ধনিনী	পয়স্বিন্	পয়স্বী	পয়স্বিনী
মানিন্	মানী	মানিনী	তপস্বিন্	তপস্বী	তপস্বিনী
স্বামিন্	স্বামী	স্বামিনী	মায়াবিন্	মায়াবী	মায়াবিনী
ভূস্বামিন্	ভূস্বামী	ভূস্বামিনী	সাম্যবাদিন্	সাম্যবাদী	সাম্যবাদিনী

৫০। অন্-ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈ হইলে ন-কারের পূর্ববর্তী অ-কারের লোপ হয়। যথা,—রাজন্ (রাজা) রাজ্ঞী, খ্যাতনামন্ (খ্যাতনামা) খ্যাতনাম্নী।

দ্রষ্টব্য :—অনেকে রাজন্ শব্দের অনুকরণে 'সম্রাজ্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'সম্রাজ্ঞী' হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। বস্তুতঃ উহা অপসিদ্ধান্ত। সম্রাজ্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'সম্রাজ্ঞী' হয় বটে (বিরাজমানা অর্থে), কিন্তু ঐ শব্দ এই অর্থে বাংলায় প্রচলিত নাই। সম্রাজ্ শব্দের পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে উভয়ত্রই

সম্রাট্ হয়। 'সম্রাজ্ঞী'* পদও ব্যবহৃত হয়। এইরূপ,—মহারাজ ও যুবরাজ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ যথাক্রমে মহারাজ্ঞী ও যুবরাজ্ঞী † হয়। কিন্তু 'মহারাজ্ঞী' পদও অশুদ্ধ নয়, কেননা সমাসের নিয়মে 'মহতী রাজ্ঞী' এই বাক্যে 'মহারাজ্ঞী' পদ হইয়া থাকে। পরন্তু 'সম্রাজ্ঞী' ও 'সাম্রাজ্ঞী' পদ দুইটি বাংলায় বহু-প্রচলিত, কাজেই সাধু প্রয়োগ বলিয়া স্বীকার্য।‡

৫১। অৎ, বৎ, মৎ, চর, দৃশ ও ঈয়স্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা,—

অৎ—সৎ, সতী ; মহৎ, মহতী ; বৃহৎ, বৃহতী ; ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতী। **বৎ**—গুণবৎ, গুণবতী : পুত্রবৎ, পুত্রবতী ; ভাস্বৎ, ভাস্বতী ; জ্ঞানবৎ, জ্ঞানবতী।

মৎ—শ্রীমৎ, শ্রীমতী ; ধীমৎ, ধীমতী ; আয়ুষ্মৎ, আয়ুষ্মতী ; বুদ্ধিমৎ, বুদ্ধিমতী।

চর—খেচর, খেচরী ; নিশাচর, নিশাচরী ; জলচর, জলচরী ; বনচর, বনচরী।

কর—কিঙ্কর, কিঙ্করী ; হিতকর, হিতকরী ; শুভকর, শুভকরী।

দৃশ—যাদৃশ, যাদৃশী ; তাদৃশ, তাদৃশী ; সদৃশ, সদৃশী।

ময়—মৃন্ময়, মৃন্ময়ী ; চিন্ময়, চিন্ময়ী ; হিরণ্ময়, হিরণ্ময়ী ; স্বর্ণময়, স্বর্ণময়ী।

ঈয়স্—মহীয়স্, মহীয়সী ; বরীয়স, বরীয়সী ; প্রেয়স, প্রেয়সী ; পাপীয়স, পাপীয়সী।

দ্রষ্টব্য :—সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রানুসারে যে সকল প্রত্যয়ের ট, ষ, ঋ এবং উ, ইৎ যায় সেই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। ৫১ পরিচ্ছেদের যাবতীয় শব্দই এই সূত্রের অন্তর্ভুক্ত। পরন্তু নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে ঈ যোগ হইয়াছে—নর্তকী, রজকী, খনকী, নারায়ণী, দ্রাক্ষায়ণী,

* ক্রান্সের তাদৃশ সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী...সম্পদের ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গিয়াছেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

† জানকী যুবরাজ্ঞী হইয়া আজীবন ভারতের রাজসিংহাসনে রামের বামে বসিলেন— ঐ

‡ 'পুষ্পতরুতলে সাম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম'—রবীন্দ্রনাথ।

দ্রৌপদী, পাঞ্চালী, মাগধী, কৈকেয়ী, বৈষ্ণবী, পৌরাণিকী, দ্বয়ী, ত্রয়ী, চতুষ্টয়ী, চতুর্থী, পঞ্চমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, ষোড়শী ইত্যাদি।

৫২। বস্ ও অচ্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা,—(বিদ্বান্) বিদ্বস্, বিদুষী; প্রাচ্, প্রাচী।

দ্রষ্টব্য:—বস্ ভাগান্ত শব্দের বস্ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে উষী হয়।

৫৩। অবয়ব-বাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ এবং আ উভয় প্রত্যয়ই হয়। যথা,—চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখা; সুনয়নী, সুনয়না; সুকেশী*, সুকেশা; কৃশোদরী, কৃশোদরা; কৃশাঙ্গী, কৃশাঙ্গা; হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গা; বিম্বোষ্ঠী, বিম্বোষ্ঠা; মৃগনয়নী, মৃগনয়না; কোকিলকণ্ঠী, কোকিলকণ্ঠা; চন্দ্রবদনী, চন্দ্রবদনা; সুকণ্ঠী, সুকণ্ঠা; কিন্তু—শূর্পণখা।

বহুব্রীহি সমাসে পাদ শব্দ স্থানে 'পদ' আদেশ হইলে তদুত্তরে ঈ হয়। যথা,—দ্বি পাদ যাহার দ্বিপদী (পাদ স্থানে 'পদ' আদেশ)। এইরূপ—ত্রিপদী, চতুষ্পদী ইত্যাদি।

৫৪। জায়া অর্থে ভব প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আনী প্রত্যয় হয়। যথা—ভব, ভবানী; বরুণ, বরুণানী; রুদ্র, রুদ্রাণী; মহেন্দ্র, মহেন্দ্রাণী; শিব †শিবানী; ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী; ব্রহ্মন্‡ ব্রহ্মাণী।

দ্রষ্টব্য:—জায়া অর্থে মাতুলা, মাতুলী, মাতুলানী—তিনই হয়।

৫৫ কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ভিন্ন রূপ হয়। যথা,—

আচার্য—আচার্যানী (পত্নী), আচার্যা (lady teacher); উপাধ্যায়—উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী (পত্নী), উপাধ্যায়া উপাধ্যায়ী (শিক্ষয়িত্রী); চণ্ড চণ্ডী (দেবী), চণ্ডা (অতি কোপনা)।

---

* 'কে তুমি সুকেশী সুন্দরী?'—দুর্গেশনন্দিনী। সুকেশিনী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি পদ প্রচলিত আছে (৫০ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

† 'শিবা' ও হয়। ‡ ব্রহ্মন্ শব্দের ন্ লোপ পায়।

৫৬। কোন কোন স্থলে পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে শব্দার্থের কিছু পার্থক্য হয়। যথা,—হিম, হিমানী * (হিমসংহতি, বরফ); অরণ্য, অরণ্যানী (মহারণ্য); স্থল, স্থলী† (অকৃত্রিম ভূমি), ঘট, ঘটী (ক্ষুদ্র ঘট); নাটক, নাটিকা (ক্ষুদ্র নাটক); পতি, পত্নী (যজ্ঞের ফলভাগিনী স্ত্রী)। কিন্তু সভাপতি—সভানেত্রী (Lady President)।

৫৭। কতকগুলি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে একই অর্থে সংস্কৃত ঈ এবং বাংলা নী প্রত্যয় হয়। যথা,—কুরঙ্গ, কুরঙ্গী, কুরঙ্গিণী ‡; মাতঙ্গ, মাতঙ্গী, মাতঙ্গিনী; হংসী, হংসিনী; সিংহী, সিংহিনী; শ্বেতাঙ্গা, শ্বেতাঙ্গিনী; হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গিনী; ভুজঙ্গী, ভুজঙ্গিনী; তুরঙ্গী, তুরঙ্গিনী; কৃশাঙ্গী, কৃশাঙ্গিনী ইত্যাদি।

৫৮। নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ :—

শ্বশুর, শ্বশ্রূ (শাশুড়ী); যুবক, যুবতী; নর, নারী; সখা, সখী; বন্ধু, বান্ধবী।

২। ভিন্ন শব্দপ্রয়োগে

৫৯। বিভিন্নরূপ শব্দদ্বারাও স্ত্রীলিঙ্গ সূচিত হয়। নিম্নে উহাদের কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রথমগুলি পত্নী-বোধক, দ্বিতীয়গুলি স্ত্রী-জাতিবোধক, কতকগুলি উভয়ার্থ-বাচক।

পুত্র, ছেলে—পুত্রবধূ, বউ, কন্যা, মেয়ে; পো—বউ, ঝী; বর—বধূ, বউ, কন্যা, কনে; স্বামী—স্ত্রী, ভার্যা, জায়া, গৃহিণী [কিন্তু গৃহস্বামী, গৃহস্বামিনী]; ভ্রাতা—ভ্রাতৃবধূ, ভগিনী; ভাই—ভাই-বউ, ভাজ, বোন; পুরুষ—মহিলা, স্ত্রী,

---

* 'এই সে ভারত হিমানী অচল'—হেমচন্দ্র।

† 'মধুকালে বনস্থলী কুসুমকুন্তলা'—মেঘনাদ-বধ।

‡ ৪০ পরিঃ দ্রষ্টব্য। এই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাংলা পদ্যে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। যথা,—'কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে'; 'দলিব বিপক্ষ দলে মাতঙ্গিনী যথা'; 'হৃষীকেশ-প্রিয়া উত্তরিলা সুকেশিনী' 'মিশ্রকেশী'—মেঘনাদ-বধ।

'কেহ বিহঙ্গিনীরূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে'—বৃত্র-সংহার।

'নব বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী'—প্রমথনাথ।

প্রকৃতি ; জনক—জননী ; পিতা—মাতা ; বাপ, বাবা—মা ; কর্তা—গৃহিণী, গিন্নী ; দাদা, বউ-দিদি, দিদি ; বিপত্নীক—বিধবা, শ্যালক—শালাজ, শালী ; বলদ—গাভী, গাই ; শুক—সারী[১] ; বৃষ—গাভী, ধেনু ; হোলা, হুলো (মদ্দা বিড়াল), মেই, মেনী (মাদি বিড়াল) ; রাজা রাণী, রানী ; সাহেব[২], মেম, বিবি ; নবাব, বাদসাহ, বেগম ; নাতি-বৌ, নাতিনী ; দেওর, ভাশুর—জা, বড়-জা ; ননদ, ননদী ; ঠাকুর-দাদা—ঠাকুর-মা, ঠান্‌দিদি ; আজ, আই ; চাকর, ঝি তালুই, তাঐ, মাঐ ; বেয়াই>বেই, বেয়ান>বেন ; নন্দাই, ননদী ; ভাসুর ; ভাগ্‌নে—ভাগ্‌নে-বৌ, ভাগ্‌নী ; গোলাম, বাঁদী ; ফুফা, খালু—ফুফু, খালা ।

৩। স্ত্রীবোধক শব্দযোগে

৬০। কখন কখন স্ত্রীবোধক শব্দ পূর্বে বা পরে যোগ করিয়া পুংলিঙ্গ ...চিত হয়। অনেক পুংলিঙ্গ শব্দের পূর্বেও অনুরূপ স্ত্রীবাচক শব্দ যুক্ত হয় যথা,—পুরুষ-মানুষ, মেয়ে-মানুষ[৩] ; গোঁসাই-ঠাকুর, মা-গোঁসাই ; বেটা-ছেলে মেয়ে-ছেলে ; ঠাকুর-পো, ঠাকুর-ঝি ; এঁড়ে-বাছুর, বক্‌না-বাছুর ; সভাপতি সভানেত্রী ; মদ্দা-কুকুর ; মাদি-কুকুর ; সৈন্য, ফৌজ, মেয়ে-সৈন্য, মেয়ে-ফৌজ গরু, গাই-গরু ; প্রভু, প্রভু-পত্নী ; গয়লা, গয়লা-বৌ ; ঔপন্যাসিক, মহিলা ঔপন্যাসিক ; খেলোয়াড় মেয়ে-খেলোয়াড় ; কবি, মহিলা-কবি, স্ত্রী-কবি ; সভ্য মহিলা-সভ্য (সভ্যা) ; কর্মী, নারী-কর্মী ; শিল্পী, নারী-শিল্পী।

৬১। **মেয়েদের কুলোপাধি**। ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরও কুলোপাধি তাহাদের নামের শেষে যুক্ত হয়—অবিবাহিতাদিগের পিতৃ-কুলোপাধি এবং

---

১ শুক—টিয়া, সারী—সালিক বা ময়নাজাতীয় পাখী। কিন্তু বাংলায় শুক সারী পুং স্ত্রীরূপে সাধারণ্যে চলিত।

২ স্ত্রী বা জাতি উভয় অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে 'সাহেবা'ও হয়। যেমন,—রাজাসাহেব, রাণীসাহেবা, ভাবীসাহেবা, ইত্যাদি।

৩ 'পুরুষ মানুষের আবার আচার-বিচারে বাড়াবাড়ি কেন ?'— রবীন্দ্রনাথ।
'পুরুষ-মানুষ হুকার নল মুখে করিলে'—বঙ্কিমচন্দ্র।

বিবাহিতাদিগের পতি-কুলোপাধি। ব্রাহ্মণ-মহিলাগণ তাঁহাদের নামের শেষে শুধু দেবী অথবা শুধু কুলোপাধি—দুই রকমই লিখিয়া থাকেন। অবিবাহিতা মেয়েদের নামের পূর্বে কখনও 'কুমারী' শব্দও যুক্ত হয়।

বিবাহিতা বা অবিবাহিতা—স্বর্ণময়ী দেবী বা চট্টোপাধ্যায়, প্রভাবতী গুপ্ত, গায়ত্রী গুহ, তটিনী দাস, ভারতী চক্রবর্তী।

কিন্তু অধুনা কদাচিৎ মেয়েদের কুলোপাধির রূপান্তর ঘটে, পূর্বে ঘটিত। যথা—ঊষারাণী গুপ্তা, প্রভাবতী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া।[১]

মুসলমান মেয়েদের নামে তুর্কী 'অম্' ও আরবী-ফারসী 'আ' প্রত্যয় হয়। যথা—বেগ্—বেগম ; খান—খানুম ; ফাতিমা, সুলতানা, জরিনা।

সমবয়স্কা মেয়েরা সচরাচর নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্রেও পরস্পর ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়া থাকেন। ঘনিষ্ঠতা থাকিলে অনেক ছেলেও অনেক মেয়েকে ভ্রাতৃ-সম্বোধন করেন। যথা,—ভাই লীলা, ভাই আশা, ভাই বড়দি। এই সকল স্থলে ভাই শব্দের অর্থ প্রিয় বা বন্ধু (ইংরেজী dear শব্দের তুল্যার্থক)।

৬২। **ভারতমাতা ও বঙ্গমাতা**—"সংস্কৃত ব্যাকরণের উচ্চারণ মতে কতকগুলি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারকালে আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানি। কিন্তু আধুনিক ভাষায় দেশ সম্বন্ধে তাহা খাটে না ; 'ভারতবর্ষ' বা 'ভারত' সংস্কৃত ভাষায় কখনও স্ত্রী-শ্রেণীর শব্দ হইতে পারে না ; কিন্তু আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে তাহাকে 'ভারতমাতা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। বঙ্গও সেইরূপ 'বঙ্গমাতা'। দেশকে মাতৃ-ভাবে চিন্তা করার রীতি প্রচলিত হওয়াতে দেশের নামকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে মানা হয় না।"

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৬৩। **লিঙ্গ-নির্ণয়**। পূর্বে বলা হইয়াছে, তৎসম শব্দের লিঙ্গ সর্বত্র আর্থিক নহে, আভিধানিকও (৩৫ পরিচ্ছেদ)। উহা ব্যবহারানুসারে নির্ণয়

১ অনেকে পিতৃকুলের পরিচয় দিতে 'ঘোষজা' 'বসুজা' প্রভৃতি লিখেন।

করিতে হয়। কোন্ শব্দ কোন্ লিঙ্গ তাহা নির্ণয়ের কয়েকটি সঙ্কেত নিম্নে লিখিত হইল :—

৬৪। **স্ত্রী-লিঙ্গ**।—(ক) আ-কারান্ত শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। যথা,—লতা, বিদ্যা, মেধা, উল্কা, অধিত্যকা, তারা, জ্যোৎস্না ইত্যাদি।

(খ) তি, ক্তি ও দ্ধি-ভাগান্ত, শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। যথা,—মতি, গতি, শক্তি, ভক্তি, মুক্তি, বৃদ্ধি, ঋদ্ধি ইত্যাদি। *

(গ) ঈ-কারান্ত শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ।† যথা,—লক্ষ্মী, বেণী, কাশী, কাঞ্চী প্রভৃতি।

(ঘ) একস্বর-বিশিষ্ট ঈ-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা,—শ্রী, ধী, ভূ, ভ্রূ ইত্যাদি।

(ঙ) বিংশতি হইতে নব-নবতি পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ।

(চ) মাতৃ, দুহিতৃ, স্বসৃ, ননান্দৃ—এই কয়েকটি ঋকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

(ছ) বিদ্যুৎ, রাত্রি, পৃথিবী, নদী ও লতাবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা,—তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, দামিনী, নিশা, যামিনী, ভূ, পৃথ্বী, উর্বশী, অবনী, সরিৎ, তরঙ্গিণী ইত্যাদি।

(জ) দার ও কলত্র শব্দ ভিন্ন সমস্ত স্ত্রীবোধক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।‡ যথা—সুন্দরী, রমণী, বনিতা, ললনা, কামিনী, অবলা, মহিলা, বালা, বধূ, নারী, স্ত্রী, অঙ্গনা।

অনুশীলন

১। 'তৎসম শব্দের লিঙ্গ সর্বত্র আর্থিক নহে, অনেকস্থলে 'আভিধানিকও'—এই কথার অর্থ কি, দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া বল।

২। স্ত্রীত্ব সূচনার বিবিধ প্রণালী দৃষ্টান্তসহ নির্দেশ কর।

---

* কিন্তু জ্ঞাতি শব্দ পুংলিঙ্গ।

† কিন্তু অগ্রণী, সেনানী, সুধী প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ পুংলিঙ্গ। অপিচ, ইন্-ভাগান্ত শব্দের ইন্ স্থানে ঈ হইলে পুংলিঙ্গ হয়। যথা—জ্ঞানী, মানী, ধনী ইত্যাদি।

‡ কিন্তু বাংলায় 'দারা' শব্দই সমধিক প্রচলিত। কেবল সমাস-নিষ্পন্ন পদে 'দার' শব্দ পাওয়া যায়। যথা, দার-পরিগ্রহ।

৩। নিম্নলিখিত পুংলিঙ্গ শব্দগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলিকে পুংলিঙ্গে পরিবর্তিত কর :—

(ক) গায়ক, রজক, পেচক, মৎস্য, মাধুরী, মনুষ্য, সুরী, মৃদু, মনোহর, সুকণ্ঠ, প্রেয়সী, মন্ত্রী, বিধাতা, জ্ঞানী, সৎ, দেবরাজ, জনক, সর্প, দুষ্কর, পুত্র, অনন্যমনা, অরণ্যানী, পরাধীন, চারু, নাবিক, সখা, অপরাধী, অনপরাধী, নিরপরাধ, ভুজঙ্গ, গৃধ্র, চৌধুরী, গিন্নী, শক্র, গবী, শিখিনী, সরস্বতী, যামিনী, তাদৃশ, ষষ্ঠী, সাধারণ, বক্তা, ভাবুক, দ্রষ্টা, বিষয়ী, সভাপতি, বন্ধু, ঔপন্যাসিক, কবি, মেছো।

(খ) যুবা, কর্তা, গুরু, বিদ্বান, সখী, শ্বশ্রূ, কামিনী, রাজ্ঞী (এ,প্র,১৯৪১)

(গ) অশ্ব, কর্তা, সম্রাট্, সাধু, বাদশাহ, গোয়ালা, খোঁড়া, ছোট (ঢাকা প্রঃ ১৯৩৪)

৪। (ক) কয়েকটি শব্দ বল যেগুলি স্ত্রীলিঙ্গে পুংলিঙ্গ হইতে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

(গ) কয়েকটি পুংলিঙ্গ শব্দ বল যেগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নির্দেশ কর :—

পথিক, শিক্ষক, প্রাজ্ঞ, মতিমান, দীর্ঘকেশ, মণ্ডল, নর, মাতুল, কুম্ভকার, চিকিৎসক, নিরাকার, মনু, ভারত, বন্ধু, মুনি, হস্তী, মহীয়ান্, হেমাঙ্গ, সাহেব, নবাব, শ্বশুর।

৬। জায়া ও জাতি অর্থে নিম্নলিখিত শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গে কি রূপ হইবে ?—

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, বৈশ্য, নাপিত, পুত্র, স্বামী, উপাধ্যায়, ঋষি।

৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য থাকিলে বল :—

আচার্য ও আচার্যানী, চণ্ডী ও চণ্ডা, ঘট ও ঘটী, স্থল ও স্থলী, হিম ও হিমানী।

৮। (ক) কয়েকটি ঈ-কারান্ত ও আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের নাম কর।

(খ) কয়েকটি নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ ও কয়েকটি নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দের উল্লেখ কর।

৯। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে স্ত্রীলিঙ্গ পদগুলির বিশুদ্ধতা সমর্থন কর, **অথবা অশুদ্ধি প্রদর্শন কর :—**

(ক) কেহ বিহঙ্গিনীরূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে,
কেহ বা কুরঙ্গী ; কেহ ক্রোঞ্চীবেশ ধরি,
মাতঙ্গী, শার্দূলী কেহ, কেহ বা মহিষী,
হা অদৃষ্ট ! কেহ রূপে বরাহী, জম্বুকী।

(খ) সুকেশিনী শিরোশোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে তাহে যদি হয় উপকার।

(গ) দ্বিতীয় প্রহর নিশি নীরব অবনী।

(ঘ) আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম।

(ঙ) জানকী কৃতাঞ্জলী অবনতবদনা। জানকী চিরজীবনই পতিপাগলিনী, পতি-সোহাগিনী, পতিহৃদয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজরাণী।

বচন (Number)

৬৫। **বচন দুইটি।** যাহাদ্বারা পদার্থের সংখ্যা-জ্ঞান সূচিত হয়, তাহাকে **বচন** বলে। বাংলায় কেবল বিশেষ্য ও সর্বনামের বচন-ভেদে রূপ-ভেদ হয়। বচন দুইটি—একবচন ও বহুবচন। একটি সংখ্যা বুঝাইলে বিশেষ্যের বা সর্বনামের **একবচন** হয়, একাধিক সংখ্যা বুঝাইলে **বহুবচন** হয়। যেমন,—১। 'বালকটি' কাঁদিতেছে। ২। 'বালকেরা' কাঁদিতেছে। এখানে প্রথম **বাক্যে** একটি বালক বুঝাইতেছে বলিয়া 'বালকটি' পদের একবচন, দ্বিতীয় বাক্যে একাধিক বালক বুঝাইতেছে বলিয়া 'বালকেরা' পদটির বহুবচন।

দ্রষ্টব্য ১ :—মাটি, জল, সোনা, রূপা ইত্যাদি দ্রব্যবাচক বিশেষ্য সংখ্যা **বুঝায় না, পরিমাণ বুঝায়।** কাজেই বহুবচন হয় না, কিন্তু সংখ্যা বুঝাইলে হয়। **যথা,—জমিগুলি নিলামে বিক্রয় হইবে ; এখানে জমিগুলি = জমিখণ্ডগুলি।**

দ্রষ্টব্য ২ :—সাধুতা, সৌন্দর্য ইত্যাদি গুণবাচক বিশেষ্য, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি অবস্থাবাচক বিশেষ্য এবং দর্শন ভোজন ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সাধারণতঃ সংখ্যা বুঝায় না, কাজেই ইহাদের বহুবচন হয় না। কিন্তু সংখ্যা বুঝাইলে হয়। যথা,—দিবাতে দ্বিভোজন নিষিদ্ধ। অসময়ে শত চেষ্টায়ও কার্যসিদ্ধি হয় না। শ্মশানেই সমস্ত সুখদুঃখের অবসান হয়।

দ্রষ্টব্য ৩ :—রাম, শ্যাম, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি বিশেষ সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য একটি মাত্র পদার্থ বুঝায়। কাজেই ইহাদের বহুবচন হয় না। এক নামে একাধিক পদার্থ বুঝাইলে বহুবচন হয়। যথা—এ শ্রেণীতে তিন নরেন্দ্র পড়ে। এ জেলায় পাঁচটি বনগ্রাম আছে। আবার কখনও অন্য অর্থেও হয়। যথা,—'সুনীলবাবুরা' আসিয়াছেন। এখানে সুনীলবাবুরা = সুনীলবাবু এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়। এরূপ কাজ 'মুচিরামদেরই' অর্থাৎ মুচিরামজাতীয় লোকদেরই।

৬৬। বাংলায় একবচন প্রকাশের জন্য বিশেষ কোন প্রত্যয় নাই; শব্দ বা নাম নিজেই একবচন প্রকাশ করে। কিন্তু বহুবচন প্রকাশ করিবার জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রত্যয় ও কতকগুলি সমূহবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

বহুবচন প্রকাশের প্রত্যয়। (১) রা, এরা—সাধারণতঃ প্রাণিবাচক শব্দে ও প্রাণিধর্ম-আরোপিত অপ্রাণিবাচক শব্দে কর্তৃকারকে ইহাদের প্রয়োগ হয়। যথা,—বালকেরা, আমরা, এরা।

(২) গুলা, গুলি, গুলো (চলিত ভাষায়)—প্রাণি-ও-অপ্রাণি-বাচক শব্দে সমস্ত কারকেই প্রয়োগ হয়। যথা—গুণ্ডাগুলা, গাছগুলি, মিষ্টিগুলো।

(৩) দিগ, দিগের, দিগে, দিকে, দের, এদের—প্রাণিবাচক শব্দে ও যে সকল শব্দে প্রাণিধর্ম আরোপিত হয়। সেই সকল শব্দে কর্তৃ ভিন্ন অন্যান্য কারকে ইহাদের প্রয়োগ হয়। যথা—বালকদিগের, আমাদিগকে।

বহুবচন প্রকাশের শব্দ। (১) গণ, সমূহ, বর্গ, বৃন্দ—প্রাণিবাচক তৎসম শব্দে (বিশেষতঃ মনুষ্য ও দেবতা-বাচক শব্দে) ইহাদের প্রয়োগ হয়। সাধুভাষায় বেশি প্রচলিত। যথা,—বালকগণ, শিষ্যবৃন্দ।

(২) কুল, জন, মণ্ডলী, মহল—প্রাণীবাচক শব্দে প্রয়োগ। যথা,—নরকুল, বিদ্বজ্জন, শিক্ষকমণ্ডলী, রাজনৈতিক-মহল।

(৩) আবলী, চয়, নিচয়, মণ্ডল, মালা—অপ্রাণীবাচক শব্দে প্রয়োগ হয়। যথা,—গ্রন্থাবলী, মেঘমালা।

(৪) সকল, সমূহ, সব—প্রাণী-ও-অপ্রাণীবাচক সকল শব্দেই প্রয়োগ হয়। যথা,—লোকসকল, সব কথা। এ সকল স্থলে কখনই পুনরায় বহুবচনের বিভক্তি যোগ হয় না। যেমন,—লোকসকলেরা, বালকগণেরা ইত্যাদিরূপ হয় না।

গণ, বৃন্দ প্রভৃতি যোগে সংস্কৃত শব্দের কিছু পরিবর্তন ঘটে। যথা—গুণী + গণ = গুণিগণ (গুণিন্ + গণ); এইরূপ—যোদ্ধগণ, নেতৃবৃন্দ, ধনিগণ, ভ্রাতৃগণ। কিন্তু নেতারা, গুণীরা, গুণীদের ইত্যাদি শুদ্ধ। (৩৭৫ পরিঃ দ্রষ্টব্য)। গুণিগণ সমাসবদ্ধ পদ। ইহাদের পূর্বপদে মূল শব্দের সঙ্গে গণ প্রভৃতি যোগ হয়। কিন্তু অনেকে মনীষীগণ, প্রাণীগণ প্রভৃতি লিখেন।

বহুবচন প্রকাশের অন্য উপায়। (১) যে সকল শব্দের বহুত্ববোধক বিশেষণ থাকে, সেগুলি বহুবচন। উহাদের উত্তর একবচনের বিভক্তি হয়, বহুবচনের বিভক্তি হয় না। যথা,—অনেক লোক, তিনটি ঘোড়া। 'অনেক লোকেরা' ইত্যাদি রূপ হইবে না।

(২) অনেক সময় বিশেষণ শব্দের দ্বিত্ব হইলেও বহুবচনের অর্থ প্রকাশ পায়। যথা,—বড় বড় বাড়ি (= অনেক বাড়ি প্রত্যেকটি বড়); ছোট ছোট ঘর (= অনেক ঘর, প্রত্যেকটি ছোট) ; সুন্দর সুন্দর ফুল (= অনেকগুলি সুন্দর ফুল)।

বিশেষ্য দ্বিত্ব হইয়াও অনেক স্থানে বহুবচন বুঝায়। যথা,—

'চরকার ঘর্ ঘর্ পল্লীর ঘর ঘর'—(সত্যেন্দ্র দত্ত)।

'দেশ দেশ নন্দিত করি'—রবীন্দ্রনাথ।

'পাগল হইয়া ফিরি বনে বনে'—রবীন্দ্রনাথ।

'জিজ্ঞাসিব জনে জনে'—।

(৩) জাতি বা শ্রেণী বুঝাইলেও একবচনের বিভক্তি যোগে বহুবচনের অর্থও প্রকাশিত হয়। যথা,—

(১) মানুষের দুই হাত, দুই পা।

(২) বৈজ্ঞানিকের এক চক্ষু দূরবীক্ষণ।—নিভৃত-চিন্তা।

(৩) মনুষ্য মনুষ্যকে ভুলে না, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস।—ঐ

(৪) এই বাংলার 'ছেলে' যতখানি তার দেশকে ভালবাসে, হয়ত পাঞ্জাব ছাড়া তার একাংশও ভারতের কোথাও খুঁজে মিলবে না। [এখানে ছেলে=ছেলেরা]—শরৎচন্দ্র।

(৪) কতকগুলি সর্বনামীয় বিশেষণ পদের সঙ্গে বহুত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা যায়। যথা,—সে-সব কাজ। এই-সমস্ত কথা। যত-সব বাজে কাজ।

(৫) অনেক সময় বিশেষ জোর দিবার জন্য বহুবচনান্ত রা, এরা-যুক্ত শব্দের সঙ্গে বহুত্ববোধক 'সব' শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—আমরা সব। রাজারা সব। এরা সব। তারা সব।

কিন্তু অপ্রাণীবাচক শব্দের পরিবর্তে নির্দেশক সর্বনাম বসিলে উহার উত্তর 'রা' বিভক্তির যোগ হয় না। যথা,—এ-সব। সে-সব।

দ্রষ্টব্য :—বহুত্ববোধক শব্দ কতকগুলি আগে, কতকগুলি পরে বসে ; অনেক, বহু, সমস্ত ইত্যাদি শব্দের আগে বসে। গণ, সমূহ, বর্গ ইত্যাদি শব্দের পরে বসে। কোন শব্দ উভয়তঃই ব্যবহৃত হয়। যথা,—সকল।

নির্দেশক (Definitives, Articles)

৬৭। বিশেষ্য বা সংখ্যাবাচক শব্দকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিবার জন্য কতকগুলি শব্দ বা শব্দাংশ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগকে **নির্দেশক** বা **পদাশ্রিত নির্দেশক** বলে। বাংলার নির্দেশকগুলি[১] এই :—খান, খানা, খানি ; গাছা, গাছ, গাছি ; গোটা, গুটি ; টা, টি, টে, টুকু, জন। ইহারা পদার্থ বা বস্তুর গুণ, প্রকৃতি, অবস্থান, আকার, হ্রস্বভাব বা আদর জ্ঞাপন করে।

১ নির্দেশক শব্দগুলি প্রায় সমস্তই তদ্ধিত প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

দ্রষ্টব্য ২ :—প্রকৃতপক্ষে বহুবচনের মাত্র দুইটি বিভক্তি—**রা**[১], দিগ[২]। দিগ বহু বচনের অর্থজ্ঞাপক। ইহার সঙ্গে একবচনের বিভক্তি যোগ করিয়া বহুবচনের বিভিন্ন বিভক্তির কাজে চলে।

দ্রষ্টব্য ৩ :—বস্তুতঃ বাংলায় ১মা, ২য়া, ৩য়া, ৬ষ্ঠী ও ৭মী—এই পাঁচটি বিভক্তি স্বীকার করিলেই কাজ চলে। চতুর্থীতে দ্বিতীয়া বিভক্তিরই প্রয়োগ হয়; উহার স্বীকার গৌরবমাত্র। পঞ্চমীর 'হইতে' প্রভৃতিকে অব্যয় বলিয়া পরিচয় দিলেই চলে। এগুলি কারক প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

৭০। **শব্দ-বিভক্তির প্রয়োগ**। বিভিন্ন বচন ও কারকাদি বুঝাইতে শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তির যোগ হয়। সুতরাং শব্দে বিভক্তি যোগের নিয়ম জানিতে হইলে কারক বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

কারক (Case)

৭১। ক্রিয়ার সহিত অন্য পদের যে সম্বন্ধ তাহার নাম **কারক**

'তীর্থক্ষেত্রে রাজা স্বহস্তে ভাণ্ডার হইতে দরিদ্রকে ধন দিতেছেন।'

এখানে 'দিতেছেন' এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্যান্য পদের নানারূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেমন,—

কে দিতেছেন?—**রাজা** (কর্তৃ-সম্বন্ধ)

কি দিতেছেন?—**ধন** (কর্ম-সম্বন্ধ)

কিসের দ্বারা দিতেছেন—**স্বহস্তে** (করণ-সম্বন্ধ)

কাহাকে দিতেছেন?—**দরিদ্রকে** (সম্প্রদান-সম্বন্ধ)

কোথা হইতে দিতেছেন?—**ভাণ্ডার হইতে** (অপাদান-সম্বন্ধ)

কোথায় দিতেছেন?—**তীর্থক্ষেত্রে** (অধিকরণ-সম্বন্ধ) ৮

১ রা ষষ্ঠীর 'র' বিভক্তি হইতে আগত [র+া]।

২ 'দিগ' আসিয়াছে 'আদিক' হইতে, পারস্য 'দিগর' শব্দ হইতে নয়। প্রাচীন বাংলায় আদি ও আদিকের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দিগের=দিগ+র (ষষ্ঠী)। দিক > দি, দে। দে+র=দের। রবীন্দ্রনাথ 'দেরকে' [ষষ্ঠীর দের+কে (২য়া)] লিখিয়াছেন—ওদেরকে, ছেলেদেরকে।

এখানে দেখিতেছ, 'রাজা' 'ধন' 'স্বহস্তে' 'দরিদ্রকে' 'ভাণ্ডার হইতে' ও 'তীর্থক্ষেত্রে'—এ কয়েকটি পদের সহিত 'দিতেছেন' এই ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সম্বন্ধের নাম কারক। এই জন্য ঐ পদগুলিকেও এক একটি কারক বলে।* সুতরাং

কারক ছয় প্রকার—**কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান** ও **অধিকরণ।**

৭২। **কর্তা**—ক্রিয়ার যে আশ্রয় সে কর্তা; অর্থাৎ যাহার প্রযত্নে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, অথবা যাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেই কর্তা। '**রাম** হাসিতেছে', '**বৃষ্টি** পড়িতেছে'—এখানে 'রাম' ও 'বৃষ্টি' এই দুই পদকে আশ্রয় করিয়া 'হাসিতেছে' ও 'পড়িতেছে' ক্রিয়াদুইটি অর্থ প্রকাশ করিতেছে। উহাদের অভাবে ক্রিয়াদুইটির অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় না।

কর্তৃকারকে সাধারণতঃ প্রথমা বিভক্তি হয়।†

৭৩। **কর্ম**—যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা কর্ম, অর্থাৎ যাহা দেখা যায়, ধরা যায়, করা যায়, ইত্যাদি তাহাকে কর্ম কহে। যথা,—'**রামকে** দেখিতে যাইতেছি'; 'হরি **গান** শুনিতেছে'; '**টাকাটি** লও'; '**চোর** ধর।'

৭৪। **করণ**—কর্তা যদ্দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাহা করণ। যথা,—**হাতে** মারিব, না হয় **ভাতে** মারিব; **যষ্টিদ্বারা** প্রহার করিতেছে; **হাত দিয়া** খাইতেছে।

করণ কারকে সাধারণতঃ তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

---

* দ্রব্যে কারকব্যবহারস্তু শক্তিশক্তিমতোর্ভেদস্য অবিবক্ষিতত্বাৎ—ইতি মুগ্ধবোধটীকায়াং শ্রীরামতর্কবাগীশঃ।

† কারকে বিভক্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরে বিভক্তি-ব্যবহার প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

৭৫। **সম্প্রদান**—যাহাকে স্বত্বত্যাগ করিয়া কোন বস্তু দান করা যায় তাহাকে সম্প্রদানকারক কহে।[১] যথা,—'**দরিদ্রকে** ধন দাও'। **শীতার্ত**কে বস্ত্র দিবে। যোগ্য **বরে** কন্যা দিবে।

সম্প্রদান কারকে সাধারণতঃ চতুর্থী বিভক্তি হয়।

৭৬। **অপাদান**—যাহা হইতে কোন কিছু চলিত, ভীত, উৎপন্ন, রক্ষিত, যুক্ত ইত্যাদি হয়, তাহার নাম অপাদান। যথা,—**কলিকাতা** হইতে আসিলাম; **ব্যাঘ্র** হইতে ভয় পাইয়াছে; **তিল** হইতে তৈল হয়; এই বাক্যটি **সংস্কৃত** হইতে গৃহীত; সে বড় **বিপদ্** হইতে রক্ষা পাইয়াছে; যদু কঠিন **রোগ** হইতে মুক্ত হইয়াছে।

অপাদানে সাধারণতঃ পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

৭৭। **অধিকরণ**—ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে। যেমন,—

'ফলে না সকল **বৃক্ষে** সুমধুর ফল
সকল সরসী **জলে** ফুটে না কমল।'—সদ্ভাবশতক।

এখানে 'বৃক্ষ' 'ফলে' ক্রিয়ার আধার এবং 'জল' 'ফুটে' ক্রিয়ার আধার। উহা অধিকরণ কারক।

অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

অধিকরণ দ্বিবিধ—**কালাধিকরণ** ও **আধারাধিকরণ**।

যে সময়ে কোন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সেই সময়বাচক পদ কালাধিকরণ। যথা,—**প্রাতঃকালে** ভ্রমণ করিবে। **রাত্রিতে** বেড়াইও না।

অপাদানকারক তিন প্রকার:—ঐকদেশিক, বৈষয়িক, অভিব্যাপক।

ঐকদেশিক—'স্বর্ণময় **পর্যঙ্কেতে** তোমার শয়ন।
আমি করি **বৃক্ষমূলে** যামিনী যাপন।'

এখানে পর্যঙ্কের ও বৃক্ষমূলের 'একদেশে' এইরূপ অর্থ।

১ স্বার্থত্যাগ করিয়া না দিলে সম্প্রদান হয় না। যেমন, 'রজককে বস্ত্র দাও'—এখানে 'রজক' সম্প্রদান কারক নহে।

বৈষয়িক—'**জ্ঞানেতে** প্রবীণ তিনি বার্ধক্য বিহনে।'

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি **সিদ্ধিতে** নিপুণ।'

এখানে, জ্ঞানেতে=জ্ঞান বিষয়ে ; সিদ্ধিতে—সিদ্ধি বিষয়ে।

অভিব্যাপক—'আহা কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমার **কিরণে**।'

এখানে, কিরণে=কিরণ ব্যাপিয়া, এইরূপ অর্থ। এইরূপে **তিলে** তৈল আছে, **দুগ্ধে** মাধুর্য আছে।

৭৮। **সম্বন্ধ পদ**। 'রামের ভ্রাতা আসিয়াছে' ; এখানে '**রামের**' এই পদের সহিত 'ভ্রাতা' এই পদের সম্বন্ধ। কিন্তু উহার সহিত ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং উহার কারকত্ব নাই। সম্বন্ধে সর্বদাই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—'**রাজার**' ধন, '**গঙ্গার**' জল, '**ক্ষেতের**' ধান, '**পুকুরের**' মাছ, '**গাভীর**' দুগ্ধ, '**টাকার**' সুদ, '**হাতীর**' দাঁত, '**বৃক্ষের**' ফল, '**চাঁদের**' কিরণ ইত্যাদি।

৭৯। **সম্বোধন পদ**—যাহাকে আহ্বান করা যায় তাহা সম্বোধন পদ। '**রমা**, এখানে এস' ; এস্থলে 'রমা' সম্বোধন পদ। এইরূপ,—

'**হে মাতঃ বঙ্গ**, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।'—রবীন্দ্রনাথ।

'**সাত ভাই চম্পা** জাগরে।
কেন **বোন পারুল** ডাকরে॥'

সম্বোধন পদের সহিত ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই, কাজেই উহারও কারকত্ব নাই।

বাংলা কারক ও সংস্কৃত কারক—সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলায় কারক ছয়টি—এইরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষার গতি-প্রগতি এ বিষয়ে সংস্কৃতের অনুগামী নহে। সংস্কৃতে প্রত্যেক কারকেরই বিশিষ্ট বিভক্তি আছে। কিন্তু বাংলায় প্রকৃত পক্ষে কোন কারকেই একটি নির্দিষ্ট বিশিষ্ট বিভক্তি নাই, একই বিভক্তি বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হয় ;

সম্প্রদান কারকের পৃথক্ কোন বিভক্তি নাই, সুতরাং উহা স্বীকার করা অনাবশ্যক, ইংরাজীর ন্যায় 'মুখ্য' ও 'গৌণ' ভেদে দুইটি কর্ম স্বীকার করিলেই হয়। অনেকস্থলে সংস্কৃতের চতুর্থী বিভক্তির অর্থ 'জন্যে' 'নিমিত্তে' প্রভৃতি অব্যয়যোগে প্রকাশিত হয় এবং উহাদের যোগে বাংলায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

করণ কারকের 'দ্বারা' ও 'দিয়া' এবং অপাদানের 'হইতে' বা 'চেয়ে' প্রকৃতপক্ষে বিভক্তি নহে, স্বতন্ত্র অব্যয় শব্দ; ইহাদের যোগে আবার অনেক স্থলে শব্দের অন্তে 'র' 'কে' বিভক্তি হয়। যেমন—'ছেলেদের 'দ্বারা', 'ছেলেটিকে দিয়া', 'বালকদের চেয়ে'। যেস্থলে বিভক্তি যোগ হয় না, সেস্থলে 'র' 'কে' বিভক্তির লোপ বলিয়া পদ-পরিচয় দিলেই চলে। বস্তুতঃ বাংলায় করণ ও অপাদানের অর্থ বিবিধ পদান্বয়ী অব্যয় (Prepositions) দ্বারা প্রকাশিত হয়। ইংরেজীতেও এইরূপ। করণ কারকে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু অপাদানের কোনও বিভক্তি নাই। সুতরাং সম্প্রদান ও অপাদান—এই দুইটিকে কারক না বলিলেও চলে।

শতবর্ষ পূর্বে রাজা রামমোহন রায় স্বরচিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণের' শব্দরূপে করণ, সম্প্রদান ও অপাদান কারক-বিভক্তি দেন নাই। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"অতএব করণের নিমিত্ত শব্দের পৃথক্ রূপ করিবার আবশ্যক নাই।" 'অতএব বঙ্গ ভাষায় অপাদান কারকের নিমিত্ত শব্দের পৃথক্ রূপ করিবার আবশ্যক নাই।' সম্প্রদান কারক তো রামমোহন স্বীকারই করেন নাই; যথা,—'এস্থলে সংস্কৃতে দান ক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান কহেন এবং তৎপ্রয়োগে বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে, এ কারণ তাহার পৃথক প্রকরণ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাতে রূপান্তরাভাব, এই হেতুক লিখা গেল না।" রামমোহনের এই মত এক্ষণে অনেকখানি স্বীকার্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।[১]

বাংলা কারক ও ইংরাজী Case—ইংরাজী Case এবং বাংলা কারক ঠিক এক কথা নহে। ইংরেজীতে বাক্যস্থিত কোন বিশেষ্য পদের সহিত

১ এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলা করণ ও অপাদান কারক' (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪০) "এবং Raja Rammohan Roy's Bengali Grammar in the English Language" (Calcutta Review, Nov-Dec, 1922 p. 311) প্রবন্ধ দুইটি উল্লেখযোগ্য।

অন্য পদের যে সম্বন্ধ তাহাকে Case বলে। কিন্তু বাংলায় বাক্যস্থিত বিশেষ্য পদের সহিত ক্রিয়াপদের যে সম্বন্ধ তাহাকেই কারক কহে। কাজেই বাংলা সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদের কোন কারকত্ব নাই; কেননা, তাহাদের ক্রিয়ার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইংরাজীতে ওগুলির কারকত্ব আছে; কেননা, বাক্যস্থিত অন্য পদের সহিত উহাদের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে।

ইংরাজী Caseগুলি ও তাহাদের বাংলা নাম নিম্নে লিখিত হইল:—

কর্তা = Nominative Case. কর্ম = Objective Case.

করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ = Objective Case governed by Prepositions. সম্বন্ধ পদ = Possessive case.

সম্বোধন পদ—Vocative Case or Case of Address.

শব্দরূপ (Declension of Stems)

৮০। **বাংলা শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য।** এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃতে স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত ভেদে এবং লিঙ্গভেদে শব্দরূপের পার্থক্য হয়। কিন্তু আকার ও লিঙ্গনির্বিশেষে বাংলা ভাষার সমুদয় শব্দের রূপ একবিধ।[১] ইহাই বাংলার বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃত হইতে এইখানেই ইহার প্রধান পার্থক্য। কেবলমাত্র উচ্চারণ-সৌকর্যের নিমিত্ত বাংলায় কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃতের শব্দরূপ বেশ জটিল। প্রাকৃতের যুগ হইতেই আমরা এই ব্যাপারে একটা সরলীকরণের দিকে ঝোঁক দেখিতে পাই। যত পরবর্তী কালের প্রাকৃতের রূপ লক্ষ্য করিব ততই শব্দরূপে সরলতা লক্ষ্য করিতে পারিব। প্রাকৃতের এই সরলীকরণের ধারাই আসিয়া বাংলায় একটা বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছে, সে পরিণতি সমীকরণের দিকে; অর্থাৎ সব জাতীয় শব্দেরই এক-প্রকারের শব্দরূপ গঠনের দিকে।

১ Cf. Origin & Devlt. of Bengali Language. Vol. II. p. 717.

৮১। **বাংলায় স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ কাহাকে বলে।** যে-সকল শব্দের অন্তে স্বরবর্ণ আছে এবং যাহাদের অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে স্বরান্ত শব্দ বলে। যথা—ভাল, সেজ, পনের, মা, মুক্তি ইত্যাদি। যে সকল শব্দের শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে এবং যে সকল অ-স্বরান্ত শব্দে হলন্ত[১] উচ্চারণ হয়—এই উভয়বিধ শব্দই বাংলায় ব্যঞ্জনান্ত[২] বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা—বালক, নর, রাম, গাছ, হাত, মহৎ, নায়েব, কলম, ইংরাজ।

৮২। **শব্দে বিভক্তি যোগের সাধারণ নিয়ম।** (ক) তদ্ভব অ, আ, এ, ও-কারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'র' বিভক্তি হয়, 'এর' হয় না। যথা,—ভালর, ছোটর, ঘোড়ার, আলোর, দের, এগারর।

অকারান্ত নামবাচক শব্দের অন্ত্যস্বরের পূর্বস্বর যদি ই বা উ হয়, অথবা অন্ত্যস্বর দ্বিত্ব উচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়, তবে 'এর' বা 'র' দুই-ই হইতে পারে। যথা—অমিতর, অমিতের ; লাবণ্যর, লাবণ্যের।

(খ) একাক্ষর (Monosyllabic word) আ, ঐ, ঔ-কারান্ত শব্দে 'র' 'এর' দুই-ই হইয়া থাকে। যথা—মার বা মায়ের ; ঘার বা ঘায়ের ; সৈয়ের, সৈর ; বৌর, বৌয়ের ; বৌরা, বৌয়েরা।

(গ) ইকারান্ত এবং উকারান্ত যুগ্মস্বর শব্দ ব্যতীত সমস্ত ই, ঈ, উ, ঊ, ও-কারান্ত শব্দের ষষ্ঠীতে 'র' হয়। তৎসম ও বিদেশী শব্দ অবশ্য দুই-ই গ্রহণ করিতে পারে।

(ঘ) হলন্ত-উচ্চারিত অকারান্ত শব্দ এবং ব্যঞ্জনান্ত শব্দের ৭মীতে এ বা এতে হয়, য় কখনও হয় না। স্বরান্ত শব্দের ৭মীতে য় বা তে (য়েতে) হয়।

(ঙ) শব্দের পরবর্তী অ বিভক্তির নিত্য লোপ হয়। যথা,=মানুষ+অ=মানুষ ; নারী+অ=নারী।

৮৩। **অকারান্ত শব্দ।** স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত উভয়বিধ অকারান্ত শব্দের রূপ একই প্রকার।

---

১ উচ্চারণ-বিধি দ্রষ্টব্য (১৬ পরিঃ)।

২ Cf. Origin & Devlt. of Bengali Language. Vol. II. p. 717.

মানুষ শব্দের রূপ

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্তা	১মা	মানুষ (মানুষে), মানুষেতে	মানুষেরা, মানুষগুলা (-গুলি, -গুলো)
কর্ম	২য়া	মানুষকে, মানুষেরে, মানুষে	মানুষদিগকে, -দের
করণ	৩য়া	মানুষে, মানুষেতে মানুষদ্বারা[১]	মানুষদিগের (দের) দ্বারা, মানুষগুলি দ্বারা
সম্প্রদান	৪র্থী	মানুষকে, মানুষেরে, মানুষে	মানুষদিগকে, দের
অপাদান	৫মী	মানুষ হইতে	মানুষদিগের হইতে
অধিকরণ	৭মী	মানুষে, মানুষেতে	মানুষদিগেতে[২]
সম্বন্ধপদ	ষষ্ঠী	মানুষের[৩]	মানুষদের, মানুষদিগের
সম্বোধন	১মা	মানুষ	মানুষগণ

দ্রষ্টব্য—১। ৬৫ পরিচ্ছেদ দেখ

দ্রষ্টব্য—২। তৃতীয়ার একবচনে বিকল্পে ষষ্ঠ্যন্ত পদের প্রয়োগ হয়। যথা,—মানুষদ্বারা, মানুষের দ্বারা।

দ্রষ্টব্য—৩। ষষ্ঠী 'দের' বিভক্তি পরে থাকিলে স্বল্পাক্ষর-বিশিষ্ট হলন্ত উচ্চারিত অকারান্ত শব্দের অকার স্থানে বিকল্পে একার হয়। যথা—ঘোষেদের, নিজেদের।

দ্রষ্টব্য—৪। অকারান্ত সমস্ত প্রাণিবাচক শব্দের রূপ এই প্রকার।

---

১ করণকারকে সাধারণতঃ 'দ্বারা' বিভক্তিই অধিক ব্যবহৃত হয়। 'দিয়া' বিভক্তি পদ্যেই সমধিক প্রচলিত। 'কর্তৃক' বিভক্তি প্রাণি-কর্তায় প্রযোজ্য। (কারকের বিভক্তি-নির্ণয় পরে দ্রষ্টব্য)।

২ সপ্তমীর বহুবচনের 'দিগে' 'দিগেতে' সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। এস্থলে সকল, গণ ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দের উত্তর একবচনের বিভক্তি যোগ হয়। যথা—নরগণে, বালকসকলে।

৩ কিন্তু তুলনীয়—আপনার, আপনকার; সবাকার; এবারকার; আজকের, কালকের ইত্যাদি।

৮৪। **প্রাণিবাচক অন্য স্বরান্ত শব্দ**। অকারান্ত ভিন্ন প্রাণিবাচক অন্য স্বরান্ত শব্দের রূপও মানুষ শব্দের ন্যায়, কেবল সপ্তমীর একবচনে কিছু পার্থক্য হয়। যথা,—অকারান্ত—রাজায়, রাজাতে; ইকারান্ত—মুনিতে; উকারান্ত—সাধুতে; একারান্ত—ছেলেয়, ছেলেতে; ঐকারান্ত—সৈয়ে, সৈতে, সৈয়েতে, ওকারান্ত—মেসোয়, মেসোতে; ঔকারান্ত—বৌতে; পরন্তু বিভক্তির 'র' পরে থাকিলে অকারান্ত, ঐকারান্ত ও ঔকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে এ আগম হয়। যথা,—মায়ের। বৌ+র=বৌর, বৌএর বা বৌয়ের। বৌ+রা=বৌরা, বৌএরা বা বৌয়েরা।

৮৫। **অপ্রাণিবাচক—অকারান্ত শব্দ**।—(ক) অপ্রাণিবাচক ও ক্ষুদ্র-প্রাণিবাচক শব্দের উত্তর বহুবচনে গুলি, গুলা, গণ, সকল প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দের যোগ করিয়া তারপর একবচনের বিভক্তি যোগ করিতে হয়।

(খ) অপ্রাণিবাচক ও ক্ষুদ্রপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচনের বিভক্তির প্রায়শঃ লোপ হয়।

বৃক্ষ শব্দের রূপ

কারক		বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্তা—Nominative		১মা	বৃক্ষ	বৃক্ষগুলি
কর্ম	Objective	২য়া	বৃক্ষ	বৃক্ষগুলি
করণ	Objective	৩য়া	বৃক্ষদ্বারা[১]	বৃক্ষগুলি দ্বারা
সম্প্রদান	Objective	৪র্থী	*	*
অপাদান	Objective	৫মী	বৃক্ষ হইতে	বৃক্ষগুলি হইতে
অধিকরণ	Objective	৭মী	বৃক্ষে, বৃক্ষেতে	বৃক্ষগুলিতে
সম্বন্ধপদ—Possessive		ষষ্ঠী	বৃক্ষের	বৃক্ষগুলির
সম্বোধন—Vocative		১মা	বৃক্ষ.	বৃক্ষসকল

১ কিন্তু বহু শব্দে তৃতীয়ার একবচনে এ বিভক্তি হয়। যেমন—কুঠারে (কুঠার দ্বারা) কাটে; হাতে (হাত দ্বারা) মারে, চোখে দেখে, কানে শোনে।

* প্রয়োগ নাই।

৮৬। **অপ্রাণিবাচক অন্য স্বরান্ত শব্দ**। অকারান্ত ভিন্ন অপ্রাণিবাচক অন্য স্বরান্ত রূপও বৃক্ষ শব্দের ন্যায়। সপ্তমীতে কিছু পার্থক্য হয়। (৮৪ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

৮৭। **ব্যঞ্জনান্ত শব্দ**। ইহাদের রূপ মানুষ শব্দের ন্যায় (৮৩ পরিঃ দ্রষ্টব্য)।

নায়েব শব্দের রূপ

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্তা	১মা	নায়েব	নায়েবরা
কর্ম	২য়া	নায়েবকে	নায়েবদিগকে নায়েবদিগের
করণ	৩য়া	নায়েবদ্বারা	নায়েবদিগের দ্বারা
সম্প্রদান	৪র্থী	নায়েবকে	নায়েবদিগকে
অপাদান	৫মী	নায়েব হইতে	নায়েবদিগের হইতে
সম্বন্ধ পদ	৬ষ্ঠী	নায়েবের	নায়েবদিগের, নায়েবদের
সম্বোধন পদ	১মা	নায়েব	নায়েবগণ

দ্রষ্টব্য—১। ৮৩ পরিচ্ছেদের 'দ্রষ্টব্য—১' এবং পাদটীকা দেখ।

দ্রষ্টব্য—২। ব্যঞ্জনান্ত অপ্রাণিবাচক শব্দের রূপসাধনে ৮৫ ও ৮৬ পরিচ্ছেদে লিখিত নিয়মাদি প্রযোজ্য।

৮৮। লিঙ্গভেদে শব্দরূপের কোন বৈষম্য হয় না। যথা,—

মা শব্দের রূপ

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্তা	১মা	মা, মাএ, মায়ে[১]	মারা, মায়েরা
কর্ম	২য়া	মাকে, মারে	মাদিগকে, মাদিগেরে
করণ	৩য়া	মাদ্বারা	মাদিগের দ্বারা

১ 'মায়ে বলে পুতুপুতু' (লৌকিক ছড়া)।

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
সম্প্রদান	৪র্থী	মাকে	মাদিগকে
অপাদান	৫মী	মা হইতে	মাদিগ হইতে
অধিকরণ	৭মী	মায়, মাতে, মায়েতে	মাদিগেতে, মাদিগে
সম্বন্ধ পদ	৬ষ্ঠী	মার	মাদিগের, মাদের
সম্বোধন পদ	১মা	মা	মাসকল

দ্রষ্টব্য। ৮৩ পরিচ্ছেদের 'দ্রষ্টব্য—১' এবং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৮৯। ভাব-বিশেষ্য (Verbal Nouns)। গমন, ভোজন, দর্শন, যাওয়া, খাওয়া, দেখা, করা ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলির সর্বদাই একবচনে প্রয়োগ।

গমন শব্দ		যাওয়া শব্দ	
প্রথমা	গমন	১মা	যাওয়া
দ্বিতীয়া	গমন	২য়া	যাওয়া
তৃতীয়া	গমনে[১], গমনদ্বারা	৩য়া	যাওয়াদ্বারা
চতুর্থী	*	৪র্থী	*
পঞ্চমী	গমন হইতে	৫মী	যাওয়া হইতে
ষষ্ঠী	গমনের	৬ষ্ঠী	যাওয়ার, যাইবার (যাবার)
সপ্তমী	গমনে, গমনেতে	৭মী	যাওয়ায়, যাওয়াতে

দ্রষ্টব্য। খাওয়া, দেখা, করা ইত্যাদি সমস্ত আকারান্ত ভাববিশেষ্যের 'যাওয়া' শব্দের ন্যায় এবং ভোজন, দর্শন ইত্যাদি সমস্ত অকারান্ত ভাববিশেষ্যের 'গমন' শব্দের ন্যায় রূপ হইবে। খাওয়ান, দেখান ইত্যাদি ভাববিশেষ্যেরও ষষ্ঠীতে দুই রূপ। যথা—খাওয়ানর (>খাওয়ানোর), খাওয়াইবার (খাওয়াবার), দেখানর (দেখানোর), দেখাইবার (দেখাবার) ইত্যাদি।

---

১ 'আমার গমনে কি হইবে?'

* প্রয়োগ নাই।

৯০। **অন্যান্য শব্দ**। কতকগুলি শব্দ প্রথমা বিভক্তির একবচনে কিছু পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন রূপ ধারণ করে। উহাদের প্রথমার 'অ' বিভক্তিতে যে রূপ হয় তাহা লিখা যাইতেছে। ঐ প্রথমান্ত পদের উত্তর পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে অন্যান্য বিভক্তি যোগ করিলেই পদ সাধিত হইবে।

(ক) সখি শব্দের ই স্থানে এবং ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে আ হয়। যথা—সখি + আ = সখা[1] ; পিতৃ + আ = পিতা ; মাতৃ + আ = মাতা ; দুহিতৃ + আ = দুহিতা।

(খ) অন্ ভাগান্ত শব্দের অন্-এর স্থানে আ হয়। যথা—রাজন্ + অ = রাজা ; যুবন্ + অ = যুবা ; শর্মন্ + অ = শর্মা। ক্লীবলিঙ্গের কেবল ন্ কারের লোপ হয়। যথা—কর্মন্ + অ = কর্ম ; চর্মন্ + অ = চর্ম।[2]

(গ) অস্ ভাগান্ত শব্দের অসের স্থানে পুংলিঙ্গে আঃ হয়। যথা—বেধস্ + অ = বেধাঃ ; চন্দ্রমস্ + অ = চন্দ্রমাঃ ; ক্ষুদ্রমনস্ + অ = ক্ষুদ্রমনাঃ, মহাতেজস্ + অ = মহাতেজাঃ। কিন্তু বাংলায় বিসর্গ উচ্চারিত হয় না ; আধুনিক লেখকগণও উহার ব্যবহার করেন না। চন্দ্রমা, ক্ষুদ্রমনা, মহাতেজা—এইরূপ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য বিভক্তিতে সর্বদাই বিসর্গের লোপ হয়। যথা—চন্দ্রমাকে, ক্ষুদ্রমনাদের ইত্যাদি।

---

১ কেহ কেহ মনে করেন, সখি, মাতৃ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের অবতারণা বাংলা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহারা বলেন, মাতা প্রভৃতি শব্দের উত্তর যখন বাংলা বিভক্তি যোগ হইতেছে, তখন ঐগুলিকে মূলস্বরূপ গ্রহণ করাই কর্তব্য। এ কথা যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু মাতৃ প্রভৃতি মূলশব্দঘটিত বহু পদ বাংলায় প্রচলিত আছে, অধিকন্তু সংস্কৃত সন্ধি, সমাস, তদ্ধিতাদির নিয়মে বাংলা লেখকগণ কর্তৃক ঐ সমস্ত মূলশব্দযোগে নিয়ত নূতন নূতন শব্দ গঠিত হইতেছে, এরূপ অবস্থায় ঐগুলিকে বাংলা ব্যাকরণের বহির্ভূত করা সমীচীন বোধ হয় না। শিক্ষার্থিগণের পক্ষেও তাহা নানা অসুবিধার কারণ হয়।

২ আসলে অন্, অস্, ঈয়স্, বৎ, মৎ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত তৎসম শব্দগুলিকে সংস্কৃত শব্দরূপে প্রথমা বিভক্তির একবচনে যে রূপ হয় বাংলায় তাহাই প্রাতিপদিকরূপে বিবেচিত হইয়া (অস্তা বিসর্গের লোপ হয়) তাহার উত্তরই সকল বাংলা বিভক্তি যুক্ত হয়।

ক্লীবলিঙ্গে অসের স্থানে অঃ হয়। যথা—মনস্+অ=মনঃ, যশস্+অ= যশঃ, পয়স+অঃ=পয়ঃ। অন্যান্য বিভক্তিতে বিসর্গের লোপ হয়। যথা—মনের, মন হইতে, যশে ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—১। মনঃ, যশঃ প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ অনেক স্থলেই ব্যবহার হয় না।[1] যথা—

(ক) 'উভয়ের এক মন, এক প্রাণ'—সীতার বনবাস।

(খ) 'মন স্বভাবতঃ চঞ্চল'—সীতার বনবাস।

দ্রষ্টব্য—২। কখন কখন অসের সকার অকারান্ত হয়। যথা,—উরস, শিরস, বয়স ইত্যাদি।

(ক) 'কনক কমল যেন মানস-সরসে'—মেঘনাদ-বধ।

(খ) 'রমার আশার বাস হরির উরসে'—মেঘনাদ-বধ।

(গ) বীরের স্বর্গই যশ, যশই জীবন।

সে যশে কিরীট আজি বাঁধিব শিরসে—বৃত্র-সংহার।

(ঘ) ইয়স্ ভাগান্ত শব্দের অসের স্থানে পুংলিঙ্গে আন্ হয়। যথা,—শ্রেয়স্+অ=শ্রেয়ান্; মহীয়স্+অ=মহীয়ান্। ক্লীবলিঙ্গে কেবল স্ বিসর্গ হইয়া যায়। যথা—শ্রেয়ঃ।

'তেজীয়ান্ পুরুষের সবই ছিল তার'—হেমচন্দ্র।

(ঙ) বৎ ও মৎ ভাগান্ত শব্দের অসের স্থানে আন্ হয়। যথা—জ্ঞানবৎ+অ=জ্ঞানবান্; বুদ্ধিমৎ+অ=বুদ্ধিমান্। ক্লীবলিঙ্গে হয় না। যথা—বলবৎ কারণ।

(চ) মহৎ শব্দের অতের স্থানে পুংলিঙ্গে আন্ হয় বিকল্পে। যথা—মহান্, মহৎ। ক্লীবলিঙ্গে সর্বদাই মহৎ হয়। যথা—মহৎ কর্ম; মহৎ নাম।

৯৯। বাংলায় 'মহৎ' শব্দ সমধিক প্রচলিত। 'মহৎ' শব্দের পরই অন্যান্য বিভক্তির যোগ হয়; যেমন—মহতের, মহতেরা ইত্যাদি। তবে

১ কিন্তু সমাসে ব্যবহৃত হয়। যথা—মনোযোগ, যশঃসূচক, বয়োবৃদ্ধি, পয়ঃপ্রণালী

প্রথমার একবচনে মহান্, মহৎ, মহান্ত এই ত্রিবিধ প্রয়োগই দৃষ্ট হয়। যথা,—

(ক) 'আশ্রমে মহান্ আনন্দ-কোলাহল হইতে লাগিল।'—বিদ্যাসাগর।

(খ) 'কে তুমি মহান্ প্রাণ তব আদর্শ মহান্।'—রবীন্দ্রনাথ।

(গ) 'তোমাদের প্রতি আজ একটি মহৎ ভার অর্পিত হইল।'—রজনী গুপ্ত

(ঘ) 'মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে।'—রবীন্দ্রনাথ।

(ঙ) 'সকল মহান্ত প্রতি কহে বার বার।'—নরহরি।

(চ) 'ধর্মচর্চায় রত মহান্ত যে মানি।'—কৃত্তিবাস।

দ্রষ্টব্য—১। সংস্কৃতে যেরূপ ধাতুর উত্তর শতৃ এবং শব্দের উত্তর বৎ ও মৎ প্রত্যয় হয়, বাংলায়ও সেই অর্থে অনেক স্থলে ধাতুর উত্তর 'অন্ত' এবং শব্দের উত্তর 'বন্ত' ও 'মন্ত' প্রত্যয় হয়। যথা—জ্বলন্ত, জীবন্ত, চলন্ত, ঘুমন্ত, বলবন্ত, শক্তিমন্ত, শ্রীমন্ত, ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। যথা—

(ক) "প্রতাপের জ্বলন্ত নয়ন অশ্রুপূর্ণ।"—রজনী গুপ্ত।

(খ) "জীবন্ত সুচির কীর্তি রবে।"—হেমচন্দ্র।

(গ) "একে চাপি আর যায় সেই বলবন্ত।"—কাশীদাস।

(ঘ) "রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার।"—কাশীদাস।

(ঙ) "যাহার অফুরন্ত ভালবাসা....নিঃশেষ হয় না।"—নিশীথ-চিন্তা।

(চ) "চন্দ্রের ঘুমন্ত জ্যোৎস্না।"—নিশীথ-চিন্তা।

দ্রষ্টব্য—২। সৎ শব্দের পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে উভয়ত্র সৎ হয়। যথা,—সৎ লোক—সৎ কর্ম।

(ছ) ইন্ ভাগান্ত শব্দের পুংলিঙ্গে নকারের লোপ হয় ও ইকার দীর্ঘ হয় যথা—জ্ঞানিন্ + অ = জ্ঞানী, মানিন্ + অ = মানী। ক্লীবলিঙ্গে ইহার বিকল্পে দীর্ঘ হয়। যথা,—উপযোগি, উপযোগী।[১]

---

১ ঈকারান্তই অধিক ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ ইহাদের সংস্কৃতের শব্দরূপের প্রথমা বিভক্তির একবচনে যেরূপ, তাহাই বাংলায় প্রাতিপদিক বিবেচিত হয়।

(১) কালের উপযোগি একটি নূতন নাম গ্রহণে দেশের প্রকৃত উপকারের সম্ভাবনা নাই।—প্রভাত-চিন্তা।

(২) জগদীশ্বর তাহাদিগকে তদুপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া এবং বাহ্য বস্তুসমুদয় তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া দিয়াছেন।—অক্ষয় দত্ত।

(জ) বস্ ভাগান্ত শব্দের বস্ স্থানে পুংলিঙ্গে বান্ হয়। যথা—বিদ্বস+অ=বিদ্বান্।

(ঝ) চ্‌কারান্ত, জ্‌কারান্ত ও শ্ কারান্ত শব্দের চ্, জ্ ও শ স্থানে ক্ হয়। যথা—বাচ্+অ=বাক্। বণিজ্+অ=বণিক্; দিশ্+অ=দিক্।[১]

(ঞ) ষ্‌কারান্ত শব্দের ষ্ স্থানে এবং সমাজ্ প্রভৃতি শব্দের জ্ স্থানে ট্ হয়। যথা,—প্রাবৃষ্+অ=প্রাক্ সম্রাজ্+অ=সম্রাট্।

দ্রষ্টব্য। বাংলায় চিঠি-পত্রে কয়েকটি সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত পদ অবিকৃত ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। যথা—শ্রীচরণকমলেষু, শ্রীচরণেষু, মান্যবরেষু, সমীপেষু, প্রবলপ্রতাপেষু, সুহৃদ্‌বরেষু, কল্যাণীয়াসু, প্রিয়তমাসু। এগুলি ৭মীর বহুবচনান্ত, অধিকরণে ব্যবহৃত। শ্রীচরণকমলেষু=যে শ্রীচরণ কমলের ন্যায় সুন্দর তাহাতে।

বিদেশী শব্দের উত্তরও এই প্রকার প্রয়োগ প্রচলিত আছে। যথা—জোনাবেষু, বরাবরেষু, হুজুরেষু।

দেবশর্ম্মণঃ, শর্ম্মণঃ, দেব্যা, দাস্যা প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃত ষষ্ঠ্যন্ত পদও অবিকল প্রচলিত আছে। দেবশর্ম্মণঃ=দেবশর্ম্মার।

অনেক সময় বিধবাদের নামের পর শ্রীমত্যা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। উহা ভুল।

১ পদ্যে দিশ্ পদও সময় সময় ব্যবহৃত হয়। যথা—'না জানি কি হইল তবে হারায়েছি দিশ্।'—বৃত্র-সংহার।

অনুশীলন

১। শব্দবিভক্তি কাহাকে বলে? শব্দবিভক্তিগুলি কি অর্থ প্রকাশ করে? উহাদের নাম ও আকার কি, লিখ।

২। 'প্রকৃতপক্ষে বহুবচনের মাত্র দুইটি বিভক্তি'—এ কথার অর্থ কি স্পষ্ট বুঝাইয়া দাও।

৩। বাংলায় বহুত্ব সূচনার বিবিধ প্রণালী কি? কোন্ কোন্ স্থলে একবচনের বিভক্তি যোগে বহুবচনের পদ হয়? দৃষ্টান্ত দাও।

৪। কোন্ কোন্ বিশেষ্যের বহুবচনের ব্যবহার হয়? নিম্নলিখিত শব্দগুলি বহুবচনে প্রয়োগ করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর:—প্রণাম, অপরাধ, কষ্ট, মৃত্তিকা, ভট্টাচার্য, ললিতবাবু।

৫। 'কারক' কাহাকে বলে? কারক কত প্রকার এবং তাহাদের লক্ষণ কি? সর্বপ্রকার কারক-বিশিষ্ট দুইটি বাক্য রচনা কর এবং উহাতে ক্রিয়ার সহিত বিবিধ পদগুলির কি সম্বন্ধ স্পষ্ট বুঝাইয়া দাও।

৬। অধিকরণ কারক কত প্রকার, দৃষ্টান্ত সহ বল। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদের দুইটি দৃষ্টান্ত দাও। এগুলির কারকত্ব নাই কেন?

৭। ইংরেজী Case ও বাংলা কারকে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কি, দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দাও।

৮। বালক শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে তিন প্রকার, দ্বিতীয়ার একবচনে ছয় প্রকার ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে নয় প্রকার রূপ কি কি হইতে পারে, লিখ।

৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিভিন্ন কারকের ও বচনের রূপ লিখ:— লতা, ঘটী, সৎ, মুনি, ছেলে, গাছ, সাধু, শিশু, বিধি, কুকুর, দেওয়ান ভক্ত, জাগরণ।

১০। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সপ্তমী ও ষষ্ঠী বিভক্তিতে কি রূপ হইবে বল:—পাতা, বৌ, সই, দৈ, খৈ, দিদি, ছোট, মেয়ে, নৌকা, ঋষি।

১১। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি পদ তাহা নির্দেশ কর। শব্দগুলির প্রথমার একবচনে কি পদ হইবে তাহা বল এবং পদগুলি কোন্ শব্দ হইতে আগত এবং কোন্ বিভক্তিযুক্ত বল :—

লক্ষ্মী, পক্ষী, সখি, যশ, রাজাকে, বিদ্যাবৎ, তেজীয়ানেরা, মহতের, মহান্ত, সতেরা, শ্রেয়ঃ, শ্রীমান, শ্রীমন্ত, শ্রীমৎ, মন, ক্ষুদ্রমহাদের, চন্দ্রমার, ভগবান, উপযোগী, সমাজ্, বণিকের, দিশ্, সম্রাট্‌দিগকে, বিদ্বস্, জীবন্ত, গুণী, বয়স, ধনীরা।

১২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—চন্দ্রমস্, সম্রাজ্, চলন্ত, উপযোগী, বলবৎ, যশ।

১৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—মহান্, ফুটন্ত, বণিক্, প্রাবৃষ্, দিশ্, সৎ, শ্রীমন্ত, বাচ্।

১৪। স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ বাংলায় কাহাকে বলে, দৃষ্টান্ত সহ বল।

১৫। নির্দেশক শব্দ কয়েকটির নাম ও ব্যবহার বল।

শব্দ-বিভক্তি-নির্ণয়—কারকে
কর্তৃকারক

১। **প্রথমা**। (ক) কর্তৃবাচ্যের কর্তায় প্রথমার 'অ' বিভক্তি হয়। 'অ' বিভক্তির সর্বদাই লোপ হয়। যথা,—'পাখী' সব করে রব, 'রাতি' পোহাইল।

(খ) কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমার 'এ' বিভক্তিও হয়। যথা,—

(১) 'লোকে' কি না বলে।

(২) 'দশে' মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।'

(৩) 'গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি 'বায়সে ?'—হেমচন্দ্র।

(৪) 'একদিন ভাই এমন হবে, এ 'মুখে' আর বল্‌বে না, এ 'হাতে' আর ধরবে না, এ 'চরণে' আর চলবে না।'—ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাচীন বাংলায় কর্তৃকারকে অধিকাংশ স্থলে 'এ' বিভক্তি হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহার প্রয়োগ কম।

ব্যতিহার, অর্থাৎ 'অন্যোন্য' অর্থ বুঝাইলেও কর্তায় 'এ' বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) 'পণ্ডিতে' 'পণ্ডিতে' তর্ক করিতেছে।

(২) পিতা-পুত্রে ঝগড়া করিতেছে।

(৩) গুরু-শিষ্যে আলাপ করিতেছে।

দ্রষ্টব্য। পরস্পর শব্দ ও 'বকাবকি' 'দেখাদেখি' ইত্যাদি অন্যোন্যার্থ-প্রকাশক শব্দ প্রয়োগে প্রায় সর্বদাই প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—

(১) রাম ও শ্যাম বকাবকি করিতেছে।

(২) সুবোধ ও প্রবোধ পরস্পর বিবাদ করিতেছে।

৯৩। **দ্বিতীয়া**। (ক) কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কখন কখন কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—

কর্মবাচ্যে—'তোমাকে' একথা শুনিতে হইবে।

ভাববাচ্যে—'আমাকে' যাইতে হইবে।

(খ) কোন কোন অকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

(১) 'লোকটিকে' মনে পড়ে না (লোকটি মনে পতিত হয় না);

(২) 'তাহাকে' আমার মনে নাই (=সে আমার মনে নাই)।

৯৪। **তৃতীয়া**। কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

(১) 'তোমাকর্তৃক' এ পুস্তক রচিত হইয়াছে।

(২) 'তোমাদ্বারা' এ কাজ সম্পন্ন হইবে না।

দ্রষ্টব্য। 'কর্তৃক' বিভক্তি শুধু প্রাণি-কর্তায়ই ব্যবহৃত হয়। 'দ্বারা' বিভক্তি প্রাণি-কর্তায় ও অপ্রাণি-কর্তায় উভয়ত্রই প্রযোজ্য। 'দিয়া' বিভক্তি চলিত ভাষায় ও গদ্যেই সমধিক প্রচলিত।

৯৫। **ষষ্ঠী**। কর্মবাচ্যের ও ভাববাচ্যের প্রয়োগে কখন কখন কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

কর্মবাচ্যে—'আমার' ভাত খাওয়া হইল।

ভাববাচ্যে—'আমায়' শীঘ্রই যাইতে হইবে।

দ্রষ্টব্য—বাংলা-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। সংস্কৃত ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের কর্তায় সর্বদাই কেবল তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—আমাকর্তৃক পুস্তক পঠিত হইল—এস্থলে 'আমার পুস্তক পঠিত হইল' এরূপ প্রয়োগ দূষণীয়; 'আমার পুস্তক পড়া হইল' চলে।

৯৬। **সপ্তমী**। অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকিলে উহার কর্তায় সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—'**জ্ঞানে** মৌনী, **ত্যাগে** তিনি শ্লাঘাবিরহিত।'

এখানে 'জ্ঞানে মৌনী'=জ্ঞান থাকিতে মৌনী, 'থাকিতে' অসমাপিকা ক্রিয়ার লোপে 'জ্ঞান' এই কর্তৃপদে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে।

'স্মৃতিভ্রংশে' বুদ্ধিনাশ, 'বুদ্ধিনাশে' নষ্ট নরাধম—গীতা।

সপ্তমীতেও 'এ' বিভক্তি থাকাতে প্রথমার 'এ' বিভক্তির সহিত যোগাযোগের ফলে সপ্তমীর 'তে' 'এতে' 'আয়' প্রভৃতি বিভক্তিও কর্তৃকারকে সংক্রামিত হইয়াছে। যথা—

(১) 'ঘোড়াতে' বা 'ঘোড়ায়' ঘাস খায়।

(২) 'গোরুতে' গাড়ী টানে।

(৩) " 'ধোপায়' কেমন কাপড় কাচে।"

(৪) মূর্খেতে (মূর্খে) কিনা বলে।

কর্মকারক

৯৭। **প্রথমা**। কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—আমাকর্তৃক 'চন্দ্র' দৃষ্ট হইতেছে।

৯৮। **দ্বিতীয়া।** (ক) কর্তৃবাচ্যে কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। দ্বিতীয়া বিভক্তির কখনও লোপ হয়, কখনও লোপ হয় না। যথা,—

বিভক্তি-যোগ	বিভক্তি-লোপ
'ভগবানকে' ডাক।	'ডাক্তার' ডাক।
'হাঁসগুলিকে' খাওয়াও।	'হাঁসগুলি' তাড়াইয়া দাও।
তোমার 'মেয়েকে' দেখি নাই	এমন 'মেয়ে' ত দেখি নাই।
'ঠাকুরকে' আসিতে বল।	'ঠাকুর' দেখ।
বিশ্বাস 'বুদ্ধিকে' লঙ্ঘন করে।	'বুদ্ধি' খাটাইয়া কাজ কর।
দাসত্ব 'চিত্তকে' সঙ্কীর্ণ করে।	'চিত্ত' সুস্থির কর।

দ্রষ্টব্য। কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। সুশ্রাব্যতা ও ভাষার রীতি অনুসারে বিভক্তির লোপ বা ব্যবহার হয়। ছাত্রগণ এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি মনে রাখিবে—

(১) প্রাণিবাচক শব্দের উত্তর 'কে' বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয় না।

(২) অপ্রাণিবাচক শব্দের 'কে' বিভক্তির লোপ হয়।

(৩) দ্বিকর্মক ক্রিয়ার গৌণকর্মে বিভক্তি থাকে, মুখ্যকর্মে বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—তাহাকে সকল কথা বলিয়াছি ; গ্রামের প্রধানকে টাকা স্বীকার করিয়াছে

(৪) উদ্দেশ্য কর্মে[১] সর্বদাই বিভক্তি থাকে, বিধেয়-কর্মে[১] বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—'পিতামাতাকে' প্রত্যক্ষ 'দেবতা' জানিবে। ফকির 'তামাকে' 'রূপা' করিতে পারে। বিদ্যাকে 'পরম ধন' জানিবে।

(খ) কর্মবাচ্যে কর্মে কখন কখন দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—'তাহাকে' ডাকা হইয়াছে। 'সেলিমকে' বলা হয় নাই।

১ যখন কোন বিশেষ্যপদ কর্মপদের বিধেয় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাকে **বিধেয় কর্ম** কহে ; এস্থলে মূল কর্মটিকে **উদ্দেশ্য কর্ম** বলা হয়।

(গ) কর্মকর্তৃবাচ্যে কর্মে কখন কখন দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) 'তোমাকে' কৃশ দেখাইতেছে। (২) 'তোমাকে' বেশ মানাইয়াছে। (৩) 'চন্দ্রকে' ছোট দেখায়।

(ঘ) সকর্মক † ধাতুনিষ্পন্ন ভাব-বিশেষ্যের কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

(১) 'আমাকে' ভয় কি ?

(২) 'তাহাকে' দেখা না দেখা তোমার ইচ্ছাধীন।

এখানে 'ভয়' ও 'দেখা' এই ভাববিশেষ্য দুইটির কর্মে দ্বিতীয়া হইয়াছে (ক্রিয়া-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

৯৯। **সপ্তমী**। 'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার অপ্রয়োগে কর্মে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) কোন্ 'মুখে' ফিরিয়া আসিলে ? (=কোন্ মুখ লইয়া)।

(২) কি 'সাহসে' এমন কথা বলে ? (=কি সাহস অবলম্বন করিয়া)।

১০০। কর্মকারকে অনেক সময় 'এ' বিভক্তি দেখা যায়। যথা,—

'জিজ্ঞাসিব 'জনে জনে'।

'শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের 'গর্জনে',
'সিংহনাদে', জলধির 'কল্লোলে', দেখেছি
দ্রুত 'ইরম্মদে' ছুটিতে পবন পথে'।—মেঘনাদবধ।

'গুরুজনে' কর নতি।—রবীন্দ্রনাথ।

এই 'এ' বিভক্তি সম্বন্ধ পদ ব্যতীত আর প্রায় অন্য সকল কারকেই মিলে। এই বিভক্তি যোগে একটি পদ যেন বক্রতাভাবাপন্ন হইয়া ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়। এই জন্য ইহাকে **তির্যক্ বিভক্তি** (oblique affix) বলা হয়।

১০০ক। কর্মকারকে 'কে' বিভক্তির ব্যবহারই প্রসিদ্ধ; কিন্তু কবিতায় 'রে' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়।

(১) 'কে 'তোরে' সাজাল দিয়ে পত্রপুষ্পফল'।

† গত্যর্থক ধাতু সকর্মকও হয়। ক্রিয়া-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(২) 'যে-পথ দিয়া চলিয়া যাব 'সবারে' যাব তুষি'।—রবীন্দ্রনাথ।

(৩) 'তরুরে' ডাকিয়া বলে শ্রীরামলক্ষ্মণ।

করণকারক

১০১। **প্রথমা**। ক্রীড়নার্থ ক্রিয়ার করণে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—

তাহারা 'তাস' খেলিতেছে (অর্থাৎ তাসদ্বারা খেলিতেছে)।

'করিয়া' (> ক'রে) যোগে করণের অর্থ প্রকাশ পায় এবং সে স্থলে করণের বিভক্তির লোপ পায়। যথা,—

শত্রুরা 'জোর' করিয়া ধান কাটিয়া নিয়াছে।

১০১ক। **তৃতীয়া**। করণকারকে অনেকস্থলে তৃতীয়ার 'এ' বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) তুমি সকলের ভাগ 'বলে' বা 'ছলে' কাড়িয়া আনিয়া তোমার মুখারবিন্দে তুলিয়া দিতেছ।—প্রভাত-চিন্তা।

(২) কলঙ্ক-নিমগ্ন ইন্দু করে নিজ 'করে'।

(৩) মিলি ক্ষুদ্রবারিবিন্দু, রচনা করিছে সিন্ধু, 'অণুতে' গঠিত হিমাচল।

(৪) তিনি 'স্বহস্তে' দান করিতেছেন।

(৫) একদা প্রভাতে, ভানুর 'প্রভাতে' ফুটিলে কমলকলি।

(৬) 'ভাতে' পেট ভরে। 'টাকায়' কি না হয়। 'আগুনে' সেক দাও।

১০১খ। কখনও করণে 'এ' স্থানে 'তে' বিভক্তি হয়। অনেক সময় এই 'এ' এবং 'তে' বিভক্তি তৃতীয়ার কি সপ্তমীর সে-বিষয়ে সংশয় জন্মে। যথা,—রোগে (রোগেতে) কাতর। 'দুঃখে' (দুঃখেতে) আকুল হইও না।

১০২। করণকারকে সাধারণতঃ তৃতীয়ার দ্বারা, দিয়া বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) 'ফুলদলদিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?'—মেঘনাদবধ।

(২) 'ন্যায়ানুগত 'চেষ্টাদ্বারা' যতদূর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া সন্তোষের লক্ষণ'—অক্ষয় দত্ত।

১০৩। **পঞ্চমী**। কখন কখন করণকারকে তৃতীয়ার 'দ্বারা' বা 'দিয়া' বিভক্তি স্থলে 'হইতে' বিভক্তি হয়। যথা,—

এ সন্তান হইতে দুঃখ দূর হইবে না (হইতে = দ্বারা)।

দ্রষ্টব্য—এস্থলে কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগও বলা যায় (৯৪ পরিঃ দ্রষ্টব্য)।

সম্প্রদান কারক

১০৪। **চতুর্থী**। সম্প্রদানকারকে * চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,—
'দরিদ্রকে' ধন দাও। 'শীতার্তকে' বস্ত্র দাও।

১০৫। সম্প্রদান কারকে * স্থানে স্থানে এ বিভক্তিও হয়। যথা,—

(১) 'সর্ব কর্মফল 'শ্রীকৃষ্ণে' অর্পণ করিবে।—বঙ্কিমচন্দ্র।

(২) 'সর্বভূতে' এ ধন বিতরণ করিবে।—ঐ

(৩ মাংস তোর মাংসাহারী 'জীবে' দিব এবে।—মেঘনাদবধ।

(৪) 'অন্ধজনে' দেহ আলো, 'মৃতজনে' দেহ প্রাণ।—রবীন্দ্রনাথ।

(৫) 'সমিতিতে' চাঁদা দিতে হয়।

পূর্বেই আমরা এই 'এ' বিভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি (১০০ পরিঃ দ্রষ্টব্য)। সম্প্রদানে ব্যবহৃত এই এ-বিভক্তিকেও আমরা 'তির্যক্ বিভক্তি' আখ্যা দিতে পারি।

---

* বাংলায় দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির একই রূপ, সম্প্রদান কারক ব্যতীত চতুর্থী বিভক্তির অন্যত্র ব্যবহারও নাই। বস্তুতঃ বাংলায় সম্প্রদান কারক ও চতুর্থী বিভক্তি স্বীকার গৌরব মাত্র। উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহে সম্প্রদান কারকগুলি গৌণ কর্ম বলিয়া অন্বয় করিলেই সঙ্গত হয়।

অপাদান কারক

১০৬। **তৃতীয়া**। কথন কখন অপাদানকারকে তৃতীয়ার 'দিয়া' বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) তাহার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইবে না (দিয়া=হইতে)।

(২) চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল।

১০৭। **পঞ্চমী**। অপাদানে অধিকাংশ স্থলেই পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে; বীজ হইতে অঙ্কুর হয়; বিপদ হইতে রক্ষা কর; দুষ্ট হইতে দূরে থাকিও।

(২) ক্রোধ হ'তে জন্মে মোহ, মোহ হ'তে স্মৃতির বিভ্রম।—গীতা।

(৩) 'ইংরেজ তাঁহার বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাম জার্মেনী হইতে, তাঁহার বৈদ্যুতিক আলোক আমেরিকা হইতে, তাঁহার সামরিক উপকরণ ফ্রান্স হইতে, তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র হলণ্ড হইতে পাইয়াছেন'।—সামাজিক প্রবন্ধ।

দ্রষ্টব্য :—নিকট প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উত্তর অপাদান বিভক্তির বিকল্পে লোপ হয়। যথা,—আমি তাহার নিকট দশ টাকা কর্জ করিয়াছি। আমি তাহার নিকট এ কথা শুনিয়াছি। (পক্ষে 'নিকট হইতে' বা 'নিকটে')।

১০৮। **সপ্তমী**। অপাদানে সপ্তমী বিভক্তিও হয়।

(১) 'মেঘে' বৃষ্টি হয়। তাহার 'নিকটে' দশ টাকা পাইলাম। 'পাঠে' বিরত থাকিও না। 'অর্থে' অনর্থ ঘটে।

(২) সংসারে আসিয়া এই 'পরমসুখে' বঞ্চিত রহিলাম।—বিদ্যাসাগর।

(৩) ইংরেজ তাহার বৈজ্ঞানিক উন্নতির অন্যূন বার আনা ভাগ অপরাপর জাতিদিগের 'স্থানে' পাইয়াছেন।—সামাজিক-প্রবন্ধ।

(৪) এ দুরন্ত হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত, নইলে 'ধর্মে' পতিত হইতেছি।—বঙ্কিমচন্দ্র।

অধিকরণ কারক

১০৯। **পঞ্চমী**। 'ইয়া' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়ার অপ্রয়োগে অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) বৃক্ষ হইতে দেখিল (= বৃক্ষে উঠিয়া, এই অর্থে)

(২) ছাদ হইতে ঘুড়ি উড়ায় (= ছাদে উঠিয়া, এই অর্থে)

(৩) ঘর হইতে পাহাড় দেখিতে পারি (= ঘরে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া)

দ্রষ্টব্য :—সংস্কৃত ল্যপ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়ার অপ্রয়োগে কর্মে ও অধিকরণে উভয়ত্রই পঞ্চমী হয়। বাংলায় শুধু অধিকরণে পঞ্চমী হয়। যথা,—প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে = প্রাসাদমারুহ্য = প্রাসাদে আরোহণ করিয়া = প্রাসাদ হইতে (অধিকরণে)। আসনাদবলোকয়তি = আসনে উপবিশ্য = আসনে বসিয়া = আসন হইতে (অধিকরণে)।

১১০। **সপ্তমী**। অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—

কালাধিকরণে—সকল 'নিশিতে' শশী হয় না প্রকাশ।—সদ্ভাবশতক।

আধারাধিকরণ—(ক) ঐকদেশিক—'জলে' কুমুদের বাস চাঁদের 'আকাশে'। (খ) বৈষয়িক—(১) আমি 'বিদ্যায়' আপনার নিকট বালক এবং 'বয়সে' কনিষ্ঠ।—রাম-বনবাস। (গ) অভিব্যাপক— 'তিলে' তৈল আছে। 'সমুদ্রজলে' লবণ আছে। (অপর দৃষ্টান্ত ৭৭ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

দ্রষ্টব্য :—১। কোন কোন স্থলে অধিকরণে বিকল্পে বিভক্তির লোপ হয়। (যথা,—আমি যে সময় (বা সময়ে) গিয়াছিলাম, (সে সময়) তিনি বাটী বা বাটীতে ছিলেন না। আমি শনিবার (বা শনিবারে) ঢাকা (বা ঢাকাতে) যাইব। ভগবানের নিকট (বা নিকটে) প্রার্থনা কর। 'গৃহস্থবাড়ী (গৃহস্থ-বাড়ীতে) উপবাসী থাকিবেন, অকল্যাণ হবে যে'—বঙ্কিমচন্দ্র। 'ঘর ঘর' খুঁজে দেখ।

দ্রষ্টব্য :—২। বিশেষণপদ পূর্বে না থাকিলে সময়বাচক শব্দ সর্বদাই বিভক্তিযুক্ত হয় ; যথা,—দিনে ঘুমাইও না। বিকালে বেড়াইবে। দিবসে কর্ম করিবে, রাত্রিতে ঘুমাইবে। সময়ে সাবধান হও।

দ্রষ্টব্য :—৩। অধিকরণ পদে দ্বিরুক্তি স্থলে প্রধান পদটিতে অপাদানের অর্থ প্রকাশ করে। যথা,—দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে, অর্থাৎ একদ্বার হইতে অন্য দ্বারে, এই অর্থ।

অনুশীলন

১। সাধারণতঃ কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হয় দৃষ্টান্ত সহ তাহা বল। কর্তৃকারকে কোন্ কোন্ স্থলে ষষ্ঠী এবং কোন্ কোন্ স্থলে ৭মী বিভক্তি হয় তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া কয়েকটি বাক্য রচনা কর।

২। সকল কারকেই যে 'এ' বিভক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া যাও।

৩। প্রথমা বিভক্তি কোন্ কোন্ কারকে হইতে পারে? কর্মকারকে দ্বিতীয়া এবং করণে ১মা বিভক্তি হইতে পারে কিনা? করণকারকে সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়া সাতটি বাক্য রচনা কর।

৪। কর্মকারকে কোন্ সময় সপ্তমী এবং অধিকরণ কারকে কোন্ সময় পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তাহা দৃষ্টান্ত সহ উল্লেখ কর।

৫। কর্ম, অপাদান, অধিকরণে কোন্ কোন্ স্থলে বিভক্তির লোপ হয়? কর্মকারকে কোন্ সময়ে বিভক্তির লোপ হয়? কোন্ কারকে কখনই লোপ হয় না?

৬। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে চিহ্নিত পদগুলির কোন্ বিভক্তি ও কোন্ কারক তাহা বল :—

১। মনুষ্য 'সূর্যোদয়ে' আনন্দিত হয় এবং 'রজনী-সমাগমে' পুলকিত হইয়া থাকে। ২। 'তাহা' কি 'কথায়' বলিয়া শেষ করা যায়? ৩। আমি 'মৃগতৃষ্ণিকায়' ভ্রান্ত হইয়াছি। ৪। আমার 'সন্নিধানে' তোমার অবস্থান করিতে হইবে। ৫। মধুথবর্তিকার 'আলোকে' 'লেখাপড়া' রহিত করিতে হইল। ৬। বিরত 'সংসারকাজে' শ্রান্ত নরগণ।

৭। তোমার 'পুণ্যেতে' মাতা তরিব 'বিপদে'।
'রাক্ষসে' বধিবে ভীম তোমার 'প্রসাদে'।

৮। যে শিল্পী রচিত ঐ 'সুধাংশু-বদন'।
তাঁহার স্মরণে ঝরে 'নয়নে' জীবন।

৯। সুধাসিন্ধুবাসী 'মীন' বঞ্চিত 'সুধায়'।

১০। যেই জন 'ধর্ম' রাখে তারে ধর্ম রাখে।
না করি সন্দেহ, শুনিয়াছি 'ব্যাসমুখে'॥

শব্দ-বিভক্তি—কারক ভিন্ন স্থলে

প্রথমা

১১১। লিঙ্গার্থে। যে স্থলে কেবলমাত্র বস্তু-নির্দেশ করিবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করা হয়, সে স্থলে সেই শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। ইহাকে লিঙ্গার্থে প্রথমা বলে। যথা,—

(ক) বৃক্ষ, লতা, মানুষ, নদী।

(খ) শিশু, যুবা, প্রৌঢ়, প্রাচীন,—সকলেই মৃত্যুর অধীন।

(গ) "আরব, মিশর, পারস্য, তুরকী।
তাতার তিব্বত—অন্য কব কি?"—হেমচন্দ্র

১১২। অব্যয় যোগে। বিনার্থক এবং ইতি, বলিয়া, নামে, হা, অবধি প্রভৃতি কতকগুলি পদান্বয়ী অব্যয়যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) 'তৈল' বিনা শির দেখ জটার আধার।—কাশীদাস।*

(২) 'পুত্র' ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন।—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

(৩) 'নিরহঙ্কার' ব্যতীত ধর্মাচরণ নাই।—বঙ্কিমচন্দ্র।

* 'বিনা' অব্যয়টি কখন কখন শব্দের পূর্বেও বসে। তখন ইহার যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়; যথা,—বিনা পরিশ্রমে অর্থলাভ হয় না।

(৪) 'হরি' অতি সুমধুর মনোহর নাম।

(৫) এ গ্রামে 'রমানাথ' বলিয়া কেহ নাই।

(৬) হা 'অদৃষ্ট'! আমি আমার স্বার্থ-সঙ্কুচিত পাষাণ-কঠিন প্রাণেরও স্পর্ধা করি।—নিশীথ-চিন্তা।

১১৩। **সম্বোধনে**। সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) 'মনোরমা', কখন আসিলে ?—বঙ্কিমচন্দ্র।

(২) 'প্রভু', ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন ?—বিদ্যাসাগর।

(৩) 'বাছা', কি দশা হবে আমার ?—হেমচন্দ্র।

সাধুভাষায় সম্বোধনে কোন কোন শব্দের অন্ত্যবর্ণের বিকল্পে পরিবর্তন হয়। যথা,—

শকুন্তলে, দুর্গে, প্রিয়ে, প্রেয়সি, মাতঃ, ভ্রাতঃ, পিতঃ, বিধাতঃ, প্রভো, গুরো, জননি।

মৎ, বৎ-প্রত্যয় যুক্ত স্থলে মন্, বন্ হয়। যথা—শ্রীমন্, ভগবন্, শ্রীমতি, ভগবতি (স্ত্রী)।

অ-কারান্ত ও ন-কারান্ত শব্দের পরিবর্তন হয় না। যথা,—দেব! মূর্খ! রাজন্! গুণিন্!

কিন্তু সম্বোধনে প্রথমার একবচনান্ত পদ ব্যবহার করাই আধুনিক রীতি। যথা,— শকুন্তলা, মা দুর্গা ইত্যাদি।

সম্বোধন পদের পূর্বে অনেক স্থলেই হে, ওহে, অয়ি, ওগো ইত্যাদি সম্বোধনসূচক অনন্বয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—হে সখে! অয়ি লক্ষ্মি! [অনন্বয়ী অব্যয় দেখ।]

দ্রষ্টব্য :—সম্বোধন পদের বহুবচনের প্রথমার 'রা' বিভক্তি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। এস্থলে গণ, সকল ইত্যাদি শব্দদ্বারাই বহুবচন সূচিত হয়। যথা,—হে বালকগণ।

১১৪। **নাম-বিশেষণ**। নাম-বিশেষণের উত্তর সর্বদাই প্রথমার একবচন হয়। যথা,—

'সুন্দর' বালক', 'সুন্দরী' বালিকা, 'সুবোধ' বালকেরা।

দ্বিতীয়া

১১৫। **ভাব-বিশেষণে।** ক্রিয়া-বিশেষণে ও বিশেষণীয় বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং সর্বদাই বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—

'সত্বর' এস ; শীঘ্র' যাও ; 'খুব' তাড়াতাড়ি হাঁট।

দ্রষ্টব্য :—ক্রিয়া-বিশেষণে সপ্তমীও হয় (১৩৫ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১১৬। **ব্যাপ্তি কর্মে** (Adverbial Objective)। ব্যাপ্তি অর্থে স্থান ও কালবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং ঐ বিভক্তির লোপ হয়। বস্তুতঃ, এই শব্দগুলির পরে ব্যাপিয়া, ধরিয়া ইত্যাদি সকর্মক ক্রিয়া উহ্য থাকে। যথা,—

(১) বার 'ক্রোশ' এই পথ গিয়াছে (=বার ক্রোশ ব্যাপিয়া)।

(২) তিন 'দিন' ক্রমাগত হাঁটিতেছে (=তিন দিন ব্যাপিয়া)।

দ্রষ্টব্য :—কখন কখন বিশেষ্যপদ ভাব-বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তখন উহার উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং উক্ত বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—
জ্বর তিন 'ডিগ্রী' বাড়িয়াছে।

এখানে 'ডিগ্রী' পদে কি পরিমাণ বাড়িয়াছে এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে, অর্থাৎ উহা 'বাড়িয়াছ' ক্রিয়াকে বিশেষ করিতেছে। কাজেই উহা ক্রিয়া-বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার দেখ, আমাদের বাড়ী তিন 'মাইল দূর,' এখানে 'মাইল' শব্দটি 'দূর' এই বিশেষণের পরিমাণ বুঝাইতেছে ; কাজেই উহা বিশেষণীয় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই উভয় পদে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে। এইরূপ—

(১) আমি তোমাকে এক 'তিল' ভয় করি না।—পরিমল।

(২) 'হাত' কি পা এক 'চুল' নাড়িও না।—ঐ

(৩) বোঝাটি দশ 'সের' ভারী।

(৪) গালিচাটি তিন 'আঙ্গুল' পুরু।—বঙ্কিমচন্দ্র।

১১৭। **বিনাদি শব্দযোগে।** বিনা, ব্যতীত, ছাড়া প্রভৃতি বিনার্থক শব্দ, এবং ধিক্ প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) 'তাহাকে' বিনা এক মুহূর্তও থাকিতে পারি না।

(২) 'বৌটিকে' ছাড়া আমাদের সংসার চলে না।

(৩) 'তোমাকে' ভিন্ন কাহাকে বলিব ?

(৪) ধিক্ সে দেশদ্রোহী 'নরাধমকে'।

(৫) ধন্য 'তোমাকে,' এক বক্তৃতায়ই শহরটাকে মাতাইয়াছ।

১১৮। **ভাব-বিশেষ্যের কর্মে।** সকর্মক ধাতু হইতে আগত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যের * কর্মে দ্বিতীয়া হয়,—

(১) 'আমাকে' দেখা না দেখা তোমার ইচ্ছাধীন।

(২) 'তোমাকে' নমস্কার। †

(৩) 'আমাকে' ‡ ভয় কি ?

পঞ্চমী

১১৯। **পরিমাণার্থে।** স্থান ও সময়ের পরিমাণ বুঝাইতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—

(ক) 'কলিকাতা হইতে কাশী'।

(খ) 'শৈশব হইতে' আমি প্রবাসী।

(গ) 'ভাদ্রমাস হইতে' দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

১২০। **অপেক্ষার্থে।** দুই বা বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

(১) ধন হইতে জ্ঞান বড়।

(২) জননী ও জন্মভূমি 'স্বর্গ হইতে'ও শ্রেষ্ঠ।

(৩) 'রাম হইতে' শ্যাম নির্বোধ।

(৪) সকল 'ধন হইতে' বিদ্যাধন শ্রেষ্ঠ।

---

* ক্রিয়া প্রকরণ দ্রষ্টব্য। † সংস্কৃত 'নমস্' শব্দের যোগে চতুর্থী হয়। ‡ ভীত্যর্থক ধাতু সকর্মকও হয় (ক্রিয়া-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

দ্রষ্টব্য : অপেক্ষার্থক অব্যয়যোগে প্রথমা ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—'ধন' অপেক্ষা জ্ঞান বড়। এখানে 'অপেক্ষা' এই অব্যয়-যোগে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে (১১২ পরিচ্ছেদ দেখ); 'ধনের' চেয়ে জ্ঞান বড়—এখানে 'চেয়ে' এই অব্যয়-যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে (১২৬ পরিচ্ছেদ দেখ); 'অপেক্ষা', 'চেয়ে' ইত্যাদি পঞ্চমী নহে, এগুলি অব্যয় (অব্যয়ের পরিচ্ছেদ দেখ)।

ইংরেজীতে দুইয়ের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে 'than' এবং বহুর মধ্যে 'of' এই পদান্বয়ী অব্যয় (Preposition) ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে সর্বদাই পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

দৃষ্টান্ত :—বাংলা—ধন 'হইতে', বা ধন 'অপেক্ষা', বা 'ধনের চেয়ে' জ্ঞান বড়।

ইংরেজী—Wisdom is better 'than' wealth.

সংস্কৃত—'ধনাৎ' বিদ্যা গরীয়সী।

বাংলা—সিংহ সকল পশু 'অপেক্ষা' বা 'পশুর চেয়ে' বলবান্।

ইংরেজী—The lion is the strongest 'of' all animals.

১২১। **ভিন্নার্থক শব্দযোগে**। ভিন্ন, পৃথক্ ও তদর্থক শব্দ প্রয়োগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) 'আমা হইতে' ভিন্ন। (২) 'ভ্রাতা হইতে' পৃথক্। (৩) তাহার মত সকলের 'মত হইতে' বিভিন্ন।

১২২। **দিগ্বাচক-শব্দযোগে**। দিগ্বাচক শব্দের প্রয়োগে যে স্থান হইতে দিক্ নির্ণয় হয়, তদ্বাচক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়, পক্ষে ষষ্ঠী। যথা,—

(১) দার্জিলিং 'কলিকাতা হইতে' উত্তরে (পক্ষে 'কলিকাতার')।

(২) আমার বাড়ী 'এস্থান হইতে' দক্ষিণে (পক্ষে 'এস্থানের')।

ষষ্ঠী

১২৩। **সম্বন্ধ**। সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—যদুর ভাই, রামের পিতা, রাজার রাজ্য ইত্যাদি।

সম্বন্ধ নানা প্রকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—

(ক) **কারক-সম্বন্ধ**। ধাতুর উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত শব্দ প্রস্তুত হয়। ইহারা শব্দ-বিভক্তি-যুক্ত হইলে বিশেষ্য বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণ হইলেও ক্রিয়াবোধক (ক্রিয়া-প্রকরণ দেখ)। ইহাদিগকে গৌণ ক্রিয়া বলা যায়। ইহাদের সহিত কর্তা, কর্মাদির যে সম্বন্ধ তাহার নাম কারক-সম্বন্ধ। কারক যত প্রকার, কারক-সম্বন্ধও তত প্রকার। যথা,—

(১) **কর্তৃ-সম্বন্ধ**। 'বৃক্ষের পতন হইল' এই বাক্যে 'বৃক্ষ পড়িল' এই অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলে 'বৃক্ষের' পদে কর্তৃ-সম্বন্ধ। এইরূপ— ব্রাহ্মণের ভোজন, আমার গমন, তাহার খাওয়া, সুশীলের মতি, -সকলের প্রার্থনীয়, মায়ের দেওয়া, মানুষের কর্তব্য ইত্যাদি।

(২) **কর্ম-সম্বন্ধ**—'সৎপাত্রে অর্থের দান প্রশংসনীয়'—এই বাক্যে 'অর্থ দান করা প্রশংসনীয়' এই অর্থ প্রকাশিত হইতেছে, এস্থলে 'অর্থের' পদে কর্ম-সম্বন্ধ। এইরূপ—বিদ্যার আলোচনা, বৃক্ষের ছেদক, কর্মের নাশক, ঈশ্বরের উপাসনা, গাভীর দোহন ইত্যাদি।

(৩) **করণ-সম্বন্ধ**। 'অস্ত্রের আঘাত' বলিলে অস্ত্রদ্বারা যে আঘাত হইয়াছে তাহাই বুঝায়। এস্থলে 'অস্ত্রের' পদে করণ-সম্বন্ধ। এইরূপ,— শৃঙ্খলের বন্ধন, রূপার বাঁধন, সোনার গিল্টি করা, লাঠির গুঁতা, হাতের সঙ্কেত, কলমের খোঁচা ইত্যাদি।

(৪) **অপাদান-সম্বন্ধ**। 'মৃত্যুর ভয়' বলিলে মৃত্যু হইতে যে ভয় উপস্থিত হয় তাহাই বুঝায়; এস্থলে 'মৃত্যুর' পদে অপাদান-সম্বন্ধ। এইরূপ,— যমের ভয়, সাপের ভয়, বাঘের ভয়, লঙ্কার ফেরৎ, ভারতের রপ্তানি, মুখের কথা, লেখার বিরাম, পদ্মার পূর্বে ইত্যাদি।

(৫) **অধিকরণ-সম্বন্ধ**। 'প্রাতঃকালের ভ্রমণ' বলিলে প্রাতঃকালে যে ভ্রমণ করা যায় তাহাই বুঝায়; এস্থলে 'প্রাতঃকালের' পদে অধিকরণ-সম্বন্ধ।

এইরূপ,—সকাল বেলার আহার, বড়দিনের অবকাশ, গ্রীষ্মের বন্ধ, সুখের হাসি, দুঃখের কান্না, চোখের লজ্জা, তীর্থক্ষেত্রের মৃত্যু, মাথার বেদনা ইত্যাদি।

(খ) **অঙ্গ-সম্বন্ধ।** মহিষের শৃঙ্গ, হাতীর দাঁত, রামের মাথা, তোমার হস্ত ইত্যাদি।

(গ) **আধার-আধেয় সম্বন্ধ।** গঙ্গার জল, পুকুরের মাছ, নয়নের মণি, নগরের পথ ইত্যাদি।

(ঘ) **জন্য-জনক-সম্বন্ধ।** রাজার পুত্র, বিধুর পিতা, বৃক্ষের ফল, তিলের তৈল ইত্যাদি।

(ঙ) **স্ব-স্বামিত্ব-সম্বন্ধ।** রাজার রাজ্য, কৃপণের ধন, আমার টাকা, শ্যামের নৌকা ইত্যাদি।

(চ) **অভেদ বা রূপক-সম্বন্ধ।** জ্ঞানের আলো, দয়ার সাগর, জীবনের সংগ্রাম, মানের মন্দির ইত্যাদি।

(ছ) **সামান্য-সম্বন্ধ।** রামের ভাই, সাগরের তীর ইত্যাদি।

(জ) **কার্য-কারণ-সম্বন্ধ।** আগুনের তাপ, উৎসবের হাসি-কোলাহল, বিবাহের বাদ্য, পাপের ফল ইত্যাদি।

(ঝ) **ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ।** দুই দিনের ছুটি, ছয় মাসের পথ, তিন দিনের তামাসা, এক মাসের মেলা ইত্যাদি।

(ঞ) **বিশেষণ-সম্বন্ধ।** 'গুণের ভাই' বলিতে 'গুণী ভাই' এই অর্থ, এবং 'নীচ-প্রকৃতির লোক' বলিতে 'নীচ-প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক' এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তিদ্বারা বিশেষণের অর্থ প্রকাশিত হয়। এজন্য এস্থলে বিশেষণ-সম্বন্ধ। এইরূপ,—

আদরের ছেলে, মাখনের শরীর, দুধের ছেলে, পড়িবার ঘর, লিখিবার কালি, সোনার চেইন, ধর্মের কথা, বিষাদের গীত, মোমের বাতি, সুখের হাসি, ইংরেজী শিখাইবার বিদ্যালয় ইত্যাদি।

(ট) **নিমিত্ত সম্বন্ধ।** শুইবার ঘর, খেলার মাঠ, দেশের ডাক।

(ঠ) **ক্রম সম্বন্ধ।** সাতের পৃষ্ঠা।

(ড) **উপাদান সম্বন্ধ।** সোনার আংটি, ক্ষীরের সন্দেশ।

১২৪। **তুল্যার্থক শব্দযোগে।** সমার্থক শব্দযোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—(১) সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব 'অধরের' তুল—কাশীদাস। (২) সাংসারিক ভোগবিলাসে 'আকাঙ্ক্ষার' অনুরূপ তৃপ্তি জন্মে না। (৩) হৃদয়ে যাহার দয়া 'সাগরের' সম—হেমচন্দ্র।

১২৫। **সহায়ক শব্দযোগে।** সহ, সহিত ও তদর্থক অব্যয়যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—(১) 'বৈভবের' সহিত বিনয়ের মিশ্রণ কিরূপ মধুর ও মনোহর। (২) 'দুর্জনের' সহিত মিত্রতা করিও না।

১২৬। **অপেক্ষার্থক অব্যয়যোগে।** অপেক্ষা, চেয়ে, থেকে প্রভৃতি অব্যয়যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—(ক) 'ধনের' চেয়ে জ্ঞান বড়। (খ) 'সকলের' থেকে শশীই বুদ্ধিমান্।

১২৭। **দিগ্বাচক শব্দযোগে।** উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উপর, নিম্ন, মধ্য, সম্মুখ, পশ্চাৎ, নিকট, প্রতি প্রভৃতি ও তদর্থক শব্দযোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) রোমীয়েরা বিভিন্ন প্রদেশের ইংরেজী ভাষা 'শিখাইবার' দিকে মন দিত না।—ভূদেব।

(২) 'ভারতবর্ষের' উত্তরে হিমালয় পর্বত।

(৩) 'ঘরের জিনিষ লুটিয়ে দিয়ে ভিক্ষা কর 'পরের' কাছে,
পোষা পাখী উড়িয়ে দিয়ে বেড়াও উড়ো 'পাখীর' পাছে।'

১২৮। **নিমিত্তার্থে।** হেতু ও নিমিত্তার্থক অব্যয়যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—(১) তব নির্ভর নিত্য পরের করে,
অশন বসন 'গমনের' তরে।—গোবিন্দ রায়।

দ্রষ্টব্য :—নিমিত্তার্থক বিশেষ্যাদির যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—গৃহবিসম্বাদ সদা 'অনর্থের' হেতু। —হেমচন্দ্র।

১২৯। **নির্ধারণে।** গুণ বা দোষবিশেষদ্বারা সমুদয় স্বজাতীয় হইতে একের যে পৃথক্ করণ তাহার নাম নির্ধারণ। নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— (১) বৈবস্বত নামে মনু সূর্যের তনয়।

'মনীষিকুলের' মণি সর্বগুণালয়—রঘুবংশ

(২) সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষুনিধি,

'মানবের' অধম করিলে।—হেমচন্দ্র।

দ্রষ্টব্য :—নির্ধারণে ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরে অনেক সময় 'মধ্য' পদের প্রয়োগ হয়। যথা,—'বাঙালীর মধ্যেও' রেগুলাস আছেন।—ভূদেব।

১৩০। **হেত্বর্থে।** হেতু অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—(১) দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের 'মঙ্গলে'।—বৃত্র-সংহার। (২) পরের কারণে মরণেও সুখ।—কামিনী রায়। (৩) 'ভয়ে' যিনি যমের নিকটও দৃষ্টিসঙ্কোচ করেন না, 'স্নেহে' তিনি শিশুর নিকটও গলিয়া পড়েন।—প্রভাত-চিন্তা।

১৩১। **সহার্থে।** সহার্থে সপ্তমী হয়। যথা,—

(১) মিলি কার্য করে পশুকীট বনে।

তর যুদ্ধ কচায়ন ভ্রাতৃগণে' (=ভ্রাতৃগণের সহিত)—গোবিন্দ রায়।

(২) 'সুরদলে' সুরপতি গেলা সুরপুরে (=সুরদলের সহিত) মেঘনাদ-বধ।

(৩) একাকী সমরে বুঝিলা কি 'দৈত্যসুতে' ?—বৃত্র-সংহার।

(৪) কি ফুলে তুলনা দিতে আছে বল 'চাঁপাতে'।—হেমচন্দ্র।

দ্রষ্টব্য :—এইরূপ প্রয়োগ অবশ্য পদ্যেই সমধিক প্রচলিত।

১৩২। **প্রয়োজনার্থে।** প্রয়োজনার্থক শব্দযোগে সপ্তমী হয়। যথা,—

(১) বল তার 'জীবনেতে' কিবা প্রয়োজন।

জীবন সাফল্যলাভে বিমুখ যে জন ?—সদ্ভাবশতক।

(২) 'ধনে' আমার কোন প্রয়োজন নাই।—বিদ্যাসাগর।

(৩) আর আমার 'অঙ্গুরীয়ে' কাজ নাই।—বিদ্যাসাগর।

১৩৩। **পরস্পরার্থে**। সাদৃশ্য, অসাদৃশ্য বা অন্যোন্যার্থ বুঝাইতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—

সাদৃশ্য—(১) কে দেয় বিলাতী 'লিলি' 'নলিনীতে' উপমা।—হেমচন্দ্র।

(২) 'মানুষে' 'মানুষে' কখন কখন এমন সাদৃশ্য থাকে যে একজনকে দেখিলে আর একজনকে মনে পড়ে।—দেবী চৌধুরাণী।

অসাদৃশ্য—(১) 'ভারতে' ও 'বিলাতে' আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

(২) 'ওটিতে' ও 'এটিতে' উনিশ-বিশ তফাৎ।

অন্যোন্যার্থ—(১) পিতা-'পুত্রে' কলহ বড়ই নিন্দনীয়।

(২) দেবী এই কথা বলিলে 'নিশিতে', 'দিবাতে', 'রঙ্গরাজে' ও 'দেবীতে' বড় গণ্ডগোল বাধিয়া গেল।—বঙ্কিমচন্দ্র।

(৩) 'ফরাসী' ও 'জার্মানে' যে পরস্পর নিন্দা হইয়া থাকে তাহা জাতি, মান ও ধনপ্রাণ লইয়া প্রবর্তনায়।—ভূদেব।

দ্রষ্টব্য। প্রথমোক্ত পদে অনেক সময় সপ্তমী বিভক্তি উহ্য থাকে। যথা—'ফরাসী' ও 'জার্মানী'—ফরাসীতে ও জার্মানে। 'লিলি'-নলিনীতে—লিলিতে ও নলিনীতে।

১৩৪। **নির্ধারণে**। নির্ধারণেও সপ্তমী বিভক্তি হয়, পক্ষে ষষ্ঠী (১২৯ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যথা—(১) 'বৃক্ষেতে' অশ্বত্থ আমি—গীতা। (১) 'মানুষে' নাপিত ধূর্ত, 'পক্ষীতে' বায়স।—প্রবাদ।

১৩৫। **ক্রিয়া-বিশেষণে**। ক্রিয়া-বিশেষণেও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—'সুখে' আছি; 'নিকটে' বস; 'ত্বরায়' গমন কর; 'দ্রুতগতিতে' হাঁট।

১৩৬। **ভেদ বা লক্ষণে।** যে লক্ষণদ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তু সূচিত হয়, সেই লক্ষণের বোধক শব্দের উত্তর সপ্তমী হয়। যথা,—(১) তিনি 'জাতিতে' ব্রাহ্মণ। (২) ইহারা 'জন্মগুণেই' স্বার্থবাদী।—ভূদেব।[1]

---

১ এখানে 'জাতিতে' পদের 'তে' বিভক্তিকে এবং 'জন্মগুণে' শব্দের 'এ' বিভক্তিকে তৃতীয়াও বলা যাইতে পারে। তুলনীয় সংস্কৃত 'জাত্যা ব্রাহ্মণঃ'।

১৩৭। ভাবে। যাহার ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয় তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—

(১) 'চন্দ্রোদয়ে' কুমুদিনী বিকশিত হইল—এখানে চন্দ্রোদয় কালদ্বারা বিকশিত হওয়ার কাল সূচিত হইতেছে। এইজন্য 'চন্দ্রোদয়ে' পদে সপ্তমী হইল; এইরূপ—'স্মৃতিভ্রংশে' বুদ্ধিনাশ, 'বুদ্ধিনাশে' নষ্ট নরাধম।—গীতা। (৩) তাহার 'স্মরণে' ঝরে নয়নে জীবন।—সদ্ভাব-শতক। (৪) কুরঙ্গ বাঁশীর 'রবে' মাতোয়াল হয়। (৫) 'শঙ্খনাদে' উল্লসিত শঙ্কর-হৃদয়।—ঐ

দ্রষ্টব্য। প্রকারান্তরে উহ্য অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তায় সপ্তমী হয়। (৯৬ (গ) পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

অনুশীলন

১। কারক ভিন্ন কোন্ কোন্ স্থলে প্রথমা বিভক্তি হয়? দৃষ্টান্ত দাও।

২। কয়েকটি বাক্য রচনা করিয়া দেখাও যে বিনার্থ শব্দযোগে সমস্ত বিভক্তিরই প্রয়োগ হইতে পারে।

৩। ক্রিয়া-বিশেষণে ও নাম-বিশেষণে কোন্ বিভক্তি হয়? ব্যাপ্তিকর্ম কাহাকে বলে?

৪। অপেক্ষার্থে, হেত্বর্থে ও নির্ধারণে কোন্ কোন্ বিভক্তি হয়—দৃষ্টান্ত সহ লিখ।

৫। সম্বন্ধ কত প্রকার? কারক-সম্বন্ধ কাহাকে বলে? কর্তৃ-সম্বন্ধ ও অধিকরণ-সম্বন্ধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও। বিশেষণ-সম্বন্ধ কি? উহার দশটি দৃষ্টান্ত দাও।

৬। পদান্বয়ী অব্যয়যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগের বিশটি দৃষ্টান্ত দাও।

৭। নিম্নের চিহ্নিত পদগুলিতে কোন্ বিভক্তি এবং কেন তাহা নির্দেশ কর :—

(ক) অতীত স্মৃতির 'পাদস্পর্শে' 'ভাবের' পারিজাতকুসুম ফুটিয়া উঠে। 'জীবনের' শুষ্ক মরুভূমি 'কোমলতার' মধুর ধারায় অভিষিক্ত হইয়া যায়। (খ) জানকী 'পরিশ্রমে' বিশেষতঃ 'উৎকণ্ঠায়' অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন।

(গ) 'তোমার' আর্যপুত্রের দোহাই, 'শীঘ্র' বল। (ঘ) 'স্বদেশের' 'শুভানুষ্ঠান' উপেক্ষা করা অধম লোকের স্বভাব।

(ঙ) 'তেজ' শৌর্যগুণে তিনি ভয়ের কারণ,
'দয়াশীলতায়' পুনঃ 'শ্রদ্ধার' 'আধার'।

(চ) 'কতক্ষণ' 'জলের' তিলক রহে 'ভালে'?
'কতক্ষণ' রহে 'শিলা' 'শূন্যেতে' মারিলে?

(ছ) 'ক্রোধে' তাপ 'ক্রোধে' পাপ 'ক্রোধে' কুলক্ষয়।
'ক্রোধ' হেতু 'মনুষ্যের' সর্বনাশ হয়।

সর্বনাম—Pronouns

১৩৮। **সংস্কৃত সর্বনাম**। অস্মদ্, যুষ্মদ্, তদ্, যদ্, এতদ্, কিম্, সর্ব প্রভৃতি সংস্কৃত সর্বনাম শব্দ। এইগুলি বাংলায় নিম্নলিখিত স্থান ব্যতীত অবিকল ব্যবহৃত হয় না।

(ক) সমাসে—অস্মদ্দেশে, তদ্বিষয়ে, কিমাকার, যদ্রূপ, তদ্রূপ, তদ্গত, সর্বাঙ্গ ইত্যাদি। (খ) তদ্ধিতে—অস্মদীয়, যুষ্মদীয়, ভবদীয়, কিঞ্চিৎ ইত্যাদি। (গ) কৃদন্তে—যাদৃশ, ভবাদৃশ, এতাদৃশ ইত্যাদি।

১৩৯। বাংলার অধিকাংশ সর্বনাম সংস্কৃত হইতে রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। যাহা (যদ্), তাহা (তদ্), ইহা (ইদম্), উহা (অদস্), কি (কিম্), আমি (অস্মদ্) তুমি (যুষ্মদ্, তুষ্মদ্) আপনি (আত্মন্)।

দ্রষ্টব্য। অন্য, অপর, পর, উভয় ইত্যাদি কয়েকটি সংস্কৃত সর্বনাম অবিকৃত ভাবে বাংলায় প্রচলিত আছে।

১৪০। **সর্বনামের শ্রেণী-বিভাগ**। সর্বনাম নানা প্রকার, যথা—

১। **পুরুষবাচক সর্বনাম** (Personal Pronouns)

আমি (অস্মদ্), তুমি (তুষ্মদ্, যুষ্মদ্), সে (তদ্) ইত্যাদি সর্বনাম ব্যাকরণশাস্ত্রে তিনটি পুরুষের বাচক (১৪১ পরিঃ), এইজন্য ইহাদিগকে পুরুষবাচক সর্বনাম বলে। ইহাদের বিভিন্ন রূপভেদ পরে দ্রষ্টব্য (১৪৩ পরিঃ)।

২। **নির্দেশক বা নির্ণয়সূচক সর্বনাম** (Demonstrative Pronouns)। তাহা (তদ্), ইহা (ইদম্), উহা (অদস্)—এই সর্বনামগুলি যাহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় ; এই জন্য ইহাদিগকে নির্দেশক সর্বনাম কহে। ইহার বিভিন্ন রূপভেদ পরে দ্রষ্টব্য। (১৪৪ পরিঃ)।

দ্রষ্টব্য। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে এগুলি নামপুরুষের অন্তর্গত, এইজন্য এগুলিকে পুরুষবাচক সর্বনামও বলে।

৩। **প্রশ্নবাচক সর্বনাম** (Interrogative Pronouns)

কি (কিম্), এই সর্বনামটি যখন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা প্রশ্নবাচক। যথা,—কী চাও ? কে, কাহারা, কাহাকে ইত্যাদি কিম্ শব্দের বিভিন্ন রূপভেদ পরে দ্রষ্টব্য। (১৪৫ পরিঃ)

৪। **সাপেক্ষ বা সমুচ্চয়ী সর্বনাম** (Relative or Conjunctive Pronouns)। ইহাদিগকে '**সংযোগ** বা **সঙ্গতিবাচক সর্বনাম**'ও বলে।

'এমন লোক নাই যে শোক পায় নাই।'

এস্থলে 'যে শোক পায় নাই' এই বাক্য না বলিলে 'এমন লোক নাই', এই বাক্যের কোন অর্থ হয় না। এস্থলে 'লোক' এবং 'যে' পদ পরস্পরসাপেক্ষ বা নিত্যসম্বন্ধযুক্ত। এই জন্য 'যে' সর্বনামটিকে সাপেক্ষ-সর্বনাম বলে। সাপেক্ষ-সর্বনামের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহা দুইটি বাক্যকে সংযুক্ত করে, এই জন্য উহাদিগকে সমুচ্চয়ী বা সংযোগবাচক সর্বনামও বলে। এস্থলে 'যে' এই সর্বনামটি 'এমন লোক নাই' এবং 'যে শোক পায় নাই' এই বাক্যদ্বয়কে সংযুক্ত করিতেছে।

৫। **অনির্দেশক বা অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম** (Indefinite pronouns)। কেহ, কেউ, কিছু ইত্যাদি। এগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নবাচক সর্বনামেরই রূপান্তর, প্রশ্ন না বুঝাইলে অনির্দেশক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়।

৬। **আত্মবাচক সর্বনাম** (Reflexive Pronouns)। 'কাহারো সাহায্য ব্যতিরেকে' এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য বিশেষ্য বা সর্বনামের সহিত 'নিজে' 'আপনি' 'স্বয়ং' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে নিজ বা আত্মবাচক সর্বনাম বলে।

৭। **সাকল্য-বাচক সর্বনাম** (Inclusive Pronouns)। উভয়, সকল, সব, এই শব্দগুলি সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হইলে উহাদিগকে সাকল্যবাচক সর্বনাম বলা হয়।

৮। **ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম** (Reciprocal Pronouns)। 'আপনা-আপনি' 'আপনি' শব্দের এইরূপ দ্বিত্ব ব্যবহারে 'পরস্পর' অন্যের প্ররোচনা বা সাহায্য ব্যতীত এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হয়। এইজন্য ইহাকে ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম বলা যায়।

প্রকৃতপক্ষে ৫—৮ অনুচ্ছেদোক্ত সর্বনামগুলি প্রথমোক্ত চারি শ্রেণীর কোন কোনটির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে অনেকে ইংরেজী ব্যাকরণের অনুসরণে এইরূপ ৮ ভাগে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া থাকেন।

সর্বনামের রূপ[১]

১৪১। **পুরুষ** (Person)। ব্যাকরণশাস্ত্রে পুরুষ তিন প্রকার—উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ। 'আমি' উত্তম পুরুষ (First Person) 'তুমি' মধ্যম পুরুষ (Second Person), তদ্ভিন্ন সমস্তই প্রথম পুরুষ (Third Person)) ; অর্থাৎ যে বলে সে উত্তম পুরুষ, যাকে বলা যায় সে মধ্যম পুরুষ, আর যার কথা বলা যায় সে প্রথম বা নামপুরুষ।[২]

১৪২। বচন ও কারকভেদে সর্বনামের রূপের পরিবর্তন হয়।

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ভেদে সর্বনামের রূপভেদ হয় না, কিন্তু কয়েকটি সর্বনামের ক্লীবলিঙ্গে বিশিষ্ট রূপ আছে।

১ সর্বনামগুলির সাধু ও চলিত ভাষার রূপ সর্বদা একসঙ্গে লিখিত হইয়াছে।

২ সুতরাং সমস্ত বিশেষ্যেরই নামপুরুষ।

১৪৩। **পুরুষবাচক সর্বনাম** (Personal Pronouns)

আমি, তুমি, আপনি, সে। কারকাদি ভেদে এইগুলির রূপভেদ লিখিত হইল। এইগুলির লিঙ্গভেদ নাই।

আমি—উত্তম পুরুষ (First Person)

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্তা	১মা	আমি, মুই	আমরা, মোরা
কর্ম	২য়া	আমাকে, আমারে, আমায়, মোরে	আমাদিগকে, আমাদের, আমাদেরকে, মোদিগকে, মোদিগেরে, মোদের, মোদিগকে
করণ	৩য়া	আমাদ্বারা, আমার দ্বারা আমাকে দিয়া, আমা-হইতে (হ'তে) আমাকর্তৃক	আমাদিগ (-দিগের) দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, আমাদের দিয়া, দ্বারা
সম্প্রদান	৪র্থী	আমাকে, আমারে, আমায়, মোরে	আমাদিগকে, আমাদের, আমাদেরে, মোদের, মোদেরে, মোদিগকে
অপাদান	৫মী	আমা হইতে, আমাহতে	আমাদের, (আমাদিগ) হইতে
অধিকরণ	৭মী	আমায়, আমাতে, মোতে	আমাদিগেতে, আমাদিগের সকলে, মোদিগে
সম্বন্ধপদ	৬ষ্ঠী	আমার, মোর, মঝু,[১] মম	আমাদিগের, আমাদের[২], মোদের

১ শুধু প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতায় এ পটি পাওয়া যায়। যেমন—

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।—বিদ্যাপতি

বৈষ্ণব কবিতায় 'আমি' স্থলে 'হাম' শব্দের ব্যবহারও প্রসিদ্ধ। যেমন—
'আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ।'—রাধামোহন দাস।

২ স' অস্মে (বয়ম্) > প্রা. অম্হে > আমি। মূলে যাহা বহুবচন ছিল, তাহাই অধুনা একবচনান্ত। প্রাচীন বাংলায়ও আম্হে, আহ্মি ইত্যাদি পদ দেখা যায়। স. অস্ম > প্রা. অম্হ + আ > আমা। স' মম > মব > মো।

দ্রষ্টব্য—১। ৬৫ পরিচ্ছেদ।

দ্রষ্টব্য—২। মুই[১], মোরা, মোরে, মোকে, মোর, মোদের, মোদিগকে, মম[২]—এ কয়েকটি কেবল পদ্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সাধারণ লোকে কথাবার্তায়ও ব্যবহার করে। 'মুই' ও 'মোর' এখন কথ্যভাষা ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না, এগুলি প্রাচীন পদ্যে ব্যবহৃত হইত। যথা,—

"যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হ'তে মুই ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি"—বংশীদাস।
"সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়"—বিদ্যাপতি।

দ্রষ্টব্য—৩। **আমি স্থলে আমরা।** গ্রন্থকার, রাজা, রাজকর্মচারী, শাসকশক্তি, পত্রিকা-সম্পাদকগণ অনেক সময় 'আমি' অর্থে 'আমরা' পদের ব্যবহার করেন।

দ্রষ্টব্য—৪। বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি, বিনয় বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য অনেক সময় আমি স্থলে দাস, সেবক, অধম, বান্দা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—দাস শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে? এ অধম তো কখনো আপনার আদেশ অমান্য করে নাই। ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—৫। **শর্মা**—এই বিশেষ্য পদটি অনেক-সময় কথাবার্তায় 'আমি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা,—সে পথ মেরে দিয়েছি, আদত উইল জানত—তা 'শর্মা' অনেক দিন হস্তগত করেছে।—পরিমল।

উত্তম পুরুষে সংস্কৃত প্রাতিপদিকরূপ একবচনে মৎ (মদ্) এবং বহুবচনে অস্মৎ (অস্মদ্) সমাসে ব্যবহৃত হয়। যথা,—মৎপ্রণীত, অস্মদ-সদৃশ, মদ্‌গৃহে, মদালয় ইত্যাদি। 'মমালয়' অশুদ্ধ, কিন্তু বহু-প্রচলিত।

তুমি—মধ্যম পুরুষ (Second Person)

১মা	কর্তা	তুমি, তুই[৩]	তোমরা, তোরা
২য়া	কর্ম	তোমাকে,[৪] তোমারে, তোকে,[৫] তোরে, তোর	তোমাদিগকে, তোদের, তোদিকে

১ সং ময়া > প্রা' মই, মই > মুই। ২ 'মম' সং অবিকৃত ষষ্ঠ্যন্ত পদ।

৩ পণ্ডিতগণের মতে সংস্কৃত যুষ্মদ্ শব্দের পাশাপাশি তুষ্মদ্ শব্দের ব্যবহার ছিল। সং *তুষ্মে (যূয়ং) > তুম্‌হে > তুমি। 'আমি' শব্দের ন্যায় 'তুমি' শব্দও পূর্বে বহুবচনান্ত ছিল। সং ত্বয়া > তএ > তুই > তুই।

৪ সং *তুষ্ম > তুম্‌হ + আ > তোমা।

৫ সং তব > তো।

		একবচন	বহুবচন
৩য়া	করণ	তোমাদ্বারা, তোমাকর্তৃক, তোরদ্বারা	তোমাদিগের দ্বারা, তোদের দ্বারা
৪র্থী	সম্প্রদান	দ্বিতীয়ার অনুরূপ	
৫মী	অপাদান	তোমা হইতে, তোর হইতে	তোমাদের হইতে
৭মী	অধিকরণ	তোমাতে, তোমায়, তোকে, তোর	তোমাদিগেতে, তোমাদের-সকলে, তোমাদিগেতে
৬ষ্ঠী	সম্বন্ধপদ	তোমার, তোর, তব	তোমাদিগের, তোমাদের, তোদের

দ্রষ্টব্য।—১। ৮২ পরিচ্ছেদ দেখ।

দ্রষ্টব্য।—২। **তুই**—এটি ত্রিবিধ অর্থে ব্যবহৃত।

(১) তুচ্ছার্থে শত ধিক্ 'তোরে' লক্ষ্মণ—নির্লজ্জ 'তুই' ক্ষত্রিয়-সমাজে।—মেঘনাদবধ।

(২) স্নেহ-বাৎসল্যে—বাপ 'তুই' আমার নয়নমণি।

(৩) দেবতাদি সম্বোধনে—

(ক) 'তুই' কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা।—দীনেশ বসু।

(খ) 'তুই' মা মোদের জগৎ আলো।—প্রমথনাথ।

(গ) 'রে কাল! পুরিবি কিরে পুনঃ নবরসে রসশূন্য দেহ 'তুই'?—মাইকেল।

তোরে, তোর, তোকে, তোমাদের ইত্যাদি পদগুলিও পূর্বোক্ত তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

দ্রষ্টব্য।—৩। ষষ্ঠ্যন্ত 'তব'—পদ্যে ব্যবহৃত হয়। 'তোহে', 'তোয়'—এখন ইহার ব্যবহার নাই। উহা প্রাচীন পদ্যে ব্যবহৃত হইত।

'মাধব, বহুত মিনতি করি 'তোয়'—বিদ্যাপতি।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতায় তুঝ, তুয়া, তোহার, তোহারি (তুহার, তুহারি) প্রভৃতি পদগুলিও ষষ্ঠীর এক বচনে পাওয়া যায়।

আপনি—মধ্যম পুরুষ

প্রথমার একবচন	অন্যান্য বিভক্তিতে যাহা আদেশ হয়
আপনি	আপনা—

অন্যান্য বিভক্তিতে যে "আপনা" আদেশ বিহিত হইল, উহার উত্তর বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করিলেই রূপ হইবে।

দ্রষ্টব্য—১। ষষ্ঠীর একবচনে 'আপন' 'আপনার', এই দুই রূপ হয়। 'আপনি' যখন তুমি অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন ষষ্ঠীর 'আপন' হয় না, নিজ অর্থে হয়; যথা,—'আপন মায়েরে চিনেছি এবার'। ষষ্ঠীর বহুবচনে 'আপন আপন' এইরূপ দ্বিত্ব ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ 'আপনার' স্থলে 'আপনকার' পদও ব্যবহার করেন। যথা,—আমার প্রতি আপনকার অনির্বচনীয় স্নেহ ও বাৎসল্য আছে—(সীতার বনবাস)। তবে এরূপ ব্যবহার আধুনিক-রীতিসম্মত নহে।

দ্রষ্টব্য—২। সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শনার্থ 'আপনি' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

দ্রষ্টব্য—৩। মহাশয়।—সম্ভ্রমার্থে অনেক সময় 'আপনি' স্থলে মহাশয়, হুজুর, জনাব (সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রব্যক্তির সম্বন্ধে) প্রভৃতি শব্দেরও প্রয়োগ হয়। যথা,—মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক কল্য আসিবেন। 'মহাশয়ের' সহিত দেখা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মধ্যম পুরুষের সংস্কৃত রূপ ত্বৎ (ত্বদ্) সমাসে ব্যবহৃত হয়। যথা, ত্বদধীন, ত্বৎসদৃশ। 'আপনি' স্থলে 'ভবৎ' শব্দও সমাসে ব্যবহৃত হয়। যথা,—ভবদনুগ্রহে, ভবচ্চরণে।

সে বা তাহা—প্রথম বা নাম-পুরুষ (Third Person)

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ

শব্দ	প্রথমার একবচন	অন্যান্য বিভক্তিতে আদেশ
সে বা তাহা (তদ্)	সে, তিনি	তাহা, তা

'তাহা' প্রভৃতি যে আদেশ বিহিত হইল উহার উত্তর অন্যান্য বিভক্তি যোগ করিলেই পদ-সাধন হইবে। যথা,—তাহারা, তারা, তাহাদিগকে ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। তিনি—সম্ভ্রমার্থে প্রযোজ্য। সম্ভ্রমার্থে প্রথমার একবচন ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তিতে পদের আদি ব্যঞ্জনবর্ণে একটি চন্দ্রবিন্দুর যোগ হয়। যথা—তাঁহাকে, ওঁকে।

ক্লীবলিঙ্গ

শব্দ	প্রথমা বিভক্তি		অন্যান্য বিভক্তিতে আদেশ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
সে বা তাহা (তদ্)	তাহা, তা, সেটি	সেগুলি	তাহা, তা, সেটি	সেগুলি

অন্যান্য বিভক্তিতে যে আদেশ বিহিত হইল, উহার উত্তর বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করিলেই পদ-সাধন হইবে।

'তাহা' শব্দের সংস্কৃত রূপ তৎ বা তদ্; সমাসে এই সংস্কৃত রূপই ব্যবহৃত হয়। যথা—তদ্দ্বারা, তৎকর্তৃক, তদধীন ইত্যাদি।

১৪৪। **নির্দেশক বা নির্ণয়সূচক সর্বনাম** (Demonstrative Pronouns)। নিকটস্থ বস্তু বা ব্যক্তি নির্দেশ করিতে **এ, ইহা, ইনি** এবং দূরস্থ বস্তু বা ব্যক্তি নির্দেশ করিতে **ও, উহা, উনি,** এই সর্বনামগুলি ব্যবহৃত হয়। ইহাদের রূপভেদ এইরূপ—

এ, ইহা, ইনি—প্রাণিবাচক সাধারণ রূপ—এ, এই, ইহারা, এরা, ইহাকে, ইহাদিগকে, ইহাদের, এদের ইত্যাদি;

প্রাণিবাচক (সম্মানসূচক রূপ)—ইনি, ইঁহারা, এঁরা, ইঁহাকে, ইঁহাদিগকে, ইঁহাদের, এঁদের ইত্যাদি।

অপ্রাণিবাচক (ক্লীবলিঙ্গ)—ইহা, এই, এটি, এটা, ইহা, সব, এসব, এগুলি, এগুলা ইত্যাদি।

ও, উহা, উনি—প্রাণিবাচক সাধারণ রূপ—ও, উহারা, ওরা, উহাকে, ওকে, উহাদিগকে, ওদিগকে, ওদের ইত্যাদি।

প্রাণিবাচক (সম্মানসূচক রূপ)—উনি, উঁহারা, ওঁরা, উঁহারা, উঁহাকে, ওঁকে, উঁহাদিগকে, ওঁদিগকে ইত্যাদি।

অপ্রাণিবাচক ক্লীবলিঙ্গ—উহা, ওই, অই, ওটি, ওটিকে, ওগুলিকে, এগুলি, এগুলা, ওসব, ঐসব, ওই সব, ঐ সকল, ঐ সমস্ত ইত্যাদি।

'ইহা' শব্দের সংস্কৃত প্রাতিপদিক রূপ 'এতৎ' বা 'এতদ্' সমাসে ব্যবহৃত হয়। যথা—এতদবস্থায়, এতদ্দ্বারা।

১৪৫। **প্রশ্নবাচক সর্বনাম** (Interrogative Pronouns)। 'কি' এই সর্বনাম প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত হইলে ইহা প্রশ্নবাচক সর্বনাম হয়। ইহার রূপ নিম্নে লিখিত হইল।

কি (কিম্)—নাম-পুরুষ

প্রথমার একবচন	অন্যান্য বিভক্তিতে আদেশ
কে	কাহা, কা

অন্যান্য স্থলে যে 'কাহা' 'কা' আদেশ বিহিত হইল, উহার উত্তর বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করিলেই পদ-সাধন হইবে। যথা,—কাহারা, কাহাকে, কারা, কাকে, কাহাদ্বারা ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—সম্ভ্রমার্থে, 'কাহা' স্থানে 'কাঁহা' হয়—কাঁহারা, কাঁহাকে ইত্যাদি

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	কি, কোন্,[১] কোন্‌টি	কোনগুলি, কি কি
দ্বিতীয়া	কি	কোন্‌গুলি, কি কি
তৃতীয়া	কিসের দ্বারা কি দ্বারা কি দিয়া	কোন্‌গুলি দ্বারা কোন্‌গুলি দিয়া

১ কোন্ পদ সর্বদাই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
চতুর্থী	কি	কোন্‌গুলি
পঞ্চমী	কি হইতে	কোন্‌গুলি হইতে
ষষ্ঠী	কিসের	কোন্‌গুলির
সপ্তমী	কিসে, কিসেতে	কোন্‌গুলার, কোন্‌গুলিতে

১৪৬। **সাপেক্ষ সর্বনাম**-(Relative Pronouns)। যাহা—এটি সাপেক্ষ সর্বনাম। ইহার রূপ নিম্নে লিখিত হইল।

যাহা (যদ্‌)—নাম-পুরুষ

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ

প্রথমার একবচন	অন্যান্য বিভক্তিতে আদেশ
যে, যিনি	যাহা

দ্রষ্টব্য। 'যিনি' সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয়। সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থ অন্যান্য পদের আদি ব্যঞ্জনবর্ণে একটি চন্দ্রবিন্দুর যোগ হয়। যথা,—যাঁহারা, যাঁহাকে ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ

শব্দ	প্রথমা বিভক্তি		অন্যান্য বিভক্তিতে আদেশ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
যাহা (যদ্‌)	যাহা, যা, যেটি	যেগুলি	যাহা, যা, যে	যেগুলি

অন্যান্য বিভক্তিতে যে সমস্ত আদেশ বিহিত হইল, উহাতে বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করিলেই পদ সাধন হইবে। যথা,—যাহারা, যারা ইত্যাদি।

কি—সর্বনামটি সাপেক্ষ সর্বনামও হয়। যথা,—

(ক) জানি না কে ইহা করিয়াছে (কে=তাহাকে যে)।

(খ) জানি না কী ঘটিয়াছে (কী=তাহা যাহা)। ইহার রূপ ১৪৫ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

যাহা—তাহা। যাহা, তাহা এবং উহাদের বিভিন্ন রূপগুলি পরস্পর **নিত্যসম্বন্ধী** (Correlatives)[১]। যেমন, যে—সে, যাহারা—তাহারা যা—তা, যাহা—তাহা ইত্যাদি। যথা,—

'যারা' শক্তিমান 'তারা' উদ্ধত।—রবীন্দ্রনাথ।

"কর্ম করি 'যেই' জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।

বণিকের মত 'সেই' বাণিজ্য করয়॥"—কাশীদাস।

এখানে 'যারা' ও 'তারা', 'যে' ও 'সে' নিত্যসম্বন্ধী।

দ্রষ্টব্য। ১। কখন কখন 'যাহা' বা 'তাহা' ইহার কোন একটি উহ্য থাকে। যথা,—

(ক) 'যাহা বিধিনির্বন্ধ ছিল, ঘটিয়াছে।' ('তাহা' উহ্য)—সীতার বনবাস

(খ) 'শিখিলে জ্ঞান যত নিশীথ জেগে।
উপযুক্ত হ'ল পর-সেবা লেগে—'('তাহা' উহ্য)

(গ) 'নাহি স্থান বসুধায় কোথায় এমন
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে।' ('যাহা' উহ্য)—হেমচন্দ্র

দ্রষ্টব্য। ২। পদ্যে অথবা কথায় জোর দিবার জন্য 'যে—সে' স্থানে 'সে—যে' এইরূপও ব্যবহৃত হয়। যথা,—

'মূর্খ 'সে যে' দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে।'

যথা, তথা, কোথা, এথা। যাহা, তাহা, কি এবং ইহা—এ কয়েকটি সর্বনামের স্থলে কখন কখন যথা, তথা, কোথা ও এথা আদেশ হয়। পঞ্চমী ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তিতে উহাদের উত্তর বিভক্তি যোগ হয়। অন্যান্য বিভক্তিতে এগুলির প্রয়োগ নাই।

পঞ্চমী	ষষ্ঠী	সপ্তমী
যথা (যেথা) হইতে	যথাকার	যথা, যথায়
তথা হইতে	তথাকার	তথা, তথায়
এথা হইতে	এথাকার	এথা, এথায়

১ কেহ কেহ এগুলিকে 'পারস্পরিক সঙ্গতিমূলক সর্বনাম' বলিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত। (ক) 'হের ঐ নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য 'যথা'*
হইলেন অবতীর্ণ।'—যোগীন্দ্র বসু।
(খ) 'স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ 'যথায়',
স্বদেশের পায়ে হও নত।'

দ্রষ্টব্য ১। দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ বিষয়ের বৈপরীত্য প্রদর্শনার্থ সময় সময় 'কোথায়—কোথায়' এই নিত্যসম্বন্ধী পদদ্বয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(ক) 'কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষত্রিয় ধর্ম; কোথায় জটা, কোথায় বা রাজ্যশাসন; এইরূপ বিসদৃশ কার্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত নহে।'—রাম-বনবাস।

(খ) 'কোথায় নন্দনজাত কল্পপাদপের উচ্চতা, আর কোথায় তিমিরাবৃত গিরিগহ্বরের নীচতা? কোথায় কমনীয় কাব্যের বিলাস, আর কোথায় কড়া ও ক্রান্তির কদর্য গণনা।'—প্রভাত-চিন্তা।

দ্রষ্টব্য ২। 'হেথা' ও 'হোথা' (সম্ভবতঃ এথা ও তথা শব্দের অনুকরণে গঠিত)—এ-দুটি শব্দও পদ্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের উত্তর 'য়' বিভক্তিযুক্ত 'হেথায়' 'হোথায়' পদদ্বয় পদ্যে চলিত আছে। যথা,—

(ক) 'হেথা মত্ত স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয়-গরিমা।
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা।'

(খ) 'হেথায় চেতন পাই মায়ের যতনে সৌমিত্রি।'—মেঘনাদ-বধ।

১৪৭। অনির্দেশক বা অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম (Indefinite Pronouns)।

প্রশ্ন না বুঝাইলে 'কি' এই সর্বনামটি অনির্দেশক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়। তখন 'কি' স্থলে 'কেহ' আদেশ হয় ও অনেক সময় পরে 'ও' এই অব্যয় যুক্ত হয়। ইহার বিভিন্ন রূপ এই প্রকার—

* 'যথা' পদ ভাব-বিশেষণ ও নাম-বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়।

একবচন	বহুবচন
প্রথমা—কেহ, কেও, কেউ	কাহারাও, কারাও
ষষ্ঠী—কাহারও, কাহারো, কারো, কারুর	কাহাদিগেরও, কাদেরও
অন্যান্য বিভক্তিতে আদেশ—কাহা, কা	কাহাদিগ, কাদিগ

যথা—কাহাকেও, কারোও, কাহাদিগকেও, কাহাদিগেরও ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গে—কি, কিছু

যৌগিক নির্দেশক সর্বনাম—কেহ কেহ, অন্য-কেহ, কেহ-না-কেহ, কিছু-না-কিছু ইত্যাদি।

'যে', 'যা' এই সাপেক্ষ-সর্বনাম যোগে যে-কেহ, যে-কেউ (whosoever), যা-কিছু, যা-তা (whatsoever) ইত্যাদি যৌগিক সর্বনাম গঠিত হয়।

১৪৭। (ক) **আত্মবাচক সর্বনাম** (Reflexive Pronouns)। 'অন্যের সাহায্য বা সম্পর্ক ব্যতিরেকে' এই অর্থ বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য 'নিজ' 'আপনি', 'স্বয়ং', 'খোদ' প্রভৃতি কয়েকটি সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। 'স্বয়ং' পদটি কেবল কর্তৃকারকেই প্রযোজ্য। অন্যান্য পদগুলি সমস্ত কারকেই প্রযোজ্য। যথা—নিজ, নিজেরা, নিজে-নিজে, নিজেকে, নিজেরে, নিজের, নিজ-নিজ, নিজেদের ইত্যাদি।

আপনি—আপনি, আপনি-আপনি, আপনাকে, আপনারে ইত্যাদি।

'আপনি' শব্দ 'নিজ' (Self) অর্থে তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হয়। যথা,—
উত্তম পুরুষ—সেনাপতি পদে বরণ করেছি পুত্রে না যাব 'আপনি'।—হেমচন্দ্র।
মধ্যম পুরুষ—'আপনি' অবশ হলি তবে বল দিবি তুই কারে?—রবীন্দ্রনাথ।
প্রথম পুরুষ—আপনার গুণ 'আপনি' না গাইলে কে গায়?—বঙ্কিমচন্দ্র।

মনুষ্য স্বয়ং 'আপনার' উদ্ধারকর্তা।—(গিরিশ ঘোষ)।

১৪৭। (খ) **সাকল্যবাচক সর্বনাম** (Inclusive Pronouns)। উভয়, সকল, সব—এগুলি সাকল্যবাচক সর্বনাম। ইহাদের মধ্যে 'সব' শব্দের বিভিন্ন রূপগুলি উল্লেখযোগ্য।

প্রথমা—সব, সবাই (সব্বাই), সবে।

দ্বিতীয়া—সবাকে, সবাইকে (সব্বাইকে), সবগুলিকে, সবারে, সবগুলির।

তৃতীয়া—সবদ্বারা, সবারদ্বারা, সবাইকেদিয়া।

চতুর্থী—দ্বিতীয়ার ন্যায়।

পঞ্চমী—সব হইতে, সবার থেকে, সব চেয়ে, সবার চেয়ে, সবের থেকে ইত্যাদি।

ষষ্ঠী—সবের, সবার, সবাকার, সব্বাইয়ের।

সপ্তমী—সবে, সবেতে, সবের বা সবার মাঝে।

'সকল' শব্দের ষষ্ঠীতে এইরূপ হয়—সকলের, সকলকার। অন্যান্য স্থলে বিশেষ্য শব্দের ন্যায়।

১৪৮। সংস্কৃত সর্বনাম। কয়েকটি সংস্কৃত সর্বনাম পদ অবিকৃতভাবে বাংলায় প্রচলিত আছে।

যদা, তদা, তব, মম। কেবল পদ্যে ব্যবহৃত হয়।

যত্র, তত্র, কুত্র, কদা—আধুনিক বাংলায় ইহাদের ব্যবহার অতি বিরল।

অত্র, যস্য, কস্য, ইদম্। দলিল-পত্রাদিতে ও আদালতের ভাষায় এগুলির ব্যবহার চলিত আছে। যথা—অত্র আদালতে উপস্থিত হইবা। কস্য কর্জপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে (=কস্যকর্জপত্রমিদং কার্যঞ্চ আজ্ঞাপয়তি)।

অহং। কথাবার্তার ভাষায় পরিহাসাদি স্থলে ব্যবহৃত হয়। যথা,—'অহং' জাতিতে ব্রাহ্মণ, হুজুর যবন'।—(বঙ্গবাসী)।

১৪৯। সর্বনামের বচন লিঙ্গ ও কারক। সর্বনাম যে পদের পরিবর্তে বসে তাহার লিঙ্গ ও বচন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহার কারক ভিন্ন হইতে পারে। যথা,—

(ক) 'চিররোগী **ব্যক্তিদিগের** শরীর দুর্বহ ভারস্বরূপ ; **তাহারা** নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সঙ্কুচিতচিত্ত।'

এখানে বৃহদাকার পদদ্বয়ের লিঙ্গ ও বচন অভিন্ন, কিন্তু কারক বিভিন্ন।

দ্রষ্টব্য। তাহা, ইহা, উহা, যাহা ইত্যাদি সর্বনাম কোন একটি বাক্যাংশ বা বাক্যের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হইতে পারে। তখন উহাদের সর্বদাই একবচন ও ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা,—

বাক্যাংশ। অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিবে না, তাহাতে শরীর ও মন উভয়েরই গ্লানি উপস্থিত হয়। (তাহাতে = গুরুতর ভোজনে)।

বাক্য। আত্মহত্যা মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন (ইহা = আত্মহত্যা মহাপাপ)।

১৫০। **বিভক্তি-ব্যবহার**। কারক ও বিভক্তির ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ্য সম্বন্ধে যাহা বিহিত সর্বনামেও তাহাই যথাসম্ভব প্রযোজ্য।

১৫১। **সর্বনামীয় নাম-বিশেষণ ও ভাব-বিশেষণ**—বহু সর্বনাম এবং তদ্ভূত শব্দ এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। উহাদের বিবরণ নাম-বিশেষণ ও ভাব-বিশেষণের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

অনুশীলন

১। কয়েকটি সংস্কৃত সর্বনাম শব্দের নাম কর এবং উহারা কোন্ কোন্ স্থলে ব্যবহৃত হয় দৃষ্টান্ত সহ বল।

২। সর্বনামের শ্রেণী-বিভাগ কর। 'কি' এটি কোন্ শ্রেণীর সর্বনাম?

৩। পুরুষ কয় প্রকার এবং কি কি? দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাও যে 'আপনি' ও 'স্বয়ং' শব্দ তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হইতে পারে। 'আমি' শব্দের পূর্ণরূপ লিখ। (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯৪৩)।

৪। সাপেক্ষ সর্বনাম কাহাকে বলে? দুইটি দৃষ্টান্ত দাও। নিম্নলিখিত সর্বনামগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর: যে—সে, সে—যে, যাহারা—তাহারা, যা—তা, যাহারা—তাহাদের, তাহারা—যাহাদের, যার—সে, সে—তার।

৫। নিম্নলিখিত সর্বনামগুলি কি অর্থে কোন্ স্থলে প্রযোজ্য, দৃষ্টান্ত সহ বল:—তুই, আপন-আপন, অত্র, কস্য। "আমরা" কোন্ সময় "আমি"

অর্থে প্রযোজ্য? কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয় এইরূপ কয়েকটি সর্বনামের নাম কর।

৬। নিম্নলিখিত সর্বনামগুলিদ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর :—ইনি, উনি, সেটি, কি কি, কারা, কাহারা, কেহ, এ, ও, তা, বা, ইহারা, যথা, অমুক, কিসের।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের লুপ্ত সর্বনাম পদগুলি উদ্ধার কর :—

(ক) 'অনেক লোক আছেন—জগতে সর্বত্রই অমঙ্গল দেখেন।'

(খ) যার দুঃখ—বুঝে,—তারা বুঝিয়াও বুঝে না।

(গ) পর দোষ তোমার নিকটে—কয়,
বলে সে—দোষ—নিশ্চয়।

নাম-বিশেষণ—Adjectives

১৫২। **শ্রেণী-বিভাগ**—নাম-বিশেষণ চারি প্রকার—

(১) সংজ্ঞা-বাচক বিশেষণ (Proper Adjectives)

(২) গুণবাচক বিশেষণ (Adjectives of Quality)

(৩) সংখ্যাবাচক বিশেষণ (Adjectives of Quantity)

(৪) সর্বনামীয় বিশেষণ (Pronominal Adjectives)

(১) **সংজ্ঞাবাচক বিশেষণ**। বিশেষ সংজ্ঞাবোধক, অর্থাৎ ব্যক্তিবাচক ও স্থানবাচক বিশেষ্য পদ হইতে যে সমস্ত বিশেষণ পদ উৎপন্ন হয়, সেগুলি সংজ্ঞাবাচক বিশেষণ। যথা,—**ভারতীয়** সভ্যতা, **বঙ্গজ** কায়স্থ, **খৃষ্টীয়** শতাব্দী **ইংলণ্ডীয়** রাজ্ঞী, **কৃত্তিবাসী** রামায়ণ, **বৃটনীয়** বৈজ্ঞানিক সভা, **ইয়ুরোপীয়** ও **আমেরিক** জাতি সকল।

(২) **গুণবাচক বিশেষণ**। যে বিশেষণ গুণ বা অবস্থাদি প্রকাশ করে, সেগুলি গুণবাচক বিশেষণ। যথা,—**সুন্দর** পুষ্প, **বিদ্বান্** ব্যক্তি, **নির্মল** জল, **যুবা** পুরুষ।

দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ 'উপাদান-বাচক বিশেষণ' নামে একটি পৃথক্ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। যথা—স্বর্ণময়, মৃন্ময় ইত্যাদি। উহা গুণবাচক বিশেষণের

(৩) **সংখ্যাবাচক বিশেষণ।** যে বিশেষণে সংখ্যা বা পরিমাণ বুঝায়, সেগুলি সংখ্যাবাচক বিশেষণ। যথা,—এক, দুই, তিন, প্রথম, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, অল্প, অধিক ইত্যাদি।

সংখ্যা দুই প্রকার—(১) **গণনা-সংখ্যা** (Cardinals)—এক, দুই, তিন, চারি ইত্যাদি ; (২) **ক্রমসংখ্যা বা পূরণবাচক সংখ্যা** (Ordinals)—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি।

খাস বাংলায় ক্রমসংখ্যা বুঝাইবার শব্দ অধিক নাই। মাসের তারিখ বুঝাইতে 'পয়লা', 'দোসরা', 'তেসরা', 'চৌঠা', 'পাঁচই' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। অন্য-স্থলে ক্রমবাচক খাঁটি-সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। যথা,—

সংখ্যাবাচক	ক্রমবাচক	সংখ্যাবাচক	ক্রমবাচক
৪ চারি, চার	চতুর্থ	১০০ একশ	শততম
৬ ছয়	ষষ্ঠ	১০১ একশ এক	একাধিক শততম
২০ কুড়ি, বিশ	বিংশ, বিংশতিতম	৯৯ নিরানব্বই	ঊনশততম
২৪ চব্বিশ	চতুর্বিংশ, চতুর্বিংশতিতম	১০০০ হাজার	সহস্রতম

দ্রষ্টব্য। **খাস বাংলায় ক্রমসংখ্যা** অনেক সময় আমরা এইরূপেও প্রকাশ করি ; যথা,—সাত দিনের দিন (on the seventh day) ; তিনবারের বার (third time) ; দশের পৃষ্ঠা (10th. page) ; পাঁচের ঘর ইত্যাদি।

(৪) **সর্বনামীয় বিশেষণ।** কতকগুলি সর্বনাম বিশেষ্যের পূর্বে বসিয়া উহাকে বিশেষ করে। এগুলিকে সর্বনামীয় বিশেষণ বলে। যে, সে, এ, ও, ওই, অই, অত, কই, কয়, ক', কতক, কত, কোন্, কোন, কিছু, স্ব, সব, সকল, এমন, যেমন, উভয়, এক, অন্য, অপর, পর,

ইতর, একতর, অন্যতম, স্বয়ং, নিজ, খোদ, অমুক, যত, তত ইত্যাদি সর্বনামীয় বিশেষণ। যথা,—

অন্য—(১) সর্বনাম—"থাকুক 'অন্যের' কথা আত্মা হয় বৈরী।"—কাশীদাস

(২) বিশেষণ—"যার কাজ তার সাজে, 'অন্য' লোকে লাঠি বাজে।"

—প্রবাদ।

অমুক—(১) সর্বনাম—"অমুকে বড় হইলে, আমিও বড় হইব, এরূপ সঙ্কল্প মন্দ নহে, কিন্তু অমুকের অনিষ্ট করিয়া স্বীয় ইষ্টলাভ করিব, এরূপ আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত দূষণীয়।"

(২) বিশেষণ—"উহা বৎসরের অমুক সময়ে ভূমিতে বপন করিলে যথাকালে ফল প্রদান করে।"—বিদ্যাসাগর।

নিত্যসম্বন্ধী সর্বনামীয় বিশেষণ। যত—তত, যেরূপ—সেরূপ, যে—সে ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের বিবরণ সমুচ্চয়ী অব্যয়ের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

"যে-মানুষকে মানুষ সম্মান কর্‌তে পারে না, সে-মানুষকে মানুষ উপকার কর্‌তে অক্ষম।"—রবীন্দ্রনাথ।

১৫৩। **বিধেয় বিশেষণ**। প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ—একটি 'উদ্দেশ্যাংশ', অপরটি 'বিধেয়াংশ' (বাক্য-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলা যায় তাহা 'উদ্দেশ্য' আর 'উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহা 'বিধেয়'।

উদ্দেশ্যাংশ	**বিধেয়াংশ**
১। ধনী লোকেরা	প্রায়ই নিঃসন্তান হয়।
২। ধার্মিক লোকই	প্রকৃত সুখী (হয়)
৩। রাম	আমার নয়নমণি (হয়)।
৪। বালকেরা	পড়িতেছে।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ হইতে দেখা যাইতেছে যে,

(ক) কর্তৃপদই বাক্যের উদ্দেশ্য এবং কর্তৃপদের কোন বিশেষণ থাকিলে তাহাও উহার সঙ্গে উদ্দেশ্যাংশে ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষণকে উদ্দেশ্য-বিশেষণ বলা যায় (Attributive uses of Adjectives)। ইহা প্রায় সর্বদাই কর্তৃপদের পূর্বে বসে। পূর্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'ধনী' ও 'ধার্মিক' উদ্দেশ্য-বিশেষণ পদ।

(খ) বাক্যের বিধেয়াংশে একটি ক্রিয়াপদ থাকিবেই, কেননা ক্রিয়াপদ ব্যতীত কাহারও সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। কিন্তু যখন শুধু ক্রিয়াপদে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, তখন উদ্দেশ্য সম্পর্কিত গুণ বা অবস্থা-বিশেষ বুঝাইবার জন্য ক্রিয়ার সহিত বিশেষণ পদ বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত বিশেষ্য পদও থাকে। এই পদটিকে বিধেয়পদ বা **বিধেয়-বিশেষণ** (Predicative uses of Adjectives) বলে। পূর্বোক্ত প্রথম তিন দৃষ্টান্তে 'নিঃসন্তান', 'সুখী' ও 'মণি' এই তিনটি বিধেয়-বিশেষণ।

(গ) তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'মণি' পদ 'রাম' পদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং উহাদ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হইতেছে, এই জন্য উহাও বিধেয়-বিশেষণ। উহাকে কর্তৃপদের সমপদ বলিয়াও অন্বয় করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বিশেষ্যপদও বিধেয়-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) বিধেয়-বিশেষণের প্রধান একটি লক্ষণ এই যে, উহা বাক্যের বিধেয়াংশে থাকে বলিয়া সর্বদাই কর্তৃপদের পরে বসে। উহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, উহা ব্যবহৃত না হইলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। পূর্বোক্ত বাক্যসমূহ হইতে 'নিঃসন্তান' 'সুখী' ও 'মণি' পদ উঠাইয়া দিলে উহাদের কোন অর্থ থাকে না। এই হেতু বিধেয় পদকে 'অনুপূরক পদ'ও (Complement) বলে। (বাক্য-বিশ্লেষণ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) পূর্বোক্ত চতুর্থ দৃষ্টান্তে বাক্যের বিধেয়াংশে কোন বিশেষণ নাই, কেবল ক্রিয়াদ্বারাই বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হইয়াছে। কাজেই

দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক বাক্যেরই বিধেয়াংশে বিধেয়-বিশেষণ থাকে না।*

১৫৪। বিধেয়-বিশেষণের লিঙ্গ। ১৫৬ পরিচ্ছেদ (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৫৫। বিশেষণের বিভক্তি। বচন ও কারকভেদে নামবিশেষণের রূপের পরিবর্তন হয় না, কাজেই উহাদের উত্তর বিভিন্ন বিভক্তির যোগ হয় না; উহারা সর্বদাই প্রথমার একবচনান্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। যথা,—ধনী লোক, ধনী লোকেরা, ধনী লোকের ইত্যাদি। এখানে 'লোক' শব্দ বিভিন্ন বচন ও কারকে ব্যবহৃত হইলেও 'ধনী' শব্দের রূপের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

কিন্তু বিশেষণ যখন বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তখন উহার উত্তর যথাসম্ভব সমস্ত বিভক্তিরই প্রয়োগ হয়। যথা,—

১। সংজ্ঞাবাচক—'চীনীয়দিগের শ্রমশীলতা ইয়োরোপীয় ও আমেরিক-দিগেরও ভীতিজনক হইয়াছে'—ভূদেব।

২। গুণবাচক—'এডর্নো যাবতীয় সম্ভ্রান্তদিগকে সম্মত করিয়া যুবাটিকে পত্র দিলেন।'—বিদ্যাসাগর।

'ধনশালী মহাশয়েরা.........সহস্র প্রকারে লোকের উপকার করিতে পারেন।'—অক্ষয় দত্ত।

৩। সংখ্যাবাচক—দশের লাঠি একের বোঝা। দশের কোঠা।

৪। সর্বনামীয়—'সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুরূপ কর্ম করিলে সকলেরই ভারের লাঘব হয়।'—অক্ষয় দত্ত।

* বাক্যের বিধেয়াংশ (Predicate) এবং বিধেয় বিশেষণের (Predicative Adjective) মধ্যে যে পার্থক্য তাহা স্পষ্টরূপে না বুঝিলে প্রকৃত বাক্য-বিশ্লেষণ-প্রণালী হৃদয়ঙ্গম হওয়া সুকঠিন। অনেকেই ছাত্রগণকে বাক্য-বিশ্লেষণ-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন। শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষও উহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কাজেই এ বিষয়টি সর্বত্রই যথাসম্ভব স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা হইতেছে। আশা করি, এই অপরিহার্য অংশটি বাহুল্যবোধে অপ্রীতিকর হইবে না

১৫৬। নাম-বিশেষণের লিঙ্গ। (ক) তদ্ভবাদি খাস বাংলা বিশেষণ শব্দের লিঙ্গভেদে রূপের পরিবর্তন হয় না। যথা,—বড় ছেলে, বড় মেয়ে, ছোট কর্তা, ছোট কর্ত্রী, চালাক ছেলে, চালাক বৌ, বুড়া ষাঁড়, বুড়া গাই, খোঁড়া মেম।

(খ) তৎসম বিশেষণ পদ বিশেষ্যের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়।[1] যথা,—জ্যেষ্ঠ পুত্র, জ্যেষ্ঠা কন্যা ; কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠা ভগ্নী ; বৃদ্ধ পুরুষ, বৃদ্ধা নারী ; বিদ্বান্ লোক, বিদুষী রমণী ; মহান্ কোলাহল, মহতী সভা ; বলবান্ যুবা, বলবৎ কারণ, বলবতী ইচ্ছা, মূর্তিমান্ ক্রোধ, মূর্তিমতী দয়া ; দৈব দুর্যোগ, দৈবী শক্তি।

পূর্বোক্ত উভয় সূত্রের ব্যতিক্রম আছে। এ সম্বন্ধে বালকগণ নিম্নলিখিত নিয়ম কয়েকটি অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(১) প্রাণিবাচক বিশেষ্য পদ ও তাহার বিশেষণ উভয়ই তৎসম হইলে বিশেষণটি বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসরণ করিবে। যথা,—

জ্যেষ্ঠা কন্যা, কনিষ্ঠা রাজ্ঞী, সুন্দরী যুবতী, বিদুষী ভার্যা, বৃদ্ধা রমণী, প্রিয়তমা পত্নী, পতিহীনা নারী, প্রৌঢ়া রমণী, পতিপ্রাণা কামিনী, সুশীলা বালিকা, অরক্ষণীয়া কন্যা, শাপভ্রষ্টা দেবী, তরুণী পরিচারিকা, সমবয়স্কা মুনিকন্যা।

(২) কিন্তু তদ্ভবাদি খাস বাংলা বিশেষণগুলি লিঙ্গভেদে সাধারণতঃ রূপান্তরিত হয় না। যথা,—বড় মেয়ে, ছোট রাণী, বুড়া গাই, খোঁড়া বালিকা, চালাক ঝি, বোকা বৌ।

(৩) কিন্তু প্রাণিবাচক খাস বাংলা বিশেষ্যপদের তৎসম বিশেষণগুলি লিঙ্গভেদে বিকল্পে রূপান্তরিত হয়। যথা,—সুন্দর বৌ, সুন্দরী বৌ, সরল মেয়ে, সরলা মেয়ে ; চতুর ঝি, চতুরা ঝি ;

১ ১৫৬ পরিচ্ছেদে যে সমস্ত উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হইল তাহা সমস্তই লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্যবোধে সর্বত্র নামোল্লেখ করা হইল না।

(৪) অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যের বিশেষণগুলি লিঙ্গভেদে রূপান্তরিত হয় না যথা,—

অনির্বচনীয় শোভা; নির্মল কীর্তি; পরম প্রীতি; প্রগাঢ় ভক্তি; দৃঢ় প্রতীতি; সমৃদ্ধ নগরী; সাধারণ বুদ্ধি; অসাধারণ দয়া; মোহন মূর্তি অলৌকিক কবিত্বশক্তি; বিষম বিপদ।—বিদ্যাসাগর।

উদ্দাম প্রবৃত্তি; নিগূঢ় কথা; অনির্বচনীয় শোভা; প্রগাঢ় দৃষ্টি; অদ্বিতীয় অনির্বচনীয় অতুল তপঃশোভা; পৌরুষ তেজস্বিতা; সুকুমার তনু; পূর্ণাবয়ব ছায়ামূর্তি; অপ্রতিম চারিত্রশুদ্ধি; সমুদ্রবেষ্টিত লঙ্কা; স্পৃহনীয় শোভা; ঘুমন্ত জ্যোৎস্না; শোকাচ্ছন্ন বুদ্ধি; অপরূপ শোভা।—কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

শারীরিক সুস্থতা; উৎকৃষ্ট বৃত্তি; প্রবল ক্ষুধা; শস্যপরিপূর্ণ আপণশ্রেণী অনুরাগী মন; রমণীয় শোভা; অসামান্য শক্তি; উপযোগী সামগ্রী; তদনুযায়ী কর্ম।—অক্ষয় দত্ত।

ব্যতিক্রম।—(ক) ইন্, বিন্, বৎ, মৎ, ঈয়স্ ও ময়ভাগান্ত বিশেষণগুলি স্ত্রীলিঙ্গে ও পুংলিঙ্গে অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যেরও লিঙ্গ অনুসরণ করে। যথা,— চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদশ্রেণী; সংহারিণী মূর্তি; হৃদয়গ্রাহিনী কথা; ব্রহ্মলোক বিহারিণী সমৃদ্ধি; সর্বব্যাপিনী শক্তি; বিরামদায়িনী নিদ্রা; তেজস্বিনী মনোবৃত্তি; ফলবতী আশা; বলবতী ইচ্ছা; মূর্তিমতী দয়া; মূর্তিমান আদর্শ ভূয়সী প্রশংসা; তেজীয়ান্ পুরুষ; সুখময়ী কল্পনা; অমৃতময়ী ভাষা; তমোময়ী নৈশশোভা; অমৃতময়ী সঙ্গীতধ্বনি; আনন্দময়ী উন্মাদিনী জ্যোৎস্না; মৃন্ময়ী তনু; পুণ্যতোয়ময়ী সরযূ-লহরী।

(খ) দৃশ, কর ও অৎভাগান্ত এবং অকারান্ত বিশেষণগুলি অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যের লিঙ্গানুসরণ করে বিকল্পে। যথা,—

তাদৃশ দশা; তাদৃশী শোভা; ঈদৃশী সমৃদ্ধি; ঈদৃশ ক্ষমতা; ভয়ঙ্কর কথা; ভয়ঙ্করী মূর্তি হিতকরী সভা; মহান্ কোলাহল; মহৎ ভাব; বলবৎ কারণ; পরম প্রীতি; অমলা প্রীতি সাধারণ বুদ্ধি; সাধারণী শক্তি; পরমা শান্তি।

(গ) পৃথিবী, লতা, নদী প্রভৃতি সংস্কৃত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের এবং লেখকগণ যে সমস্ত অপ্রাণিবাচক শব্দে প্রাণিধর্ম আরোপ করেন, সেই শব্দের বিশেষণগুলি সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত ও সমাসনিষ্পন্ন শব্দ হইতে সর্বদাই স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। যথা,—

সসাগরা পৃথিবী; পাদপকণ্ঠশোভিতা লতা; প্রসন্নসলিলা গোদাবরী; শ্যামসলিলা যমুনা; বাসন্তী স্রোতস্বিনী; সুজলা সুফলা ভারতভূমি; সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা; পরদুঃখকাতরা দয়া; শীর্ণকায়া রোহিণী; অর্ধচন্দ্রকায়া বারাণসী।

(৫) প্রাণিবাচক বিশেষ্যের বিধেয়-বিশেষণ বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসরণ করে বিকল্পে। যথা,—

'জানকী অত্যন্ত কাতরা হইয়াছিলেন, সীতা স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; এক কামিনী নিতান্ত অনাথার ন্যায় একান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। সীতা হতচেতনা হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন'।—সীতার বনবাস

'বিমলা প্রস্তরমূর্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। গৃহিণী যাদৃশী মান্যা, বিমলা পৌরজনের নিকট তাদৃশী মান্যা ছিলেন।'—দুর্গেশনন্দিনী।

কিন্তু পূর্বোক্ত (৪ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিশেষণগুলি বিধেয়রূপে, ব্যবহৃত হইলেও প্রায় সর্বদাই বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসরণ করে। যথা,—

'বাল্মীকির রচনা অতি চমৎকারিণী ও যারপরনাই মনোহারিণী; সীতা পতি-হিতৈষিণী ও পতিসুখে সুখিনী ছিলেন।'—সীতার বনবাস।

'জানকী রামের প্রেমে এমন উন্মাদিনী ছিলেন বটে।' 'আমি তোমার নিত্যসঙ্গিনী হইয়া নিয়ত তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিব।'—জানকীর অগ্নিপরীক্ষা।

'প্রকৃতি ধৈর্যময়ী।'—বঙ্কিমচন্দ্র।

(৬) অপ্রাণিবাচক শব্দের বিধেয় বিশেষণ সম্বন্ধে (৪) অনুচ্ছেদের নিয়মগুলি প্রযোজ্য।

সুশ্রাব্যতা ও ভাষার রীতি রক্ষার জন্য পূর্বোক্ত কোন নিয়মের অন্যথাচরণ দূষণীয় নহে।

অনুশীলন

১। নাম-বিশেষণ কত প্রকার এবং কি কি? দৃষ্টান্তসহ উহাদের সংজ্ঞার্থ বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নের প্রত্যেকটি শব্দ সর্বনাম ও বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর:—যে, সে, সব, সকল, উভয়, স্বয়ং, নিজ, খোদ, অমুক, ইতর।

৩। বিধেয়-বিশেষণ কাহাকে বলে? কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও। বিধেয়-বিশেষণ কোন্ সময় বিশেষ্য পদের লিঙ্গ অনুসরণ করে, কোন্ সময় করে না? বিধেয় বিশেষণের বিশেষ লক্ষণ কি? নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে বিধেয়-বিশেষণ-গুলি নির্দেশ কর :—দানব-নন্দিনী আমি রক্ষঃকুলবধূ; মূঢ় সে যে দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে; মূর্খ তুমি; তিনি দণ্ডায়মান হইলেন।

৪। কোন্ স্থলে বিশেষণে বিভিন্ন বিভক্তিগুলির প্রয়োগ হয়? বিবিধ শ্রেণীর বিশেষণ দিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

৫। নাম-বিশেষণের লিঙ্গ ব্যবহারের সাধারণ সূত্র কি? কোন্ স্থলে বিশেষণ বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসরণ করে এবং কোন্ স্থলে করে না দৃষ্টান্ত সহ বিস্তারিত লিখ।

৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অশুদ্ধি সংশোধন কর অথবা বিশুদ্ধতা সমর্থন কর :—

(ক) বিগতা রাত্রিতে সেই সুন্দর মেয়েটি এখানে উপস্থিতা হইয়াছিল। তাহার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা সন্তুষ্ট হইয়া তাহার ভোজনের উপযোগী নানাবিধ মিষ্ট সামগ্রী আনিয়া দিল। তাহা ভক্ষণ করিয়া সে রসনা পরিতৃপ্তা করিল।

(খ) মনোরমা প্রৌঢ়বয়স্ক; প্রফুল্লমুখী মহিমময়ী সুন্দরী।

(গ) মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া সরল সুন্দর বিশুদ্ধ রমণী-প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

(ঘ) সেই ভীষণ রাক্ষসী শয্যাশায়িনী সুপ্ত সুন্দরীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

(ঙ) "বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী দেখ বীরশূন্য এবে, নিদাঘে যেমতি ফলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী।"

(চ) ভীমরূপী বামাবৃন্দ; ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা।

(ছ) 'ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি, হে আচার্য জগদীশ! কি অদৃশ্য তপোভূমি বিরচিলে এ পাষাণ-নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে।'

ক্রিয়া—Verbs

১৫৭। **ধাতু**। ক্রিয়ার মূল ধাতু। বাংলা সাহিত্যে প্রায় দেড় হাজার ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। উৎপত্তির দিক্ দিয়া বাংলা ধাতুসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।—(১) সিদ্ধ ধাতু (Primary Roots), (২) সাধিত ধাতু (Secondary or Derivative Roots) এবং (৩) সংযোগমূলক ধাতু (Compounded Roots)।

(১) **সিদ্ধ ধাতু**। যে সকল ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ, যাহাদের আর কোন বিশ্লেষণ হয় না তাহাদিগকে সিদ্ধ ধাতু বলে। যথা,—কর্, কাঁদ্, উঠ্, আঁচ, আন্, বাহ্, মার্, গর্জ্, আঁট, ঘুচ্ ইত্যাদি।

(২) **সাধিত ধাতু**। যাহাদের বিশ্লেষণ করিলে অন্য ধাতু, নামশব্দ বা প্রত্যয় পাওয়া যায়, সেই সকল ধাতুকে সাধিত ধাতু বলে। নামধাতুগুলিও ইহাদের অন্তর্গত। সাধিত ধাতু ৫ প্রকারের :—

(১) প্রয়োজক বা ণিজন্ত ধাতু—করা, খাওয়া, দেওয়া, দেখা ইত্যাদি।

(২) নামধাতু—বেতা, লাঠা, জুতা, ধমকা ইত্যাদি।

(৩) ধ্বন্যাত্মক—ফোঁসা, হাঁফা, হাঁচ্, ধুঁক্, কন্‌কনা, চড়্‌চড়া, টল্‌টলা চক্‌চকা ইত্যাদি।

(৪) কর্মবাচ্যের ধাতু—শুনা, শোনা (কথাটা ভাল শুনায় না) ইত্যাদি।

(৫) বিবিধ (ইহাদের মূল অনির্ণীত,—গজা (জন্মান), বিলা (বিতরণ কর্), লেলা (কুকুর লেলাইয়া দেওয়া) ইত্যাদি।

(৩) **সংযোগমূলক ধাতু**। কর্, হ, খা, যা, দে, পা প্রভৃতি ধাতুর সহিত বিশেষ্য, বিশেষণাদি যোগে সংযোগমূলক ধাতু গঠিত হয়। যথা,—গান কর্, পান কর্, স্নান কর্, লাভ কর্, যোগ কর্, ধার কর্, পাক কর্, ঠাট্টা কর্, রক্ষা কর্ ইত্যাদি বহু ধাতু কর্ ধাতু যোগে গঠিত। অন্যান্য ধাতুযোগে অনেক প্রয়োজনীয় ধাতু গঠিত হইয়াছে ; যথা,—রাজী হ, জবাব দে, দুঃখ পা, লজ্জা পা, সাজা দে ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। বহু সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে কর্ প্রভৃতি ধাতু যোগে এইরূপ ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয় যথা,—আহার কর্, গমন কর্, দর্শন-কর্, জিজ্ঞাসা-কর্ ইত্যাদি।

তাহারা আহার করিয়াছে। সে গান করিতেছে। সমুদ্র দর্শন কর। এ সকল বাক্যে করিয়াছে, করিতেছে, কর প্রভৃতিকে ক্রিয়াপদ না বলিয়া আহার-করিয়াছে, গান-করিতেছে, দর্শন-কর প্রভৃতিকে ক্রিয়াপদরূপে পরিচয় দেওয়া উচিত। কিন্তু, তাহারা অন্নাহার করিয়াছে, এ ক্ষেত্রে 'করিয়াছে' ক্রিয়াপদ, 'অন্নাহার' কর্মপদ।

যৌগিক বা মিশ্র ক্রিয়া (Compound Verbs)। 'ইয়া ও ইতে'—প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সহিত অন্য ধাতু মিলিত হইয়া **যৌগিক বা মিশ্র** ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। ইহাতে প্রথম ক্রিয়াপদটির অর্থই বলবৎ হয়। দ্বিতীয় ক্রিয়াপদটি প্রথম ক্রিয়াপদটির অর্থের পূর্ণতা, বিশদতা, নিশ্চয়তা, নিরন্তরতা, স্থায়িত্ব, অভ্যাস, অনুমতি প্রভৃতি ভাব সূচিত করিয়া দেয়। যথা, কাটিয়া ফেল্, বসিয়া পড়্, গড়িয়া তোল্ (পূর্ণতাবোধক); দিয়া আস্, চলিয়া যা, খাইয়া লহ্ (বিশদতা); লাগিয়া থাক্, জাগিয়া রহ্, দিতে থাক্ (নিরন্তরতা); গিয়া থাক্, চাহিয়া দেখ্; বকিয়া যা, বলিয়া উঠ্। দেখিও-শুনিও, পড়িবে-শুনিবে, রান্না-বান্না করিত—এ সকল ক্রিয়াপদেও একটি অর্থই প্রকাশ করে।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ধাতু। যে সমস্ত ধাতু সংস্কৃত ভাষা হইতে অবিকল বাংলায় আসিয়াছে সেগুলি সংস্কৃত ধাতু। যথা,—ভূ, স্থা, কৃ, গম্, দৃশ ইত্যাদি। সংস্কৃত অধিকাংশ ধাতুরই ক্রিয়াপদ বাংলায় প্রচলিত নাই, কেবল ঐ সমস্ত ধাতুর উত্তর বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন শব্দ প্রচলিত আছে। যথা,—ভূ ধাতু হইতে ভব, ভব্য, ভূত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি (কৃৎপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)। মাত্র কয়েকটি সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতুর ক্রিয়াপদ বাংলা সাহিত্যে বিশেষতঃ পদ্যসাহিত্যে দৃষ্ট হয়; যথা,—চুম্ব্ (চুম্বিল), তিষ্ঠ, গর্জ্জ (গর্জিছে), শোভ্ (শোভিছে), ত্যজ্ (ত্যজিল) ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। বাংলা ধাতু নির্ণয়ের সহজ উপায় এই:—উত্তম পুরুষের বর্তমান কালে ধাতুরূপ হইতে শেষের ই বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই ধাতু। যথা,—আমি লিখি (√ লিখ্), আমি পড়াই (√ পড়া)।

ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি যুক্ত হইয়া সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহাদিগকে **তিঙ্** বলে এবং গঠিত সমাপিকা ক্রিয়া-পদটিকে **তিঙন্ত** পদ বলে। যে প্রত্যয়যোগে ধাতু হইতে অসমাপিকা ও বিশেষ্য-বিশেষণাদি পদ প্রস্তুত হয়, তাহাকে বলে **কৃৎ** এবং ঐরূপ পদকে **কৃদন্ত** পদ বলে। √ কর্+ইতেছি (তিঙ্)=করিতেছি (তিঙন্ত পদ)। √কর্+আ=করা, √কর্+ইয়া, ইতে=করিয়া, করিতে। ইহারা কৃদন্ত পদ।

১৫৮। ক্রিয়া। ধাতুর উত্তর ক্রিয়া-বিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয় (২৯ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১৫৯। ক্রিয়ার শ্রেণী-বিভাগ। বাক্যে ব্যবহার-ভেদে ক্রিয়াসমূহ দ্বিবিধ—**সমাপিকা** ও অসমাপিকা। যে ক্রিয়ার প্রয়োগ করিলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয় না, অন্য ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা **অসমাপিকা**। যথা,—'আমি ভাত **খাইয়া** স্কুলে যাইব।'

যে ক্রিয়ার প্রয়োগ করিলে বাক্যের কথা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়, অন্য ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহা **সমাপিকা**। যথা,—'আমি **স্কুলে যাইব**'।

অর্থভেদে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া আবার প্রত্যেকে দ্বিবিধ—সকর্মক ও অকর্মক। যে ক্রিয়ার কর্ম আছে, তাহা **সকর্মক** (Transitive)। যেমন,—সে **পুস্তক** 'পড়ে'। আমি ভাত 'খাই'। যে ক্রিয়ার **কর্ম নাই তাহা** **অকর্মক** (Intransitive)। যেমন,—সে 'হাসিতেছে'; আমি 'যাইতেছি'। বালকেরা 'খেলিতেছে'।

এই ক্রিয়াগুলি অকর্মক—

হাসা, কাসা, খেলা,[১] বেড়া, উঠা, বসা, চলা, ফেরা, বাঁচা, মরা, কমা, আসা, যাওয়া, থাকা, নড়া, চড়া, ডুবা, ভাসা, পড়া,[২] মিলা, মিশা, ফুটা, ফাটা, টলা, গলা, ঠেকা, ঠকা, হারা, জিতা, উড়া, নামা, দৌড়ান, থাকা, খাওয়া, নাওয়া, হওয়া, ঘটা, চুলা, চলা, শোয়া, নাচা, পচা, ফুলা, জ্বালা, ক্ষেপা, কাঁপা, ঝোলা, দোলা, ভোগা, রাগা, জাগা ইত্যাদি।

১৬০। কর্মের স্বরূপ। বিশেষ্য পদ অথবা যাহা-কিছু বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহাই ক্রিয়ার কর্ম হইতে পারে। যথা,—

(ক) বিশেষ্য—'করোনা সুখের আশ, পরোনা দুঃখের **ফাঁস**।'।

(খ) সর্বনাম—তিনি **আমাকে** উঠাইলেন।

(গ) নাম-বিশেষণ—**ধনীকে** লোকে ভয় করে, কিন্তু **জ্ঞানীকে** সম্মান করে।

(ঘ) কৃদন্ত—আমি **লিখিতে** জানি।

(ঙ) বাক্যাংশ—তুমি আমাকে **কি করিতে** বল?

(চ) বাক্য—বলোনা কাতর স্বরে— **বৃথা জন্ম এ সংসারে**।

১ অপিচ, ১৬৫ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ২ পতন অর্থে

১৬১। **দ্বিকর্মক ক্রিয়া।** কতকগুলি ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে। একটি বস্তুবাচক, অপরটি ব্যক্তিবাচক। বস্তুবাচক কর্মকে **মুখ্যকর্ম** (Direct Object), এবং ব্যক্তিবাচক কর্মকে **গৌণকর্ম** (Indirect Object) কহে। যথা,—'রামকে খবর দাও'—এখানে 'রামকে' গৌণকর্ম এবং 'খবর' মুখ্যকর্ম। বচনার্থ জিজ্ঞাসার্থ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বিকর্মক। [1]

অপর দৃষ্টান্ত—১। তুমি আমাকে ইহা বলিয়াছিলে। ২। সে আমাকে এ সংবাদ দিয়াছে। ৩। আমি অধ্যাপক মহাশয়কে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ৪। বালকটি আমাকে গল্পটী বলিয়াছিল। ৫। তিনি আমাকে ইংরেজী পড়ান। ৬। আমি তাহাকে চিঠি লিখিয়াছি। ৭। তিনি আমাকে কোন উত্তর দেন নাই। ৮। তোমার পিতা আমাকে একখানি সুন্দর পুস্তক পাঠাইয়াছেন। ৯। বিচারক আসামীকে সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। ১০। তুমি আমাকে কথা দিয়াছিলে। ১১। রজককে বস্ত্র দাও। ১২। মাষ্টার মহাশয় আমাকে ছুটি দিয়াছেন। ১৩। শিক্ষক মহাশয় আমাকে এক টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য। দুইটি কর্মই ব্যক্তিবাচক বা বস্তুবাচক হইলে ক্রিয়া দ্বিকর্মক হয় না। যথা,—'আমি যদুকে ও মধুকে মারিয়াছি। আমি মুড়ি ও চিড়া খাইয়াছি'—এখানে 'মারিয়াছি' ও 'খাইয়াছি' ক্রিয়া দুইটি দ্বিকর্মক নহে। প্রকৃতপক্ষে, এখানে দুইটি বাক্য। যথা,—'আমি যদুকে 'মারিয়াছি' এবং 'মধুকে মারিয়াছি'।

সকর্মক ধাতুর অকর্মকত্ব

(Transitive Verbs used Intransitively)

১৬২। যখন কোন কিছু উদ্দেশ্য না করিয়া সাধারণভাবে ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশিত হয়, তখন সকর্মক ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদও অকর্মকের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(ক) আমরা মুখ দিয়া **খাই**, কান দিয়া **শুনি** ও চক্ষু দিয়া **দেখি**।

---

১ "দ্বে কর্মণী দুহাদেঃ" সংস্কৃত ব্যাকরণের এই সূত্রের বিষয়ীভূত দুহ্, চাহ্ (যাচ্ঞার্থ) প্রভৃতি ধাতু বাংলায় দ্বিকর্মক নহে। এতৎপ্রসঙ্গে "কৌমুদী-উদ্ধৃত" দৃষ্টান্তগুলিও কোন কোন বাংলা ব্যাকরণে অবিকল স্থান পাইয়াছে। যথা,—'রামকে টাকা চাহিতেছে'। 'দরিদ্র রাজাকে ধন চাহে' ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা লেখ্য কি কথ্য ভাষায় কোথাও এরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

(খ) সে স্ত্রীর তাদৃশ ধর্মজ্ঞান ছিল না, সুতরাং সে সুযোগ পাইলেই **অপহরণ করিত**।—বিদ্যাসাগর।

দ্রষ্টব্য। অনেক সময় কর্মপদ অপ্রকাশিত থাকে। সে স্থলে ক্রিয়া অকর্মক নহে। যথা,—

"মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে **শুনে** পুণ্যবান্॥"

১৬৩। উপসর্গযোগে অনেক সময় সংস্কৃত সকর্মক ধাতুও অকর্মক হইয়া যায়, সুতরাং তন্নিষ্পন্ন ক্রিয়াও অকর্মক হয়। যথা,—

সকর্মক	অকর্মক
বদ্ (বলা),	বি-বদ্ (বিবাদ করা),
হৃ (হরণ করা),	বি-হৃ (বিহার করা),
ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা),	আ-ক্ষিপ্ (আক্ষেপ করা),
ই (পাওয়া),	উৎ-ই (উদয় হওয়া)।

অকর্মক ধাতুর সকর্মকত্ব

(Intransitive Verbs used Transitively)

১৬৪। কতকগুলি ক্রিয়া অকর্মক ও সকর্মক দুই রকমেই ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(১) অন্ধকারে যাইতে পারিব, আমি **ডরাই না**। (অকর্মক)

(২) 'আমি কি **ডরাই** সখি ভিখারী রাঘবে?' (সকর্মক)

(১) আমি নিজের জন্য **ভাবি না**। (অকর্মক)

(২) 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক মুদিয়া নয়ন, কী **ভাবিছ** মনে মনে'? (সকর্মক)

(১) পুরুষে এত **লজ্জা করিবে** কেন? (অকর্মক)

(২) 'রামমোহনকে বিভা কিছুমাত্র **লজ্জা করিত না**।' (সকর্মক)

১৬৫। **ধাত্বর্থক (বা সমধাতুক) কর্ম** (Cognate Object)।[1]

১ ইংরেজী—Cognate Object-এর কেহ কেহ 'সমধাতুক' বা 'সমধাতুজ কর্ম' এইরূপ পরিভাষা দিয়াছেন, কিন্তু এই কর্মপদটি সর্বত্র সমধাতুজ হয় না, ভিন্ন ধাতু হইতে উৎপন্ন

ক্রিয়া ও কর্মপদ একার্থক হইলে অকর্মক ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াও সকর্মক হয়। এস্থলে কর্মটিকে 'ধাত্বর্থক কর্ম' বা 'সমধাতুক কর্ম' কহে। ইহা দুই প্রকারে হয়। যথা,—

১। ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হওয়াতে উভয়ে সমার্থক হয়। যথা,—

(ক) 'রঙ্গভূমির শৈলূষগণ যেরূপ মিথ্যা 'হাসি' হাসে, মিথ্যা 'কান্না' কাঁদে (ভ্রান্তি-বিনোদ)। (খ) কি 'খেলা' খেলিব বল ভাই? (পদ্মমালা)। (গ) এমন সুখের 'মরণ' কে মরিতে পারে? (ঘ) এখন এক 'ঘুম' ঘুমাইয়া লও। (ঙ) তোমার বড় 'বাড়' বাড়িয়াছে (রবীন্দ্রনাথ)। (চ) বড় 'বাঁচা' বাঁচিয়াছি। (ছ) রতন বেচে থাক্‌তে তার চাকরের 'ভাবনা' ভাবতে হবে না (শরৎচন্দ্র)।

২। কর্মপদটি ভিন্ন ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াও ক্রিয়াপদের সমার্থক হইতে পারে। এস্থলে কর্মপদের মধ্যে ধাত্বর্থটি লুপ্ত থাকে। যথা,—

(ক) আপনার 'গুণ' আপনি না গাইলে কে গায়? (গুণ=গুণগান) (বঙ্কিমচন্দ্র)। (খ) এক 'পাক' ঘুরিয়া আসিবে। (গ) তাহাকে দুই এক 'পাক' আকাশে ঘুরাইল (রবীন্দ্রনাথ)। (ঘ) টাকাটা হাতে হাতে একশ 'হাত' ফিরিয়া আসিল।

ণিজন্ত ধাতু—Causative Verbs

১৬৬। **প্রয়োজক ক্রিয়া।** (১) প্রেরণ বা প্রবর্তন করা অর্থে বাংলা ধাতুর উত্তর 'আ' প্রত্যয় হয়। 'আ' প্রত্যয়ান্ত ধাতু হইতে ধাতুবিভক্তি যোগে যে ণিজন্ত ক্রিয়াপদ হয়, সেগুলিকে বলে প্রয়োজক ক্রিয়া। প্রয়োজকের, অর্থাৎ প্রয়োজক কর্তার ক্রিয়া এই অর্থে প্রয়োজক ক্রিয়া। যে করায় তাহাকে **প্রয়োজক কর্তা** এবং যাহাকে করায় তাঁহাকে **প্রয়োজক কর্ম** কহে।

হইয়াও উহা সমার্থক হইতে পারে। ১৬৫ পরিঃ প্রথম অনুচ্ছেদের দৃষ্টান্তগুলি Cognate in form and meaning, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের দৃষ্টান্তগুলি Cognate in meaning only, not in form, সুতরাং 'ধাত্বর্থক কর্ম' বা "ক্রিয়ার্থক কর্ম" পরিভাষাই সুসঙ্গত বোধ হয়।

আ প্রত্যয় হইলে কোন কোন ধাতুর আ-কারের কিছু পরিবর্তন হয়, কোন কোন ধাতুর হয় না। যথা,—যা—যাওয়া, শু—শোয়া, লিখ্—লিখা বা লেখা, কর্—করা। নিম্নে কতিপয় প্রয়োজক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

মূলধাতু	আ-প্রত্যয়ান্ত ধাতু	মূল ক্রিয়া	প্রয়োজক ক্রিয়া
কর্	করা	করিতেছি	করাইতেছি
পড়্	পড়া	পড়িতেছি	পড়াইতেছি
উঠ্	উঠা	উঠিতেছি	উঠাইতেছি
যা	যাওয়া	যাইতেছি	যাওয়াইতেছি
খা	খাওয়া	খাইতেছি	খাওয়াইতেছি
দে	দেওয়া	দিতেছি	দেওয়াইতেছি
লিখ্	লিখা, লেখা	লিখিতেছি	লেখাইতেছি, লিখাইতেছি
শিখ্	শিখা, শেখা	শিখিতেছি	শিখাইতেছি, শেখাইতেছি
চল্	চলা	চলিতেছি	চালাইতেছি

প্রয়োগ। প্রফুল্লের শাশুড়ী পা ছড়াইয়া পাকা চুল 'তুলাইতেছিলেন'। (বঙ্কিমচন্দ্র)। একজন আসল বিলাতি সাহেবকে বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে 'খাওয়াইতে' পারিবে না। (বঙ্কিমচন্দ্র)। ওরা একদিন ডাইনী ব'লে নিরপরাধকে 'পুড়িয়েছে'। (রবীন্দ্রনাথ)। ব্রজ হাসিয়া 'উড়াইয়া' দিল। প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার চোখের জল 'মুছাইল' (বঙ্কিমচন্দ্র)। সে কথা অতি করুণ স্বরে 'জানিয়েচেন'। (রবীন্দ্রনাথ)। চালাতে জানে না তবু 'চালাবে'। (শরৎচন্দ্র)।

(২) সংস্কৃত ধাতুর উত্তর প্রেরণ অর্থে ণিচ্ প্রত্যয় হয়। ণিচ্ প্রত্যয়ের ণ্ চ্ যায়, ই থাকে।

ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে ণ্যন্ত বা ণিজন্ত ধাতু বলে। ণ্যন্ত ধাতু হইতে যে ক্রিয়াপদ হয়, তাহাও প্রয়োজক ক্রিয়া। বাংলায় এরূপ ক্রিয়াপদ অধিক প্রচলিত নাই। কিন্তু ণিজন্ত ধাতু হইতে উৎপন্ন বহু কৃদন্ত পদ বাংলায় প্রচলিত আছে। যথা,—স্থাপিত, স্থাপন, অধ্যাপনা ইত্যাদি (বিস্তারিত কৃৎ-প্রকরণে দ্রষ্টব্য)।

ণিচ্ প্রত্যয় হইলে ধাতুর আকারের নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। যথা,—

মূল ধাতু	ণ্যন্ত ধাতু	মূল ধাতু	ণ্যন্ত ধাতু
স্থা	স্থাপি[1]	ভী	ভীষি
জ্ঞা	জ্ঞাপি	পা	পালি, পায়ি
শ্রু	শ্রাবি	ঋ	অর্পি[2]
কৃ	কারি	হন্	ঘাতি
মুচ্	মোচি	রুহ্	রোপি,[3] রোহি
দৃশ্	দর্শি	অধি-ই	অধ্যাপি

(৩) **জ্ঞাতব্য**। (ক) অকর্মক ধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রয়োজক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

(খ) সকর্মক ধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রয়োজক ক্রিয়া দ্বিকর্মক হয়।

(গ) দ্বিকর্মক ধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রয়োজক ক্রিয়া দ্বিকর্মকই থাকে।

দৃষ্টান্ত

(ক) **অকর্মক**	**সকর্মক**
বালক শুইতেছে।	মাতা বালককে শোয়াইতেছেন।
গাড়ী চলিতেছে।	চালক গাড়ী চালাইতেছে।

(খ) **সকর্মক**	**দ্বিকর্মক**
বালক দুধ খাইতেছে।	মাতা বালককে দুধ খাওয়াইতেছেন।
যদু ইংরেজী শিখিতেছে।	শিক্ষক যদুকে ইংরেজী শিখাইতেছেন।

১ 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে'—মেঘনাদ-বধ।
২ 'আমরা দাঁড়াব উঠি', আমরা ছুটিয়া বাহিরিব, অর্পিব পরাণ॥' —রবীন্দ্রনাথ।
৩ 'রোপিয়াছি আশা তরু, পড়ে ঢলিয়া'—।

(গ) **দ্বিকর্মক**	**দ্বিকর্মক**
ছাত্র শিক্ষককে পড়া জিজ্ঞাসা করিতেছে।	পিতা ছাত্রদ্বারা শিক্ষককে পড়া জিজ্ঞাসা করাইতেছেন।
ছলিম জমিদারকে টাকা দিতেছে।	নায়েব ছলিমের দ্বারা জমিদারকে টাকা দেওয়াইতেছেন।

(৪) প্রয়োজক ক্রিয়ার পরে 'আন' (আনো') প্রত্যয় যোগ করিয়া ভাব-বিশেষ্য (Verbal Nouns) প্রস্তুত হয়। যথা,—

জানা	জানান	খাওয়া	খাওয়ান
করা	করানো	শুনা	শুনানো
পড়া	পড়ানো	হাসা	হাসানো

(৫) 'করান' এই প্রয়োজক ক্রিয়া বিশেষ্যের সহযোগে অনেক সময় প্রয়োজক ক্রিয়ার কার্য করিয়া থাকে। যথা,—স্নান করান, দাঁড় করান, গান করান।

(৬) **উপসর্গ যোগে** অনেক সংস্কৃত অকর্মক ধাতু সকর্মক হয়; সুতরাং তন্নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদও সকর্মক হয়।

অকর্মক—ভূ—হওয়া	সকর্মক—অনু-ভূ—অনুভব করা।
নম্—নত হওয়া	প্র-নম্—প্রণাম করা।
শুধ্—শুদ্ধ হওয়া।	পরি-শুধ্—পরিশোধ করা।
স্থা—থাকা	অনু-স্থা—অনুষ্ঠান করা।

দ্রষ্টব্য। ইংরেজী Preposition যোগে অকর্মক ক্রিয়া সকর্মক হয়। যথা,—

Stand—দাঁড়ান (অ)	Come—আসা (অ)
With-stand—প্রতিরোধ করা (স)	Over-come—পরাজিত করা (স)

কিন্তু ইংরেজীতে Prepositionটি অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়ার পরে বসে। যথা,—

Laugh—হাসা (স)	Look—দৃষ্টি করা (অ)
Laugh-at—উপহাস করা (স)	Look-after—যত্ন করা (স)

মনে রাখিবে, ক্রিয়ার সহিত যখন যুক্ত হয় তখন ইংরেজীতে Prepositionগুলির ব্যবহার বাংলা উপসর্গের ন্যায়। কিন্তু বিশেষ্যের সহিত যখন অন্বিত হয়, তখন Prepositionগুলির ব্যবহার বাংলা পদান্বয়ী অব্যয়ের ন্যায়। (৩১ পরিচ্ছেদ)

নাম-ধাতু

নাম বা শব্দ হইতে যে সকল ধাতু উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে **নাম-ধাতু** বলে। নাম-ধাতুতে শব্দের সহিত আ প্রত্যয় যোগ হয়। যথা,—কাম+আ=কামা (কামায়=উপার্জন করে), চেত+আ=চেতা (চেতায়), দাঁড়+আ=দাঁড়া (দাঁড়ায়), হাত+আ=হাতা (হাতায়), থিত+আ=থিতা (থিতায়), আলগ+আ=আলগা (আলগায়)। সংস্কৃত নাম-ধাতুর বাংলায় ব্যবহার কম; তবে প্রত্যয়ান্ত রূপে তাহাদের ব্যবহার শুধু বাংলায় পাওয়া যায়। যথা,—শব্দায়মান, দণ্ডায়মান, শ্যামায়মান।

আধুনিক বাংলায় নানা প্রকারের নূতন নূতন নাম-ধাতুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—কুড়ায়, খোয়ায়, ঘামায়, পিটায়, শুধায়, জুতায়, বিষায়, আগায়, কিলায়, উঁচায়, গালায়, চড়ায়, ছোঁচায়, লাটায় ইত্যাদি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলায় অনেক নূতন নূতন নাম-ধাতুর সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যথা,—বৃষ্টিল, নীরবিল (নীরব হইল), অভিনিনু (অভিনয় করিলাম), নিন্দিনু (নিন্দা করিলাম), বাহিরিল (বাহির হইল)। পরবর্তী কবিতায়ও এই জাতীয় অনেক নাম-ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—মুকুলিল, মঞ্জুরিল, প্রকাশিল, 'উঠিল বনাঞ্চল **চঞ্চলিয়া**' (রবীন্দ্রনাথ), '**বাহিরিনু** হেথা হ'তে উন্মুক্ত অম্বরতলে' (রবীন্দ্রনাথ)।

অনুকার-সূচক অব্যয়-পদের সহিত আ-যোগ করিয়াও বাংলায় অনেক নাম-ধাতু গঠিত হয়। যথা,—মস্‌মসা, সন্‌সনা, ঝন্‌ঝনা, ভড়্‌বড়া, ফর্‌ফরা (তুলনা—অর্বাচীন সংস্কৃত 'ফরফরায়তে') ইত্যাদি।

ক্রিয়ার প্রকার (Mood)

১৬৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ লক্ষ্য কর—

১। সে **খেলে**। ২। সে **খেলুক**। ৩। যদি সে **খেলে** তবে আমিও খেলিব। ৪। সে খেলিলে আমিও **খেলিতাম**।

উপরি-লিখিত বাক্যগুলিতে একটি ক্রিয়াই নানাভাবে ব্যবহৃত হইয়া বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহাকে ক্রিয়ার **ভাব-প্রকাশক প্রকার** (Mood) বলে।

১। প্রথম বাক্যে 'খেলে' ক্রিয়াপদের কোন একটি কার্য ঘটে—এই কথাটি সাধারণ ভাবে নির্দেশ করিয়া দিতেছে; ইহাকে বলে ক্রিয়ার **নির্দেশক প্রকার** (Indicative Mood)। ২। দ্বিতীয় বাক্যে 'খেলুক' ক্রিয়াটি কর্তার আদেশ বা উপদেশ প্রকাশ করিতেছে; ইহাকে বলে ক্রিয়ার **অনুজ্ঞা প্রকার** (Imperative Mood)। ৩-৪। তৃতীয় বাক্যে 'যদি সে খেলে', এখানে 'খেলে' ক্রিয়াটি অনিশ্চয়তা বুঝাইতেছে এবং চতুর্থ বাক্যটিতে 'খেলিতাম' ক্রিয়াটির সম্ভাব্যতা আর একটি ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। ইহাকে বলে ক্রিয়ার **ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার** বা **সংযোগ প্রকার** (Subjunctive Mood)।

দ্রষ্টব্য। ১। ইংরেজীতে Subjunctive Moodএর ক্রিয়ার রূপ Indicative Mood হইতে কোন কোন স্থলে কিছু ভিন্নরূপ হয়। কিন্তু বাংলাতে তাহা হয় না, নির্দেশক প্রকারের রূপই ব্যবহৃত হয়, তবে অর্থ প্রকাশের জন্য 'যদি—তবে,—তাহা হইলে' ইত্যাদি অব্যয়ের প্রয়োগ হয়।

দ্রষ্টব্য। ২। Infinitive-ইংরেজী ব্যাকরণেও প্রকৃতপক্ষে Mood বলিয়া গণ্য হয় না। উহা বাংলায় 'ইতে' প্রত্যয় যোগে প্রকাশিত হয় (১৮৩ পরিঃ দ্রঃ। যথা,—সে 'খেলিতে' আসিয়াছে—উদ্দেশ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerundial Infinitive)। সে 'খেলিতে' চায়—বিশেষ্যস্থানীয় অসমাপিকা ক্রিয়া (Noun Infinitive)।

ক্রিয়ার রূপ

১৬৮। পুরুষ, কাল ও বাচ্যভেদে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয়

'অনুজ্ঞা' ভিন্ন অন্য প্রকার-ভেদে (Mood) ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয় না।

১৬৯। **পুরুষ** (Person) তিন প্রকার (৯২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) :—

উত্তম পুরুষ—(First Person) ; মধ্যম পুরুষ—(Second Person) ; প্রথম পুরুষ—(Third Person)।

উত্তম পুরুষ 'আমি' (অস্মদ্) শব্দের ক্রিয়া, মধ্যম পুরুষে 'তুমি' (যুষ্মদ্) শব্দের ক্রিয়া এবং প্রথম পুরুষে 'আমি' 'তুমি' ভিন্ন অন্য শব্দের ক্রিয়া বুঝায়।

১৭০। কাল। ক্রিয়ার সময়কে কাল বলে। কাল তিন প্রকার—**বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ**।

যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহার কালকে **বর্তমান কাল** কহে। যথা,—আমি পড়িতেছি।

যে ক্রিয়া পূর্বে হইয়া গিয়াছে, তাহার কালকে **অতীত কাল** কহে। যথা,—আমি পড়িয়াছিলাম।

যে ক্রিয়া পরে হইবে তাহার কালকে **ভবিষ্যৎ কাল** কহে। যথা,—আমি পড়িব।

১৭১। এই প্রধান তিন কালের আবার অবান্তর-বিভাগ আছে। যথা,—

১। সাধারণ বা নিত্য বর্তমান	করি	Simple Present
২। ঘটমান বর্তমান	করিতেছি	Present Progressive
৩। পুরাঘটিত বর্তমান	করিয়াছি	Present Perfect
৪। সাধারণ বা নিত্য অতীত	করিলাম	Simple Past
৫। নিত্যবৃত্ত বা পুরানিত্যবৃত্ত অতীত	করিতাম	Habitual Past
৬। ঘটমান অতীত	করিতেছিলাম	Past Progressive
৭। পুরাঘটিত অতীত	করিয়াছিলাম	Past Perfect
৮। সাধারণ ভবিষ্যৎ	করিব	Simple Future
৯। ঘটমান ভবিষ্যৎ	করিতে থাকিব	Future Progressive
১০। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	করিয়া থাকিব	Future Perfect

দ্রষ্টব্য। (ক) ইংরেজী Perfect Continuous Tense গুলি বাংলায় 'করিয়া-আসিতেছি', 'করিয়া-আসিতেছিলাম' এইরূপ সংযুক্ত ক্রিয়াদ্বারা অনেক সময়

প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ উহাতে ঘটমান কালের বিভক্তিই (২।৬।৯) প্রয়োগ করা হয়। যথা,—

আমি আজ জ্বরে 'ভুগিতেছি'—I am suffering from fever to-day.

আমি সপ্তাহ যাবৎ জ্বরে 'ভুগিতেছি'—I have been suffering from fever for a week. (এস্থলে 'ভুগিয়া আসিতেছি' এরূপ প্রয়োগ বিরল)।

লক্ষ্য করিবে, সকল কাল প্রকাশের জন্য বাংলায় বিশিষ্ট ক্রিয়া-বিভক্তি নাই, কোন কোন স্থলে অন্য ক্রিয়ার সাহায্যে ঐ সকল ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন, ঘটমান ভবিষ্যৎ—করিতে থাকিবে (will be doing), পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—করিয়া থাকিবে (will have done)।

এতদ্ব্যতীত সংযুক্ত ক্রিয়াদ্বারা আরো দুইটি সূক্ষ্ম কালভেদ প্রকাশিত হয়। যথা,—(১) শিক্ষক মহাশয় যখন বলিতে থাকিতেন, আমরা তিন ঘণ্টা ধরিয়া লিখিতে থাকিতাম (ইহাকে **ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত** বলা যায়)।

(২) যাত্রাগানের সময় সারা রাত জাগিয়া থাকিতাম (ইহাকে **পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত** বলা যায়)।

দ্রষ্টব্য (খ)—বাংলা ক্রিয়ার কাল-বিভাগ নিম্নলিখিত ভাবেও করা হয়* :—

ক্রিয়ার কাল প্রধান ভাবে দুইটি—(ক) **সরল** বা **মৌলিক কাল** (Simple Tense); (খ) **মিশ্র** বা **যৌগিক কাল** (Compound Tenses)।

মৌলিক কাল চারিটি :—(১) সাধারণ বা নিত্য বা অনির্দিষ্ট বর্তমান (Simple or Indefinite Present), (২) সাধারণ বা নিত্য অতীত (Simple or Indefinite Past), (৩) নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past) এবং (৪) সাধারণ ভবিষ্যৎ (Simple Future)।

মিশ্র বা যৌগিক কাল আবার প্রধানভাবে চারিটি :—(১) ঘটমান বর্তমান (Present Progressive), (২) ঘটমান অতীত (Past Progressive), (৩) পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect), (৪) পুরাঘটিত অতীত (Past Perfect)।

এই ভাবে বাংলা ক্রিয়ার কাল প্রধানতঃ আটটি (Origin and Development of the Bengali Language, ৯৩০ পৃষ্ঠা)। পরে যৌগিক কালের ভিতরে ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Progressive) এবং পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (Future Perfect) যোগ করিয়া দশটি কাল হইয়াছে।

* ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ধাতু-বিভক্তি—সাধু

তিঙ্		ক প্রথম পুরুষ সামান্য	খ ১ম ও মধ্যম পুরুষ গুরু	গ মধ্যম পুরুষ সামান্য	ঘ মধ্যম পুরুষ তুচ্ছ	ঙ উত্তম পুরুষ
বর্তমান।	সাধারণ ১	এ	এন	অ	ইস্	ই
	ঘটমান ২	ইতেছে	ইতেছেন	ইতেছ	ইতেছিস্	ইতেছি
	পুরাঘটিত ৩	ইয়াছে	ইয়াছেন	ইয়াছ	ইয়াছিস্	ইয়াছি
অতীত।	সাধারণ ৪	ইল	ইলেন	ইলে	ইলি	ইলাম
	নিত্যবৃত্ত ৫	ইত	ইতেন	ইতে	ইতিস্	ইতাম
	ঘটমান ৬	ইতেছিল	ইতেছিলেন	ইতেছিলে	ইতেছিলি	ইতেছিলাম
	পুরাঘটিত ৭	ইয়াছিল	ইয়াছিলেন	ইয়াছিলে	ইয়াছিলি	ইয়াছিলাম
ভবিষ্যৎ।	সাধারণ ৮	ইবে	ইবেন	ইবে	ইবি	ইব
	ঘটমান ভবিষ্যৎ ৯	ইতে+ইবে (যথা,—করিতে থাকিবে)		(এই দুই কালের কোন বিশিষ্ট বিভক্তি নাই)		
	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ১০	ইয়া+ইবে (যথা,—করিয়া থাকিবে)				
অনুজ্ঞা।	বর্তমান ১১	উক	উন	অ, ও	×	•
	ভবিষ্যৎ ১২	ইবে	ইবেন	ইও (ইয়ো)	ইস্	•
কৃত	১৩	ইতে, ইয়া, ইলে, ইবার, আ				

এই বিভক্তিগুলি মৌলিক ও যৌগিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু সূক্ষ্ম শব্দতাত্ত্বিক আলোচনা এই পুস্তকে নিষ্প্রয়োজন।

ধাতু-বিভক্তি—চলিত

তিঙ্	ক প্রথম পুরুষ সামান্য	খ ১ম ও মধ্যম পুরুষ গুরু	গ মধ্যম পুরুষ সামান্য	ঘ মধ্যম পুরুষ তুচ্ছ	ঙ উত্তম পুরুষ
বর্তমান। সাধারণ ১	এ	এন	অ (ক)	ইস্	ই
ঘটমান ২	ছে	ছেন	ছ (ছো)	ছিস্	ছি
পুরাঘটিত ৩	এছে	এছেন	এছ (এছো)	এছিস্	এছি
অতীত। সাধারণ ৪	ল, লে	লেন	লে	লি	লাম
নিত্যবৃত্ত ৫	ত, (তো)	তেন	তে	তিস্	তাম
ঘটমান ৬	ছিল	ছিলেন	ছিলে	ছিলি	ছিলাম
পুরাঘটিত ৭	এছিল	এছিলেন	এছিলে	এছিলি	এছিলাম
ভবিষ্যৎ। সাধারণ ৮	বে	বেন	বে	বি	ব, বো
ঘটমান ভবিষ্যৎ ৯	তে + বে (যথা,— করতে থাকবে)		(এই দুই কালের কোন বিশিষ্ট বিভক্তি নাই)		
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ১০	এ + বে (যথা,— করে থাকবে)				
অনুজ্ঞা। বর্তমান ১১	উক	উন	ও	×	০
ভবিষ্যৎ ১২	বে'	বেন	ও	ইস্	০
কৃত ১৩	তে, এ, লে, বার, আ				

× বিভক্তি হয় না। ০রূপ নাই।

১৭২। **অনুজ্ঞা**। অনুজ্ঞা প্রকার (Imperative Mood) প্রকাশের বিভিন্ন বিভক্তি আছে। **সামান্য** বা **বর্তমান অনুজ্ঞা**—করহ, কর, করুন ইত্যাদি Present Imperative. **ভবিষ্যৎ** বা **অনুরোধাত্মক অনুজ্ঞা**—করিও, করিস্ (Future Imperative)। অন্যান্য স্থলে সাধারণ ভবিষ্যৎ বিভক্তিই ব্যবহৃত হয়।*

১৭৩। **ক্রিয়া-বিভক্তি—সাধু ও চলিত**। বিভিন্ন কাল ও পুরুষাদি ভেদে ধাতুর উত্তর ক্রিয়া-বিভক্তির যোগে ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। ক্রিয়া-বিভক্তিগুলি সাধু ও চলিত ভাষায় দুই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সাধু রূপ সর্বত্র প্রায় একবিধ, কিন্তু চলিত রূপের স্থানবিশেষে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব পৃষ্ঠায় সাধু ও চলিত ক্রিয়া-বিভক্তিগুলির সম্পূর্ণ রূপ প্রদর্শিত হইল।†

১৭৪। **ক্রিয়া-বিভক্তির অর্থ**। ক্রিয়াটি কোন্ পুরুষের, কোন্ কালের, কোন্ বাচ্যের, ক্রিয়া-বিভক্তিদ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়। ক্রিয়া-বিভক্তির অন্যান্য অর্থ বিভক্তি-ব্যবহার-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

১৭৫। **বিভক্তি-যোগে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম**।

(১) পদ্যে সাধু প্রয়োগে ইতেছে, ইতেছেন, ইতেছ, ইলে, ইলেন, ইনু হয়। অতীতের ইল বিভক্তির পর পদ্যে কখনও আ যোগ হয়। যথা,—

চারিজনে একেবারে ‘যুঝিলা’ কুমার। কি বলিব দমুজেন্দ্র চক্ষে না ‘হেরিলা’। না ‘শুনিলা’ সে বিস্ময়ে প্লাবিত উল্লাস। (বৃত্র-সংহার)। **‘লভিনু’** সীতায় আজি তব বাহুবলে। (মেঘনাদ-বধ)।

* বাংলার কাল প্রকাশের ধারা সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন এবং অনেকটা ইংরেজীর অনুরূপ। এই কারণে কাল-বিভাগের নূতন নামকরণ আবশ্যক হয়। আমরা এস্থলে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের প্রদত্ত পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছি। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও উহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজী ব্যাকরণের অনুরূপ পরিভাষাও প্রদর্শন করিয়াছি।

† এই বিভক্তিগুলি ধাতুর সঙ্গে যোগ করিলেই উহার সম্পূর্ণ রূপ পাওয়া যাইবে।

(২) অনেকে চলিত ভাষায় (ক) ছ [চলিত ২, ৩] স্থানে চ লিখেন। যথা,—করছে=করচে, দিচ্ছে=দিচ্চে। (খ) অনেকে সকর্মক ক্রিয়ায় 'লে' এবং অকর্মক ক্রিয়ায় 'ল' (চলিত ৪ক) লিখেন। যথা,—করলে, মারলে, দিলে, শুল, ঘুমুল, দৌড়ল। কিন্তু ইহা সকলে মানেন না। (গ) 'লাম' স্থানে 'লুম' বা 'লেম' এবং 'তাম' স্থানে 'তুম' বা 'তেম' অনেকে লিখেন। [চলিত ৪ঙ, ৫ঙ, ৬ঙ, ৭ঙ]। যথা,—করলাম, করলুম, করলেম, করতাম, করতুম, করতেম।

(৩) করিবা, যাইবা ইত্যাদির পৃথক্ প্রয়োগ নাই। ইহাদের মাত্র দুই প্রয়োগ—করিবার, যাইবার। [কৃৎ-তদ্ধিত প্রকরণ দ্রষ্টব্য]।

১৭৬। **ধাতুর অসম্পূর্ণ রূপ***। বট্, নহ্, আছ্, আ—এই ধাতুগুলির সম্পূর্ণ রূপ নাই। বট্—বটে, বট, বটেন, বটিস, বটি এই কয়টি (সাধু ও চলিত) রূপই প্রচলিত দেখা যায়। নহ্ (ন) ধাতুর এই কয়টি রূপই প্রচলিত—নহে, নহেন, নহ, নহিস, নহি, নহিলে—নয়, নন, নও, নোস, নই, নইলে; আছ্,—আছে, আছেন, আছ, আছিস, আছি, ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম—এই কয়টি রূপ প্রচলিত। ইহার সাধু ও চলিত রূপ একবিধ †। 'আ' [<আ—√যা] এই ধাতু √আইস' 'আস' [<আ+√বিশ্] ধাতুর অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি রূপে উহার চিহ্ন দেখা যায়—আইল>এল (আসিল, আসল), এলেন, এলে, এলি, এলাম, আয় [আইস, আস, এসো]। সংস্কৃত গমনার্থক যা ও গম্ ধাতু বাংলায় একত্র মিশিয়া গিয়াছে; যায়, গিয়াছে, যাইত।

* দুই একটি সংস্কৃত ক্রিয়াপদ প্রাকৃতরূপে এখনও বাংলায় আশ্চর্য্য রকমে রহিয়া গিয়াছে। শুভঙ্করের আর্যায় আছে="কুড়্ বা কুড়্ বা কুড়্ বা লিজ্জে, কাঠায় কুড়্ বা কাঠা লিজ্জে।" এখানে লিজ্জে শব্দটি আসিয়াছে স' লভ্যাৎ হইতে: স' লভ্যাৎ (লভিত) >লহিজ্জ, লহেজ্জ>লিজ্জে লউক। হিন্দি 'লিজিয়ে' নয়। কুড়্ বা স' কুড়ব (বিঘা)। দলিলপত্রের পাঠে আছে—কার্যঞ্চাগে। ইহার পূর্ণ রূপ—কার্যং চ আজ্ঞাপয়তি অর্থাৎ কার্যের আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে।

† অন্যান্য বিভক্তিতে √ থাক্ ধাতুর উত্তর তিঙ্ যোগ হইয়া ইহার কাজ চলে।

নাই। এই অব্যয়টির নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য কর :—

(১) ইহা বর্তমান কালের ক্রিয়ার পরে বসিয়া উহাকে অতীত কালের ক্রিয়ায় পরিণত করে এবং তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হয়। যথা,—সে বাড়ী যায় নাই (যায়নি—চলিত)। কিন্তু বর্তমান কালের ক্রিয়ার পর 'না' এই অব্যয় যোগে বর্তমান কালই সূচিত হয়। যথা,—সে বাড়ী যায় না। অতীত কালের ক্রিয়ার পরে কখনও 'নাই' ব্যবহৃত হয় না, 'না' ব্যবহৃত হয়। যথা,—সে বাড়ী গেল না (অনুরোধ, আদেশ ইত্যাদি সত্ত্বেও যায় নাই, এইরূপ অর্থ)। সে বাড়ী গিয়াছিল না, সে করেছিল না—এরূপ প্রয়োগ বাংলা ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সে বাড়ী যায় নাই, সে করে নি—এইরূপ প্রয়োগই শুদ্ধ।

(২) অভাবার্থে অর্থাৎ 'আছে' ক্রিয়ার বিপরীত অর্থে বর্তমান কালের মুখ্য ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—সে এ ঘরে 'নাই'। সেখানে গিয়ে কাজ 'নাই'। (নেই—চলিত)।

(৩) নিষেধার্থে অর্থাৎ উচিত নয় এই অর্থে ভাব-বিশেষ্যের (gerund) পরে মুখ্য ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয় (৩২১ পরিঃ দ্রঃ)। যথা,—মিথ্যা বলিতে 'নাই'। ওপথে যাইতে 'নাই'।

(৪) বাক্যালঙ্কারে, অর্থাৎ বাক্যার্থের কিছু বিশেষত্ব সম্পাদনের জন্য ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত হয়। যথা,—না হয় 'নাই' হ'ল, 'নাই' বা গেলে। (স্পর্ধা বা উপেক্ষা বুঝায়)।

দ্রষ্টব্য। 'নাই (নেই) মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'—'নাই' বিশেষণ, non-existent অথবা—মামা নাই, এর চেয়ে কানা মামা ভাল। শরীর 'নাই' হয় গেছে (নাই—নাশ, বিশেষ্য)।

১৭৭। কবিতার ভাষায় অনেক সময় একই কবিতায় ধাতুর সাধু ও চলিত রূপ একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। কখনও সাধু ও চলিতের মিশ্ররূপ দেখা যায় ; যথা,—হতেছে, যেতেছে ইত্যাদি। নঞর্থক 'নার্' ধাতু, এবং 'হের্'

ধাতু (দেখা অর্থে) কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়, গদ্যে নয়। যথা—নারি, নারে, নারিনু, নারিলাম, নারিল, নারিব, হেরিব, হেরিনু, হের ইত্যাদি।

১৭৮। ক্রিয়াপদের অন্তে ভাষার বিশেষ রীতি অনুযায়ী ক, খন, নে, গে ইত্যাদি শব্দাংশ ব্যবহৃত হয়। 'ক' সাধুভাষায় ১ম পুরুষের অনুজ্ঞা বিভক্তি ব্যতীত এখন আর অন্যত্র লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যথা,—হইবেক, যাইবেক। নিষেধাত্মক 'না' অব্যয়ের পর বাক্য-পরিসমাপ্তিতে চলিত ভাষায় 'ক্' ব্যবহৃত হয়—ইহার বিশেষ কোন অর্থ নাই। যথা,—দেবে না'ক'। পদ্যে ক্রিয়াপদের পরে 'ক' যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। যথা,—নাই 'ক'। নই 'ক' [<নাহিক]। খাব' খন, হবে' খন, যাব' নে, হোকগে, করুকগে, হোকগে ছাই (ঔদাস্য বুঝাইতে)।

১৭৯। **ধাতুর গণ-বিভাগ**[১]। বাংলা ভাষার ধাতুসকল কুড়িটি গণে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে সাধু এবং চলিত উভয়বিধ ধাতুই গৃহীত হইয়াছে। বাংলায় ধাতুর এই গণভেদ প্রায়ই ধাতুর বানান অনুসারে নির্ণীত হয়, ক্রিয়াবিভক্তির পার্থক্য অনুসারে নয়। কারণ, বাংলায় ক্রিয়াবিভক্তির রূপে মূলতঃ কোন ভেদ নাই, উহা একবিধ[২]। বাংলায় কর্মবাচ্যের ধাতুরূপও পৃথক্ নয়। এখন গণ-বিভাগ অনুসারে ধাতুর রূপ প্রদর্শিত হইতেছে[৩]।

১। **হ-আদি গণ**। ক্ষ[৪], খ[৪], ল[৫], হ—কেবল এই ৪টি এই গণীয় ধাতু।

১ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের গণ-বিভাগ অবলম্বনে।

২ চলিত ভাষার ধাতুরূপের যা কিছু পরিবর্তন সে শুধু ভাষাতত্ত্বের নিয়মে মৌখিক উচ্চারণে ধাতুর বিকৃতি। সাধুরূপে কোন পরিবর্তন নাই—উহা ধরাবাঁধা বিভক্তিযোগ মাত্র।

৩ প্রত্যেক গণের সমস্ত ধাতুর তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা কয়েকটি প্রধান ধাতুর নাম শুধু উল্লেখ করিলাম। পরিশিষ্টের ধাতুকোষে সমগ্র ধাতু পাওয়া যাইবে।

৪ = ক্ষয় পাওয়া। চলিত রূপ কহ্ ধাতুর তুল্য। ৫ = লওয়া। কেবল সাধুরূপ প্রচলিত।

হ—ধাতু

	সাধু	চলিত
১	হয়, হন (হয়েন), হও, হইস, হই	হয়, হন, হও, হোস, হই
২	হইতেছে, হইতেছেন, হইতেছ, হইতেছিস, হইতেছি	হচ্ছে, হচ্ছেন, হচ্ছ, হচ্ছিস, হচ্ছি
৩	হইয়াছে, হইয়াছেন, হইয়াছ, হইয়াছিস, হইয়াছি	হয়েছে, হয়েছেন, হয়েছ, হয়েছিস, হয়েছি
৪	হইল, হইলেন, হইলে, হইলি, হইলাম	হ'ল (হলো, হোলো), হ'লেন, হ'লে, হ'লি, হলাম
৫	হইত, হইতেন, হইতে, হইতি, হইতাম	হ'ত (হ'তো, হোতো), হতেন, হ'তে, হ'তি, হতাম
৬	হইতেছিল, হইতেছিলেন, হইতে-ছিলে, হইতেছিলি, হইতেছিলাম	হচ্ছিল, হচ্ছিলেন, হচ্ছিলে, হচ্ছিলি, হচ্ছিলাম
৭	হইয়াছিল, হইয়াছিলেন, হইয়া-ছিলে, হইয়াছিলি, হইয়াছিলাম	হয়েছিল, হয়েছিলেন, হয়েছিলে, হয়েছিলি, হয়েছিলাম
৮	হইবে, হইবেন, হইবে, হইবি, হইব,	হবে, হবেন, হবে, হবি, হব (হবো)
৯	হইতে থাকিবে, হইতে থাকিবেন, হইতে থাকিবে, হইতে থাকিবি. হইতে থাকিব	হতে থাকবে, হতে থাকবেন, হতে থাকবে, হতে থাকবি, হতে থাকব
১০	হইয়া থাকিবে, হইয়া থাকিবেন, হইয়া থাকিবি, হইয়া থাকিব	হয়ে থাকবে, হয়ে থাকবেন, হয়ে থাকবি, হয়ে থাকব
১১	হউক, হউন, হও, হ	হোক, হোন, হও, হ
১২	হইবে. হইবেন, হইও (হইয়ো) হইস	হবে, হবেন, হোয়ো, হোস
১৩	হইতে, হইয়া, হইলে, হইবার, হওয়া	হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হওয়ার (হ'বার), হওয়া

(২) **খা-আদি গণ।** খা, ধা, পা, যা,—এই কয়েকটি এই গণীয় ধাতু। যা ধাতুর রূপে একটু বৈচিত্র্য আছে বলিয়া উহাই এখানে দেওয়া গেল।

যা—ধাতু

	সাধু	চলিত
১	যায়, যান, যাও, যাস, যাই	সাধুর সমান
২ক	যাইতেছে	যাচ্ছে
৩ক	গিয়াছে	গেছে (গিয়েছে)
৪ক	গেল (যাইল নয়)	গেল (গেলো)
৫ক	যাইত	যেত (যেতো)
৬ক	যাইতেছিল	যাচ্ছিল
৭ক	গিয়াছিল	গিয়েছিল
৮ক	যাইবে	যাবে
১১	যাক্, যান, যাও, যাস্	সাধুর সমান
১২গঘ	যাইও (যাইয়ো), যাস্	যেও (যেয়ো), যাস
১৩	যাইতে, যাইয়া (গিয়া), যাইলে (গেলে), যাইবার, যাওয়া	যেতে, গিয়ে, গেলে, যাবার, যাওয়া

(৩) **দি-আদি গণ।** দি, নি—এই দুইটি মাত্র।

	সাধু	চলিত
১	দেয়, দেন, দাও, দিস, দি (দিই)	সাধুর সমান
২ক	দিতেছে	দিচ্ছে
৩ক	দিয়াছে	দিয়েছে
৪ক	দিল	দিলে
৫ক	দিত	দিত (দিতো)
৬ক	দিতেছিল	দিচ্ছিল

সাধু	চলিত
৭ক দিয়াছিল	দিয়েছিল
৮ দিবে, দিবেন, দিবে, দিবি, দিব্	দেবে, দেবেন, দেবে, দিবি, দেব (দেবো)
১১ দিক্, দিন, দাও, দে	সাধুর সমান
১২গঘ দিও (দিয়ো), দিস্	সাধুর সমান
১৩ দিতে, দিয়া, দিলে, দিবার, দেওয়া,	দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া

দ্রষ্টব্য। ১, ২ ইত্যাদি সংখ্যা 'কাল' বুঝাইবে, ক, খ ইত্যাদি 'পুরুষ বুঝাইবে। ১=নিত্যবৃত্ত-বর্তমান সমস্ত পুরুষ। ২ক=ঘটমান বর্তমান প্রথম পুরুষ সামান্য। ১২গ ঘ=অনুজ্ঞা-ভবিষ্যৎ মধ্যম সামান্য ও তুচ্ছ। ১৩=কৃদন্ত পদসকল।

(৪) **শু-আদি গণ**। শু (শোয়া), ধু (ধোয়া), ছু (ছোঁয়া), দু, নু, থু, রু, চু, টু, এই গণীয়।

শু—ধাতু

সাধু	চলিত
১ শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই	সাধুর সমান
২ক শুইতেছে	শুচ্ছে
৩ক শুইয়াছে	শুয়েছে
৪ক শুইল	শুল (শুলো)
৫ক শুইত	শুত (শুতো)
৬ক শুইতেছিল	শুচ্ছিল
৭ক শুইয়াছিল	শুয়েছিল
৮ শুইবে, শুইবেন, শুইবে, শুইবি, শুইব	শোবে, শোবেন, শোবে, শুবি, শোব (শোবো)
১১ শুক, শুন, শোও, শো	শুয়ো, শুস্

(৪) **কর্-আদি গণ।** এই গণে প্রায় ১০০ ধাতু। প্রধান কয়েকটি এই :—কর্, কম্, খেল্, গড়্, ঘট্, চড়্, চর্, চল্, দৌড়্, [দৌড়া-গণ পৃথক] পড়্, বল্, মর্ [চলিত ৫ : বিকল্পে র লোপ—ম'ল, ম'লেন, ম'লি, ম'লাম।]

কর্—ধাতু

	সাধু	চলিত
১	করে, করেন, কর, করিস্, করি	সাধুর সমান
২ক	করিতেছে	করছে
৩ক	করিয়াছে	করেছে
৪ক	করিল	করলে
৫ক	করিত	ক'রত (কর'তো)
৬ক	করিতেছিল	করছিল
৭ক	করিয়াছিল	করেছিল
৮ক	করিবে	করবে
১১	করুক, করুন, কর্, কর	সাধুর সমান [কর > করো]
১২গঘ	করিও (করিয়ো), করিস্	কোরো, করিস্

(৬) **কহ্-আদি গণ।** কহ্, দহ্, নহ্[১], বহ্, সহ্—এই গণীয়।

কহ্—ধাতু

	সাধু	চলিত
১	কহে, কহেন, কহ, কহিস, কহি	কয়, কন, কও, কোস, কই
১ক	কহিতেছে	কইছে
৩ক	কহিয়াছে	কয়েছে

১ অসম্পূর্ণ রূপ।

সাধু	চলিত
৪ক কহিল	কইল
৫ক কহিত	কইত (কইতো)
৬ক কহিতেছিল	কইতেছিল (ক'চ্ছিল)
৭ক কহিয়াছিল	কয়েছিল
৮ক কহিবে	কইবে (ক'বে)
১১ কহুক, কহুন, কহ, ক	ক'ক, ক'ন, কও, ক
১২গঘ কহিও (কহিয়ো), কহিস্	কোয়ো, কোস্

(৭) **কাট্-আদি গণ।** এই গণীয় মোট ধাতু প্রায় ১২৮টি। প্রধান কয়েকটি এই—আঁক্, আন্, কাট্, কাঁদ্, কাড়্, ছাপ্, ছাট্, জাগ্, জান্, ডাক্, থাম্, নাম্, বাঁচ্, বাজ্, বাধ্, বাঁধ, ভালবাস, ভাঙ্গ্, মার্, রাঁধ্, হাস্।

কাট্—ধাতু

সাধু	চলিত
১ কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস্, কাট	সাধুর সমান (কাটো)
২ক কাটিতেছে	কাটছে
৩ক কাটিয়াছে	কেটেছে
৪ক কাটিল	কাটলে (অকর্মক-কাট্ল—লো)
৫ক কাটিত	কাটত (কাটতো)
৬ক কাটিতেছিল	কাটছিল
৭ক কাটিয়াছিল	কেটেছিল
৯ক কাটিবে	কাটবে
১১ কাটুক, কাটুন, কাটো, কাট্	সাধুর সমান
১২গঘ কাটিও (কাটিয়ো), কাটিস	কেটো, কাটিস্

(৮) **গাহ্-আদি গণ**। গাহ্, চাহ্, ছাহ্, বাহ্—এই গণীয়

গাহ্—ধাতু

সাধু	চলিত
১ গাহে (গায়), গাহেন (গান), গাহ, গাহিস্, গাহি (গাই)	গায়, গান, গাও, গাস, গাই
২ক গাহিতেছে (গাইতেছে)	গাইছে (গাচ্ছে)
৩ক গাহিয়াছে (গাইয়াছে)	গেয়েছে
৪ক গাহিল	গাইল
৫ক গাহিত	গাইত
৬ক গাহিতেছিল (গাইতেছিল)	গাচ্ছিল
৭ক গাহিয়াছিল	গেয়েছিল
৮ক গাহিবে	গাইবে (গা'বে)
১১ গাহুক (গাউক), গাহুন (গাউন), গাহ, গা	গাক, গা'ন, গাও, গা
১২'গঘ গাহিও (গাইয়ো), গাহিস্	গেয়ো, গাস

(৯) **লিখ্-আদি গণ**। কিন্, ছিড়্, জিত্, নিব্, ফির্, বিধ্, ভিজ্, মিল্, মিশ্, লিখ্ ইত্যাদি ২৮টি ধাতু এই গণীয়।

লিখ্—ধাতু

সাধু	চলিত
১ লিখে, লিখেন, লিখ, লিখিস্, লিখি	লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস্, লিখি
২ক লিখিতেছে	লিখছে
৩ক লিখিয়াছে	লিখেছে
৪ক লিখিল	লিখলে
৫ক লিখিত	লিখত (লিখতো)

সাধু	চলিত
৬ক লিখিতেছিল	লিখছিল
৭ক লিখিয়াছিল	লিখেছিল
৯ক লিখিবে	লিখবে
১১ লিখুক, লিখুন, লিখ, লেখ	সাধুর সমান (৪গ—লেখ)
১২গঘ লিখিও (লিখিয়ো), লিখিস্	লিখো, লিখিস্

লিখ+আ=লিখা, লেখা। 'লেখা'ই সাধু ও চলিতে প্রচলিত।

(১০) **উঠ্-আদি গণ।** প্রায় ৮০টি ধাতু এই গণীয়। প্রধানগুলি এই—উঠ্, উড়্, খুঁজ্, ঘুর্, ডুল্, পুড়্, বুঝ্, ভুল্, মুছ্, শুন্, শুষ্।

সাধু	চলিত
১ উঠে, উঠেন, উঠ, উঠিস্, উঠি	ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি
২ক উঠিতেছে	উঠছে
৩ক উঠিয়াছে	উঠেছে
৪ক উঠিল	উঠল (উঠলো)
৫ক উঠিত	উঠত (উঠতো)
৬ক উঠিতেছিল	উঠছিল
৭ক উঠিয়াছিল	উঠেছিল
৮ক উঠিবে	উঠবে
১১ উঠুক, উঠুন, উঠ, ওঠ	সাধুর সমান
১২গঘ উঠিও (উঠিয়ো), উঠিস্	

উঠ্+আ=ওঠা

(১১) **লাফা-আদি গণ।** প্রায় ২০০ শত ধাতু এই গণীয়।

প্রধান এই—আঁচা, উজা, কমা†, করা†, ছড়া, জ্বালা†, ডাকা†, দাঁড়া, পাড়া†, ভাসা, লাফা।

† ণিজন্ত। কর ও কাট-আদি গণীয় অনেক ধাত 'ণিজন্ত' হইয়া এই গণীয় হইয়াছে।

	সাধু	চলিত
১	লাফায়, লাফান, লাফাও, লাফাস্, লাফাই	সাধুর তুল্য
২ক	লাফাইতেছে	লাফাচ্ছে
৩ক	লাফাইয়াছে	লাফিয়েছে
৪ক	লাফাইল	লাফাল (-লো)
৫ক	লাফাইত	লাফাত (-তো)
৬ক	লাফাইতেছিল	লাফাচ্ছিল
৭ক	লাফাইয়াছিল	লাফিয়েছিল
৮ক	লাফাইবে	লাফাবে
১১	লাফাক, লাফান, লাফাও, লাফা	সাধুর তুল্য
১২গঘ	লাফাইও (লাফাইয়ো) লাফাস্	লাফিও (লাফিয়ো), লাফাস্

(১২) **নাহা-আদি গণ**। কহা, গাহা, ছাহা, নাহা, বহা, সহা—এই গণীয়। কহ্ ও গাহ্ আদি গণীয় কতকগুলি ধাতু ণিজন্ত হইয়া এই গণীয় হইয়াছে।

সাধুরূপ 'লাফা'র তুল্য।		চলিত
	১ক	নাওয়ায়, নাওয়ান, নাওয়াও, নাওয়াস্, নাওয়াই
	২ক	নাওয়াচ্ছে
	৩ক	নাইয়েছে
	৪ক	নাওয়ালে
	৫ক	নাওয়াত (নাওয়াতো)
	৬ক	নাওয়াচ্ছিল
	৭ক	নাইয়েছিল
	৮ক	নাওয়াবে
	১১	নাওয়াক, নাওয়ান, নাওয়াও, নাওয়া
	১২	নাইও (নাইয়ো)

(১৩) **ফিরা-আদি-গণ**। কিলা, নিবা†, পিছা, ফিরা†, বিয়া, ভিজা লিখা† ইত্যাদি প্রায় ৪০টি ধাতু এই গণীয়। সাধুরূপে লাফা ধাতুর তুল্য।

	চলিত—১ম রূপ	চলিত
১	ফিরয়, ফিরন, ফিরও, ফিরস্, ফিরই (ফিরুই)	ফেরায়, ফেরান, ফেরাও, ফেরাস্, ফেরাই
২ক	ফিরছে (ফিরুছে)	ফেরাচ্ছে
৩ক	ফিরিয়েছে	১ম-এর তুল্য
৪ক	ফির'লে (ফিরুলে)	ফেরালে
৫ক	ফির'ত (ফিরুত-তো)	ফেরাত (তো)
৬ক	ফিরাচ্ছিল (ফিরুচ্ছিল)	ফেরাচ্ছিল
৭ক	ফিরিয়েছিল	১ম-এর তুল্য
৮ক	ফির'বে (ফিরুবে)	ফেরাবে
১১	ফিরক, ফিরন, ফিরও, ফিরা	ফেরাক, ফেরান, ফেরাও, ফেরা
১২	ফির'বে (ফিরুবে), ফির'বেন (ফিরুবেন), ফিরিও (ফিরিয়ো), ফির'স	ফেরাবে, ফেরাবেন, ফিরিও (-য়ো), ফেরাস

(১৪) **ঘুরা-আদি গণ**। উঠা†, উড়া†, গুছা, ঘুমা, ঘুরা†, জুতা, বুঝা†, শুকা (শুখা) প্রভৃতি প্রায় ৫৩টি ধাতু এই গণীয়। উঠ্ আদি অনেক ধাতু ণিজন্ত হইয়া এই গণীয় হয়। সাধুরূপ লাফার তুল্য।

	চলিত—১ম রূপ	চলিত—২য় রূপ
১	ঘুরয়, ঘুরন, ঘুরও, ঘুরস্, ঘুরই (ঘুরুই)	ঘোরায়, ঘোরান, ঘোরাও, ঘোরাস্, ঘোরাই

† ণিজন্ত। লিখ্-আদি গণের কতকগুলি ণিজন্ত হইয়া এই গণীয় হয়।

† চিহ্নিত ণিজন্ত ধাতুর দুই চলিত রূপ, অন্যগুলির প্রথম রূপ।

	চলিত—১ম রূপ	চলিত—২য় রূপ
২ক	ঘুরছে (ঘুরুচ্ছে)	ঘোরাচ্ছে
৩ক	ঘুরিয়েছে	প্রথম-রূপের তুল্য
৪ক	ঘু'রলে (ঘুরুলে)	ঘোরালে
৫ক	ঘু'রত (ঘুরুত, তো)	ঘোরাত, -তো
৬ক	ঘুরাচ্ছিল (ঘুরুচ্ছিল)	ঘোরাচ্ছিল
৭ক	ঘুরিয়েছিল	১ম রূপের তুল্য
৮ক	ঘুর'বে (ঘুরুবে)	ঘোরাবে
১১	ঘুরুক, ঘুরন, ঘুরও, ঘুরা	ঘোরাক, ঘোরান, ঘোরাও, ঘোরা
১২	ঘুর'বে (ঘুরুবে), ঘুরবেন (ঘুরুবেন), ঘুরিও (-য়ো) ঘুর'স	ঘোরাবে, ঘোরাবেন, ঘুরিও (ঘুরিয়ো), ঘোরা

ঘুরা + আন = ঘোরানো, ঘুর'নো।

(১৫) ধোয়া-আদি গণ

খোঁচা, খোয়া, ধোয়া, পোহা প্রভৃতি ২৭টি ধাতু এই গণীয়।

(১৬) দৌড়া-আদি গণ।

তৌলা, দৌড়া, পৌছা এই গণীয়[১]

	চলিত	চলিত
১ক	ধোয়ায়, ধোয়ান, ধোয়াও, ধোয়াস্, ধোয়াই	দৌড়য়, দৌড়ন, দৌড়ও, দৌড়াস্ দৌড়ই (দৌড়ুই)
২ক	ধোয়াচ্ছে	দৌড়চ্ছে (দৌড়ুচ্ছে)
৩ক	ধুইয়েছে	দৌড়েছে (ণিচ্—দৌড়িয়েছে)
৪ক	ধোয়ালে	দৌড়ল (দৌড়ুল)-লো

১ তৌলা, দৌড়া, পৌছা, বিকল্পে, কর্ আদি গণীয় তৌল, দৌড়, পৌছ হয় এবং তখন ইহাদের কেবল সাধুরূপ হয়। তৌলা, দৌড়া, পৌছা ধাতুর সাধু ও চলিত উভয় রূপই হয়, কখনও ণিজন্তও হয়। ণিজন্ত হইলে ৩, ৭ ও ১০ খ তে 'দৌড়ে' স্থানে 'দৌড়িয়ে' আদেশ হয়।

	চলিত	চলিত
৫ক	ধোয়াত, তো	দৌড়ত (দৌড়ুত)-তো
৬ক	ধোয়াচ্ছিল	দৌড়চ্ছিল (দৌড়ুচ্ছিল)
৭ক	ধুইয়েছিল	দৌড়েছিল (ণিচ্—দৌড়িয়েছিল)
৮ক	ধোয়াবে	দৌড়বে (দৌড়ুবে)
১১	ধোয়াক, ধোয়ান, ধোয়াও, ধোয়া	দৌড়ক (দৌড়ুক), দৌড়ন (দৌড়ুন), দৌড়ও, দৌড়া
১২	ধোয়াবে, ধোয়াবেন, ধুইও (-য়ো) ধোয়াস্	দৌড়বে (দৌড়ুবে), দৌড়বেন (দৌড়ুবেন), দৌড়া, দৌড়স্

(১৭) চট্‌কা-আদি গণ

আগ্‌লা, কচ্‌লা, খাওয়া[১], গজা, জন্মা, ধম্‌কা, দেওয়া[২],† পাকড়া, মট্‌কা, সাঁতরা, লওয়া—ইত্যাদি প্রায় ১০০ শত ধাতু এই গণীয়।

(১৮) বিগড়া-আদি গণ।

চিম্‌টা, ছিট্‌কা, নিংড়া, বিগড়া প্রভৃতি ১২টি ধাতু এই গণীয়।

	চলিত	চলিত
১ক	চটকায়, চটকান, চটকাও, চটকান, চটকাই	বিগড়য়, বিগড়ান, বিগড়ও, বিগড় বিগড়ই (বিগড়ুই)
২ক	চটকাচ্ছে	বিগড়চ্ছে (বিগড়ুচ্ছে)
৩ক	চটকেছে	বিগড়েছে
৪ক	চটকাবে	বিগড়ুল (বিগড়ল,-লো)
৫ক	চটকাত, (-তো)	বিগড়ত (বিগড়ুত, -তো)

---

১ খাওয়া ধাতুর চলিত ৩, ৮, ১২ গ'র 'ওয়া' স্থানে ই হয় (খাইয়েছে)

২ দেওয়া ধাতুর চলিত ৩, ৭, ১২ গ'র 'দেও' স্থানে 'দিই' হয়—(দিইয়েছে)।

† ণিজন্ত

চলিত	চলিত
৬ক চটকাচ্ছিল	বিগড়চ্ছিল (বিগড়ুচ্ছিল)
৭ক চটকেছিল	বিগ্‌ড়েছিল
৮ক চটকাবে	বিগ্‌ড়বে (বিগড়ুবে)
১১ চটকাক, চটকান, চটকাও, চটকা	বিগড়ক, বিগড়ন, বিগড়ও, বিগড়া,
১২ চটকাবে, চটকাবেন, চটকো, চটকাস্	বিগ্‌ড়বে (বিগড়ুবে), বিগ্‌ড়বেন (বিগড়ুবেন), বিগ্‌ড়ো, বিগ্‌ড়স্

(১৯) **উল্‌টা-আদি গণ**। উত্‌রা, উথ্‌লা, উল্‌টা, ফুস্‌লা, মুষ্‌ড়া, শুধ্‌রা, প্রভৃতি প্রায় ২৭টি ধাতু এ গণীয়।

চলিত—১ম রূপ	চলিত—২য় রূপ
১ উল্‌টয়, উল্‌টন, উল্‌টও, উল্‌টন, উল্‌টই (উল্‌টুই)	ওল্‌টায়, ওল্‌টান, ওল্‌টাও ওল্‌টান, ওল্‌টাই
২ক উলটচ্ছে (উলটুচ্ছে)	ওলটাচ্ছে
৩ক উলটেছে	ওলটেছে
৪ক উলটুলে (উলটলে)	ওলটালে
৫ক উলটত(উলটুত-তো)	ওলটাত, -তো
৬ক উলটাচ্ছিল (উলটুচ্ছিল)	ওলটাচ্ছিল
৭ক উলটেছিল	ওলটেছিল
৮ক উলটুবে (উলটিবে)	ওলটাবে
১১ উলট’ক, উলটন, উলটও উলটো	ওলটাক, ওলটান, ওলটাও
১২ উলটবে (উলটুবে) উলটবেন (উলটুবেন) উলটো, উলটস্	ওলটাবে, ওলটাবেন ওলটো, ওলটাস্

(উল্‌টা + আন = ওলটানো, উলটানো)

(২০) **ছোব্‌লা আদি-গণ**। কোঁকড়া, কোঁচ্‌কা, কোদ্‌লা, ছোব্‌লা এই ৪টি এই গণীয়। চলিতরূপ, উলটা-ধাতুর তুল্য। সাধু ও চলিতে ছোব্‌লা, ছুব্‌লা দুই রকম হয়, কিন্তু কোদ্‌লা ধাতুর কেবল এক বানান—'কোদ্‌লাইল', 'কোদ্‌লায়'।

বাচ্য (Voice)

১৮০। ক্রিয়াপদের বাচ্য তিন প্রকার—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। ইহা ছাড়া কর্ম-কর্তৃবাচ্যও আছে। যথা,—

কর্তৃবাচ্য—আমি তোমাকে ধরিলাম।

কর্মবাচ্য—তোমাকর্তৃক আমি ধৃত হইলাম বা ধরা পড়িলাম।

ভাববাচ্য—আমার যাইতে হইবে।

কর্মকর্তৃবাচ্য—চন্দ্র উজ্জ্বল দেখায়।

বাচ্য পরিবর্তন-প্রণালী (Change of Voice)

(১) **কর্তৃবাচ্য**—যে স্থলে ক্রিয়াপদটি কর্তার সহিত প্রধানভাবে অন্বিত হয়, অর্থাৎ কর্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়, সেই স্থলে ক্রিয়ার **কর্তৃবাচ্য** (Active Voice)। যথা,—

আমি তোমাকে **ধরিলাম**।
তুমি আমাকে **ধরিলে**।
পুলিশ চোর **ধরিল**।

কর্তৃবাচ্যে সাধারণতঃ কর্তায় প্রথমা ও কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

(২) **কর্মবাচ্য**—যে স্থলে ক্রিয়াপদটি কর্মের সহিত প্রধানভাবে অন্বিত হয়, অর্থাৎ কর্মের পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়, সে স্থলে ক্রিয়ার **কর্মবাচ্য** (Passive Voice)। যথা,—

আমা কর্তৃক **তুমি** ধৃত **হইলে**।

তোমা কর্তৃক **আমি** ধৃত **হইলাম**।

পুলিশ কর্তৃক **চোর** ধৃত **হইল**।

রামকে ডাকা হইল।

এইরূপ কথা বলা হয় বা বলা যায়।

কর্মবাচ্যে সাধারণতঃ কর্মে প্রথমা ও কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

দ্রষ্টব্য :—বাংলা ও ইংরেজী কর্মবাচ্যের (Passive Voice) মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইংরেজীতে কর্মবাচ্যে কর্তা কর্ম বলিয়া অভিহিত হয় এবং কর্তাটি 'by' (দ্বারা) এই পদান্বয়ী অব্যয়ের (Preposition) সহিত অন্বিত হইয়া কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা—

পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হইল—The thief was caught by the police.

এস্থলে বাংলায় 'পুলিশ' পদকে কর্তা ও 'চোর' পদকে কর্মই বলা হয়, কিন্তু ইংরেজীতে 'thief' পদ কর্তা এবং 'police' পদ by এই অব্যয়ের সহিত অন্বিত কর্ম।

(৩) **ভাববাচ্য**—যে স্থলে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়াটি কর্তার সহিতও অন্বিত হয় না, সে স্থলে ক্রিয়ার **ভাববাচ্য**। ভাববাচ্যে ক্রিয়া সর্বদাই প্রথম পুরুষের একবচনান্ত হয় এবং কর্তায় তৃতীয়া, ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া (কখনও ৭মী) বিভক্তি হয়। যথা,—

তৃতীয়া—অতি কষ্টে পথ চলা যায় (পথিক কর্তৃক)।

'অবশেষে রাশিয়ায় আসা গেল'।

ষষ্ঠী—আমার যাইতে হইবে। মহাশয়ের কোথা থাকা হয়?

দ্বিতীয়া—তোমাকে আসিতে হইবে।

সপ্তমী—আমায় দেখা যায়।

দ্রষ্টব্য। ইংরেজীতে ভাববাচ্য নাই। কেননা ইংরেজীতে ক্রিয়া সর্বদাই কর্তার সহিত অন্বিত হয়। যেমন,—

আমাকে যাইতে হইবে—I have to go.

তাহাকে যাইতে হইবে—He has to go.

(৪) কর্ম-কর্তৃবাচ্য (Quasi-Passive Voice)—কখন কখন ক্রিয়াপদটির কর্তৃবাচ্যের রূপ হয়, কিন্তু উহা কর্মের সহিত অন্বিত হয়, এবং কর্মবাচ্যের অর্থ প্রকাশ করে এবং কর্মটি স্বয়ংই কর্তৃপদ প্রাপ্ত হয়। যথা,—

(ক) বিছানা গরম লাগে (অনুভূত হয়)। (খ) কথাটা ভাল শুনায় না (শ্রুত হয় না)। (গ) 'পর্ণকুটীর স্বর্ণপ্রাসাদ হইতে সুন্দর দেখায়' (দৃষ্ট হয়)। (ঘ) বই কাটে (The book sells)। (ঙ) বাঁশ ভাঙ্গে। (চ) শঙ্খ বাজে! (ছ) জামাটি তোমাকে বেশ মানায়। (জ) ইহাতে দোষ খণ্ডায় না। (ঝ) কলসী ভরে। (ঞ) কাপড় ছিঁড়ে।

কর্ম-কর্তৃবাচ্যে কখন কখন কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—

(ক) তোমাকে মলিন দেখায়। (খ) চন্দ্রকে ছোট দেখায়। (গ) "রামচন্দ্র রায়ের পাশে কি তোমাকে সাজে?" —রবীন্দ্রনাথ।

দ্রষ্টব্য। চন্দ্র মলিন দেখায় বা চন্দ্রকে মলিন দেখায়।

ইংরেজীতে—The moon looks pale.

বাংলা ও ইংরেজী উভয়ত্রই ক্রিয়ার রূপ কর্তৃবাচ্যের, কিন্তু অর্থ কর্মবাচ্যের। বিশেষ এই যে, বাংলায় কর্তৃপদে দ্বিতীয়া বিভক্তিরও প্রয়োগ হয়। অপিচ, বাংলার কর্ম-কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াগুলির রূপ অনেক স্থলেই প্রয়োজক ক্রিয়ার ন্যায়।

(ক) কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন

বাংলায় কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্য দুই রকমে গঠিত হইতে পারে:—

(১) **প্রত্যয়-যোগে** (Inflexional Passive)। প্রাচীন বাংলায় এবং মধ্য বাংলায় এই প্রত্যয়-যোগে কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যের উদাহরণ দেখা যায়। যেমন,—নীল মুকুতার হার মনোহর শোভিত **দেখিএ** গলে। মানুষে এমন প্রেম কোথা না **শুনিএ**। **কহয়ে** সকল লোকে।

আধুনিক বাংলার কিছু কিছু বিশিষ্ট বাক্য-রীতির ভিতরে এই প্রত্যয়ান্ত কর্মবাচ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যথা,—এমন কাজ **করে** না। জামায়ের জন্য **মারে** হাঁস, গুষ্ঠীশুদ্ধ **খায়** মাস। এক **দেয়** বর দেখে, আর **দেয়** ঘর দেখে। একাদশীতে ভাত **খায়** না।

(২) বাংলায় দ্বিতীয়রূপে কর্মবাচ্য এবং ভাববাচ্য গঠিত হয় **বিশ্লেষণ করিয়া** (Analytical Passive)। এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রচলনই বাংলায় সাধারণ। বিশ্লেষণমূলক বাচ্যান্তর বাংলায় নিম্নলিখিতরূপে সাধিত হয়।

(ক) বাংলা আ-প্রত্যয়ান্ত (ণিজন্ত হইলে আনো প্রত্যয়ান্ত) এবং সংস্কৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সহিত 'হ' বা 'যা' ধাতুর যোগে এবং কখনও কখনও 'পড়্' ধাতুর যোগে কর্মবাচ্যের মুখ্য ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। যথা,—করা-হয়, ধরা হয়, ধৃত-হয়, ইত্যাদি। কর্মবাচ্যে সাধারণতঃ কর্মে প্রথমা ও কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়াটি কর্ম যে পুরুষের সেই পুরুষেরই হয়। যথা,—

কর্তৃ—'সে যে কত বড় পাকা মাঝি তাহা বুঝি নাই'।

কর্ম—সে যে কত বড় পাকা মাঝি তাহা বুঝা যায় নাই।'

কর্তৃ—আমি কার্যটি করিয়াছি।

কর্ম—আমা কর্তৃক কার্যটি কৃত হইয়াছে বা করা হইয়াছে।

কর্তৃ—পুলিশ চোর ধরিয়াছে।

কর্ম—পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে।*

কর্তৃ—ভিক্ষুকটিকে খাওয়াইয়াছে।

কর্ম—ভিক্ষুকটিকে খাওয়ানো হইয়াছে।

অপর দৃষ্টান্ত—জনৈক তস্কর তাহার পুস্তকখানি অপহরণ করিয়াছে। (কর্তৃ)
জনৈক তস্কর কর্তৃক তাহার পুস্তকখানি অপহৃত হইয়াছে। (কর্ম)

* এস্থলে 'ধরা পড়িয়াছে' পদও ব্যবহৃত হয় ; ইহাই ভাষার রীতি (Idiom)

শার্দূল তাহার গৃহপালিত মেষটি ভক্ষণ করিতেছে। (কর্তৃ)

শার্দূল কর্তৃক তাহার গৃহপালিত মেষটি ভক্ষিত হইতেছে। (কর্ম)

এই কার্য তিনি সম্পাদন করেন নাই। (কর্তৃ)

এই কার্য তাঁহাদ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। (কর্ম)

(খ) দ্বিকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে মুখ্য কর্মটিই ক্রিয়ার সহিত প্রধান ভাবে অন্বিত হয় এবং তদনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়, গৌণকর্মটি পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয়া বা চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত থাকে। যথা,—

প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিবেন।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক আজ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরিত হইবে। (প্রঃ প্রশ্নাবলী)

(গ) **কর্মবাচ্যের বিশিষ্ট ব্যবহার**—খাস বাংলায় 'হ' ধাতু ব্যতীত পড়্, যা এবং আছ্ ইত্যাদি ধাতু যোগেও কর্মবাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয় এবং ভাষার রীতি অনুসারে কখনও কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, কখনও হয় না; নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য কর :—চোর ধরা পড়িয়াছে; চোরটাকে ধরা যায়; হাত কাটা আছে; ও কথা আমার শুনা আছে; এ বই আমার পড়া আছে।

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যবহারগুলিও লক্ষ্য করিবে—মহাশয়ের কি করা হয়? ধরে নেওয়া যাক্। কি চাই মহাশয়?

(খ) কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিবর্তন

বাংলা আ-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত 'হ' ধাতু যোগে ভাববাচ্যের মুখ্য ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। যথা,—চলা-হয়, যাওয়া-হয়, ইত্যাদি। ভাববাচ্যে ক্রিয়া সর্বদাই প্রথম পুরুষের একবচনান্ত হয়; যথা,—

কর্তৃ—আমি আজ যাইব না।

ভাব—আমার আজ যাওয়া হইবে না।

কর্তৃ—তিনি খাইতেছেন।

ভাব—তাঁহার খাওয়া হইতেছে।

কর্তৃ—ছেলেদের ন্যায় মেয়েদিগকে লেখাপড়া শিখাইবে।

ভাব—ছেলেদের ন্যায় মেয়েদিগকে লেখাপড়া শিখানো চাই।

দ্রষ্টব্য। বাংলায় কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াপদই সমধিক প্রচলিত। কর্তৃবাচ্য ভিন্ন অপর বাচ্যের প্রয়োগ অনেক সময় রীতিবিরুদ্ধ ও শ্রুতিকটু হয়। যথা,—সে চুল আঁচড়াইতেছে—এস্থলে 'তাহাকর্তৃক চুল আঁচড়ান হইতেছে' এরূপ প্রয়োগ প্রায়ই হয় না। বিশেষতঃ 'কর্তৃক', 'দ্বারা' প্রভৃতি তৃতীয়া বিভক্তিসূচক শব্দদ্বারা কর্মবাচ্য গঠিত হইলেও উহা অনেক সময়ই উহ্য থাকে এবং অন্য উপায়েই সাধারণতঃ কর্মবাচ্য গঠিত হয়।

(গ) কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন

কর্ম—বিচারক কর্তৃক আসামী দণ্ডিত হইয়াছে।

কর্তৃ—বিচারক আসামীকে দণ্ড দিয়াছেন।

কর্ম—আমার বই পড়া হইয়াছে।

কর্তৃ—আমি বই পড়িয়াছি।

কর্ম—শেষে ইহাদের রক্তাক্ত দেহ পবিত্র সমরক্ষেত্রে দেখা গিয়াছিল।

—রজনী গুপ্ত

কর্তৃ—শেষে ইহাদের রক্তাক্তদেহ সমরক্ষেত্রে দেখিয়াছিল (লোকে)।

কর্ম—এই দুঃখ দূর করিবার ভার বাঙালী যুবককে আপনি গ্রহণ করিতে হইবে।

কর্তৃ—এই দুঃখ দুর করিবার ভার বাঙালী যুবক আপনি গ্রহণ করিবে।

(ঘ) ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন

ভাব—এখন আমার যাওয়া চাই।

কর্তৃ—এখন আমি যাইব।

ভাব—কোথায় থাকা হয়?

কর্তৃ—কোথায় থাক বা থাকেন?

অসমাপিকা ক্রিয়া

১৮১। ধাতুর উত্তর ইয়া, ইলে, ইতে ও আতে বিভক্তি * যোগে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। যথা,—

কর্+ইয়া=করিয়া ; কর্+ইলে=করিলে ; কর্+ইতে=করিতে।

এই সমস্ত ক্রিয়াপদ যেরূপ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১৮২। (ক) **ইয়া**। (ক) অনন্তর অর্থে ধাতুর উত্তর 'ইয়া' বিভক্তি হয়। যথা,—যাইয়া, খাইয়া, খাওয়াইয়া, করাইয়া ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। ১। প্রাচীন লেখকগণ 'করিয়া' ও 'হইয়া' স্থানে 'করত' ও 'হওত' শব্দ ব্যবহার করিতেন। 'হওতঃ' পদ এখন অপ্রচলিত, 'করত' পদের কেহ কেহ ব্যবহার করেন। কিন্তু 'করত' পদ অশুদ্ধ।

দ্রষ্টব্য। ২। ইংরেজীতে 'হইয়া' স্থানে ing এবং সংস্কৃতে 'হইয়া' স্থানে ক্ত্বাচ্ হয়। যথা,—

(১) আমি ভাত 'খাইয়া' স্কুলে যাইব।

(২) বাড়ী 'যাইয়া' দেখিলাম।

বাংলা—তাহাকে দেখিয়া। ইংরেজী—Seeing him. সংস্কৃত—তং দৃষ্ট্বা।

(খ) কখন কখন 'ইয়া' ভাগান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া অন্য সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত একত্র হইয়া যৌগিক ক্রিয়া প্রস্তুত করে। এস্থলে সমাপিকা ক্রিয়াটির কোন অর্থ থাকে না ; কেবল অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থে একটু জোর দিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। যথা,—সে হঠাৎ পড়িয়া গেল। এখানে পড়িয়া গেল—পড়িল ; বস্তুতঃ, 'গেল' ক্রিয়ার এখানে কোন পৃথক্ অর্থ নাই ; 'পড়িল'

---

* এগুলি বিভক্তি হয়, প্রত্যয়ও হয়। ধাতুর উত্তর ইহাদের যোগে যখন অসমাপিকা ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়, তখন এগুলি ক্রিয়াবিভক্তি। ধাতুর উত্তর ইহাদের যোগে যখন কৃদন্ত শব্দ প্রস্তুত হয়, তখন এগুলি প্রত্যয় ; তদ্বিবরণ কৃৎপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

এই ক্রিয়ার অর্থে একটু বিশেষ জোর দিবার জন্য 'পড়িয়া গেল' এই যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ,—

(১) আমি অনেক দূর 'আসিয়া পড়িলাম'। (২) তিনি হঠাৎ 'রাগিয়া উঠিলেন'। (৩) একটু 'খেলিয়া লই'। (৪) লোকটাকে একেবারে 'মারিয়া ফেলিল'। (৫) তিনি রীতিমত চাঁদা 'দিয়া আসিতেছেন'। (৬) তিনি সন্ধ্যাবেলা 'বেড়াইয়া থাকেন'। (৭) ভাতগুলি তিন মিনিটে 'খাইয়া ফেলিল'।

১৮৩। **ইতে**। (ক) উদ্দেশ্য, পরিণাম ফল, প্রয়োজন ও ধাত্বর্থ বুঝাইতে ধাতুর উত্তর 'ইতে' বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) ডাক্তার রোগী দেখিতে আসিয়াছেন (দেখিবার উদ্দেশ্যে)।

(২) আমি মরিতেই এখানে আসিয়াছিলাম (আসার পরিণাম ফল মৃত্যু)।

(৩) আমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে (যাওয়ার প্রয়োজন আছে)।

(৪) তাহাকে যাইতে দেখিলাম (তাহার যাওয়া দেখিলাম, ধাত্বর্থ)।

বাংলা—তিনি আমাকে 'দেখিতে' আসিয়াছেন।

সংস্কৃত—স মাং 'দ্রষ্টুম্' আগতঃ।

ইংরেজী—He has come to see me.

(খ) 'ইতে' বিভক্তি-যুক্ত পদ দ্বিত্বভাবে ব্যবহৃত হইলে পৌনঃপুন্য, ক্রমিকতা ও তাৎকালিকতা—এই ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ করে। যথা,—

(১) পৌনঃপুন্য—অনেক 'বলিতে বলিতে' সে স্বীকার করিল।

(২) ক্রমিকতা—নৌকা 'দেখিতে দেখিতে' চলিলাম।

(৩) তাৎকালিকতা—সেউতীতে পদ দেবী 'রাখিতে রাখিতে'।
সেউতী হইল সোনা 'দেখিতে দেখিতে'।

১৮৪। **ইলে**। দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে পূর্বপরতা বা কার্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিলে প্রথমটি 'ইলে' বিভক্ত্যন্ত হয়। যথা,—

(১) তিনি আসিলে আমি যাইব।

(২) আমি পুরস্কার পাইলে এ কাজ করিতে পারি।

(৩) 'বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে, জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে'।—বিদ্যাসাগর

অনেক সময় অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সহিত অন্বিত অপর কোন সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না, অধিকাংশ স্থলে 'ইলে' বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়ার এইরূপ স্বতন্ত্র কর্তা থাকে। যথা,—মেঘ হইলে, শস্য হইত।

দ্রষ্টব্য। ইংরেজীতে অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্তাকে Nominative Absolute কহে। সংস্কৃতে এস্থলে কর্তায় সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—

বাংলা—সূর্য উঠিলে, তিনি চলিলেন।

সংস্কৃত—সূর্যে উদিতে স প্রস্থিতবান্।

ইংরেজী—The sun having risen, he departed.

১৮৫। **পুরুষ, কাল, বচন**। পুরুষ, কাল ও বচন-ভেদে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপের কোন পরিবর্তন হয় না।

১৮৬। **ক্রিয়াবাচক বিশেষণ** (Participles)। (ক) বাংলা ধাতুর উত্তর আ, আন, আনো প্রত্যয় যোগে কতকগুলি শব্দ প্রস্তুত হয়; এগুলি নাম-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—শুন্+আ=শোনা, শোনা কথা; ছাড়্+আ=ছাড়া, ছাড়া বাড়ী; এইরূপ—ফোটা ফুল, তোলা জল, ভাঙ্গা মন, ভাজা মাছ, কাটা গাছ, ধোয়া কাপড়, কষা আঁক, কাঁড়া চাউল, গড়া কথা, চষা ক্ষেত ইত্যাদি। কাচ+আনো=কাচানো, কাচানো কাপড়; জমানো দুধ; ভেজানো দুয়ার, হারানো ছেলে।

(খ) সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ক্ত, শান, অনীয়, তব্য প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে কতকগুলি বিশেষণ পদ প্রস্তুত হয়।[১] যথা,—

ভী+ক্ত=ভীত, ভীত ব্যক্তি।

দণ্ডায়+শান=দণ্ডায়মান, দণ্ডায়মান ব্যক্তি।

---

১ বিস্তৃত বিবরণ কৃৎপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

(গ) সংস্কৃতের শতৃ-প্রত্যয় হইতে জাত বাংলা অন্ত প্রত্যয়-যোগে বাংলায় অনেক ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যথা,—পড়ন্ত বেলা, চলন্ত গাড়ী, ঘুমন্ত ছেলে, উঠন্ত বয়স, ডুবন্ত মুখ ইত্যাদি।

(ঘ) প্রাচীন এবং মধ্য বাংলায় ইল-প্রত্যয় যোগেও ক্রিয়ার্থক বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—পাকিল বেল, ভুখিল কাক; গেলি কামিনী; সুন্দরী ভেলি মাধাই। তুলনীয়—অধুনা-প্রচলিত 'গেল বছর।'

১৮৭। ভাব-বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal Nouns)।

(ক) বাংলা ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় যোগে বিশেষ্যপদও প্রস্তুত হয়। যেমন,—শুন্ + আ = শোনা, কথাশোনা; তুল্ + আ = তোলা, ফুলতোলা।

(খ) সংস্কৃত ধাতুর উত্তর অনট্ প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে ভাববিশেষ্য প্রস্তুত হয়। যথা,—গমন, করণ, শ্রবণ, বিবেচনা, ধারণা, বিকাশ, প্রকাশ ইত্যাদি।

ভাববিশেষ্যগুলি ক্রিয়াবোধক ও বিশেষ্যবোধক। ক্রিয়াবোধক বলিয়া ইহারা কর্তা, কর্ম প্রভৃতি কারকের সহিত অন্বিত হয়, এবং বিশেষ্য-বোধক বলিয়া ইহারা নিজে কারকত্ব প্রাপ্ত হয়। এগুলি সম্বন্ধপদেও ব্যবহৃত; যথা,—

'আমি এ বিষয়টি বিবেচনার পর যাহা স্থির করি, জানাইব।'

এখানে "বিবেচনার" পদটি ভাব-বিশেষ্য। উহা ক্রিয়াবাচক বলিয়া 'বিষয়টি' এই কর্মপদের সহিত অন্বিত; অপিচ, বিশেষ্যবোধক বলিয়া সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে

ধাতু-বিভক্তির অর্থ ও ব্যবহার-নির্ণয়

বর্তমান কাল (Present Tense)

১৮৮। বর্তমানকালের তিনটি বিভক্তি:—(১) সাধারণ বা নিত্যবর্তমান (Present Habitual) (২) ঘটমান বর্তমান (Present Progressive),

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect)। এতদ্ব্যতীত বর্তমান অনুজ্ঞারও (Present Imperative Mood) বিশিষ্ট বিভক্তি আছে।

১৮৯। সাধারণ বা নিত্য বর্তমান (Simple Present)।

(ক) কোন ক্রিয়া স্বভাবতঃ বা বরাবর হইয়া থাকে, এইরূপ অর্থ বুঝাইলে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—

(১) তিনি প্রত্যহ নগর ভ্রমণ 'করেন'।
(২) আমি একাদশীতে উপবাস 'করি'।
(৩) আগে 'যায়' বাঘে 'খায়'।—প্রবাদ।

(খ) **ঐতিহাসিক বর্তমান** (Historic Present)। ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় কখন কখন অতীতকালে নিত্য বর্তমান বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—

(১) কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি।
প্রবেশ 'করেন' তাহে শ্রীরামমহিষী॥
কনক অঞ্জলী দিয়া অগ্নির উপরে।
যোড় হাতে জানকী 'বলেন' ধীরে ধীরে।—কৃত্তিবাস।

(২) হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে 'যায়' দ্রুপদের বালা।—কাশীদাস।

(৩) বিদ্যাসাগর বাংলা ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখে বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ 'করেন'।

(গ) যখন, যত, যেন, যতক্ষণ প্রভৃতি শব্দযোগে অনেক সময় অতীতে নিত্য বর্তমান বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) যখন তিনি ঢাকা 'আসেন' তখন আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম।
(২) তিনি যতক্ষণ বক্তৃতা 'করেন' সকলেই একাগ্রমনে শুনিয়াছিলাম।

দ্রষ্টব্য। এই সমস্ত শব্দযোগে ভবিষ্যৎকালে সময় সময় নিত্যবৃত্ত বিভক্তি হয়; যথা,—যতদিন জরিপ শেষ না 'হয়' ততদিন এইখানেই থাকিব। আশীর্বাদ করুন, যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 'হই'।

(ঘ) অতীতকালের লেখকদিগের কোন কথার উল্লেখ করিতে নিত্য বর্তমান বিভক্তি হয়। যথা,—

বাল্মীকি 'বলেন',—যেমন গ্রীষ্মকালের উত্তাপ জলাশয়ের জল শোষণ করে, সেইরূপ গমনশীল অহোরাত্র মনুষ্যের আয়ুক্ষয় করিতেছে।

(ঙ) নিষেধার্থক অব্যয়যোগে অনেক সময় অতীতে নিত্য-বর্তমান বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) আমি কখনও এমন কথা 'শুনি নাই'।

(২) তিনি কলিকাতা 'যান নাই'।

১৯০। **ঘটমান বর্তমান** (Present Progressive)।

(ক) 'কাজ চলিতেছে, শেষ হয় নাই' এইরূপ অর্থ বুঝাইতে ঘটমান বর্তমান বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—তিনি ভাত 'খাইতেছেন'। আমি স্কুলে 'যাইতেছি'

(খ) যদি ক্রিয়াটি বর্তমানকালের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সময় সময় ঘটমান বর্তমান বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—

(১) আমি আজ রাত্রিতে কলিকাতা 'যাইতেছি'। (=যাইব)

(২) আমি ঢাকা হইতে 'আসিতেছি'। (আসিলাম)।

(গ) বর্ণনীয় বিষয় বিশদ ও প্রত্যক্ষবৎ করিবার নিমিত্ত অতীতকালের ক্রিয়ার পর সময় সময় ঘটমান বিভক্তি হয়। যথা,—

পশুপতি দেখিলেন, জলন্ত পর্বতের ন্যায় তাঁহার উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া 'জ্বলিতেছে', ক্ষণে ক্ষণে গৃহের নূতন নূতন খণ্ডসকল অগ্নিকর্তৃক 'আক্রান্ত হইতেছে', আক্রান্ত প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা আকাশপথে উত্থাপিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন 'করিতেছে'; ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ গৃহাংশসকল অশনিসম্পাতশব্দে ভূতলে পড়িয়া 'যাইতেছে', ধূলিতে তৎসহ লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ অদৃশ্য হইয়া উঠিতেছে।

(ঘ) ক্রিয়ার নিরন্তরতা বুঝাইলেও ঘটমান বর্তমান বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—অনবরত 'ডাকিতেছি', তথাপি আসিল না।

(ঙ) ভবিষ্যৎকালের অর্থেও ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগ কখনও কখনও হয়। দাঁড়াও আস্‌ছি=এখনই আসিব।

১৯১। **পুরাঘটিত বর্তমান** (Present Perfect)। ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে অথচ তাহার ফল বর্তমান আছে, এইরূপ অর্থে পুরাঘটিত বর্তমান বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—

আমি ঔষধ 'খাইয়াছি' বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র 'লিখিয়াছেন'। সে এখানে নাই, কলিকাতা 'গিয়াছে'

১৯২। **বর্তমান অনুজ্ঞা** (Present Imperative Mood)। আদেশ, উপদেশ, অনুনয়, প্রার্থনা ও আশীর্বাদ বুঝাইতে বর্তমান অনুজ্ঞা বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—

আদেশ—(১) 'যাও' তুমি ত্বরা করি, 'রক্ষ' রক্ষঃকুলমান।
(২) শীঘ্র ডাকি 'আন্‌' হেথা তোর সীতানাথে।

অনুনয়—(১) এক মুষ্টি অন্নদান করিয়া 'বাঁচাও' প্রাণ।
(২) অনুগ্রহপূর্বক একটু 'বসুন'।

প্রার্থনা—(১) বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য 'হউক' পুণ্য 'হউক'
পুণ্য 'হউক' হে ভগবান্‌।—রবীন্দ্রনাথ।
(২) ভগবান্‌ 'রক্ষা কর', শক্তি 'কর' দান!

আশীর্বাদ—করি আশীর্বাদ—ভদ্র 'হও' ধন্য 'হও',
ভারত-মাতার 'হও' উপযুক্ত পুত্র। (যোগীন্দ্র বসু)

অতীত কাল (Past Tense)

১৯৩। অতীতকালের চারিটি বিভক্তি :—(১) সাধারণ অতীত (Simple Past), (২) নিত্যবৃত্ত অতীত (Past Habitual), (৩) ঘটমান অতীত (Past Progressive), (৪) পুরাঘটিত অতীত (Past Perfect)।

১৯৪। **সাধারণ অতীত** (Simple Past)। (ক) বর্তমান সময়ের অব্যবহিত পূর্বে যদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তবে সাধারণ অতীতের বিভক্তির ব্যবহার হয়। যথা,—সে এই মাত্র 'গেল'। আমি 'খাইলাম'। তুমি কি 'করিলে' ?

(খ) কোন অতীত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় সাধারণতঃ সাধারণ অতীত বিভক্তিরই ব্যবহার হয়।

'সীতা অশ্রুপূর্ণনয়নে মনে মনে কহিতে 'লাগিলেন',—হায়! এ অভাগিনীর জন্য আর্যপুত্রকে কতই ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে রামের নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে 'লাগিল'। লক্ষ্মণ 'কহিলেন' আর্যে।'—সীতার বনবাস।

দ্রষ্টব্য—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কখনও কখনও বাক্যের বিশিষ্ট রীতি রূপে অতীতের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—জ্যৈষ্ঠের দুপুরে ছাতা বিনে একেবারে মারা 'গেলাম'। তুমি আসিলে আস, আমি কিন্তু খাইতে 'বসিলাম'। 'এই আমি 'চল্লেম'রে ভাই সে-আনন্দ-কাননে'—(গোবিন্দ অধিকারী)। সেও আর আসিয়াছে (আসিবে), আমিও আর গিয়াছি (যাইব)।

দ্রষ্টব্য। (ক) অনুচ্ছেদের অনুরূপ ব্যবহৃত হইলে সাধারণ অতীত বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়ার অনুবাদে ইংরেজী Present Perfect Indefinite Tense ব্যবহৃত হয় এবং (খ) অনুচ্ছেদের অনুরূপ ব্যবহৃত হইলে উহার অনুবাদে Past Indefinite ব্যবহৃত হয়।

১৯৫। **নিত্যবৃত্ত অতীত** (Past Habitual)। (ক) অতীতকালে সর্বদা ঘটিত, এইরূপ অর্থে নিত্যবৃত্ত অতীত বিভক্তির ব্যবহার হয়। যথা,—

কুমুদিনী সঙ্গে, রঙ্গে 'নাচিতাম' বনে
'গাইতাম' গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি
কভু বা প্রভুর সহ 'ভ্রমিতাম' সুখে।—মেঘনাদ-বধ।

(খ) আশংসার্থেও অতীতকালে এই বিভক্তি হয়। যথা,—

সে যদি 'আসিত' তবে কি সুখ হইত। সুরেশ এলে বেশ 'হ'ত'।

হ'ত (সম্ভাবনায় অতীত)—(would have been)

আমি প্রত্যহ বেড়াইতাম—I would walk every day.

১৯৬। **ঘটমান অতীত** (Past Progressive)। অতীতকালে কোন কাজ চলিতেছিল, শেষ হয় নাই, এই অর্থে ঘটমান অতীত বিভক্তি হয়। যথা,—তিনি যখন ভাত 'খাইতেছিলেন', আমি তখন স্কুলে 'যাইতেছিলাম'।

১৯৭। **পুরাঘটিত অতীত** (Past perfect)। অতীতকালে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ফল বর্তমান নাই, এইরূপ অর্থে পুরাঘটিত অতীত বিভক্তির ব্যবহার হয়। যথা,—

(১) এই স্থানে আর্যপুত্র একান্ত বিকলচিত্ত 'হইয়াছিলেন'।—সীতার বনবাস। (২) তদীয় অধিকারকালে প্রজালোকের সর্বাংশে সৌভাগ্য সঞ্চার 'হইয়াছিল'।—ঐ

ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense)

১৯৮। ভবিষ্যতের তিনটি রূপ—সাধারণ ভবিষ্যৎ (Future Simple), ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Progressive) ও পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (Future Perfect)। এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার (Future Imperative) বিশিষ্ট বিভক্তি আছে।

১৯৯। **সাধারণ ভবিষ্যৎ** (Future Simple)। (ক) ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার সাধারণ ভবিষ্যৎ বিভক্তি হয়। যথা,—তিনি কল্য কলিকাতায় 'যাইবেন'। ইহার প্রাচীন নাম 'ভবিষ্যন্তী'।

(খ) কখন **কখন** অতীতকালের ক্রিয়ারও **সাধারণ** ভবিষ্যৎ বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) হঠাৎ যুদ্ধ 'বাধিবে' ইহা কেহ জানিত না।

(২) কপাল মন্দ, নচেৎ এত পড়িয়াও ফেইল 'হইব' কেন?

১৯৯ ক। ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Progressive)। ভবিষ্যৎ কালে কোন কার্য ঘটিতে থাকিবে, এই অর্থে এই কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা,—তুমি যখন 'বেড়াইতে থাকিবে' আমি তখন 'পড়িতে থাকিব'।

১৯৯ খ। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—অতীতকালে কোন কার্য হয় তো হইয়াছিল বা হইয়া থাকিতে পারে, এই অর্থে এই কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা,—তুমি হয়তো ও কথা 'বলিয়া থাকিবে', কিন্তু আমার তাহা মনে নাই।

২০০। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (Future Imperative Mood)। বিধি বা উপদেশ বুঝাইতে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—

(১) নিত্য পাঠ 'পড়িবে'। (২) পথ্য সেবন 'করিবে'। (৩) নিরাশ 'হ'ওনা মনে, 'ধর' ব্রত প্রাণপণে। (৪) ভারত-সন্তান তুমি আর্যবংশধর, 'ভুলিও না' কোন দিন—যোগীন্দ্র বসু।

(গ) অনুরোধ বা প্রার্থনা বুঝাইতেও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বিভক্তি হয়। যথা,—

(১) সবান্ধবে আগমনপূর্বক কার্যসৌষ্ঠব 'করিবেন'।

(২) অনুগ্রহপূর্বক কল্য একবার 'আসিবেন'।

অনুশীলন

১। 'ক্রিয়ামূল ধাতু'—এ কথার অর্থ কি? ধাতু প্রধানতঃ কয় প্রকার ও কি কি? দৃষ্টান্ত দাও; সিদ্ধ ধাতু, সাধিত ধাতু, সংযোগমূলক ধাতু, প্রয়োজক ক্রিয়া, নামধাতু, যৌগিক ধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু—কাহাকে বলে, দৃষ্টান্ত সহ বুঝাইয়া দাও।

২। ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ কর। প্রত্যেক রকম ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর। ১০টি অকর্মক ক্রিয়ার নাম কর।

৩। দৃষ্টান্ত সহ কর্মের বিভিন্ন রূপগুলি লিখ।

৪। মুখ্য ও গৌণ কর্ম কাহাকে বলে? পাঁচটি দৃষ্টান্ত দাও। কোন্ স্থলে দুইটি কর্ম থাকিলেও ক্রিয়া দ্বিকর্মক হয় না? দৃষ্টান্ত দাও।

৫। কোন্ কোন্ স্থলে সকর্মক ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়া অকর্মকের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে? দৃষ্টান্ত দাও।

৬। কিরূপে বিভিন্ন ভাবে অকর্মক ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়া সকর্মকের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে, দৃষ্টান্ত সহ লিখ।

৭। সকর্মক ও অকর্মক উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে, এরূপ পাঁচটি ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দাও। 'ক্রিয়ার্থক কর্ম' কাহাকে বলে? উহা কি কি বিভিন্ন প্রকারে হইতে পারে, দৃষ্টান্ত সহ লিখ।

৮। প্রয়োজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া কাহাকে বলে? (ক. প্র. ১৯৪৫, ৪৬) সংস্কৃত ও বাংলা ধাতু হইতে কিরূপ বিভিন্ন উপায়ে প্রয়োজক ক্রিয়া প্রস্তুত হয় তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৯। প্রয়োজক কর্ম ও প্রয়োজক কর্তায় পার্থক্য কি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

(ক) ণিজন্ত বা প্রয়োজক ক্রিয়ায় পরিবর্তিত কর:—

১। পৃথিবীতে যত জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে (বঙ্কিমচন্দ্র)। ২। অনুরোধে ঢেকী গিলে (প্রবাদ)। ৩। গ্রামের লোক আনুকূল্য করিবে (বঙ্কিমচন্দ্র)। ৪। স্যার আশুতোষ খুব হাসিতে পারিতেন।

(খ) প্রয়োজক ক্রিয়াপদ ও কৃদন্ত পদগুলি দ্বারা বাক্য রচনা কর:—

ঘটাইতে, বলাইতে, খাওয়ানো, হাসাইয়া মারিল, শোনানো, জাগাইয়া দিল, উঠাইয়া বসাও।

১০। 'পুরুষ ও কালভেদে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয়'—এ কথাটি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টীকৃত কর।

অনুশীলন

১১। ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, দ্বিত্ব ক্রিয়াপদ, নামধাতু—ইহাদে মধ্যে পরস্পর প্রভেদ কি দৃষ্টান্তসহ বল। ক্রিয়াপদের উত্তরও কোন প্রত যোগ হয় কি ?

১২। কাল কাহাকে বলে ? কাল কত প্রকার ও কি কি ? বিভি কালের ক্রিয়াযোগে ছয়টি বাক্য রচনা কর।

১৩। ধাতু-বিভক্তিগুলির নাম ও আকৃতি লিখ এবং সম্ভ্রমার্থে তুচ্ছার্থে উহাদের যেরূপ পরিবর্তন হয় তাহা নির্দেশ কর। পদ্যে ও চলি কথায় ধাতুবিশেষে ক্রিয়াপদের কিরূপ পার্থক্য হয়, কয়েকটি দৃষ্টান্তদ্ব দেখাইয়া দাও।

১৪। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির কর্মবাচ্যে রূপ কর :—হ, শুন্, আছ্, থ' যা, ধর্, চল্, চলা, শিখ্, শিখা।

১৫। নামধাতু কাহাকে বলে ? (ক. প্র. ১৯৪১, ৪৫) নামধাতুগুলি কি বিভিন্নভাবে প্রস্তুত হয় ? নামধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদসহ পাঁচটি বাক্য রচনা ক

১৬। ক্রিয়াবাচক-বিশেষণ ও ভাব-বিশেষ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ' নিম্নলিখিত পদগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও ভাব-বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত কা এক একটি বাক্য রচনা কর :—জানা, কাটা, ধরা, ক্ষেপান, হাঁপ সাজান, গাঁথা, সাদা, চলা। (যেমন, বিশেষণ—ধোয়া কাপড়, বিশেষ কাপড় ধোয়া)

১৭। 'ভাববিশেষ্যগুলি ক্রিয়াবোধক ও বিশেষ্যবোধক,'—এ কথার মা দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দাও।

১৮। বাংলা ধাতুসকল কয়টি গণে বিভক্ত ? উহাদের নাম কি কি ?

১৯। বট্, আছ্, আ, নহ্,—এই কয়টি ধাতুর কি কি রূপ হয় বল। কহ্, কর্, লিখ্,—ইহাদের সাধু ও চলিত রূপ বল।

২০। কোন্ কোন্ গণীয় ধাতুর সাধু রূপ লাফা ধাতুর তুল্য ? উহা চলিত রূপে কি পার্থক্য লক্ষ্য কর ?

২১। স্বরচিত বাক্যে এই ক্রিয়াপদগুলি ব্যবহৃত কর :—

✓হ (১১ক. সা. চ.), ✓খা (৭ক. সা. চ.) ✓যা (২খ. সা. চ.) ✓দি ২ঙ. সা. চ.), ✓শু(১২ক সা. চ.), ✓ মর্ (৪ক সা. চ.) ✓বল্ (১১গ. সা. চ.) ✓কহ্ (১২খ সা.), ✓বহ্ (২ক সা. চ.), ✓আছ্ (১।৪ সা, চ.) ✓কাট্ ৫ক সা. চ.), ✓রাধ (১খ সা. চ.), ✓থাক্ (১২কগ সা. চ.)✓গাহ্ (১১গ : সা. চ.), ✓শিখ্ (১২ক সা. চ.), ভুগ্ ভুল্ (১ক ১২ ক সা. চ.), ছাপা, ঢ়া (১৩ সা. চ.), কিলা, পিটা, (৪ক, সা. চ.), শুধ্রা (১৩) [সা=সাধু রূপ =চলিত রূপ]।

২২। ক্রিয়াবিভক্তিগুলির নাম কর। বর্তমান কালের ও অতীত কালের ভক্তি কয়টি ?

২৩। কোন্ স্থলে অতীত কালের ক্রিয়ার বর্তমানের বিভক্তি হয় ? ান্ স্থলে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার বর্তমানের বিভক্তি হয় ? দৃষ্টান্ত দাও।

২৪। নিত্য বর্তমান বিভক্তি কোন্ স্থলে অধিক ব্যবহৃত হয় ? কি কি র্থে সাধারণ ভবিষ্যৎ বিভক্তির প্রয়োগ হয় ?

২৫। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিভক্তির প্রয়োগস্থলগুলি দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ কর।

২৬। অসমাপিকা ক্রিয়া-বিভক্তি কি কি ? এগুলির বিভিন্ন অর্থ ন্তসহ লিখ।

২৭। বাচ্যান্তরিত কর :—

(১) বেহুলা নামটি প্রাচীন পুঁথিতে বিপুলারূপে দৃষ্ট হয় (দীনেশ সেন)

(২) আপনার আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা লে আসক্তি জন্মিবে (বঙ্কিমচন্দ্র)।

(৩) তাহার শেষ কি হইল কেহ জানে না (বঙ্কিমচন্দ্র)।

(৪) আমি দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি (বঙ্কিমচন্দ্র)।

(৫) যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের ্য বিস্তার প্রচার করিয়াই উঠিতে হইবে (বিবেকানন্দ)

(৬) বিচার করিয়া সাহসের সহিত শ্রেয়ের পথে চলিতে হইবে (রামান চট্টোপাধ্যায়)।

(৭) কিন্তু ছুঁইতে ভয় হয়, পাছে আপনি ছোঁয়া যায় (শরৎচন্দ্র)।

২৮। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অন্তর্গত "না" পদটীর বিবিধ পরিচ নির্দেশ কর :—

সে নাকি রাগ করিয়াছিল, তাই বলিল, "আমি বেড়াতে যাব না, তু যাইও না।" আমি বলিলাম, "না বললে ছাড়ছি না কি!" সে বলি "যতই বল না কেন, আমি নাচার!" আমি বলিলাম, "অর্থাৎ কিনা খোঁড়া ন্যাকামি দেখ না।" (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা—১৯৪০)।

২৯। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির যে কোনটির সাধু ভাষায় ও চলিত ভাষ রূপ কর—চল্, যা, দে, শুন্। (কলিঃ প্রবেশিকা, ১৯৪২

৩০। ভাববাচ্য, যৌগিক ক্রিয়া, (ক. প্র. ১৯৪৪) মিশ্র ক্রিয়া, ক কর্তৃবাচ্য (ক. প্র. ১৯৪৩)—দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।

ভাব-বিশেষণ (Adverbs)

২০১। **শ্রেণী-বিভাগ**। (ক) ভাব-বিশেষণ প্রধানতঃ চতুর্বিধ (পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে ক্রিয়া-বিশেষণ ও বিশেষণীয়-বিশেষণগুলি প্রধান।

অর্থভেদে ক্রিয়া-বিশেষণ নানা প্রকার; তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান।—

(ক) **সময়বোধক**—শীঘ্র, সত্বর, তৎক্ষণাৎ, পুনরায়, বরাবর, একবা কদাচিৎ, এখন, তখন, আশু, দ্রুত, যদা, সতত, নিরন্তর, অধুনা, যবে, ত এবে, কবে, সবেমাত্র ইত্যাদি।

(খ) **স্থানবোধক**—ইতস্ততঃ, সমীপে, যথা, তথা ইত্যাদি।

(গ) **অবস্থা বা প্রকারবোধক**—এইরূপে, ভালরূপে, সুবিধামত, ।তঃ, স্বভাবতঃ, কেমন, যেন তেন প্রকারেণ[১] ইত্যাদি। •

(ঘ) **পরিমাণবাচক**—অত্যন্ত, অতিশয়, নিতান্ত, অল্প, প্রায় ইত্যাদি।

(ঙ) **হেতুবাচক**—কেন, কি ইত্যাদি।

২০২। ক্রিয়া-বিশেষণের রূপ। (ক) কতকগুলি ক্রিয়া-বিশেষণ ও :-বিশেষণের একই রূপ। যথা,—

ক্রিয়া-বিশেষণ	নাম-বিশেষণ
সত্বর যাও।	সত্বর পদে প্রস্থান কর।
অবিরাম চলিতেছে।	অবিরাম গতি।
সুন্দর গাইতেছে।	সুন্দর পুষ্প

(খ) বিশেষ্যের উত্তর সপ্তমী বা তৃতীয়া বিভক্তি যোগেও অনেক ক্রিয়া-শষণ গঠিত হয়। যথা,—

'সুখে' আছি ; 'বেগে' চলিতেছে ; 'আহারার্থে' বসিলাম ; 'দ্রুত-গতিতে' ; 'ত্বরায়' এস।

(গ) বিশেষ্য, নাম-বিশেষণ বা অব্যয়ের পরে 'করিয়া' পদ যোগ করিয়াও নক ক্রিয়া-বিশেষণ হয়। যথা,—

বিশেষ্য—দয়া করিয়া, রাগ করিয়া, যত্ন করিয়া ইত্যাদি।

নাম-বিশেষণ—ভাল করিয়া, স্পষ্ট করিয়া, সুন্দর করিয়া ইত্যাদি।

অব্যয়—হা-হা করিয়া, হি-হি করিয়া, ছট্‌ফট্‌ করিয়া ইত্যাদি।

(ঘ) বিশেষ্য শব্দের পরে 'পূর্বক' বা 'পুরঃসর' শব্দ যোগেও ক্রিয়া-বিশেষণ । যথা,—কৃপাপূর্বক, বিনয়পূর্বক, সম্মানপুরঃসর ইত্যাদি।

(ঙ) চশস্, তস্ ও মাত্র প্রত্যয় যোগেও ক্রিয়া-বিশেষণ হয়। যথা,— শঃ, ক্রমশঃ, ন্যায়তঃ, স্বভাবতঃ, এইমাত্র ইত্যাদি।

---

[১] অবিকল সংস্কৃত পদগুলি প্রচলিত।

(চ) কতকগুলি অব্যয় শব্দ প্রায় সর্বদাই ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—পুনঃ, সতত, হঠাৎ, সহসা, হয়, দৈবাৎ, অন্ত, অধুনা, সম্যক্ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য বুঝাইতে ক্রিয়া-বিশেষণের দ্বিত্ব হয়। যথা,—'ধীরে ধীরে' চল। 'আস্তে আস্তে' চল ইত্যাদি.

২০৩। **বিশেষণীয়-বিশেষণ।** বিশেষণীয় বিশেষণ প্রধানতঃ চতুর্বিধ—নাম-বিশেষণীয় বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণীয় বিশেষণ, নাম-বিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ (৩০ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

নিম্নলিখিত পদগুলি বিশেষণীয় বিশেষণ—অতি, অতিশয়, অত্যন্ত, নিতান্ত, পরম, বড়, ঈষৎ, তাদৃশ, অধিক, অল্প, নিরতিশয়, কিঞ্চিৎ, সবিশেষ, যৎপরোনাস্তি, অপেক্ষাকৃত, অধিকতর, বিলক্ষণ ইত্যাদি।

একই শব্দ নাম-বিশেষণ ও বিশেষণীয়-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা,— অতিশয় পরিশ্রম—নাম-বিশেষণ (Adjective)
অতিশয় পরিশ্রমী—বিশেষণীয়-বিশেষণ (Adverb)
যৎপরোনাস্তি দুঃখ—নাম-বিশেষণ (Adjective)
যৎপরোনাস্তি দুঃখিত—বিশেষণীয়-বিশেষণ (Adverb)

পদান্বয়ী অব্যয় (Prepositions)

২০৪। **পদান্বয়ী** অব্যয়। ইহারা নানা অর্থ-প্রকাশক। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—

সহার্থক—সহ, সহিত, সহিতে, সঙ্গে ইত্যাদি।

নিমিত্তার্থক—জন্য, জন্যে, নিমিত্ত, নিমিত্তে, তরে, দরুণ ইত্যাদি।

বিনার্থক—বিনা, ছাড়া, ব্যতীত, বই ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—১। হইতে, দ্বারা, দিয়া প্রভৃতি অব্যয় হইলেও বিভক্তি হইয়া গিয়াছে। ইহাদের অব্যয়রূপে পরিচয় দিতে হয় না।

দ্রষ্টব্য—২। অনেক বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যাদি পদও পদান্বয়ী অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ ইহাদের যোগে অন্য পদে বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,— নিমিত্তে, পক্ষে, সঙ্গে ইত্যাদি।

আমার 'পক্ষে' কার্যটি মন্দ হয় নাই। এখানে 'পক্ষে' এই পদান্বয়ী অব্যয় যোগে 'আমার' পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।

সমুচ্চয়ী অব্যয় (Conjunctions)

২০৫। শ্রেণী-বিভাগ। সমুচ্চয়ী অব্যয় প্রধানতঃ দুই প্রকার— (১) সহযোগী ও (২) অনুগামী।*

(১) পরস্পর-নিরপেক্ষ দুই বাক্যকে যে অব্যয় সংযুক্ত করে, তাহা 'সহযোগী-সমুচ্চয়ী অব্যয়' (Co-ordinate Conjunction)। যথা,—

(ক) 'তিনি বাজারে গেলেন' এবং (খ) 'আমি বাসায় আসিলাম।'

এস্থলে ক ও খ বাক্যদ্বয় পরস্পর-নিরপেক্ষ, ইহাদিগকে 'এবং' এই সমুচ্চয়ী অব্যয় সংযুক্ত করিতেছে। সুতরাং 'এবং' সহযোগী সমুচ্চয়ী অব্যয়।

(২) একটি প্রধান বাক্যের সহিত তদঙ্গীভূত অন্য অপ্রধান বাক্যকে যে অব্যয় সংযুক্ত করে, তাহা 'অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয়' (Sub-ordinate Conjunction)।

(ক) 'তিনি বলিলেন' যে, (খ) 'আমিই দোষী'।

এস্থলে (খ) এই অপ্রধান বাক্যটি (ক) এই প্রধান বাক্যের অঙ্গীভূত, কেননা উহা 'বলিলেন' ক্রিয়ার কর্ম। এই দুটি বাক্যকে 'যে' এই অব্যয় সংযুক্ত করিতেছে, সুতরাং 'যে' অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয়।

---

* বাক্য-বিশ্লেষণ-প্রণালী সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে সমুচ্চয়ী অব্যয়ের এই শ্রেণীবিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

২০৬। **সহযোগী সমুচ্চয়ী অব্যয়**। সহযোগী সমুচ্চয়ী অব্যয় আবার অর্থভেদে চতুর্বিধ।

(১) সংযোজক (Cumulative)—এবং, আর, ও, আরও, অপিচ, অধিকন্তু ইত্যাদি।

(২) বিয়োজক (Alternative)—বা, অথবা, কিংবা, নতুবা, হয়, না হয়, নহিলে, নয়ত, না ইত্যাদি।

(৩) সঙ্কোচক (Adversative)—কিন্তু, পরন্তু, বরং, প্রত্যুত, বরঞ্চ, তথাপি, অথচ ইত্যাদি।

(৪) হেতুবোধক (Illative)—যে, সুতরাং, অতএব।

২০৭। **অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয়**। এগুলি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(ক) তিনি এত পরিশ্রম করেন 'যে' তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে (পরিণাম ফল, Effect)।

(খ) 'যদি' পারি যাইব (সাপেক্ষতা, Condition)।

(গ) 'যদিও' সূর্য অস্ত যায় নাই, 'তথাপি' অন্ধকার হইয়াছে—(বৈপরীত্য, Contrast)।

(ঘ) এরূপ পড়িবে 'যেন' শ্রেণীতে প্রথম হইতে পার—(রকম, Manner)।

(ঙ) 'যত' কয়, তত নয়—(পরিমাণ, Extent)।

(চ) তিনি বলিলেন 'যে' কল্যই বৃষ্টি হইবে (অভেদ, Apposition)।

২০৮। **নিত্য-সম্বন্ধী অব্যয়** (Correlatives)।

অনেক সময় সমুচ্চয়ী অব্যয় দুইটি এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, ইহার একটি ভিন্ন অপরটি প্রায়ই একক ব্যবহৃত হয় না। এগুলি পরস্পর নিত্যসম্বন্ধী। যথা,—

(ক) **বটে·····কিন্তু**—স্বভাব সর্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নয় (Indeed—but)—অক্ষয় দত্ত।

(খ) **যদি, যদিও…তবু, তবে, তথাপি—**

(১) উপাসনা জন্য যদি বস শুঁড়ী ঘরে।
মদ খেয়ে এলে তবু কবে পরে পরে। (If—then)

(২) যদিও না থাকে কারো তাল মান জ্ঞান,
তথাপি কি কেহ কভু নাহি করে গান? (Though—yet)

(গ) **বরং, তবু, তথাপি, তথাচ—**

'বরং' ভিক্ষা করিব, 'তথাপি' সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিব না' (rather… than)।

(ঘ) **কেবল না…ও**—দুর্গাবতীর 'কেবল' সৌন্দর্য অসাধারণ ছিল না, তাঁহার প্রকৃতি'ও' অসাধারণ ছিল (not only—but also)—রজনী গুপ্ত।

(ঙ) **হয়, হয়ত…নয়, নয়ত, নহিলে, নতুবা—**

(১) 'হয়' সীতা পরিত্যাগ 'নয়' প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহার একতর পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে (either—or)—বিদ্যাসাগর।

(২) 'হয়' কাজ কর, 'নতুবা' চলিয়া যাও।

(চ) **এত…যে**—'এত' উদ্বিগ্ন থাকি 'যে' কাজকর্ম করিতে পারি না (so—that)।

(ছ) **ও…ও**—তুমি আজ'ও' দুঃখে তুমি কাল'ও' দুঃখে।

(জ) **এরূপ…যে**—কেহ কেহ 'এরূপ' দুরাকাঙ্ক্ষ 'যে' কিছুতেই তৃপ্ত নহে।

(ঝ) **কি…কি**—'কি' উচ্চ 'কি' নীচ মিথ্যাবাদীকে সকলেই ঘৃণা করে। —অক্ষয় দত্ত।

(ঞ) **যদ্ ও তদ্ নিত্যসম্বন্ধী** (সর্বনাম দেখ)।

এই দুইটির উত্তর বিবিধ প্রত্যয়ের যোগে যে সমস্ত শব্দ উৎপন্ন হয় সেগুলিও নিত্যসম্বন্ধী। ইহার কতকগুলি সর্বনাম, কতকগুলি বিশেষণ, কতকগুলি বা সংযোজক অব্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যেমন, যত—তত, যখন—তখন,

যথা—তথা, যেমন—তেমন, যেখানে—সেখানে, যেরূপ—সেরূপ, যাদৃশ—তাদৃশ ইত্যাদি।

কতিপয় দৃষ্টান্ত—(১) 'যতই' করিবে দান 'তত' যাবে বেড়ে।

(২) দোষ গুণ আপনার যাহার 'যেমন'
অনাদর সমাদর তাহার 'তেমন'।—সদ্ভাবশতক।

(৩) 'যেমন' কর্ম, 'তেমন' ফল।—প্রবাদ।

(৪) মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষা 'যত' উৎকৃষ্ট, জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষা 'তত' উৎকৃষ্ট।—অক্ষয় দত্ত।

(৫) 'যেখানে' 'যতদিন' 'যতদূর' ধর্মবৃদ্ধি হইতে থাকে, 'সেখানে' 'ততদিন' 'ততদূর' সমাজের উন্নতি হইয়া থাকে।—ভূদেব।

সময় সময় নিত্যসম্বন্ধী শব্দ দুটি সমাসবদ্ধভাবে একপদ হইয়া বিভিন্ন অর্থে বিশেষণ বা বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(১) অন্য এক নৌকায় রসনচৌকির দল 'যখন-তখন' 'যে-সে' রাগিণী 'যেমন তেমন' করিয়া আলাপ করিতে লাগিল।—রবীন্দ্রনাথ।

(২) এ সকল 'যে-সে' লোকের লেখা নয়।

(৩) তিনি আমাকে 'যাহা-তাহা' বলিয়া গালি দিলেন।

(চ) **যাই—তাই, অমনি** (when—then)।

'যাই' ফাঁদে পা দিয়াছে, 'অমনি' বাঘ খাঁচায় আটকাইয়া গেল।

২০৭। কয়েকটি অব্যয়ের ব্যবহার-প্রণালী

১। **বরং** (Rather)—(ক) দুইটি বিষয়ের মধ্যে একটি 'কথঞ্চিৎ প্রিয়' এই অর্থ প্রকাশের জন্য 'বরং' অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা,—

এত অপমান সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই বরং শ্রেয়ঃকল্প।

(খ) বৈপরীত্যার্থেও 'বরং' শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা,—

রোগী আরোগ্যলাভ করে নাই, বরং ক্রমশঃ দুর্বল হইতেছে।

২। **বস্তুতঃ, বাস্তবিক, ফলতঃ** (Indeed, In fact)। কোন একটি বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবার পর সংক্ষেপে ক্ষুদ্র বাক্যান্তর দ্বারা উহার মর্মার্থ সূত্রাকারে বর্ণনা করিতে হইলে এই অব্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। যথা,—

'সাম্যবাদের একটি অতি মনোহর শক্তি আছে। মুসলমান ধর্ম সাম্যবাদ বলে বলীয়ান্ এবং পৃথিবীর মধ্যে মুসলমান প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্যধর্মী। 'ফলতঃ' মুসলমান-সমাজের মূল প্রকৃতি সমতা।'—ভূদেব।

'যশোরাশি মানধন প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতপ্রবর অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা লইয়া বিব্রত; দাসদাসী-পরিবেষ্টিত রূপযৌবনসম্পন্না সুশীলা সতী মাদকসেবনশীল উদ্ধত স্বামীর নিগ্রহে দিন দিন ম্রিয়মাণা হইতেছে। 'বস্তুতঃ' জগতের একটি বিচিত্র কৌশল এই, যদি একদিকে কিছু কম থাকে, নিশ্চয়ই আর একদিকে কিছু বেশী আছে'।

'১৭৭৮ খৃঃ অব্দে কর্মবন্ধ সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই তিন মাস কর্মবন্ধ উপলক্ষে অবকাশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি একদণ্ডের নিমিত্ত কর্মশূন্য নহি।" 'বাস্তবিক' এইরূপ সার্বক্ষণিক পরিশ্রমেই তদীয় জীবনের সর্বপ্রধান সুখসাধন হইয়াছিল।'—বিদ্যাসাগর।

দ্রষ্টব্য। 'বাস্তবিক' শব্দ নাম-বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়। যথা,—

বাস্তবিক প্রতিবন্ধক দেখিয়া অথবা প্রতিবন্ধকের আশঙ্কা করিয়া অভিপ্রেত বিষয় হইতে বিরত হওয়া বিচারসিদ্ধ নহে।—বিদ্যাসাগর।

দ্রষ্টব্য। ফল কথা, মোট কথা, স্থূল কথা—ইত্যাদি বাক্যাংশগুলিও এই অর্থে প্রযোজ্য।

৩। **প্রত্যুত** (On the other hand)। পরবাক্যদ্বারা পূর্ববাক্যের কথঞ্চিৎ বৈপরীত্য সূচনা করিতে হইলে এই অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—

ইংরেজের স্থানে 'হিন্দুকে কার্যকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছুই শিখিতে হয় না; 'প্রত্যুত' আর কিছু না শিখিলেই ভাল হয়।—ভূদেব।

বলে বা কৌশলে প্রজাদিগের নিপীড়নদ্বারা কোষ পরিপূর্ণ করা আকবরের উদ্দেশ্য ছিল না ; 'প্রত্যুত' তিনি মঙ্গল বর্ধনদ্বারা প্রকৃতি-বল্লভ হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেন।—তারিণী চট্টোপাধ্যায়।

৪। **অতএব, সুতরাং, কেননা** (therefore, because, as, etc.)। হেতুবোধক বাক্য প্রথমে থাকিলে তাহার পর 'অতএব', 'সুতরাং', 'বলিয়া' ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। হেতুবোধক বাক্য পরে থাকিলে তাহার পূর্বে 'কেননা', 'যেহেতু' প্রভৃতির ব্যবহার হয়। যথা,—

(১) তিনি পীড়িত, অত এব তিনি স্কুলে যাইতে পারিবেন না।

(২) তিনি স্কুলে যাইতে পারিবেন না, কেননা তিনি পীড়িত।

৫। **অধিকন্তু, অপিচ, আর, আবার, অপরন্তু** (Moreover) ; পূর্ববাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অতিরিক্ত আরও কিছু বলিতে হইলে এই সমস্ত অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(১) 'পর-সেবায় সাধারণতঃই চিত্তবৃত্তি সঙ্কুচিত হয় ; 'অপিচ' পরাধীনের দাসত্ব-জীবন সর্বথা ভারস্বরূপ'।

(২) 'ভূমণ্ডলস্থ সমগ্র মনুষ্যসংখ্যা যত, এক হিন্দুসমাজেই তাহার পঞ্চমাংশ, আর যদি ধর্মপ্রণালী ও নীতিশাস্ত্রের সাদৃশ্য লইয়া গণনা করা যায়, তবে স্থূলতঃ হিন্দুপ্রকৃতির ও মূলতঃ হিন্দুধর্মের লোক পৃথিবীর সমস্ত লোকসংখ্যার দশ আনার অধিক হইয়া উঠে।'—ভূদেব।

(৩) মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা ; 'আবার' তাহাতে শক্রহস্তে চিত্রফলক।—বঙ্কিমচন্দ্র।

(৪) পশুপাল্যোপজীবী তাতারীয়েরাও আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে, 'অপরন্তু' বাণিজ্য-ব্যবসায়ী জাতীয়েরাও আপনাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার স্থান খুঁজিয়া বেড়ান।—ভুদেব

৬। **কিন্তু, পরন্তু, তবে** (But, but-then etc.)। পূর্ব-বাক্যার্থের সঙ্কোচ বিধানার্থ পরবাক্যে কিছু বলিতে হইলে এই অব্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(১) 'বিদেশীয় বিজয় হইতে কখন কখন বিজিতদিগের উপকার হয়। 'কিন্তু' প্রায়ই অতিশয় অনিষ্ট ও অপকার হয়।'—বঙ্কিমচন্দ্র।

(২) 'সমাজমাত্রেই আপনাপন আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লইতে চায়, এবং তজ্জন্য অপরাপর সমাজের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করে; 'পরন্তু' সকল সমাজের সংঘর্ষ-প্রবণতা সমান নয়।'—ভূদেব।

(৩) 'ভারতবাসী দুর্বলও নয়, আর শ্রমবিমুখও নয়; 'তবে' আজিকালি অনেকে অর্ধাশনে দিনযাপন করে বলিয়া যাহাই হউক'।—ভূদেব।

দ্রষ্টব্য—'তবে' অব্যয়টি 'তাহা হইলে' এই অর্থেও বিশেষ প্রচলিত। যথা,—'আপনি অবশ হলি, 'তবে' বল দিবি তুই কারে?'—রবীন্দ্রনাথ।

অনন্বয়ী অব্যয়—Interjections

২১০। শ্রেণী-বিভাগ। ব্যবহারভেদে অনন্বয়ী অব্যয় চতুর্বিধ—(১) ভাববোধক অব্যয়, (২) প্রশ্নবোধক অব্যয়, (৩) সম্বোধনসূচক অব্যয়, (৪) বাক্যালঙ্কার অব্যয়।

২১১। ভাববোধক অব্যয়। কতকগুলি অব্যয়দ্বারা হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, ভয়, ঘৃণা, প্রশংসা, অনুমোদন, সম্মতি, অসম্মতি প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশিত হয়। যথা,—

হর্ষ ও বিস্ময়সূচক—মরি, আ মরি, হো হো, হো! বাঃ! কি, বলিহারি, বেশ, হায়রে, কিবা ইত্যাদি। যথা,—

তুরঙ্গম আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, 'হায়রে' 'মরি' তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক কমল যেন মানস সরসে।—মেঘনাদ-বধ।
"কিবা দিব্য সরোবর শোভিছে অদূরে!"

খেদসূচক—হায়, হায়রে, আহা, উঃ, রে, আঃ, উহু, অহো, অহ ইত্যাদি। যথা,—

'অহ'! কে কহিবে সে সুদীর্ঘ কথা
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা!—গোবিন্দ রায়

ঘৃণা ও বিরক্তিসূচক—ছি ছি, দূর দূর, রাম রাম, ধিক্ ধিক্, মহাভারত ইত্যাদি। যথা,—

মা মোদের বঙ্গভূমি, তাঁরে ভুলে আছ তুমি,
'ছি ছি' ভাই একি ব্যবহার।

অনুমোদন বা প্রশংসাসূচক—ধন্য, বলিহারি, বাহবা, বহুৎ আচ্ছা, সাবাস, বা, বা! বা! ইত্যাদি। যথা,—

'বলিহারি'! বঙ্গনারী তোমার মহিমা।—হেমচন্দ্র
'সাবাস', 'সাবাস' তোরা বাঙালীর মেয়ে!—ঐ

ভয় ও আতঙ্ক—বাপ, বাপরে, মাগো, একি ইত্যাদি। যথা,—

'বাপ্‌রে বাপ' কি প্রকাণ্ড বাঘ!

সম্মতিসূচক—হাঁ, হ্যাঁ, হু, বটে, আচ্ছা, আজ্ঞা, যে আজ্ঞে ইত্যাদি।

অসম্মতি-সূচক—না, না তো, না বটে, আদৌ না, মোটেই না।

২১২। **প্রশ্নবোধক অব্যয়।** প্রশ্ন করিতে কতকগুলি অনন্বয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—ত, কি, নাকি, না, কেন ইত্যাদি।

আর্যপুত্র 'ত' কুশলে আছেন—শ্বশ্রূগণের 'ত' মঙ্গল?—সীতার বনবাস।

তুমি 'না' ঢাকায় গিয়াছিলে?

[একটি গল্প বল 'না'। ('না' এখানে অনুরোধ-জ্ঞাপক)। এসো 'না' (Please do come)। বল 'না'! (শেষোক্ত 'না' অনুজ্ঞা-জ্ঞাপকও বটে)।]

২১৩। **সম্বোধনসূচক অব্যয়।** কতকগুলি অনন্বয়ী অব্যয় সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়। যথা,—অয়ি, অয়ে, ও, ওরে, রে, ওগো, ওহে, লো, ওলো, ভো, হাঁগো, হারে, রে ইত্যাদি। যথা,—

'অয়ি' সুকুমারকান্তি তরুণনিচয়।—সদ্ভাবশতক।
'অয়ি' সুখময়ি উষে— ঐ
'ও' কাকাবাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার,
আমি একটু জল খেয়ে মরি—গিরিশ ঘোষ
'হেদে' গো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও!—রবীন্দ্রনাথ

লো, ওলো, হাঁলো—স্ত্রী-সম্বোধনে স্ত্রীলোকেই ব্যবহার করে। যথা,—

মণিমুক্তা, রতন কি আছে লো, জগতে
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে।—মেঘনাদ-বধ

ভো, হে প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক, সম্বোধনে প্রযোজ্য। যথা,—

'ভো' রাজন্ গর্ব পরিহর!—সদ্ভাবশতক
'বটে হে রাজন্ সুখী তুমি সর্বক্ষণ—ঐ
'হে নাথ! কি শিল্পচাতুরী তব'—ঐ

রে, অরে, হারে—ইত্যাদি অসম্ভ্রমসূচক সম্বোধনে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। যথা,—

রে নরাধম! রে দুর্বৃত্ত!
অরে অর্থ! কিবা তোর মোহ চমৎকার!—সদ্ভাবশতক

রে—প্রণয়, স্নেহ ও খেদসূচক সম্বোধনেও ব্যবহৃত হয়। যথা,—

কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই এ বিপত্তি কালে।—মেঘনাদ-বধ
রে সতি, রে সতি, কাঁদিল পশুপতি।—হেমচন্দ্র
'সখিরে আমায় ধর ধর'।

দ্রষ্টব্য—অনেক সময় সম্বোধন পদ উহ্য থাকে, সম্বোধনসূচক অব্যয় মাত্র ব্যবহৃত হয়, যথা—ওগো, শীঘ্র এস।

২১৪। **বাক্যালঙ্কার অব্যয়**। কতকগুলি অব্যয় ভাষার রীতি অনুসারে ব্যবহৃত হয়। এইগুলির কোন অর্থ নাই, তবে বাক্যে প্রযুক্ত হইলে

ইহারা বাক্যের শোভা বর্ধন ও স্থলবিশেষে বাক্যার্থের কিছু বিশেষত্ব সম্পাদন করে। ইহাদিগকে বাক্যালঙ্কার অব্যয় বলে।

নিম্নলিখিত অব্যয়গুলি বাক্যালঙ্কারে ব্যবহৃত হয় :—

ত, তা, বা, যেন, মেনে, যে, সে, কি, না, আর, বলি, বুঝি, রে ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত। ত—'এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়'।—ভারতচন্দ্র।

তা—'তা বল দেখি এখানে কে থাকেন'?

আর—'যদি সে দৃশ্য দেখিতে তবে আর স্থির থাকিতে পারিতে না।'

যে—'কারে দিব বলিদান করি যে ভাবনা'।—কাশীদাস।

সে—'পতি হবে সেই সে তাহার'।

মেনে—'কেমন দেবতা মেনে বুড়া ঠাকুরাণী'—অন্নদামঙ্গল।

না—হোক না, মরুক না।

গে—হোক গে, করুক গে।

অন্যান্য অব্যয়

২১৫। **বিশেষণ অব্যয়।** (ক) অনেকগুলি অব্যয় ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা,—

(১) পুনঃ, যুগপৎ, প্রায়, কেবল, সহসা, অবশ্য, আবার, ঝটিতি, নিতান্ত, বারংবার, একান্ত, বরং, আচম্বিত, বেহদ্দ, অতীব, অত্যন্ত, হদ্দ ইত্যাদি।

(২) সংস্কৃত তস্ প্রত্যয়ান্ত অধিকাংশ শব্দ—আপাততঃ, কার্যতঃ লোকতঃ, ধর্মতঃ, ন্যায়তঃ, বস্তুতঃ, সর্বতঃ, স্বভাবতঃ, বিশেষতঃ ইত্যাদি।

(৩) কতকগুলি সংস্কৃত কারকপদ বাংলায় অব্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা,—অচিরাৎ, প্রসাদাৎ, ইদানীং, তদানীং, আদৌ, উপর্যুপরি যৎপরোনাস্তি, যেন-তেন-প্রকারেণ, কুত্র, দৈবাৎ ইত্যাদি।

(খ) অনেকগুলি অব্যয় নাম-বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়। যথা,—অতি, অতীব, আর, যাবৎ, বৃথা, যৎপরোনাস্তি ইত্যাদি।

২১৬। ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ত্রিবিধ—(ক) কতকগুলি অব্যয় শব্দের অনুকরণ করে বলিয়া উহাদিগকে **অনুকার** অব্যয় (Onomato-poetics) বলে। যথা,—'টপ্ টপ্' জল পড়ে। নদী 'কল্ কল্' করিয়া বহিতেছে। 'খল্ খল্' হাসিতেছে, ইত্যাদি। এইরূপ—ঝম্ ঝম্, গুড়্ গুড়্, ঝল্ ঝল্, ঝাঁ ঝাঁ, তর্ তর্, টুপ্ টুপ্, গড়্ গড়্, হুম্ হুম্, দুম্ দুম্ ইত্যাদি। প্রায়ই এগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

(খ) কতকগুলি অব্যয় ধ্বনিমূলক হইলেও এক একটা অনির্বচনীয় অবস্থা বা ভাবের দ্যোতক। এই জন্য ইহাদিগকে **অবস্থাবাচক** অব্যয় বলে। যথা,—লাল 'টুক্‌টুকে'; কাল 'কুট্‌কুটে'; সাদা 'ধব্‌ধবে'; ইত্যাদি। এইরূপ, চক্ষু 'ছল্ ছল্' করিতেছে; চাঁদোয়া 'ঝল্ মল্' করিতেছে; রোগী 'ছট্‌ফট্' করিতেছে।

এইগুলিও বিশেষণরূপেই অধিক ব্যবহৃত হয়।

(গ) কতকগুলি ধ্বনিমূলক অব্যয় কথার মাত্রাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যথা,—কাপড়-'চোপড়', রকম-'সকম', ছেলে-'পিলে', জল-'টল', ইত্যাদি।

২১৭। বিভক্তিসূচক, উপমাবাচক ও ক্রিয়াবাচক অব্যয়। ইহাদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে [পরিঃ ৩৪]।

২১৮। উপসর্গ অব্যয়। প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ—এই বিশটি অব্যয় সংস্কৃত ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হইলে ইহাদিগকে **উপসর্গ** কহে। যথা,—

প্র—খ্যাতি, উৎকর্ষ, আধিক্য, সর্বতোভাবে, প্রগতি অর্থে ব্যবহৃত। যথা,—প্রক্ষিপ্ত (interpolate), প্রণীত, প্রগলভ, প্রতারণা, প্রকার, প্রচার, প্রকাশক ইত্যাদি।

পরা—আতিশয্য, প্রাধান্য, তিরস্কার, ব্যতিক্রম, অনাদর, প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত। যথা,—পরাক্রম, পরাজয়, পরামর্শ, পরাকাষ্ঠা।

অপ—কুৎসিত, বিরুদ্ধ, বর্জিত, মন্দ, প্রভৃতি অর্থে। যথা,—অপবাদ, অপলাপ, অপব্যয়, অপকর্ম, অপমান ইত্যাদি।

সম্—সম্যক, সহিত, সমীপ, প্রভৃতি অর্থে। যথা,—সম্ভাষণ, সম্পর্ক, সমীপ।

নি—সমীপ, সম্যক্, অতিশয়, অন্তর ইত্যাদি অর্থে। যথা,—নিকট, নিযুক্ত, নিদারুণ, নিমগ্ন ইত্যাদি।

অনু—পরে, পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, সহিত, বীপ্সা প্রভৃতি অর্থে। যথা,—অনুধাবন, অনুমোদন, অনুকরণ, অনুবাদ, অনুচর, অনুক্ষণ ইত্যাদি।

অব—নিশ্চয়, ঘৃণা, বিস্তার প্রভৃতি অর্থে। যথা,—অবগতি, অবজ্ঞা, অবরোধ, অবতরণ ইত্যাদি।

নির্—অভাব, নিশ্চয়, নিঃশেষ প্রভৃতি অর্থে। যথা,—নিরন্ন, নির্ণয়, নির্মূল ইত্যাদি।

দুর্—মন্দ, নিন্দিত, দুঃখ, নিষিদ্ধ প্রভৃতি অর্থে। যথা,—দুর্গম, দুরদৃষ্ট, দুরাত্মা, দুর্গ, দুর্গন্ধ, দুর্বল, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

অভি—সম্মুখ, সমীপ, প্রশস্ত, সর্বদা, বিরুদ্ধ প্রভৃতি অর্থে। যথা, অভিযান, অভিজাত, অভিভাষণ, অভিজ্ঞ, অভিনব ইত্যাদি।

বি—সম্যক্, বিপরীত, বিহীন ইত্যাদি অর্থে। যথা,—বিখ্যাত, বিজ্ঞান, বিপক্ষ, বিকল, বিবাহ প্রভৃতি।

অধি—উপরি, প্রাধান্য, আধিক্য প্রভৃতি অর্থে। যথা,—অধিকার, অধিগত, অধিবাসী, ইত্যাদি।

সু—শুভ, সুন্দর, উত্তম, সহজ প্রভৃতি অর্থে। যথা,—সুখবর, সুকুমার, সুচরিত্র, সুলভ ইত্যাদি।

উৎ—উপর, বিপরীত, অতিশয়, বিরুদ্ধ প্রভৃতি অর্থে। যথা,—উন্নত, উদ্ধত, উত্তপ্ত, উন্মার্গ ইত্যাদি।

অতি—অধিক, অতিশয়, অতিরিক্ত, অনুচিত প্রভৃতি অর্থে। যথা,—অতিক্রম, অত্যাচার, অতিরিক্ত, অতীত ইত্যাদি।

প্রতি—পরিবর্তন, সমীপ, বিপরীত, বিরোধ, অনুরূপ প্রভৃতি অর্থে। যথা,—প্রতিহিংসা, প্রতিবেশী, প্রতিবিধান, প্রতিকার, প্রতিমূর্তি ইত্যাদি।

পরি—সম্পূর্ণভাব, অতিশয় প্রভৃতি অর্থে। যথা,—পরিচ্ছদ, পরিম্লান, পরিতাপ প্রভৃতি।

অপি—সম্ভাবনা, নিশ্চয় প্রভৃতি অর্থে। যথা,—অদ্যাপি, যদ্যপি।

উপ—নিকট, সহিত, সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থে। যথা—উপকূল, উপাসনা, উপদ্বীপ, উপকার ইত্যাদি।

আ—ঈষৎ, সম্যক্, সীমা প্রভৃতি অর্থে। যথা,—আকুল, আজন্ম, আগমন ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত সংস্কৃত উপসর্গগুলি সাধারণতঃ তৎসম শব্দেই অধিক ব্যবহৃত হয়; কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দে অনেকগুলি খাঁটি বাংলা উপসর্গের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

অ, আ, অনা—'না' অথবা মন্দ অর্থে। যথা,—অজানা, অবেলা, অঘর, অকেজো, আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি, অনাছিষ্টি।

অ, আ প্রকৃষ্ট অর্থে বা সাদৃশ্যার্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা—অঘোর, অকুচ্ছিৎ, আকাট, আকুমারী (অকুমারী)।

কু—খারাপ অর্থে। কুদিন, কুসংবাদ, কুকর্ম, কুখবর, কুচাল।

দর—অল্প অর্থে। দরকাঁচা, দরপাকা।

নি, নির্—'না' অর্থে। নিদয়, নিকরুণ, নিখোঁজ, নিভু্র্ল, নির্ভরসা।

বি, বে—'না' অর্থে। বিজোড়, বিভু-ই, বে-টাইম, বিজন্মা (বেজন্মা)।

স—সহিত অর্থে। সজোর, সঠিক, সক্ষম, সাবকাশ।

সু—ভাল অর্থে। সুজন, সুঠাঁম, সুনজর, সুখবর।

হা—বিগতার্থে। হাভাতিয়া (হাবাতে), হাপুস, হাঘরে।

পাতি, ভর প্রভৃতি কতকগুলি শব্দও উপসর্গের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা,—পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতকো (পাতিকুয়া), ভরদিন, ভরসাঁজ। কতকগুলি **ফারসী শব্দও** বাংলায় উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—গর (গররাজি, গরমিল,—না অর্থে); না (নাবালক, নামিষ্টি—না অর্থে); ফি (ফিবছর,

ফিলোক—(প্রত্যেক অর্থে) ; বদ্ (বদ্‌লোক, বদ্‌রাগী,—খারাপ অর্থে) ; বে (বেরসিক, বেঘোর, বেনামী—'না' এবং খারাপ অর্থে) ; হর (হররোজ, হরবোলা—প্রত্যেক অর্থে)।

এই সঙ্গে আরও তুলনীয় উপসর্গবৎ ব্যবহৃত **ইংরেজী শব্দ**—
সব (সব-ডেপুটী, সব-আফিস) ; হেড্ (হেড-মাষ্টার, হেড-পণ্ডিত), ফুল্ (ফুল-বাবু, ফুল-টিকিট), হাফ্ (হাফ্-আখড়াই, হাফ-টিকেট) ইত্যাদি।

অনুশীলন

১। ভাব-বিশেষণ কত প্রকার ? ক্রিয়া-বিশেষণগুলি কিরূপ বিভিন্নভাবে গঠিত হয়, দৃষ্টান্ত সহ লিখ।

২। সহার্থক ও নিমিত্তার্থক পদান্বয়ী অব্যয়যোগে দশটি বাক্য রচনা কর।

৩। সমুচ্চয়ী অব্যয়ের বিস্তারিত শ্রেণী-বিভাগ কর। সহযোগী ও অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৪। নিম্নলিখিত নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়যোগে এক একটি বাক্য রচনা কর :—

বটে—কিন্তু, বরং—তথাপি, যদি—তথাপি, হয়—নতুবা, হয়—নয়, কি—কি, ও—ও।

৫। নিম্নের প্রত্যেকটি অব্যয় ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—বস্তুতঃ ফলতঃ, যেহেতু, কেননা, সুতরাং, অধিকন্তু, পরন্তু, তবে।

৬। অনন্বয়ী অব্যয় কত প্রকার ? নিম্নলিখিত অব্যয়গুলি বাক্যালঙ্কারে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—ত, তা, যে, যেন, কেন, কি, না, আর, বলি।

৭। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলি ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—আপাততঃ, বস্তুতঃ, ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ, বিশেষতঃ, যৎপরোনাস্তি, দৈবাৎ।

৮। ধ্বনিমূলক অব্যয় কত প্রকার? এক একটি বাক্যদ্বারা নিম্নলিখিত অব্যয়গুলির ব্যবহার দেখাইয়া দাও :—ফিক্‌ফিকে, ছল্ ছল্, কল্ কল্, চড়্ চড়্, মর্ মর্, ভো ভো।

৯। নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মের মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য বা পার্থক্য দেখাইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—সংবাদ, বিসংবাদ; অনুরোধ, উপরোধ; দ্বেষ, বিদ্বেষ; অনুগমন, প্রত্যুদ্গমন; প্রতিরোধ, বিরোধ; অনুষ্ঠান, অধিষ্ঠান; বিবাদ, পরিবাদ; উৎপন্ন, উপপন্ন।

১০। দৃষ্টান্ত সহ বিভিন্ন প্রকার অব্যয়ের পরিচয় দাও (ঢাকা বোর্ড প্রবেশিকা, ১৯৪৩)।

পদ-পরিচয় (Parsing)

২১৯। বাক্যস্থিত পদসমূহের পরিচয় দান ও পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করার নাম **পদ-পরিচয়**।

পদ-পরিচয়ে প্রথমতঃ পদটি কোন্ পদ তাহা নির্ণয় করিতে হয়। পদ আট প্রকার—বিশেষ্য, সর্বনাম, নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া, ভাব-বিশেষণ, পদান্বয়ী অব্যয়, সমুচ্চয়ী অব্যয়, অনন্বয়ী অব্যয় (২৪ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

তারপর পদটির "শ্রেণী", "রূপ" ও "সম্বন্ধ" নির্ণয় করিতে হয়। যথা,—

১। বিশেষ্য

(ক) শ্রেণী—ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক, দ্রব্যবাচক, কালবাচক, জাতিবাচক, গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক (ভাব-বিশেষ্য)।

(খ) রূপ—(১) লিঙ্গ—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ (৩৬ পরিঃ)।

(২) বচন—একবচন, বহুবচন (৬৫ পরিঃ)।

(৩) কারক—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ (৭১ পরিঃ)।

(৪) বিভক্তি—১মা, ২য়া, ৩য়া, ৪র্থী, ৫মী, ৬ষ্ঠী, ৭মী (৬৯ পরিঃ)।

(গ) সম্বন্ধ—(১) কারকত্ব থাকিলে কোন্ ক্রিয়ার সহিত অন্বিত। (৭১ পরিঃ)।

(২) কারকত্ব না থাকিলে কি অর্থে বা কোন্ পদের যোগে কি বিভক্তি (১১১—১৩৭ পরিঃ)।

দ্রষ্টব্য—সম্বন্ধ পদ হইলে, কি সম্বন্ধ তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। (১২৩ পরিঃ)

দৃষ্টান্ত—রাজা মৃগের অনুসরণে অরণ্যপর্যটন করিতেছেন।

রাজা—জাতিবাচক বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, একবচন, কর্তৃকারক, প্রথমা বিভক্তি, 'করিতেছেন' ক্রিয়ার কর্তা।

মৃগের—জাতিবাচক বিশেষ্য ; পুংলিঙ্গ, একবচন, সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'অনুসরণে' এই ভাব-বিশেষ্যের সহিত কর্মসম্বন্ধ (১২৩ পরিঃ)।

অনুসরণে—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ক্লীবলিঙ্গ, একবচনে, সপ্তমী বিভক্তি-হেত্বর্থে ৭মী (১৩০ পরিঃ)।

অরণ্যপর্যটন—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ, একবচন, কর্মকারক, দ্বিতীয়া বিভক্তি (লোপ) 'করিতেছেন' ক্রিয়ার কর্ম।

২। সর্বনাম

(ক) শ্রেণী—পুরুষবাচক, প্রশ্নবাচক, নির্দেশক, সাপেক্ষ বা সমুচ্চয়ী (১৪০ পরিঃ)।

(খ) রূপ—পুরুষ, লিঙ্গ, বচন, কারক, বিভক্তি (১৪১ পরিঃ)।

(গ) সম্বন্ধ—বিশেষ্যের অনুরূপ (১৪৯ পরিঃ)।

দৃষ্টান্ত। সে বলিল, আমাকে ভয় কি ?

সে—নির্দেশক সর্বনাম, প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, কর্তৃকারক, প্রথমা বিভক্তি 'বলিল' ক্রিয়ার কর্তা।

আমাকে—পুরুষবাচক সর্বনাম, উত্তম পুরুষ, পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, কর্তৃকারক, দ্বিতীয়া বিভক্তি "ভয়" এই ভাব-বিশেষ্যের কর্ম [১৮৭ পরিঃ]।

৩। নাম-বিশেষণ

(ক) শ্রেণী—সংজ্ঞাবাচক, গুণবাচক, সংখ্যাবাচক, সর্বনামীয় (১৫২ পরিঃ)।

(খ) রূপ—লিঙ্গ।

যে স্থলে নাম-বিশেষণ বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসরণ করে, সে স্থলে মাত্র লিঙ্গ উল্লেখ করিতে হয় (১৫৬ পরিঃ)। কারকাদি ভেদে নাম-বিশেষণের পরিবর্তন হয় না (১৫৫ পরিঃ)।

(গ) সম্বন্ধ—কোন্ পদের বিশেষণ, বিধেয় বিশেষণ হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে (১৮৩ পরিঃ)।

দ্রষ্টব্য—বিশেষণ অব্যয় হইলে তাহা বলিয়া তারপর কোন্ শ্রেণী তাহার উল্লেখ করিবে (৩৪ ও ২১৫ পরিঃ)।

দৃষ্টান্ত—'সর্ববিষয়ে সুখী লোক জগতে দুর্লভ।'

সুখী—গুণবাচক বিশেষণ, পুংলিঙ্গ, 'লোক' পদের বিশেষণ।

দুর্লভ—গুণবাচক বিশেষণ, পুংলিঙ্গ, 'লোক' পদের বিশেষণ।

৪। ক্রিয়া

(ক) শ্রেণী—অকর্মক, সকর্মক বা দ্বিকর্মক ; সমাপিকা বা অসমাপিকা (১৫৯ ও ১৬১ পরিঃ)।

(খ) রূপ—

(১) পুরুষ—উত্তম, মধ্যম, প্রথম (১৬৯ পরিঃ)।

(২) বাচ্য—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য, কর্মকর্তৃ-বাচ্য (১৮০ পরিঃ)।

(৩) কাল—বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ (১৭০ পরিঃ)।

(৪) বিভক্তি—বর্তমান, নিত্য, পুরাঘটিত বর্তমান প্রভৃতি। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালের দশটি বিভক্তির কোন্‌টি তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। (১৭০ পরিঃ)।

(গ) সম্বন্ধ—কর্তা কোন্ পদ, সকর্মক হইলে কর্ম কোন্ পদ ; মুখ্যকর্ম, গৌণকর্ম, ব্যাপ্তিকর্ম, ধাত্বর্থক কর্ম, বিধেয় কর্ম (১৬০, ১৬১, ১১৬, ১৬৫, ৯৮ ও ৩৫০ পরিঃ)।

দ্রষ্টব্য—অসমাপিকা ক্রিয়ার পুরুষাদিভেদে রূপভেদ হয় না (১৮৫ পরিঃ)। কাজেই উহার কেবল শ্রেণী ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হয়।

দৃষ্টান্ত। তিনি আমাকে একটি টাকা দিয়া কহিলেন—'সত্বর গমন কর'।

দিয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া, দ্বিকর্মক, (মুখ্যকর্ম—'টাকা', গৌণকর্ম—'আমাকে') 'তিনি' এই কর্মপদের সহিত অন্বিত।

কহিলেন—সমাপিকা ক্রিয়া, সকর্মক, প্রথম পুরুষ, কর্মবাচ্য, অতীতকাল, সাধারণ অতীত বিভক্তি, 'তিনি' এই কর্মপদের সহিত অন্বিত, কর্ম—'সত্বর গমন কর' এই বাক্য।

গমন কর *—সমাপিকা ক্রিয়া, অকর্মক, মধ্যম পুরুষ, কর্মবাচ্য, বর্তমানকাল, অনুজ্ঞা বিভক্তি, 'তুমি' এই কর্মপদ উহ্য।

৫। ভাব-বিশেষণ।

(ক) শ্রেণী—ক্রিয়ার বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ ; অপিচ, সময়বোধক, স্থানবোধক, অবস্থা বা প্রকারবোধক, পরিমাণবোধক, হেতুবোধক বা অবধারণ-বোধক (২০১ পরিঃ)।

(খ) সম্বন্ধ—ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে, কোন্ ক্রিয়ার বিশেষণ। বিশেষণীয় বিশেষণ হইলে কোন্ বিশেষণের বিশেষণ।

দৃষ্টান্ত—বড় কঠিন কাজ, এত তাড়াতাড়ি হইবে না।

বড়—বিশেষণীয় বিশেষণ, পরিমাণবোধক, 'কঠিন' এই নামবিশেষণের বিশেষণ (৩০ ও ২০৩ পরিঃ।

এত—বিশেষণীয় বিশেষণ, পরিমাণবোধক, 'তাড়াতাড়ি' এই ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ।

তাড়াতাড়ি—ক্রিয়াবিশেষণ, সময়বোধক, 'হইবে না' ক্রিয়ার বিশেষণ।

৬। পদান্বয়ী-অব্যয়

(ক) শ্রেণী—সহার্থক, তুল্যার্থক, নিমিত্তার্থক, অপেক্ষার্থক, বিনার্থক (২০৪ পরিঃ)।

(খ) সম্বন্ধ—কোন্ বিশেষ্য বা সর্বনামের সহিত অন্বিত (৩১, ১২৭, ১২৮ পরিঃ)।

দৃষ্টান্ত। 'ধনের চেয়ে জ্ঞান বড়।'

* এস্থলে 'গমন কর' এই পদটি সংযোগমূলক ক্রিয়াপদ। কিন্তু 'গমনাগমন কর' 'শুভাগমন কর' ইত্যাদি স্থলে সমাসবদ্ধ পদগুলিকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপেই অন্বয় করা সঙ্গত।

চেয়ে—অপেক্ষার্থক পদান্বয়ী অব্যয়, 'ধনের' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত অন্বিত (৩১ পরিঃ)।

৭। **সমুচ্চয়ী অব্যয়।**

(ক) শ্রেণী—সহযোগী, সংযোজক, বিয়োজক, সংকোচক, হেতুবোধক, অনুগামী (৩২, ২০৫—২০৭ পরিঃ)।

(খ) সম্বন্ধ—কোন্ কোন্ পদ, বাক্যাংশ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে (৩২ পরিঃ)।

দৃষ্টান্ত। সে ধনী ও মানী, অথচ সে বিনয়ী।

ও—সহযোগী সংযোজক অব্যয়, 'ধনী' ও 'মানী' এই পদদ্বয়কে সংযুক্ত করিতেছে।

অথচ—সহযোগী সঙ্কোচক অব্যয়, 'সে ধনী ও মানী' ও 'সে বিনয়ী', এই বাক্যদ্বয়কে সংযুক্ত করিতেছে।

৮। **অনন্বয়ী অব্যয়।**

(ক) শ্রেণী—ভাববোধক, প্রশ্নবোধক, সম্বোধনসূচক, বাক্যালঙ্কার (২১০—২১৪ পরিঃ)।

(খ) সম্বন্ধ—নাই।

অনন্বয়ী অব্যয় কোন্ শ্রেণীর, অর্থাৎ কি অর্থ সূচনা করে তাহাই বলিতে হয়। ইহার সহিত বাক্যের অন্য পদের কোন সম্বন্ধ নাই। (৩৩ ও ২১০-২১৪ পরিঃ)।

দৃষ্টান্ত। আর্যপুত্র ত কুশলে আছেন? তিনি কি আসিয়াছেন?

ত—অনন্বয়ী অব্যয়, বাক্যালঙ্কারে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কি—অনন্বয়ী অব্যয়, প্রশ্নে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনুশীলন

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—মিষ্ট, অতিশয়, সরল, সত্য, প্রীত, পাপ, ভূত, সার।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—শোনা, ধরা, ছাড়া, সাজান, ঘুমান, গাথা, চাষা।

[যেমন,—কথা শোনা, শোনা কথা]।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ক্রিয়া-বিশেষণ (adv.) ও নাম-বিশেষণ (adj.) রূপে ব্যবহৃত করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

অতিশয়, অত্যন্ত, দ্রুত, সুন্দর, মিথ্যা, সত্বর, যথা, যৎপরোনাস্তি।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে চিহ্নিত পদগুলির পদ-পরিচয় দাও :—

(ক) 'কি' রাজা কি 'প্রজা' সকলেই 'মৃত্যুর' অধীন। (খ) 'দুর্ভাগ্য-ক্রমে' তিনি ঠিক সময়ে আসিতে পারেন নাই। (গ) সেখানে যাওয়ার 'যো' নাই। (ঘ) তিনি 'উপাসনা' করিতেছেন। (ঙ) সম্রাট্ ভারতে 'শুভাগমন' 'করিবেন'। (চ) 'এত' তাড়াতাড়ি হাঁটিতেছ কেন ? (ছ) তিনি 'আমার' 'চেয়ে' 'একটু' খাট।

বাগ্বিধি বা ভাষার রীতি (Idioms)

২২০। ভাষাবিশেষে শব্দাদির অর্থগত বা ব্যবহারগত যে বিশেষত্ব তাহার নাম **বাগ্বিধি বা ভাষার রীতি**। দেখ,

পুলিশ চোর **ধরিয়াছে**।	টকে দাঁত **ধরিয়াছে**।
রৌদ্রে মাথা **ধরিয়াছে**।	ঔষধে **ধরিয়াছে**।
শীতে হাত **ধরিয়াছে**।	কথাটা মনে বড় **ধরিয়াছে**।

উপরিলিখিত বাক্যগুলির প্রথম বাক্যে 'ধরিয়াছে' ক্রিয়ার সাধারণ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অপর প্রত্যেকটিতে 'ধরিয়াছে' ক্রিয়ার একটি বিশেষ অর্থ আছে। এই অর্থগত বিশেষত্বের নামই ভাষার রীতি।

আবার দেখ, 'জল-খাও' বলিলে যে অর্থ হয়, 'জল-টল খাও' বলিলে ঠিক তাহা বুঝা যায় না। জল-টল=জল ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বস্তু; এই অর্থহীন 'টল' শব্দ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বাংলা ভাষার রীতি।

আবার দেখ আমরা 'লেখাপড়া' বলি, 'পড়ালেখা' বলি না। আবার ইংরেজ বলেন, 'reading and writing' 'writing and reading' বলেন না; ইহাও ভাষার রীতি।

২২১। রচনা সুস্পষ্ট, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিবার একটি প্রধান উপায় যথাযথ বাগ্বিধির অনুসরণ।

আমাদের মাতৃ-ভাষা বিশিষ্টার্থক শব্দসম্পদে বিশেষ ঐশ্বর্যশালিনী। এইগুলির প্রকৃষ্ট ব্যবহারে রচনা যেমন সুষ্ঠু ও সরস হয়, তেমন সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হয়। আমরা কথাবার্তায় ভূরি ভূরি বিশিষ্টার্থক শব্দ ও শব্দসমষ্টি (Idiomatic expressions) ব্যবহার করিয়া থাকি। এইগুলি আধুনিক সুকৌশলী লেখকগণ লেখ্য ভাষায়ও প্রচুর ব্যবহার করিতেছেন।

২২২। আমরা এখানে নিম্নলিখিত শ্রেণী-বিভাগ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি আলোচনা করিতেছি :—

১। ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট ব্যবহার (Idiomatic uses of Verbs).

২। বিশেষ্যপদের বিশিষ্ট ব্যবহার (Idiomatic uses of Nouns).

৩। বিশেষণপদের বিশিষ্ট ব্যবহার (Idiomatic uses of Adjectives).

৪। বিবিধ শব্দ ও পদ-সমষ্টির বিশিষ্ট ব্যবহার (Idiomatic uses of miscellaneous words and phrases).

৫। ধ্বন্যাত্মক শব্দ (Onomatopoetics).

৬। দ্বিরুক্ত শব্দ (Reduplicated Words).

৭। যুগ্মশব্দ (Collocation of Words).

৮। উপমা ও তুলনাবাচক পদসমষ্টি (Commonplace Comparisons).

২২৩। কতিপয় ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট ব্যবহার
(Idiomatic uses of some Verbs).

কাট্

গাছ কাটা—কর্তন বা ছেদন করা (to cut)।

'সে টাকা চুরির মানসে ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে।'—বঙ্কিমচন্দ্র

কথা কাটা—খণ্ডন করা।

'সে ত তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ করিবার জন্যই কথা কাটা-কাটি করিত না'—শরৎচন্দ্র

সময় কাটা—যাপিত হওয়া।

'এমন মায়ের পেটে জন্মে কখনো চিরকাল এভাবে কাটাতে পারবে না'।—শরৎচন্দ্র।

আঁচড় কাটা—গভীর রেখা পাত করা (সাধারণতঃ বেদনা দ্বারা)

'আজ তার প্রাণহীন আদর মনে শুধু আঁচড় কাটিতেছে।'

দাগ কাটা—গভীরভাবে স্পর্শ করা।

নীরস বুলি কখনও শিশুদের কোমল মনে দাগ কাটে না।

নক্সা কাটা—খোদা, অঙ্কন করা।

'কমলের কপালে একটি টিপ্ কাটিয়া দিলেন।'

বিপদ কাটা, মেঘ কাটা—দুর হওয়া।

'কিন্তু সে-ফাঁড়া কেটে গেছে।'—রবীন্দ্রনাথ।

টেরি কাটা, তিলক কাটা—বিন্যাস করা বা রচনা করা।

মাল কাটা—বিক্রয় হওয়া। যথা,—

এবার দেশী মাল ভালই কাটিতেছে।

ছড়া কাটা—ছড়া আবৃত্তি করা।

ছানা কাটা—অম্লরস যোগে দুধ হইতে ছানা বাহির করা।

তাল কাটা—গানের বা বাজনার তাল ভঙ্গ হওয়া।

সাঁতার কাটা—সাঁতরানো।

'হাল্কা ছিলুম, দারিদ্র্যের উপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি।' [সহজেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছি]

জিভ্ কাটা—অপ্রস্তুতভাবে লজ্জিত হওয়া।

নাক কাটা—লজ্জা দেওয়া

কান কাটা—জব্দ করা।

নাক কাটা (বিণ)—বেহায়া।

কান-কাটা (বিণ)—বেহায়া।

তোল্

জাতে তোলা—স্ব-সমাজভুক্ত করিয়া লওয়া।

পিঠের চামড়া-তোলা—নির্দয়ভাবে প্রহার করা।

গুজব তোলা, কথা তোলা—রটনা করা।

মুখ তুলিয়া চাওয়া—অনুগ্রহ করা, প্রসন্ন হওয়া।

(গায়ে) হাত তোলা—প্রহার করা।

হাত-তোলা (বি)—"নিজের সমস্ত দান করে কি অবশেষে তারই হাত-তোলা খেয়ে থাক্‌বে?"—শরৎচন্দ্র।

সুর তোলা—সুর চড়ান (to raise)। হাই তোলা—হাই ছাড়া।

পটল তোলা—উঠাইয়া দেওয়া, বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া।

ধর্

ভেক ধরা—সাজ করা, বেশ ধরা, রূপ ধরা (to wear, to put on)।

চোর ধরা, মাছ ধরা—পাকড়ানো (to catch), চেপে ধরা, ঠেসে ধরা।

ডাকাতে ধরা—আক্রমণ করা, রোগে ধরা, যমে ধরা, ভুতে ধরা।

ট্রেন ধরা, ট্রাম ধরা—যথাসময়ে যাইয়া পাওয়া।

মনিবকে ধর—সনির্বন্ধ অনুরোধ কর। কিন্তু ধরা পড়া—ধৃত হওয়া।

'কত ঠাকুরের দোর ধরে তার রোগ ভাল হয়েছে'—আশ্রয় লওয়া।

সোজা পথ ধরা, সত্য পথ ধরা—অবলম্বন করা (to follow)।

'জেদ ধরা—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া [গোঁ ধরা, আবদার ধরা]।

'মেয়ে জেদ ধরেচে, বিয়ে করবে না'—প্রবোধ সান্যাল।

গান ধরা—আরম্ভ করা। 'সে হঠাৎ গান ধরিল'।

মদ ধরা—অভ্যাস আরম্ভ করা [বড়মানুষী চাল ধরা]।

চুরি ধরা—অবধারণ করা (to detect) [রোগ ধরা]।

দর ধরা—নির্ধারণ করা [দাম ধরা] (to fix) ; ছুতা ধরা—দোষ বাহির করা ; মনে ধরা—পছন্দসই হওয়া, 'কিছু আর মনে ধরচে না।'

ভুল ধরা—দেখানো [খুঁত ধরা, দোষ ধরা, ছল ধরা] (to find)।

'ধর যদি বিপদ হয়'—কল্পনা কর (suppose)।

'ধর যদি পাওই, তোমার লাভটা কি হবে'—সীতা দেবী।

হাত-ধরা (বিণ)—বাধ্য। হাতে ধরা—সনির্বন্ধ অনুরোধ করা।

হাতে ধরিয়া—যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া।

পায়ে ধরা—অনুনয় বিনয় করা। 'আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম দাদা এ যাত্রা আমায় ক্ষমা কর।'—রবীন্দ্রনাথ।

ঔষধে ধরা—গুণ প্রকাশ করা বা কার্যকরী হওয়া।

মাথা ধরা—শিরঃপীড়া হওয়া।

লাগ্

দাগ লাগা—দোষ বা কলঙ্ক স্পর্শ করা

আগুন লাগা—তুমুল ঝগড়া বাধা ;

চমক লাগা—আশ্চর্যান্বিত হওয়া।

তাক্ লাগা—অবাক হওয়া

চূণ-কালি লাগা—অপছন্দ হওয়া।

পিছু লাগা—ক্রমাগত দোষ ধরা, বিপক্ষতাচরণ করা।

মনে লাগা—পছন্দ হওয়া।

চোখ লাগা—নজর দেওয়া, হিংসা দৃষ্টি দেওয়া।

দাঁত লাগা—দাঁতের দুই পাটি লাগিয়া যাওয়া।

বিষম লাগা—(খাইবার সময় খাদ্যের ক্ষুদ্রাংশ হঠাৎ শ্বাস-নালীতে ঢুকিয়া গেলে কষ্ট হওয়া)।

লাগিয়া থাকা—না ছাড়া।

২২৪। কতিপয় বিশেষ্যপদের বিশিষ্ট ব্যবহার

(Idiomatic uses of some Nouns)

চোখ (চক্ষু)

চোখ পাকান, চোখ রাঙানো—রাগ দেখান।

চোখ উঠা—রোগবিশেষ (Ophthalmia)

চোখ টেপা, ঠারা—চোখ দিয়া ইশারা করা।

চোখ ফোটা—প্রকৃত অবস্থা বোঝা।

চোখ রাখা—দৃষ্টি বা নজর রাখা।

চোখের দেখা—শুধু দর্শন, ক্ষণেকের দর্শন।

চোখের মাথা খাওয়া—অন্ধ হওয়া [গালি-বিশেষ]।

চোখের বালি—বালি চোখে গেলে যেরূপ পীড়াদায়ক, সেইরূপ অপ্রীতিকর (মানুষ)।

চোখের পলক—নিমেষ।

চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান—দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিশেষভাবে বুঝান।

চোখ খোলা—'কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে সে তো জানে না।' —শরৎচন্দ্র।

'তোমাদের কি চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই?' [লজ্জা]—শরৎচন্দ্র।

মাথা

মাথামোড় খোঁড়া—'তোমার ঐ বন্ধুগুলির জ্বালায় আমি মাথামোড় খুড়ে মরবো।'
—রবীন্দ্রনাথ

মাথা কোটাকুটি করা, মাথা খোঁড়াখুড়ি করা—নির্বন্ধাতিশয্যে অনুরোধ বা প্রার্থনা ইত্যাদি।

মাথা খাও—শপথ। 'আমার পরিচয় দিও না, লক্ষ্মীটি, মাথা খাও।'
—রবীন্দ্রনাথ।

'তার বিশ্বাস তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস্' (সর্বনাশ বা ক্ষতি করা)?
—রবীন্দ্রনাথ।

মাথা ঠেকান—প্রণাম করা।

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।' —রবীন্দ্রনাথ।

মাথা ঠাণ্ডা করা—রাগ না করা।

মাথা দেওয়া—মরা। দেশের জন্য মাথা দিতে হইবে। সকলেই বাহির হইতে বক্তৃতা দিতে চায় কেহই কাজে মাথা দিতে চায় না। (দায়িত্ব পূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া)।

মাথা হেট করা—লজ্জা পাওয়া।

মাথায় ওঠা—অযথা প্রশ্রয় পাওয়া।

মাথা ধরা—শিরঃপীড়া।

রাগের মাথায়—হঠাৎ রাগান্বিত হইয়া।

মাথার দিব্য—শপথ।

লোকটার খুব মাথা—বুদ্ধি।

গ্রামের মাথা—প্রধান মাতব্বর।

মাথা কাটা যাওয়া—বিষম লজ্জা পাওয়া।

মাথা উঁচু করা—সম্মান বৃদ্ধি করা।

মুখ

মুখ করা—ভর্ৎসনা।

মুখ তুলে চাওয়া—প্রসন্ন হওয়া।

মুখ নাড়া—তিরস্কার, মুখ ঝামটা।

মুখ ভার—আন্তরিক ক্রোধ বা অভিমান।

মুখ সামলান—সাবধানে কথা বলা।

মুখ রক্ষা—মান বাচান।

মুখ লাল হওয়া—অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া।

মুখে আগুন—মৃত্যু কামনা।

মুখে ফুলচন্দন পড়ুক—আশীর্ব্বাদ বা শুভ প্রার্থনা।

'কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজ ক্ষান্ত হইলাম।' —বঙ্কিমচন্দ্র

মুখের কথায়—কাজে নয়, শুধু কথায়

মুখবন্ধ—ভূমিকা।

মুখ চাওয়া—কাহারও উপর নির্ভর করা।

মুখ চুন হওয়া—অতিশয় লজ্জা পাওয়া।
মুখ শুকানো—দুর্ভাবনায় কৃশ।
মুখপাত্র—প্রধান।
মুখপত্র—[মুখপাত] ভূমিকা, আরম্ভ। মহিলা সমাজের মুখপত্র (representative)।
মুখপোড়া—গালি-বিশেষ।
মুখের সাম্‌নে—সাক্ষাতে।
যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—অন্যায় বা অশোভন স্পর্দ্ধা।
মুখশুদ্ধি—ভোজনের পর তাম্বুলাদি চর্বণ।
মুখচোরা (বিণ)—লাজুক।

হাত

হাত আসা—অভ্যাস হওয়া।
হাত করা—আয়ত্ত করা।
হাত খরচ—খুচরা ব্যয়।
হাত খালি করা—রিক্তহস্ত হওয়া।
হাত গুটান—নিরস্ত হওয়া।
হাত চালান—শীঘ্র কাজ সম্পাদন করা।
হাত জোড় করা—নমস্কার করা।
হাত জোড়া থাকা—হাতে কাজ থাকা।
হাত দেওয়া—আরম্ভ করা।
হাত বাঁধা থাকা—স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা না থাকা।
হাতে কলমে করা—কার্যকরী করা। 'বাঙালীর ছেলে আমেরিকায় যাইয়া হাতে কলমে এঞ্জিন গড়িল।' —রবীন্দ্রনাথ
হাত পাকান—অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধহস্ত হওয়া।
হাত পাতা—যাচ্ঞা করা।
হাত যশ—সিদ্ধহস্ত বলিয়া সুনাম।
হাতে থাকা—বশে বা আয়ত্তে থাকা।
হাতে থাকা—সঞ্চিত থাকা।
হাতে হাতে—অবিলম্বে।
হাতে হাতে ফল—সদ্যফল।
হাতের পাঁচ—শেষ ভরসা।
পাকা হাত—সিদ্ধহস্ত।
কাঁচা হাত—অপটু বা অনভ্যস্ত।
হাতে পাওয়া—আপন অধিকারের মধ্যে পাওয়া। 'একবার তাদের হাতে পেলে ত আর রক্ষা থাক্‌ত না।' —শরৎচন্দ্র।

২২৫। কতিপয় বিশেষণের বিশিষ্ট ব্যবহার

(Idiomatic uses of some Adjectives)

কাঁচা

১। অপক্ক—কাঁচা ফল।

২। আরাঁধা—কাঁচা মাংস, কাঁচা তরকারী, কাঁচা দুধ, কাঁচা রস।

৩। অদগ্ধ—কাঁচা ইট। 'শিলা যেন কাঁচা ইট ভাস্করের করে।'

৪। অপরিণত—কাঁচা বুদ্ধি।

৫। মাটির তৈরী—কাঁচা ঘর, কাঁচা গাঁথনী, কাঁচা রাস্তা।

৬। আনাড়ি, অনিপুণ—কাঁচা লোক, লেখাপড়ায় কাঁচা লোক।

৭। অসাবধানে, বিবেচনা না করিয়া কৃত—কাঁচা কাজ।

৮। পরিবর্তনীয়—কাঁচা খাতা, কাঁচা ফর্দ, কাঁচা হিসাব, কাঁচা কথা।
[বিপরীত—পাকা খাতা, পাকা কথা।]

৯। যাহা টিকে না—কাঁচা রং।

কাঁচা ঘুম—যে ঘুম আরো অনেকক্ষণ হইতে পারিত।

কাঁচা টাকা—টাকার মুদ্রা, নগদ টাকা (Cash money)।

কাঁচা মাল—(Raw material) উৎপন্ন দ্রব্যাদি যখন অবিকৃত ও অপরিবর্তিত আবস্থায় থাকে।

কাঁচাহাত—অদক্ষ, অনিপুণ, শিক্ষানবিশ। 'বড় বোনের পাকা হাত, ছোট বোনের কাঁচাহাত।'
—রবীন্দ্রনাথ।

কাঁচা লেখা—অনভ্যস্ত হাতের লেখা।

কাঁচা সর্দি—প্রথমাবস্থার সর্দি।

কাঁচা জল—অনুষ্ণ জল।

দরকাঁচা—উপরে পাকা, কিন্তু ভিতরে কাঁচা বা শক্ত। দর-কাঁচা আম।

ভাঙ্গা

ভাঙ্গা বাড়ী—ভগ্নগৃহ। ভাঙ্গা মন—আঘাতপ্রাপ্ত মন, নিরাশায় বিষণ্ণ মন।

ভাঙ্গা কথা—অস্পষ্ট কথা। 'ছেলেদের প্রথম ভাঙ্গা কথা যেমন মিষ্টি, কবিদের প্রথম ভাঙ্গা ছন্দ তেমনি মিষ্টি।'
—রবীন্দ্রনাথ।

হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী—অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম। ভাঙ্গা টাকা—খুচরা টাকা।

২২৬। বিশিষ্টার্থক ক্রিয়া-স্থানীয় বাক্যাংশ ও পদসমষ্টি
(Idiomatic Verbal Phrases)

বাংলায় করা, ধরা, রাখা, পাওয়া, হওয়া ইত্যাদি ক্রিয়ার সহিত সার্থক বিশেষ্য বিশেষণাদি যোগে বহুবিধ বিশিষ্টার্থক ক্রিয়াবাচক বাক্যাংশ বা পদসমষ্টি (verbal phrases) গঠিত হয়। বিশিষ্টার্থক ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত স্থলে ইহার অনেকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। যথা,—

টাকা করা (অর্থ সঞ্চয় করা), নাম করা (যশস্বী হওয়া), জাক করা (গর্ব করা, সমারোহ করা), ঘর-সংসার করা (জীবন যাপন করা), মানুষ করা (ভরণ-পোষণ শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা উপযুক্ত করিয়া তোলা), কান ভারী করা (কাহারও সম্বন্ধে কথা বলিয়া বলিয়া সেই সম্বন্ধে সন্দেহ এবং বিশ্বাস উৎপত্তি করা), জলযোগ করা (জল খাবার খাওয়া), লণ্ডভণ্ড করা (বিপর্যস্ত করা, ওলটপালট করা), তিলকে তাল করা (সামান্য জিনিষকে অনর্থক বড় করিয়া তোলা), গা মাটিমাটি করা, (জড়তা বোধ করা), কথা রাখা (কথা অনুরূপ কার্য করা) চোখ রাখা (সতর্ক দৃষ্টি রাখা) নাম রাখা (যশের কাজ করা), ভাব রাখা (সম্প্রীতি রাখা), মনে রাখা (স্মরণ রাখা), পঞ্চত্ব পাওয়া (মৃত্যু হওয়া), কলকে পাওয়া (সমাজে বা সভায় খাতির পাওয়া), হাতে হাতে ফল পাওয়া (কৃতকর্মের শীঘ্রই ফল পাওয়া), বাগে পাওয়া (সুবিধার ভিতরে পাওয়া), চুলোয় যাওয়া (মরা, নষ্ট হইয়া যাওয়া, নষ্ট হইতে ছাড়িয়া দেওয়া), দিশেহারা হওয়া (কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না পারা), কল টেপা (গোপনে পরামর্শ বা প্ররোচনা দেওয়া) ইত্যাদি।

প্রয়োগ। ওদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা (অপাত্রে কিছু দান, অযোগ্যের জন্য কিছু করা) এক কথা।—শরৎচন্দ্র।

পোড়ার মুখী, চোখের মাথা খেয়েচে (দেখিতে না পাওয়া) ?—বঙ্কিমচন্দ্র।

বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো (নিম্নস্বর) করিয়া বলিল —শরৎচন্দ্র

এই উপায়ে লাভ চুলোয় যাক্ (লাভ হইবার সম্ভাবনা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক) মূলধনেরই ক্ষতি।—রবীন্দ্রনাথ।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া (নির্ভরসা হইয়া নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা ছাড়িয়া দেওয়া) দিল।—রবীন্দ্রনাথ।

যাহা হউক আমার মেয়েটির সদ্গতি করিয়া (সৎপাত্রে দান করা) গেলাম। —রবীন্দ্রনাথ।

তারিণী মরেচে, গা-শুদ্ধ লোকের হাড় জুড়িয়েচে (শান্তি বা স্বস্তি পাওয়া)। —শরৎচন্দ্র।

ভালমানুষের মেয়েছেলে কি গায়ে পড়ে আসে (অনাহূত) ?—বঙ্কিমচন্দ্র।

এরা একটু বাগে পেলে আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না (নিষ্ঠুর উৎপীড়ন) করে ছাড়ে না। হারামজাদা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পড়েই মড়াকান্না (মৃত লোকের জন্য যেরূপ কাঁদে সেইরূপ কান্না, কৃত্রিম) কাঁদছিল। চোখে আঙ্গুল দিয়া (স্পষ্টভাবে দৃষ্টিপথে আনিয়া) দেখাইয়া দিলে লোক দেখিতে পাইবে। আমিও যে তর্ক করিবার ঠিক বাগ পাচ্ছিনে (সুবিধা পাওয়া) তা মানচি।—শরৎচন্দ্র। কখন স্বামী দেখ নাই তাই বলিতেছ, স্বামী দেখিলে শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না (পছন্দ হইত না)। রামা চুলোয় যাক্, (সর্বনাশ প্রাপ্ত হউক, মরুক) তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।—বঙ্কিমচন্দ্র।

২২৭। বিশিষ্টার্থক বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় পদসমষ্টি

(Idiomatic Noun, Adjective and Adverbial Phrases)

তখন বড় সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি (নাম-ধাম-হীন) পড়েছিল জানেন ? (anonymous letter)। ভজুয়া উপস্থিত হইবামাত্র রমেশ

তাহাকে খাড়া হুকুম (সেই মুহূর্তেই করা হুকুম) করিয়া দিল। তোমাদের চোখের চামড়া (লজ্জা) পর্যন্ত নেই।—শরৎচন্দ্র

তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মুহূর্তে ডুব জলে (ডুবিয়া যাইতে হয় এমন জলে, অর্থাৎ যে অবস্থা হইতে উদ্ধারের আশা কম) গিয়া পড়িলেন। মনের ঝাল ঝাড়িবার (বিদ্বেষজনিত মনের উত্তেজনা লাঘব করা) ইচ্ছা আমাদের বেশি। তোমার হাতের লোহা (সধবা চিহ্ন) অক্ষয় হউক।—রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু একটুকু দেমাক অহঙ্কার নাই, সবাই যেন মাটির মানুষ (শান্ত লোক) —শরৎচন্দ্র। রাজা-প্রজার মধ্যে যে চলাচলের পথ ছিল, উভয় পক্ষের কাঁটা গাছের ঘের (অপ্রীতির ব্যবধান) দিয়া প্রতিদিন সে পথ মারিয়া লইতেছেন। —রবীন্দ্রনাথ।

উহার সহিত আমার কানাকড়ির (কিঞ্চিন্মাত্র) সম্পর্কও নাই।

যাহারা বলে গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসার (দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাঁহারা তিলকে তাল (সামান্যকে বেশী) করিয়া তোলে। সে সময়ে দেশে বড় ধর-পাকড় (গ্রেপ্তার) হইতেছে।—রবীন্দ্রনাথ।

তোর কিসের অভাব।······শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে (শত্রুর মুখ বন্ধ করিয়া, শত্রুর অমঙ্গল কামনা করিয়া) সাতটি কন্যে একটি ছেলে। কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া (অলীক, ক্ষণস্থায়ী) এবং বালির ঘর ভাঙ্গা। হায়রে হায়, মানুষ ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও ষোল আনা (সম্পূর্ণ) আছে। —রবীন্দ্রনাথ।

কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটা ত বলি একে! [অর্থাৎ এই যথার্থ উদার হৃদয়, সাহস]। সেজন্য ইহাদের কাহারো মনে একটুকু ক্ষোভ

বা লজ্জার কণামাত্রও (লেশমাত্র) নাই। সে এসে ভাঁড়ারের ভার নেবে, তোমার একগাছি কুটো (কিছুমাত্র, সামান্যতম) পর্যন্ত লোকসান হবে না।
—শরৎচন্দ্র।

মার মন প'ড়ে রয়েচে নিজের ছেলেটির পানে—এখন তুমি হয়েচ তার দু'চক্ষের বালি (একান্ত অপ্রীতিভাজন)। আমি এ সমস্ত মূঢ়তা সহ্য করিতে পারি না—এ আমার চক্ষুশূল। (পীড়াদায়ক) —রবীন্দ্রনাথ।

ওকে আমি দু'দিনে হাত করে (বশ করিয়া) ওর পেটের কথা (গোপনীয় সংবাদ) সব নেব। —গিরীশ।

সূর্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল। । (ক্ষণস্থায়ী) —বঙ্কিমচন্দ্র।

তুমি যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ। (সচরাচর যার দেখা পাওয়া যায় না, দুর্লভ)। কলুর বলদের মতো দিনরাত কেরানীগিরি করিয়াও ভাত জুটে না (স্বাধীনতাবিহীন, নিতান্ত পরাধীন, যে শ্রমের লভ্যাংশ তেমন কিছুই পায় না, শুধু খাটিয়াই মরে)। ঠাকুর মহাশয়ের ডানহাতের ব্যাপার অল্পক্ষণে শেষ হইবার নয় (ভোজন)। 'আপন দোষে হারাইলি হাতের পাঁচ' (শেষ ভরসা, শেষ সময়)। চোরকে সকলেই যথোচিত উত্তম-মধ্যম দিল (প্রহার)। চোর আর লম্বা দিতে পারিল না (দৌড়াইয়া পলায়ন)। লোকটাকে সর্ষে ফুল দেখিয়ে দিয়েছে (বিভ্রান্ত, অপদস্থ করা)।

অমাবস্যার চাঁদ—অদর্শনীয়, বহুদিন পর প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে এই তুলনা দেওয়া হয়। আক্কেল সেলামি—(সাধারণতঃ ব্যঙ্গে) কৃত অপরাধের শাস্তি। ঠোঁট কাটা—নির্লজ্জ, স্পষ্টবক্তা। পায়াভারি—অহঙ্কার, গুমর। পুকুর চুরি—অসম্ভব কাজ। (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯৪৪)। অন্ধকারে ঢিল ছোড়া (অনিশ্চিতের উপরে কাজ করা), এক ঢিলে দুই পাখী মারা (এক চেষ্টায় দুই কাজ সম্পন্ন করা), আপনার চরকায় তেল দেওয়া (নিজের কাজে মন দেওয়া), বিনা মেঘে বজ্রাঘাত (কোন বিপদের সম্ভাবনা

না থাকা সত্ত্বেও আকস্মিক বিপৎ-পাত), অকালকুষ্মাণ্ড (অপদার্থ লোক), অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন), আগুন লইয়া খেলা (বিপদের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া তাহাকে লঘুভাবে গ্রহণ করা), আদা-কাঁচকলায় সম্বন্ধ (ঘোর অমিল), ইচোড়ে পাকা (অকালে পরিপক্ক, জ্যাঠা এই অর্থে) উড়ে এসে জুড়ে বসা (বাহির হইতে আসিয়া কিছু অধিকার করিয়া বসা), উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (একজনের দোষ বা গুণ অন্যের ঘাড়ে চাপান), খাল কাটিয়া কুমীর আনা (ইচ্ছা করিয়া বিপদ আসিবার সুযোগ দেওয়া), চোখে ধূলা দেওয়া (ফাঁকি দেওয়া), তেলে মাথায় তেল দেওয়া (যাহার আছে এবং আর প্রয়োজন নাই তাহাকেই দেওয়া), দু'নৌকায় পা দেওয়া (মনস্থির না করিয়া দুই দিকে ঝুকিয়া পড়া), মাঠে মারা যাওয়া (একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়া), ধামাধরা (খোসামুদে), পোয়াবারো (বিশেষ সুযোগ), ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ঘটনা), উলুবনে মুক্তা ছড়ান (অপাত্রে উপদেশ), গোবরে পদ্মফুল (ছোট বংশে বড়লোক), সাপের পাঁচ পা দেখা (স্পর্ধা বৃদ্ধি পাওয়া), ধান ভানতে শিবের গীত (অপ্রাসঙ্গিক কথা বা আলোচনা), গোবর গণেশ (নিরেট মূর্খ), সোনায় সোহাগা (যোগ্যে যোগ্যে মিলন, এক সুযোগের সহিত অন্য সুযোগের মিলন), মুখে চুনকালি পড়া (দারুণ অপমান হওয়া), তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা (হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া), ধরাকে সরা জ্ঞান করা (অহঙ্কারে সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করা), হাতে মাথা কাটা (সামান্য ব্যাপারেই মত্ত হইয়া যা'তা, করা), আক্কেলসেলামী (নিজের বোকামির জন্য দণ্ড বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া), পটল তোলা (মরা), অন্ধের যষ্টি (একমাত্র নির্ভর বা সম্বল), গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (কার্যসিদ্ধি না হইতেই তাহার ফল সম্বন্ধে অতিরিক্ত আশা), গভীর জলের মাছ (খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক, যাহার চাল-চলন সহসা বোঝা যায় না), এক চোখো (অযথা এক পক্ষানুরাগী), পোয়া বারো (সর্ববিষয়ে প্রতুল), হাতের পাঁচ (অবশিষ্ট সম্বল, শেষভরসা), কথায় কথা—উড়ো কথা, সাত সতেরো—(নানান্) (ক, প্র, ১৯৪১);

দোহারা (দুইবার, দ্বিগুণ, স্থূল ও কৃশের মধ্যবর্তী চেহারা), তালকানা—(বেতালা), রগচটা—(যার সহজেই রাগ হয়), নেই আঁকড়া—(একগুঁয়ে, জেদী), হাড় হাবাতে—হতভাগা (ক. প্র. ১৯৪৫)।

২২৮। বিবিধ শব্দ ও বাক্যাংশের বিশিষ্ট ব্যবহার

(Miscellaneous Idiomatic Expressions)

'ইটটির পরিবর্তে পাটকেলটি চলিতেছেই।' (অপরাধের প্রতিশোধ) 'আমরা যে সকল জায়গায় সুবিচারপূর্বক পাটকেল নিক্ষেপ (প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা) করি তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্ধকারেই ঢেলা মারি (অনিশ্চিতের উপরে কাজ করা)—রবীন্দ্রনাথ। 'তাহারাই নিম্নশ্রেণীয়দের নিকট ডাঙ্গার বাঘ, জলের কুমীর (উভয়তঃ বিপদ)—রবীন্দ্রনাথ। 'ঢের দেখেছি, দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেচে (দেখিতে দেখিতে বিতৃষ্ণা আসিয়াছে)। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙ্গেছে (ছেলে মানুষ করিবার বয়স নাই)। তোমার কি বয়সের গাছপাথর আছে? (যাহার সমসাময়িক বৃক্ষ বা প্রস্তরের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে এত অধিক বয়স্ক; এত প্রাচীনকালের লোক যে তাহার বয়সের হিসাব নাই)। (তোমায় যম ভুলেচে ব'লে (মৃত্যু হয় না ব'লে) কি আমরাও ভুলব?"—রবীন্দ্রনাথ। বাপু, তোমার তিন সংসার মনে আছে (বিবাহ)? —বঙ্কিমচন্দ্র। ও ডালে ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায় পাতায় বেড়াই। (অর্থাৎ তাহার অপেক্ষা আমি অনেক সেয়ানা)—বঙ্কিমচন্দ্র। 'আর তুমি ছেলে মানুষ, তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে ক'রে (বিশেষ লাঞ্ছনা দেওয়া) তবে ছেড়েছিল।'—শরৎচন্দ্র। 'তাহারা কাহারও সাতেও থাকে না পাঁচেও না।' (ভালতেও না মন্দতেও না)।

এ প্রমাদের আশঙ্কা মাত্রেই ত প্রত্যেক হিন্দুর হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া যায় (ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া) । —শরৎচন্দ্র।

বাইরে এই ছ'টা মাস আমি যে তুষের আগুনে জ্বলে পুড়ে (অনুক্ষণ প্রজ্বলিত মনের আগুন) গেছি। শরৎচন্দ্র।

শ্বশুর-শাড়ী যদি সাতজন্মে নাম না করে (কোন কালে) ? —বঙ্কিমচন্দ্র।

লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে (একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) নিজে এসে মিছে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে...... !—শরৎচন্দ্র।

এই মাথার উপর দিয়ে অনেক ঝড়বৃষ্টি বয়ে গেছে, গোকুল, (অনেক দুঃখকষ্টও পেয়েছি। কিন্তু এই জোরে কখনো কারো কাছে মাথা হেঁট করিনি। (অবনতি স্বীকার করা) ।—শরৎচন্দ্র।

ইহার উত্তর জামাতা কিন্তু আকাশ পাতাল খুঁজিয়াও পাইল না, চুপ করিয়া রহিল। (অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও)—শরৎচন্দ্র।

লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম (বিশেষ ভাব অভিভূত হওয়া) ।—শরৎচন্দ্র।

কিন্তু বিশ্বাস করিবার জন্য লোকে এত ব্যগ্র যে সন্দিগ্ধ লোকের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল (ভীষণ ভাবে)—রবীন্দ্রনাথ।

যথার্থ নিষ্কামধর্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিত-ব্রত সঙ্কল্প করিয়া সর্বত্যাগী হইতে পারেন। (চরিত্রের ভিতরে গভীর ভাবে) —বঙ্কিমচন্দ্র।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

২২৯। বাংলা ভাষায় বর্ণনাসূচক এক প্রকার ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে। তাহারা রীতিমত অর্থবোধক শব্দ নহে, অথচ বিশেষ ভাব অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া থাকে। অনেক অর্থবোধক শব্দেরও এরূপ

স্পষ্টীকরণের শক্তি নাই। ইহারা অব্যয়—নাম-বিশেষণ এবং ক্রিয়া-বিশেষণরূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

২৩০। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল অনুযাত্রিক থাকে, তাহারা রীতিমত সৈন্য নহে, সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাংলা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমত শব্দশ্রেণীতে ভর্তি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের, অথচ অখ্যাত, অবজ্ঞাত। ইহারা না থাকিলে বাংলা ভাষার বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।"

২৩১। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) সে **দ্রুত** চলিয়া গেল।
বা
সে **তীরবেগে** চলিয়া গেল।

} সে **সাঁ** করিয়া চলিয়া গেল।
সে **ধাঁ** করিয়া চলিয়া গেল।
সে **বোঁ** বা **ভোঁ** করিয়া চলিয়া গেল।

আবার,

সে **সাঁ সাঁ** করিয়া চলিয়া গেল। সে **ধাঁ ধাঁ** করিয়া চলিয়া গেল।

সে **বোঁ বোঁ** করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সে **ভোঁ ভোঁ** করিয়া চলিয়া গেল।

এই সকল উদাহরণে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে ভাব যেরূপ সুস্পষ্ট হইয়াছে, তাহা 'দ্রুত' কথাটিতে তেমন হয় নাই। আবার, **সাঁ** এবং **সাঁ সাঁর** মধ্যে যে অনুভূতিগ্রাহ্য পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাও অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগদ্বারা প্রকাশ সম্ভব নয়। বিশেষতঃ **সাঁ** করিয়া যাওয়া এবং **গট্ গট্** করিয়া যাওয়া এই দুই দ্রুতগতি প্রকাশ অন্য রকমে একেবারেই অসম্ভব।

(২) আবার 'হাসির' কথা ধর। বাংলায় হাসির বর্ণনা নানারকমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথা,—**হো হো** করিয়া, **হি হি** করিয়া, **খল্ খল্** করিয়া, **খিল্ খিল্** করিয়া, **ফিক্ ফিক্** করিয়া, **ফিক্** করিয়া **মুচকিয়া** (হাসি)।

(৩) কাটা শব্দটিরও বিচিত্র বর্ণনা আছে। যথা,—**কচ** করিয়া, **কচাৎ** করিয়া, **কচকচ** করিয়া, **কচাকচ** করিয়া, **কুচ** করিয়া, **কট** করিয়া, **কটাৎ** করিয়া, **কটাস্** করিয়া, **ক্যাচ** করিয়া, **ঘ্যাঁচ** করিয়া, **ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ** করিয়া কাটা।

(৪) কতকগুলি অব্যয় শব্দ আছে যাহাদের সঙ্গে ধ্বনির কোন সম্পর্ক নাই, অথচ তাহারা একটা অনির্বচনীয় অবস্থা বা ভাবের দ্যোতক। যথা,— চক্ষু **ছল্‌ছল্‌** করিতেছে। চাঁদোয়া **ঝল্‌মল্‌** করিতেছে। রোগী **ছট্‌ফট্‌** করিতেছে। এইরূপ ফিন্‌ফিনে (কাপড়), ফুর্‌ফুরে (হাওয়া), ছিপ্‌ছিপে (লোক), লক্‌লকে, লিক্‌লিকে (জিহ্বা), কন্‌কনে (শীত), (গা) ছম্‌ছম, (মাথা) ঝাঁ ঝাঁ, সুড়সুড়, চিনচিন্‌, (গা) চচ্চর, (বুক) দুদ্দুর ইত্যাদি।

(৫) আবার শূন্যতা, এমন কি, নিঃশব্দতাও ধ্বনিদ্বারা ব্যক্ত হয়। যথা,— শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে, মধ্যাহ্নে রৌদ্রের স্তব্ধতা ঝাঁ ঝাঁ করে, শূন্য মাঠ ধূ ধূ করে, বৃহৎ জলাশয় থৈ থৈ করে, পোড়োবাড়ী হা হা করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে

(৬) রংএর বৈচিত্র্য বুঝাইতেও ধ্বনিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,— টক্‌টকে, টুক্‌টুকে, ডগ্‌ডগে, দগ্‌দগে, রগ্‌রগে লাল, ফুটফুটে, ফ্যাক্‌ফেকে, ফ্যাট্‌ফেটে, ধব্‌ধবে সাদা ; মিশ্‌মিশে কুচ্‌কুচে কালো।

২৩২। এখানে কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দের উল্লেখ করিতেছি।—

আইঢাই, আমতা-আমতা, উসখুস, কট কট, কড়কড় (বাজপড়া), কলকল, কিচকিচ, কিচমিচ, কিচির মিচির (বানর), কিলবিল (সাপ), কুলকুল, কচকচে, কটমটে, কড়কড়ে।

খক, খক্‌খক (কাসি), খচ্‌খচ, খট্‌খট, খটাখট, খ্যাঁক্‌খ্যাঁক, খস্‌খসে, খুঁত্‌খুঁতে, গরগর (রাগে), গিজ্‌গিজ, গুনগুন্‌, গোঁ গোঁ, ঘটঘট, ঘুটঘুট, ঘুট্‌ঘুটে, ঘুস্‌ঘুসে (জ্বর)।

চক্‌চক্‌, চক্‌মক্‌, চট্‌চট্‌, চটাচট্‌, চট্‌পট্‌, চটাপট্‌, চিচি, চিক্‌মিক্‌, চুকচুক, চোঁচোঁ, ছট্‌ফট্‌, ছপ্‌ছপ্‌, ছপাৎ, ছম্‌ছম্‌, ছলছল, ঝুনঝুন্‌।

টক্‌টক্, টপ্‌টপ্, টপাটপ, টস্‌টস্, টলমল, টুপ্‌টাপ, টন্‌টনে, টিংটিংএ, টিকটিক, ঠনঠন, ঢকঢক, ঢুলুঢুলু।

তকতকে, তরতর, তুলতুলে, থকথক, থপথপ, থরথর, থুড়থুড়ে, দপদপ, ধড়াস, ধড়মড়, ধুক্‌ধুক, ধেইধেই, ধুমধাম, ধড়ফড়্, নড়বড়ে।

পটপট, পড়পড়, ফসফস, ফিট্‌ফিটে, ফুসফাস, ফোঁসফোঁস, ফ্যালফ্যাল, বক্‌বক্, বিজবিজ্, বিড়বিড়, ভনভন (মাছি), ভ্যানভ্যান, মটমট, মড়মড়, মিটমিট, সড়সড়, সপসপ, স্যাঁৎসেঁতে, হুহু, হুড়হুড়, হুড়ুৎ, হাপুস-হুপুস, হাপুড়-হুপুড়।

২৩৩। রবীন্দ্রনাথ এই সকল শব্দের উৎপত্তি, অর্থ ও ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণনামূলক রচনায় এই সকল শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কবি ভারতচন্দ্রের লেখায়ও এই জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে বৃহদায়তন পদগুলির ব্যঞ্জনাশক্তি লক্ষ্য কর।

(১) দুই ভাই যখন নির্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন নক্ষত্ররায়ের গা **ছম্‌ছম্** করিতে লাগিল—রবীন্দ্রনাথ।

(২) বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই, কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেকক্ষণ **গম্‌গম্** করিতে লাগিল।—রবীন্দ্রনাথ।

(৩) অরণ্যের প্রত্যেক পাতা সেই পত্রের কম্পনে **রী রী** করিতে লাগিল।—ঐ

(৪) কতকগুলি সূর্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে **ঝিক্‌ঝিক্** করিতেছে, আর বাকী কতক গাছপালায় কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে **চিক্‌চিক্** করিয়া উঠিতেছে।—রবীন্দ্রনাথ।

(৫) অত্যন্ত কঠিন সগর্ব **ধবধবে** পারিপাট্য নষ্ট করিয়া ভাঙ্গাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য স্থাপন করিয়াছেন।—ঐ

(৬) সহসা দক্ষিণ দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে, পাতা

ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে ; কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ-আঘাত **ছল্‌ছল্‌** করিয়া শব্দ হইতে থাকে।

(৭) মাঝে মাঝে এক একটা যায়গা ঘৃতকুমারীর বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার **তক্‌ তক্‌** করিতেছে।......চারিদিকে উচু নীচু পৃথিবী নিস্তব্ধ নিঃশব্দ কঠিন সমুদ্রের মতো **ধু ধু** করিতেছে। দিক্‌দিগন্তের উপরে গোধূলির **চিকচিকে** সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।—রবীন্দ্রনাথ।

২৩৪। বাংলায় আরো কতকগুলি ধ্বনিবাচক শব্দ প্রচলিত আছে। সাধু ভাষায় এবং সংস্কৃতপদবহুল রচনায় ইহাদের বাহুল্য দেখা যায়। যথা,—

করীর বৃংহিত, বজ্রের নিনাদ, অশ্বের হ্রেষারব, সমুদ্রের কল্লোল, সিংহের গর্জন, গাভীর হাম্বারব, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুধ্বনি, ময়ূরের কেকারব, কাকের কা কা রব, মেঘের মন্দ্র, পত্রের মর্মর ধ্বনি, বিহঙ্গের কূজন, কঙ্কণের নিক্কণ ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দ

২৩৫। বাংলাভাষায় নানা অর্থে দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুনরাবৃত্তি (repetition), দীর্ঘকালবর্তিতা, ব্যাপকতা বা প্রগাঢ়তা, বহুলতা প্রভৃতি অর্থে শব্দ দ্বিত্ব হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায়ও এইরূপ শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় যেরূপ বাহুল্য, এরূপ অন্যত্র বিরল। কতকগুলি দৃষ্টান্ত লিখিত হইল।

(১) পুনরাবৃত্তিবাচক—মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, মাসে মাসে, সময় সময়, পরে পরে, পায় পায় (চলা), ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে (চটা), কথায় কথায় (ঝগড়া), ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

(২) সংযোগবাচক—মুখে মুখে, বুকে বুকে, চোখে চোখে, মানুষে মানুষে, কাঠে কাঠে।

(৩) নিয়তবর্তিতাবাচক (সর্বদা লাগিয়া থাকার ভাব)—আগে আগে, সঙ্গে সঙ্গে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, পেটে পেটে, তলে তলে, ভিতরে ভিতরে, উপরে উপরে।

(৪) দীর্ঘকালীনতাবাচক—চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, চলিয়া চলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে।

(৫) বহুলতাবাচক—নূতন নূতন, ঘন ঘন (যাতায়াত), রাশি রাশি (পুষ্প), হাজার হাজার (লোক), ভূরি ভূরি (প্রমাণ), বড় বড় (গাছ), গাড়ী গাড়ী (ইট), সুন্দর সুন্দর (অট্টালিকা), খণ্ড খণ্ড, দলে দলে, অনেক অনেক, টুক্‌রা টাক্‌রা, আশায় আশায়, ভাবে ভাবে, ক্ষণে ক্ষণে, মুঠো মুঠো, লাল লাল, কালো কালো, যে যে, যেমন যেমন, যারা যারা, বস্তা বস্তা (মাল)।

(৬) প্রকর্ষবাচক (বিশেষ নিশ্চয়তাসূচক)—টাট্‌কা টাট্‌কা, গরম গরম, ঠিক ঠিক, চার চার, দুই দুই, হাতে হাতে, গলায় গলায়, নিজে নিজে, আপনি আপনি, সকাল সকাল।

(৭) দ্বিধা, ঈষদূনতা, মৃদুতা, উন্মুখতা, আসন্নতা, অসম্পূর্ণতাবাচক—যাব যাব, পড়ো পড়ো, ফিরে ফিরে, উঠি উঠি, নিবু নিবু, মেঘ মেঘ, জ্বর জ্বর, শীত শীত, রাগ রাগ, পড়ি পড়ি, ভার ভার, ফাঁকা ফাঁকা, ভাসা ভাসা, হাসি হাসি, মানে মানে (পলায়ন), ভাগ্যে ভাগ্যে (রক্ষা পাওয়া), ঘোড়া ঘোড়া (খেলা), চোর চোর (খেলা)।

২৩৬। উপরি-উক্ত দ্বিত্ব শব্দ ব্যতীত আর এক প্রকার দ্বিত্ব শব্দ আছে, যে স্থলে পদটি কথঞ্চিৎ বিকৃত ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন প্রধানতঃ দ্বিবিধ—(ক) পদবিকারমূলক ও (খ) পদদ্বৈতমূলক।

(ক) পদবিকারমূলক দ্বৈত শব্দগুলির প্রথমাংশ অর্থবিশিষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয়াংশের কোন অর্থ নাই, উহা বিকৃতি। এই দুই অংশ একত্র হইয়া শব্দার্থের নূতনত্ব সম্পাদন করে।

অনেক ক্ষেত্রেই ট অক্ষরটি এই শব্দগঠনে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকে। যথা,—জল-টল, গিয়ে-টিয়ে, আলো-টালো, পয়সা-টয়সা। [জল-টল = জল এবং আনুষঙ্গিক জিনিষ।] ফ, স, ম অক্ষরগুলিও এই কাজ করিয়া থাকে। যথা,—লুচি-ফুচি, মোটা-সোটা, রকম-সকম, বুঝে-সুঝে, রেগে-মেগে, এলো-মেলো, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে, কটো-মটো।

অন্যান্য দৃষ্টান্ত :—বেছে-গুছে, লুটে-পুটে, খেয়ে-দেয়ে, মেখে-চুখে, কাপড়-চোপড়, বোঁচকা-বোঁচকি, দড়াদড়ি, গোলা-গুলি, কাটি-কুটি। এই শব্দগুলির এবং পূর্বলিখিত জল-টল শব্দগুলির অর্থের বিশেষত্ব লক্ষ্য কর।

পদবিকারমূলক আরও অনেকগুলি শব্দের তালিকা প্রদত্ত হইল। যথা,—দাগ-দোগ, কাটা-কোটা, ঢাকা-ঢোকা, ঠাসা-ঠোসা, ঠাসা-ঠুসি, ঢাকা-ঢুকি, চাপা-চাপি, ঠিক-ঠাক, মিট-মাট, ফিট-ফাট, ঢিলে-ঢালা, যোগ-যাগ, গোছ-গাছ, মোট-মাট, নাদুস-নুদুস, বাসন-কোসন, রস-কস, গিন্নিবান্নি, তাড়াহুড়া, চোটপাট, কান্নাকাটি।

দ্রষ্টব্য—আশপাশ, হুলস্থূল, হাবুডুবু, অলিগলি—এই কয়েকটি শব্দে মূল শব্দটা পরে, বিকৃতটা আগে।

(খ) অন্যোন্যতা বুঝাইতে পদদ্বৈতমূলক শব্দসকল সৃষ্ট হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রথমাংশে যে শব্দ থাকে তাহাই দ্বিতীয়াংশেও থাকে, এবং গঠিত শব্দটি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়। যথা,—গালাগালি, বলাবলি, কানাকানি [এর কানে ও বলিতেছে, ওর কানে এ বলিতেছে।]

ইহা সংস্কৃত ভাষায়ও প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। আড়াই হাজার বছর আগে পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে বহুব্রীহি সমাসে ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা,—কেশাকেশি, দণ্ডাদণ্ডি, কর্ণাকর্ণি ইত্যাদি। বাংলায় কানাকানি এই কর্ণাকর্ণি শব্দ হইতে আগত। [* স কর্ণাকর্ণিক > প্রা কণ্ণাকণ্ণিঅ > বা কাণাকাণি, কানাকানি।]

অন্যান্য দৃষ্টান্ত ঃ—কষাকষি, গড়াগড়ি, দলাদলি, বকাবকি, আড়া-আড়ি, আধা-আধি, কাছাকাছি, কাটাকাটি, টানাটানি, ডাকাডাকি, তাড়াতাড়ি, দাপাদাপি নাচানাচি, ফাটাফাটি, পাশাপাশি, মারামারি, মাঝামাঝি, বাগাবাগি, লাঠালাঠি, লাফালাফি, কোনাকুনি, ঘুষাঘুষি, মিশামিশি, রেষারেষি, কোলাকুলি, দৌড়াদৌড়ি।

যুগ্ম শব্দ

২৩৭। যুগ্ম শব্দের দুইটি পদই অর্থবিশিষ্ট। জোড়াশব্দগুলি সাধারণতঃ তিন প্রকার হইয়া থাকে।—

(১) সমার্থক বা প্রায় সমার্থক ; (২) বিপরীতার্থক ; (৩) বিভিন্নার্থক।

১। (ক) সমার্থক জোড়াশব্দের দুইটি অংশের প্রত্যেকটি একই অর্থ বুঝায়। যথা,—কাঙ্গাল-গরীব, চালাক-চতুর, লোকজন, ব্যবসা বাণিজ্য, মাথামুণ্ড, ছাইভস্ম, কাজকর্ম, ছেলেপুলে, ছেলে-ছোকড়া, জাঁকজমক, বসবাস, পাহাড়-পর্বত, মাপজোঁখ, সাজসজ্জা, লজ্জাসরম, আপদ্-বিপদ্, আমোদ-প্রমোদ, ওজর-আপত্তি, গা-গতর, খবর-বার্তা, মামলা-মোকদ্দমা, দয়া-মায়া, রাজ-রাজড়া, ঠাকুর-দেবতা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, শক্ত-সমর্থ, ধড়পাকড়, বলা-কওয়া।

দ্রষ্টব্য—বাংলা শব্দের সহিত সংস্কৃত, পারসী, আরবী শব্দ একত্র মিলিত হইয়াও যুগ্ম শব্দ গঠিত করে। যথা,—কাঙাল (বাংলা)+গরীব (আরবি), লজ্জা (সংস্কৃত)+সরম (ফার্সী)।

(খ) প্রায় সমার্থক জোড়াশব্দে দুইটি অংশের অর্থ এক না হইলেও প্রায় কাছাকাছি। যথা,—মালমসলা, দোকানপাট, হাটবাজার, ডাকহাঁক, ঝড়ঝাপ্টা, বনজঙ্গল, জোতজমা, লোকলস্কর, উকিঝুঁকি, পাঁজিপুঁথি, সাতপাঁচ, উনিশবিশ, কথাবার্তা, ভাবগতিক, লোহালক্কর, চালচুলো, চাষবাস, মুটেমজুর, ছলবল।

২। বিপরীতার্থক জোড়াশব্দের প্রথমাংশের যে অর্থ, দ্বিতীয়াংশের অর্থ তাহার উল্টা। যথা,—সুখদুঃখ, ধর্মাধর্ম, দোষগুণ, হর্ষবিষাদ, হিতাহিত,

ন্যায়-অন্যায়, দিবারাত্র, জলস্থল, শিবদুর্গা, ক্রয়বিক্রয়, ভালমন্দ, পাপপুণ্য, শীতগ্রীষ্ম, বেচাকেনা।

৩। বিভিন্নার্থক জোড়াশব্দের দুইটি অংশের প্রত্যেকটির ভিন্ন অর্থ হইয়া থাকে। অনেক সময় আবার শেষাংশটির অর্থেরও সামঞ্জস্য থাকে। যথা,—অন্নবস্ত্র, দিগবিদিক, ভালমন্দ, জলবায়ু, শীতবসন্ত, আগেভাগে।

৪। কতকগুলি জোড়া শব্দ 'পত্র' শব্দযোগে গঠিত হয়। যেমন, জিনিষপত্র, খরচপত্র, বিছানাপত্র, তৈজসপত্র, হিসাবপত্র, দেনাপত্র, আসবাবপত্র, পুঁথিপত্র,, বিষয়পত্র, চোথাপত্র, দলিলপত্র, খাতাপত্র। পত্র শব্দের অর্থের সার্থকতা অনেক স্থলেই নাই।

৫। দুইটি ক্রিয়াদ্বারা অনেক যুগ্ম পদ গঠিত হয়। যথা,—কেঁদে-কেটে, ধুয়ে-মুছে, পুড়ে-ঝুড়ে, মেরেধরে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, কুড়িয়ে-কাড়িয়ে।

৬। দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়মে একাধিক পদ মিলিয়া অনেক যুগ্ম পদ গঠিত হয়। ইহাদের দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের ব্যবহারে পদদ্বয়ের পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। যেমন,—'জন্মমৃত্যু'; ইহা 'মৃত্যুজন্ম' হইবে না। এইরূপ স্বামীস্ত্রী, ধনজন ইত্যাদি। ইহা ভাষার রীতিবিশেষ। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ভাষা খাপছাড়া এবং রচনা শ্রুতিকটু হয়।

দ্রষ্টব্য :—১। যুগ্মশব্দের প্রয়োগে বাংলা ও ইংরেজী রীতি বিভিন্ন। যথা,—

ইংরেজী	বাংলা
Man & wife	"স্ত্রীপুরুষ"—পুরুষ-স্ত্রী নয়।
Flesh & Blood	"রক্তমাংস", মাংসরক্ত নয়।
Reading & writing	"লেখাপড়া" পড়ালেখা নয়।

ভাষান্তরিত করিবার সময় এই দুই ভাষার রীতি-প্রকৃতি যথাসম্ভব বিবেচনা করিবে।

দ্রষ্টব্য :—২। জোড়া শব্দ দ্বিরুক্ত-শব্দের পৌর্বাপর্য বিধানে ভাষার প্রচলিত রীতিই রক্ষা করিতে হয়। উহার ব্যতিক্রমে রচনা সৌষ্ঠবহীন ও শ্রুতিকটু হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে।

উপমা ও তুলনাবাচক পদসমষ্টি
(Commonplace Comparisons)

২৩৮। অলঙ্কার যেমন মনুষ্য-দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, রূপক-উপমাদি তেমন ভাষাকে সৌন্দর্যশালী করিয়া থাকে। এই হেতু ইহাদিগকেও অলঙ্কা বলে। [অলঙ্কার-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।]

বাংলা সাহিত্য এ বিষয়ে অত্যন্ত সম্পদশালী, বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই সম্পদ অনুপম। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে কথা না হয় না-ই বলিলাম, কিন্তু তাঁহার উপমা-বহুল গদ্য রচনায় যে অপূ ঐশ্বর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা অন্যত্র বিরল।

আমরা কথাবার্তায় এবং চলিত ভাষায় যে সকল উপমা ব্যবহার করি থাকি, তাহা বর্ণনাকে জীবন্ত ও মূর্ত করিয়া তোলে। উপমার সুসঙ্গত যথাযথ প্রয়োগ যেমন ভাষাকে সম্পন্ন ও সুন্দর করে, ইহাদের অপপ্রয়ো আবার তেমনি ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট করে। কাজেই শিক্ষার্থিগণের উপম ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

কতকগুলি প্রচলিত উপমার দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত কাব্যকারগণ যে সক উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যিকগণ বাংলায় তাহা বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আমাদের আধুনিক সাহিত্যে নূত নূতন তুলনার যথেষ্ট সৃষ্টি ও ব্যবহার হইয়াছে। যথা,—

তীরের মত দ্রুতগতি. বিদ্যুতের মত দ্রুতগতি, অশ্বের ন্যায় দ্রুতগতি, ঝড়ে ন্যায় তীব্রবেগে, [রেলগাড়ীর মত, হাওয়াগাড়ীর মত (বেগে) ছুটিতেছে **গজগমন** (মন্দগতি) [কুঞ্জরগামিনী], রাজহংসের ন্যায় গমন, নদীর ন্যা গতি, **মধুর মত মিষ্টি, নিমের মত তিতা, কাঠের ন্যায় শুষ্ক, জলের মত পরিষ্কা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ, বরফের মত ঠাণ্ডা, শোলার মত হাল্ক মেঘের মত কালো** (মেঘবরণ চুল), [কালো যেন পোড়াকাঠ], সিন্দুরের ম

লাল, রক্তের ন্যায় লাল, দুধের ন্যায় সাদা, বরফের মত সাদা (তুষার-ধবল), রূপার মত সাদা, কোকিলের ন্যায় মিষ্ট গলা, কুসুমের ন্যায় কোমল, বজ্রের ন্যায় কঠোর, পাথরের মত শক্ত, লোহার মত শক্ত, পর্বতের ন্যায় উচ্চ, কাচের ন্যায় ভঙ্গুর, পাহাড়ের ন্যায় বৃহৎ, পদ্মের পাপড়ির ন্যায় চোখ (পদ্মলোচন, পদ্মপলাশলোচন), পটল-চেরা আঁখি, তিল ফুলের ন্যায় নাসিকা, খাড়ার ন্যায় উন্নত নাসিকা, খগরাজের ন্যায় নাসিকা, বিম্বোষ্ঠ, শালপ্রাংশু, কম্বুকণ্ঠ, বৃষস্কন্ধ, সিংহকটি, চরণকমল, হৃদ্‌পদ্ম, নাভিপদ্ম, চাঁপাফুলের মত রং, দুধে আলতা রং, [কুচবরণ কন্যা], কাঁচা সোনার মত রং, স্থির বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণ, ['থির বিজুরী বরণ গোরী'], চন্দ্রের ন্যায় বদন [চন্দ্র বদন, মুখশশী, মুখচন্দ্র], মৃণালের ন্যায় ভুজ ['দুইবাহু লোহার শাবল'], হস্তিশুণ্ডের ন্যায় উরু, কদলীবৃক্ষের ন্যায় উরু, সর্পের ন্যায় বেণী, মুক্তার ন্যায় দাঁত, ['দশন কাঁতি মুকুতা পাঁতি], হরিণের ন্যায় নয়ন, খঞ্জনের ন্যায় চোখ, দাড়িম্ববীজ, চন্দ্র ও রতনের ন্যায় নখ, শরতের মেঘের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, ছায়ার ন্যায় অনুসরণ, মৃত্যুর মত ফ্যাকাশে (বিবর্ণ, শুষ্ক), ভূতের মত চেহারা (কুৎসিত), ঘড়ির ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ, ক্ষুরের মত ধার, বাণের মত চোখা (তীক্ষ্ণ), চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি, নিশার স্বপ্নের মত মিথ্যা, আকাশ-কুসুমের ন্যায় মিথ্যা, পাকাটির (পাটখড়ির) ন্যায় কৃশ, মাখনের মত নরম, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় অস্থির, বেতের আগার মত কাঁপা, শিশুর ন্যায় সরল, তালগাছের মত লম্বা, বৃক্ষের মত নিশ্চল, স্থবির, তরুর মত সহিষ্ণু, মখমলের মত কোমল, গাধার ন্যায় পরিশ্রমী, শিয়ালের মত ধূর্ত, কাকের মত ধূর্ত, ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র, সর্পের ন্যায় ক্রূর (খল), কচ্ছপের ন্যায় মন্থর, হরিণের ন্যায় চঞ্চল, সিংহের মত বলবান, হাতীর মত বিশাল, মত্তহস্তীর তুল্য বলশালী, কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত, গাভীর ন্যায় শান্ত, পেঁচার মত গম্ভীর, মেষের মত নিরীহ, রামছাগলের মত বোকা, গাধার ন্যায় বোকা, ষাঁড়ের মত একগুঁয়ে, রামরাজত্ব (সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে), মান্ধাতার আমল (প্রাচীনতায়), যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদী, ভীমের ন্যায়

পরাক্রমশালী, কর্ণের ন্যায় দাতা, কালিদাসের ন্যায় কবি, বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত, মহাদেবের ন্যায় ধীর-গম্ভীর, যক্ষের ন্যায় কৃপণ, আকাশের মত উদার, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর (বিশাল)।

কয়েকটি উপমার প্রয়োগ

মানুষ যদি বিশ্বাস করে, তাহার মধ্যে শক্তি আছে, তবে কেন সে শবের মত থাকিবে? —শশিভূষণ সেন

তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস।

কবিবর ভবভূতি লোকোত্তর পুরুষদিগের চরিত্র-রহস্য চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইঁহাদের হৃদয় বজ্র হইতেও কঠিন এবং কুসুম হইতেও কোমল। —কালীপ্রসন্ন ঘোষ

সন্ন্যাসিনী হাসিল। ফুল্লাধরে মধুর হাসিতে বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘাবৃত আকাশের ন্যায় ভস্মাবৃত রূপমাধুরী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। —বঙ্কিমচন্দ্র

শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। প্রথম আষাঢ়ের শ্যাম সজল নব মেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সৃষ্টি হইল। —রবীন্দ্রনাথ

বোন্‌ঝির কথা শেষ না হইতেই [মাসী] অত্যুত্তপ্ত খৈয়ের মত ছিটকাইয়া উঠিয়া কহিলেন। ছোঁড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত ক'রে আঁধার হয়ে গেল। গাছের পক্ক পত্রের ন্যায় আজ সে বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না—কাঠের মূর্তির মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সেই দুর্জয় ঘৃণা বিরাট পাষাণখণ্ডের মত রমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

অনুশীলন

১। নিম্নলিখিত কথাগুলির বিশিষ্ট অর্থ লিখ ও নিজ বাক্যে দৃষ্টান্ত দাও :— (ক) কথা কাটা, সময় কাটা, ছড়া কাটা, তাল কাটা (খ) হাত তোলা, গুজব তোলা, সুর তোলা, পটল তোলা, মুখ তুলিয়া চাওয়া, মাথা তোলা। (গ) গান ধরা, ঔষধ ধরা, বৃষ্টি ধরা, হাতে পায়ে ধরা, যমে ধরা, ধরা পড়া, ধরাবাঁধা, ধরাকথা, ধামাধরা। (ঘ) কাঁচা ঘুম, কাঁচা পয়সা, কাঁচা হাত, কাঁচা লেখা, কাঁচা রং, কাঁচা মাল। (ঙ) হাত আসা, হাত করা, হাত খরচ, হাত কালি করা, হাত দেওয়া, হাত যশ, হাতে হাতে, হাতের পাঁচ, পাকা হাত, হাতাহাতি।

২। নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি শব্দদ্বারা যতগুলি সম্ভব বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ (Idiomatic Phrase) তৈরী কর ও স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর :—

মুখ, মন, চোখ, মাথা, মাটি, বড়, বাঁধা, বসা, মারা, ভাঙ্গা, দেখা।

৩। নিম্নলিখিত পদসমষ্টি সার্থকভাবে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—

পাকা লেখা, পাকা রাস্তা, কাঁচা মাল, কাঁচা ঘর, গরম মেজাজ, গরম বাজার, শক্ত পাঠ, শক্ত প্রাণ, সাদা মন, সাদা কথা, সাদা জমি।

৪। নিম্নলিখিত ধ্বনিবাচক শব্দগুলি সার্থকভাবে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—

(ক) গুঞ্জন, গর্জন, কেকারব, কা কা রব, কল কল ধ্বনি।

(খ) শন্ শন্, ঝম্ ঝম্, টব্ টব্, বক্ বক্, খট্ খট্।

৫। অর্থগত পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—

কুট্‌কুটে, টুক্‌টুকে ; মিস্‌মিসে, ধব্‌ধবে ; ধু ধু, হু হু ; খস্‌খসে, খুসখুসে ; খিটখিটে, খুৎখুতে ; খিটমিটি, মিটমিটি ; চক্‌চকে, চটপটে ; দগ্‌দগে, খলখলে।

৬। নিম্নলিখিত পদসমষ্টি নিজবাক্যে ব্যবহার কর :—

ভূরি ভূরি, সময় সময়, রাশি রাশি, ওজর-আপত্তি, জীর্ণ-শীর্ণ, কাণ্ডাকাণ্ড, ধনজন, অগ্র-পশ্চাৎ।

৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলি সার্থকভাবে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—অর্ধচন্দ্র দান, অরণ্যে রোদন, কড়ায় গণ্ডায়, বিড়ালতপস্বী, হাতে কলমে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা, অন্ধকারে ঢিল মারা, শরীরের রক্ত জল করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, অন্ধের যষ্টি, স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া, মান্ধাতার আমল, উত্তম মধ্যম, আকাশকুসুম, বালির বাঁধ, তাসের ঘর।

৮। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি কি অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে লিখ :—

(১) ও তো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে। (২) তখন বড় সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? (৩) মলিন তাস সজোরে ভেজে খেলিতে হবে কসে (৪) চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন? (৫) বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। (৬) আজও তাকে বক্তৃতায় পেয়েছে। (৭) আহারের জন্য পাতা পাতবার আয়োজন হচ্ছে। (৮) একটু বেরিয়ে দেখ না, কেউ কোথাও কান পেতেটেতে আছে কিনা। (৯) কেবল মানুষটা নহে, ধর্মশাস্ত্রটার উপরও দিক্ ধরিয়া যায়। (১০) পিতৃমাতৃহীন দুই ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার গৃহে মানুষ হইত। (১১) ছেলেটিও মাটি হইবার যো হইয়াছে। (১২) বাড়ী ফিরিয়া নবদ্বীপের মা কানাইকে লইয়া পড়িলেন।

৯। ঠিকমত ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা, না হইলে বিশুদ্ধ প্রয়োগ কর :—

(ক) কালো ধব্‌ধবে। লাল মিশ্‌মিশে। শূন্য মাঠ গম্‌গম্ করিতেছে। বৃষ্টি খাঁ খাঁ করিয়া পড়িতেছে। লোকটি হন্ হন্ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কন্‌কনে গরম পড়িয়াছে। বালকটি হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাতাস জল্‌জল্ করিয়া বহিতেছে।

(খ) বঙ্গদেশে বায়ুজল আর্দ্র। সভায় পুরুষস্ত্রী পাঁচশ লোক ছিল। পৃথিবীতে রাত্রিদিবা গ্রীষ্মশীত পর্যায়ক্রমে হয়। পুঁথিপাজি রইল পড়ে। সে মসলামাল কিনিতে শহরে গিয়াছে। তিনি সেখানে অভ্যর্থনা-আদর যথেষ্ট পাইয়াছেন।

১০। (ক) অর্থগত পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—শীত, শীত-শীত। মেঘ, মেঘ-মেঘ। জল, জল-টল। কাপড়, কাপড়-চোপড়। চোর, চোর-চোর। ভাগ্যে, ভাগ্যে-ভাগ্যে, নূতন, নূতন-নূতন। মুখে, মুখে-মুখে। ভয়ে, ভয়ে-ভয়ে। গরম, গরম-গরম।

(খ) বাক্য রচনা কর :—চোখে চোখে, পথে পথে, পায় পায়, কানে কানে, মানে মানে, চোঁ চোঁ, গট গট, ধু ধু, ফুর্‌ফুরে, ফিন্‌ফিনে, ছিপছিপে, ঝিক্‌মিক্।

১১। অনুক্ত স্থানে যথাযোগ্য তুলনামূলক শব্দ বসাও :—

(১) বর্গীর দল দেশের উপর দিয়া——মত চলিয়া গেল। (২) এ আম যেন—মত মিষ্টি। (৩) তাহার চিন্তাধারা———মত নামিয়া আসিতেছিল। (৪) বিদ্যাসাগর একদিকে যেমন———মত কোমল ছিলেন, অপরদিকে আবার———মত কঠোর ছিলেন। (৫) মহিলাটির গায়ের রং———মত ফর্সা, চুল——মত কালো এবং চোখ——ন্যায় সুন্দর। (৬) লোকটা সত্যই ——মত ধূর্ত এবং——মত খল। (৭) বর্তমান ভারতে কোথায় সেই ——সত্যবাদী, কোথায় সেই——দাতা, কোথায় সেই—পণ্ডিত।

১২। স্বরচিত বাক্যে যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহার কর :—পাথরের মত। বিদ্যুতের ন্যায়। ঘড়ির কাঁটার ন্যায়। ক্ষুরের ধারের মত। কোকিলের মত। জলের মত। বরফের মত। কম্বুকণ্ঠ। পটল-চেরা চোখ। যক্ষের মতো। তাসের ঘরের মত। চোরাবালির মত।

১৩। Frame sentences with any five of the following :—

টুক্‌টুক, মিশ্‌মিশ্, চিক্‌চিক্, ঝাঁঝাঁ, হুর্‌হুর্, হন্‌হন্, কন্‌কন্। [Patna Mat. 1927]

১৪। Frame sentences with any of the following expressions to bring out the meanings clearly :—তাক্ লাগা। আড্ডা দেওয়া। টাকা উড়ানো। তীর্থ করা। দম দেওয়া। তাল সামলানো। টিম্ টিম্ করা। পিছু-নেওয়া। [Patna Matric, 1931]

১৫। নিজ রচনায় সার্থকভাবে ব্যবহার কর :—সাতখুন মাপ। বিড়াল তপস্বী। বিদুরের ক্ষুদ। রাবণের চিতা। চোরের সাক্ষী গাঁঠকাটা। পরের ধনে পোদ্দারি। দুধ কলা দিয়া সাপ পোষা। ঘোড়ার ডিম। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা। মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া। শাপে বর।

১৬। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলি হইতে চারিটি মাত্র বাছিয়া লইয়া উহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা বাক্য গঠন কর :—ডুমুরের ফুল, কলুর বলদ, হাতের পাঁচ, উত্তম মধ্যম, রাঘব বোয়াল, ডান হাতের ব্যাপার, লম্বা দেওয়া, সরিষার ফুল দেখা। [O. U. Matric., 1940]

শব্দ-সৃষ্টি ও শব্দ-গঠন

২৩৯। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি হয় এবং সন্ধি-সমাস দ্বারা একাধিক শব্দের মিলনে নব নব শব্দ গঠিত হইয়া থাকে।

২৪০। **কতিপয় সংজ্ঞা**। সন্ধি, সমাসাদি বিষয়গুলি আয়ত্ত করিতে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা কয়েকটি আবশ্যক।

সবর্ণ স্বর। অ আ, এই দুইটি অ-বর্ণ, ই ঈ=ই-বর্ণ, উ ঊ=উ-বর্ণ, ঋ ৠ=ঋ-বর্ণ। কাজেই উহারা দুইটি পরস্পর সবর্ণ, বা সমান স্বর।

দ্রষ্টব্য। অ-কার বলিলে কেবল অ বুঝায়, কিন্তু অ-বর্ণ বলিলে অ, আ উভয়ই বুঝায়।

গুণ। ই ঈ স্থানে 'এ', উ ঊ স্থানে 'ও', ঋ ৠ স্থানে 'অর্' হওয়ার নাম গুণ।

বৃদ্ধি। অ আ স্থানে 'আ', ই ঈ স্থানে 'ঐ', উ ঊ ও ঐ স্থানে 'ঔ', ঋ ৠ স্থানে 'আর্' হওয়ার নাম বৃদ্ধি।

আগমন ও আদেশ। প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের মধ্যে অপর বর্ণের উপস্থিতির নাম আগম। প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের স্থলে অপর বর্ণবিশেষের উপস্থিতির নাম আদেশ।

নিপাতন। সূত্র অবলম্বন না করিয়া সিদ্ধ হওয়ার নাম নিপাতন।

লোপ। বর্ণ বা শব্দাদির অদর্শনকে লোপ কহে।

ইৎ। প্রত্যয়ের বর্ণবিশেষের লোপের নাম ইৎ।

সন্ধি

২৪৩। সমাসাদি প্রক্রিয়ায় দুইটি বর্ণ সন্নিহিত হইলে পরস্পর মিলিয়া এক বর্ণ হইয়া যায়। এই মিলনের নাম সন্ধি।

যথা,—কুশ+আসন=কুশাসন, এখানে পূর্বপদের শেষ বর্ণ অ-কারের সহিত পর পদের আদি বর্ণ আ-কার মিলিত হইয়া গিয়াছে।

২৪৪। **সন্ধি দ্বিবিধ**—স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে মিলিত হইয়া যে সন্ধি হয় তাহাকে 'স্বরসন্ধি' বলে; আর ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে অথবা ব্যঞ্জনবর্ণে ও স্বরবর্ণে মিলিত হইয়া যে সন্ধি হয়, উহাকে 'ব্যঞ্জনসন্ধি' কহে।

উচ্চারণ-সৌকর্যার্থ সন্ধির উদ্ভব।[১] প্রতিদিনের কথাবার্তার ভাষায় সন্ধি-বন্ধনের কড়া নিয়ম চলিতে পারে না। উচ্চারণের সুবিধায় যতটুকু সন্ধির বাঁধন পড়ে, ততটুকুই থাকে। বাংলায় আমরা 'গোলালু', 'মশারি' বলিয়া থাকি। বৈদিক ভাষায়ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে সন্ধির নিয়ম কঠোর হয়। বাংলায় সন্ধি অতি অল্পই লক্ষিত হয়, যাহা আছে তাহাও তৎসম (সংস্কৃত) শব্দে মাত্র। বাংলা অনেকটা বিশ্লেষণাত্মক ভাষা

১ "দুইটি আওয়াজ এক সঙ্গে মিশিলে একটি মিশ্র আওয়াজ হইবেই; সাধারণতঃ শেষের আওয়াজটি প্রথমটিকে ঢাকিয়া ফেলে, অথবা একটু হ্রস্ব বা মন্দীভূত করিয়া দেয়। সন্ধির নিয়মে সর্বত্রই তাই"—বিজয়চন্দ্র মজুমদার (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩১৮ এবং History of the Bengali Language)।

(Analytic Language),—একাধিক শব্দকে একসঙ্গে মিলিত করিয়া উচ্চারণ করা অপেক্ষা শব্দকে যথাসম্ভব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উচ্চারণ করিবার দিকেই বাংলার ঝোঁক। বস্তুতঃ বাংলায় সন্ধি বৈকল্পিক। তাই সংস্কৃতে সমাসের ক্ষেত্রে যেখানে সন্ধি করিতেই হয়, বাংলায় সেখানেও আমরা সন্ধি এড়াইয়া চলিতে চাই। যথা,—এই 'জগৎ ব্যাপারের' (জগদ্ব্যাপারের) পশ্চাতে একটা রহস্য লুক্কায়িত আছে।

সামাজিক 'রীতি-অনুসারে' (রীত্যনুসারে) তাহার শাস্তি হওয়া উচিত ছিল।

'মঙ্গল-আলোকে' 'বিবাহ উৎসব' উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"এই অনন্ত, সুন্দর 'জগৎ-শরীরে' যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি।"—বঙ্কিমচন্দ্র

"আর 'এক-একটা' দিন পুরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।"
—রবীন্দ্রনাথ

"নীচে 'শ্যামল ঐশ্বর্যময়ী' ধরণীর আঙিনার সামনে দিয়ে সন্ন্যাসী জলের স্রোত উদাসী হ'য় চলেচে।" —রবীন্দ্রনাথ

বাংলা কবিতার ভিতরে শ্রুতি-সুখকরত্বের জন্য এবং মাত্রার সুবিধার জন্য সন্ধিকে বহুস্থানে এড়াইয়া চলা হয়। যথা,—

সদাই চঞ্চল 'বসন অঞ্চল'
সম্বরণ নাহি করে। —চণ্ডীদাস

'অঙ্গ-প্রতি-অঙ্গ' তব পড়িল যেখানে। —ভারতচন্দ্র

বসি দেব-সভাতলে 'কনক-আসনে'
বাসব,— —মধুসূদন

শৈশবের 'উষা-অন্তে' হইল আমার
প্রকৃতি প্রভাত সনে জীবন প্রভাত। —নবীনচন্দ্র

গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায় 'চিরউপবাস ভুখারী' —রবীন্দ্রনাথ
'জীবন উৎসব শেষে'— ঐ
শব্দের 'বিদ্যুৎ-ছটা' শূন্যের প্রান্তরে— ঐ
'মোরা উঠি পল্লবি' 'বিদ্যুৎ-লতিকায়'। —সত্যেন্দ্র দত্ত

সন্ধির মূল কথা হইতেছে, দুইটি শব্দ যখন পরস্পর সংযুক্ত হয় (বিশেষ করিয়া সমাসের ভিতরে) তখন সেই একাধিক শব্দকে একসঙ্গে উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য পরস্পর সন্নিহিত শব্দ দুইটির স্বর বা ব্যঞ্জনের কিছু কিছু ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটে; উভয়ের মিলনে এই যে ধ্বনি-পরিবর্তন তাহাই সন্ধি। বাংলা এই জাতীয় ধ্বনি-পরিবর্তনের কিছু কিছু নিজস্ব রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে,—এগুলিকে আমরা খাঁটি বাংলা সন্ধি বলিতে পারি। খাঁটি বাংলা সন্ধির ভিতরেও আমরা কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারি।

বাংলা স্বরসন্ধি

দুই স্বর পরস্পর মিলিত হইলে যে কোন একটি স্বরের লোপ হয়। পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার ভিতরে সন্ধির এই নিয়মটি খুব লক্ষিত হয়। প্রাকৃত হইতেই এই রীতি বাংলায় আসিয়াছে।

দৃষ্টান্ত—অর্ধ+এক=অর্ধেক, দুই+এক=দু'য়েক, কুড়ি+এক=কুড়িক, শত+এক=শতেক, যা+ইচ্ছে+তাই=যাচ্ছেতাই, হৃদয়+উপরে=হৃদয়'পরে, অর্থ+এ=অর্থে, একত্র+ইত=একত্রিত।

বাংলার উচ্চারণে সাধারণতঃ শব্দের অন্ত্য অ-কারের লোপ হয়, ফলে পরবর্তী স্বর পূর্ববর্তী হসন্ত বর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—

জন (জন্)+এক=জনেক, আর+এক=আরেক, বার+এক=বারেক, খন+এক=খনেক, খান+এক=খানেক, কয়+এক=কয়েক। তেমন+ই =তেমনি, * আর+ও=আরো, তখন+ই=তখনি, তখন+ও=তখনো, কাহার+ও=কাহারো, আমার+ও=আমারও ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্বর অনেক সময় লোপ হয়। যথা,— কাঁচা+কলা=কাঁচকলা, ঘোড়া+গাড়ী=ঘোড়গাড়ি, ঘোড়া+দৌড়=

* এ-সব ক্ষেত্রে সন্ধি বৈকল্পিক। পক্ষে তেমনই, আরো তখনই ইত্যাদি।

ঘোড়দৌড়, ঘোড়া + বাঁধা = ঘোড়বাঁধা, বেশি + কম = বেশকম, মিশি + কাল = মিশকাল।

সংস্কৃতের বহু বিসর্গান্ত শব্দ বাংলায় অ-কারান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সকল শব্দের সন্ধি অ-কারান্ত শব্দের সন্ধির নিয়মেই হয়। যথা,—মন + অন্তর = মনান্তর, বক্ষ + উপরি = বক্ষোপরি, মন + আগুন = মনাগুন, যশ + আকাঙ্ক্ষা = যশাকাঙ্ক্ষা।

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি

ঘোষধ্বনি পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অঘোষ স্থানে ঘোষ হয়, অঘোষধ্বনি পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ঘোষ স্থানে অঘোষ হয়। যথা,—এক + গঙ্গা = এগ্‌গঙ্গা, এক + ঘা = এগ্‌ঘা, পাঁচ + জন = পাঁজ্‌জন, ছোট + দাদা = ছোড়্‌দাদা, এত + দিন = এদ্দিন, হাত + ধরা = হাদ্‌ধরা, বাপ + ভাই = বাব্‌ভাই। রাগ + করা = রাক্‌করা, আজ + কাল = আচ্‌কাল, চড় + চড় = চচ্চর, বড় + ঠাকুর = বট্‌ঠাকুর, বাধ + কষা = বাঁৎকষা, সব + পাওয়া = সপ্‌পাওয়া, সব + করা = সপ্‌করা। ইত্যাদি।

চ-বর্গের পরে শ, ষ, স থাকিলে পূর্ববর্তী চ-বর্গের স্থানে শিশ্‌ধ্বনি হয়। যথা,—পাঁচ + সের = পাঁস্‌সের (পাঁশ্‌সের), পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ, পাঁচ + সিকা = পাঁস্‌সিকা।

ত-বর্গের পরে চ-বর্গ থাকিলে ত-বর্গের স্থানে প্রায়ই চ-বর্গ হয়। যথা,—সাত + জন = সাজ্‌জন, পথ + চলা = পচ্‌চলা, বদ্‌ + ছেলে = বচ্ছেলে।

র-কারের পরে র ভিন্ন ব্যঞ্জন থাকিলে র পরবর্ণের সহিত সারূপ্য লাভ করে (Assimilation)। যথা,—জলের + টব = জলেট্টব, মাছের + ডিম = মাছেড্ডিম, (ঘোড়াড্ডিম), পা'র + ধুলো = পাধ্‌ধুলো ('হুতোম পেঁচার নক্সা'), ভর + দিন = ভদ্দিন, গাছের + তলা = গাছেত্তলা, ব্যাটার + ছেলে = ব্যাটাচ্ছেলে ইত্যাদি।

জগৎ শব্দের ৎ সন্ধিতে বহুস্থানে বিকল্পে লোপ পায়। যথা,—জগৎ+বন্ধু= জগবন্ধু (পক্ষে জগদ্বন্ধু), জগৎ+মোহন=জগমোহন (পক্ষে জগন্মোহন), জগৎ+জন=জগজন (পক্ষে জগজ্জন)।

স্বরসন্ধির নিয়ম

২৪৫। **সবর্ণে সবর্ণে দীর্ঘ**[১]। সবর্ণের পর সবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ হয়। যথা,—

অ+অ=আ,	শশ+অঙ্ক=শশাঙ্ক ;	অ+আ=আ,	সিংহ+আসন=সিংহাসন[২]।
আ+অ=আ,	মহা+অর্ঘ=মহার্ঘ ;	আ+আ=আ,	মহা+আশয়=মহাশয়।
ই+ই=ঈ,	মুনি+ইন্দ্র=মুনীন্দ্র ;	ই+ঈ=ঈ,	ক্ষিতি+ঈশ=ক্ষিতীশ।
ঈ+ই=ঈ,	মহী+ইন্দ্র=মহীন্দ্র ;	ঈ+ঈ=ঈ,	মহী+ঈশ=মহীশ।
উ+উ=ঊ,	সাধু+উক্তি=সাধূক্তি ;	উ+ঊ=ঊ,	লঘু+ঊর্মি=লঘূর্মি।
ঊ+উ=ঊ,	বধূ+উক্তি=বধূক্তি ;	ঊ+ঊ=ঊ,	ভূ+ঊর্ধ্ব=ভূর্ধ্ব।

২৪৬। **অবর্ণে ইবর্ণে এ**। অবর্ণে ইবর্ণে এ হয়, এ পূর্ববর্ণে মিলিয়া যায় ; যথা,—

অ+ই=এ	দেব+ইন্দ্র=দেবেন্দ্র ;	অ+ঈ=এ	দেব+ঈশ=দেবেশ।
আ+ই=এ	মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র ;	আ+ঈ=এ	রমা+ঈশ=রমেশ।

২৪৭। **অবর্ণে উবর্ণে ও**। অবর্ণে উবর্ণে মিলিয়া ও হয় ; ও পূর্ববর্ণে মিলিয়া যায় ; যথা,—

অ+উ=ও	বোধ+উদয়=বোধোদয়।	অ+ঊ=ও	এক+ঊন=একোন।
আ+উ=ও	মহা+উৎসব=মহোৎসব।	আ+ঊ=ও	মহা+ঊর্মি=মহোর্মি।

---

১ এই সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি ছাত্রগণ কণ্ঠস্থ করিবে এবং সন্ধিবিষয়ক প্রশ্নোত্তরে সর্বদাই উহাদের উল্লেখ করিবে। পুনরুল্লেখের সুবিধার জন্য সমস্ত সূত্রেরই মর্মার্থ এইরূপ সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হইল।

২ ফলাফল, মতামত, চলাচল, হিতাহিত প্রভৃতিতে 'আ' জোর দিবার নিমিত্ত ব্যবহার হইয়াছে। বস্তুতঃ এগুলি সন্ধি-প্রক্রিয়া নয়, অর্থাৎ 'মত+অমত=মতামত' নয়। এইরূপ টপাটপ, চটাপট্ (চটপট্ থেকে পৃথক্ ও জোরালো)।

২৪৮। **অবর্ণে ঋ-কারে অর্।** অবর্ণে ঋ-কারে মিলিয়া অর্ হয়। অরের অ পূর্ববর্ণে মিলিত হয়, র পরবর্ণের মস্তকে যায়।

অ+ঋ=অর্, দেব+ঋষি=দেবর্ষি ;

আ+ঋ=অর্, মহা+ঋষি=মহর্ষি।

দ্রষ্টব্য ঃ—অবর্ণের পরবর্তী ঋত শব্দের ঋ স্থানে আর্ হয়। যথা,—
হিম+ঋত=হিমার্ত, শীত+ঋত=শীতার্ত, ক্ষুধা+ঋত=ক্ষুধার্ত।

২৪৯। **অবর্ণ পরে এ-ঐ-ও-ঐ বৃদ্ধি।** অবর্ণের পর এ কিংবা ঐ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐ-কার হয় এবং ও কিংবা ঐ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔ-কার হয় ; ঐ বা ঔ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—

অ+এ=ঐ	জন+এক=জনৈক ;	আ+এ=ঐ	তথা+এব=তথৈব।
অ+ঐ=ঐ	হিত+ঐষী=হিতৈষী ;	আ+ঐ=ঐ	মহা+ঐশ্বর্য=মহৈশ্বর্য।
অ+ও=ঔ	জল+ওকা=জলৌকা ;	আ+ও=ঔ	মহা+ওষধি=মহৌষধি
অ+ঔ=ঔ	উত্তম+ঔষধ=উত্তমৌষধ ;	আ+ঔ=ঔ	মহা+ঔষধ=মহৌষধ।

২৫০। **অসবর্ণ-পর ইবর্ণে য্*।** অসবর্ণ, অর্থাৎ ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য্ হয়। যথা,—অতি+অন্ত=অত্যন্ত ; আদি+অন্ত=আদ্যন্ত ; অতি+আচার=অত্যাচার ; প্রতি+উপকার=প্রত্যুপকার।

২৫১। **উবর্ণে ব্।** উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উ ঊ স্থানে ব্ হয়। যথা,—সু+অল্প=স্বল্প ; সু+আগত=স্বাগত ; অনু+ইত=অন্বিত ; অনু+এষণ=অন্বেষণ ; অনু+আদি=অন্বাদি।

২৫২। **ঋবর্ণে র্।** ঋ ৠ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ ৠ স্থানে র্ হয়। যথা,—পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়, মাতৃ+আদেশ=মাত্রাদেশ।

২৫৩। **স্বরপর একারে অয়্।** স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ-কার স্থানে অয় হয়। যথা,—নে+অন=নয়ন ; শে+অন=শয়ন।

---

* অসবর্ণ পরে আছে যাহার সেইরূপ ইবর্ণ (বহুব্রীহি)। এইরূপ সর্বত্র।

২৫৪। **ঐ-কারে আয়্।** স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঐ-কার স্থানে আয়্ হয়। যথা,—নৈ+অক=নায়ক।

২৫৫। **ও-কারে অব্।** স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ও-কার স্থানে অব হয়। যথা,—ভো+অন=ভবন। পো+অন=পবন।

২৫৬। **ঔ-কারে আব্।** স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঔ-কার স্থানে আব্ হয়। যথা,—পৌ+অক=পাবক ; নৌ+ইক=নাবিক।

২৫৭। **নিপাতনে।** নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিপাতনে সিদ্ধ—

গো+অক্ষ=গবাক্ষ ; গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র ; অক্ষ+ঊহিণী=অক্ষৌহিণী। বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ ; রক্ত+ওষ্ঠ=রক্তোষ্ঠ ; প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ় ; কুল+অটা=কুলটা ; সীমন+অত=সীমন্ত ; শার+অঙ্গ=শারঙ্গ।

ব্যঞ্জন-সন্ধির নিয়ম

২৫৮। **প্রথমে তৃতীয়।** স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তেস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা,—

জগৎ+ঈশ=জগদীশ ; ষট্+আনন=ষড়ানন ; তৎ+অন্ত=তদন্ত।

ব্যতিক্রম—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স পরে থাকিলে হয় না। যথা,—বিপৎ+পাত=বিপৎপাত ; দিক্+পতি=দিক্‌পতি।

২৫৯। **পঞ্চমপর-প্রথমে * পঞ্চম।** বর্গীয় পঞ্চম বর্ণের পূর্ববর্তী প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা,—বাক্+ময়=বাঙ্ময় ; জগৎ+নাথ=জগন্নাথ ; চিৎ+ময়=চিন্ময় ; ইত্যাদি।

২৬০। **প্রথমপূর্ব-হ-কারে † চতুর্থ।** বর্গের পঞ্চম বর্গের পরবর্তী হ-কার স্থানে সেই বর্গের চতুর্থ বর্ণ হয়। যথা,—উৎ+হত=উদ্ধত (২৫৮ পরিঃ অনুসারে ত্ স্থানে দ ; তদ্ধিত, মহদ্ধর্ম ইত্যাদি।)

---

* পঞ্চম (বর্ণ) পরে আছে যাহার এইরূপ প্রথম বর্ণ (বহুব্রীহি)। এইরূপ সর্বত্র

† প্রথম (বর্ণ) পূর্বে আছে যাহার সেইরূপ হ-কার (বহুব্রীহি)। এইরূপ সর্বত্র।

২৬১। ল-চ-ট-বর্গ পর-ত-বর্গে পররূপ। দ্বিতীয় চতুর্থে প্রথম তৃতীয়। ল, চ ও ট-বর্গের পূর্ববর্তী ত-বর্গ স্থানে পররূপ, অর্থাৎ পরে যে বর্ণ থাকে সেই বর্ণ হয় এবং পূর্ববর্তী দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম, ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা,—উৎ+লাস=উল্লাস ; উৎ+লেখ=উল্লেখ ; উৎ+চারণ=উচ্চারণ। জগৎ+জীবন=জগজ্জীবন ; তৎ+টীকা=তট্টীকা ; উৎ+ডীন=উড্ডীন ; উৎ+ছিন্ন=উচ্ছিন্ন (পূর্ববর্তী ছ স্থানে চ), কুৎ+ঝটিকা=কুজ্ঝটিকা (পূর্ববর্তী ৎ স্থানে জ)।

২৬২। শপর ত্, দ্-কারে চ্, শ-কারে ছ। শ্-কারের পরবর্তী ত্ ও দ্ স্থানে চ এবং শ্ স্থানে ছ হয়। যথা,—উৎ+শৃঙ্খল=উচ্ছৃঙ্খল।

২৬৩। চ্, জ্, পূর্ব ন-কারে ঞ্। চ-কার ও জ-কারের পরস্থিত ন্ স্থানে ঞ্ হয়। যথা,—যাচ+না=যাচ্ঞা ; রাজ্+নী=রাজ্ঞী ; যজ্+ন=যজ্ঞ।

২৬৪। ষ পূর্ব-ত-বর্গে ট-বর্গ। ষ্-কারের পরস্থিত ত-বর্গ স্থানে ট-বর্গ হয়। যথা,—উৎকৃষ্+ত=উৎকৃষ্ট ; ষষ্+থ=ষষ্ঠ।

২৬৫। স্বরপূর্ব-ছ-কারে চ্ছ। স্বরবর্ণের পরস্থিত ছ স্থানে চ্ছ হয়। যথা,—বৃক্ষ+ছায়া=বৃক্ষচ্ছায়া ; আ+ছাদন=আচ্ছাদন ; বি+ছেদ=বিচ্ছেদ ; পরি+ছেদ=পরিচ্ছেদ।

২৬৬। ব্যঞ্জনপর-ম-কারে অনুস্বার। ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্তী ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। যথা,—সম্+যোগ=সংযোগ ; সম্+বাদ=সংবাদ ; বশম্+বদ=বশংবদ ; কিম্+বা=কিংবা ; প্রিয়ম্+বদা=প্রিয়ংবদা।

ব্যতিক্রম—সম্+রাজ্=সম্রাজ্।

২৬৭। বর্গীয়পর-অনুস্বারে তদ্বর্গপঞ্চম। পরে বর্গীয়বর্ণ থাকিলে পদের অন্তেস্থিত ম্ বা অনুস্বার স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা,—শম্+কর=শঙ্কর ; সম্+দর্শন=সন্দর্শন ; সং+কীর্ণ=সঙ্কীর্ণ ; সং+মান=সম্মান ; সম+নিধান=সন্নিধান।

২৬৮। **বর্গীয়পর-ন-কারে তদ্বর্গ পঞ্চম**। বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদমধ্যস্থিত ন্ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা,—অন্+কিত=অঙ্কিত ; শন্+কা=শঙ্কা ; কম্+পন=কম্পন ; বন্+চনা=বঞ্চনা।

২৬৯। **উষ্মপর-ন-কারে অনুস্বার**। উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে পদমধ্যস্থিত ন্ স্থানে অনুস্বার হয়। যথা,—হিন্+সা=হিংসা ; দন্+শ=দংশন ; সিন্+হ=সিংহ।

২৭০। **চ ছ পর বিসর্গে শ**। চ বা ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ হয়। যথা,—নিঃ+চয়=নিশ্চয় ; দুঃ+চিন্তা=দুশ্চিন্তা ; শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ।

২৭১। **ট-ঠ পর বিসর্গে ষ**। ট বা ঠ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়। যথা,—ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার।

২৭২। **ত-থ পর বিসর্গে স্**। ত বা থ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্ হয়। যথা,—মনঃ+তাপ=মনস্তাপ ; নিঃ+তার=নিস্তার ; ইতঃ+ততঃ =ইতস্ততঃ।

২৭৩। **অ-কারদ্বয়মধ্য-বিসর্গে উ**। দুই অ-কারের মধ্যবর্তী বিসর্গ স্থানে উ হয়, অর্থাৎ অ-কার পরে থাকিলে, অ-কারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে উ হয়, পরের অ-কারের লোপ হয়। যথা,—বয়ঃ+অধিক=বয়+উ+অধিক= বয়ো+অধিক (২৪১ পরিঃ)=বয়োধিক (পরবর্তী অ-কারের লোপ)। এইরূপ, তত+অধিক=ততোধিক ; মন+অভিলাষ=মনোভিলাষ (লুপ্ত অ-কারের চিহ্ন বাংলায় ব্যবহৃত হয় না)।

২৭৪। **অ-কারব্যঞ্জনমধ্য-বিসর্গে উ**। অ-কারের ও ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী বিসর্গ স্থানে উ হয়, অর্থাৎ ব্যঞ্জন পরে থাকিলে অ-কারের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে উ হয়। যথা,—মনঃ+যোগ=মন+উ+যোগ=মনোযোগ (২৪১ পরিঃ) এইরূপ,—যশঃ+লাভ=যশোলাভ। মনঃ+হর=মনোহর। তেজঃ+ময়= তেজোময়। বয়ঃ+বৃদ্ধি=বয়োবৃদ্ধি। অধঃ+গতি=অধোগতি। মনঃ+ গত=মনোগত। সদ্যঃ+জাত=সদ্যোজাত। পুরঃ+ভাগ=পুরোভাগ।

ব্যতিক্রম—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ও শ, ষ, স পরে থাকিলে হয় না। যথা,—মনঃকষ্ট, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি।

২৭৫। **অনবর্ণ-স্বর-ব্যঞ্জনমধ্য-বিসর্গে র্**। অনবর্ণ স্বর, অর্থাৎ অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যবর্তী বিসর্গ স্থানে র্ হয়; অর্থাৎ যাবতীয় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে অ আ ভিন্ন স্বরের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে র্ হয়। যথা,—নিঃ+অন্তর=নিরন্তর; দ্বিঃ+আগমন=দ্বিরাগমন; দুঃ+গতি=দুর্গতি; প্রাদুঃ+ভাব=প্রাদুর্ভাব।

ব্যতিক্রম—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স পরে থাকিলে হয় না।

২৭৬। **স্বরব্যঞ্জনপর-রজাতে র্**। যাবতীয় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে র-জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়। যথা,—পুনঃ+আগত=পুনরাগত; পুনঃ+উক্তি=পুনরুক্তি; দুঃ+অবস্থা=দুরবস্থা; অন্তঃ+দাহ=অন্তর্দাহ; অন্তঃ+গত=অন্তর্গত; অহঃ*+নিশা=অহর্নিশ; অহঃ+অহঃ=অহরহঃ।

ব্যতিক্রম—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ও শ, ষ, স পরে থাকিলে হয় না।

২৭৭। **বিশেষ নিয়ম**। (ক) ক, প বা ফ পরে থাকিলে অ আ ভিন্ন স্বরের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়। যথা,—নিঃ+কাম=নিষ্কাম; আবিঃ+কৃত=আবিষ্কৃত; দুঃ+প্রাপ্য=দুষ্প্রাপ্য; নিঃ+ফল=নিষ্ফল।

(খ) র পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যে র হয় তাহার লোপ হয় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—নিঃ+রস=নীরস; নিঃ+রোগ=নীরোগ; নিঃ+রব=নীরব।

(গ) অ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অ-কারের পরবর্তী বিসর্গের লোপ হয়। যথা,—অতঃ+এব=অতএব।

---

* অহন্ শব্দের ন-কার স্থানে র্ হয় এবং সেই র স্থানে বিসর্গ হয়। রাত্রি শব্দ পরে থাকিলে অহন্ শব্দের র-জাত বিসর্গের স্থানে র হয় না। যথা,—অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র। (২৭৫ পরিঃ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) উৎ শব্দের পরবর্তী স্থা ধাতুর সকারের লোপ হয়। যথা,—উৎ+স্থান=উত্থান।

২৭৮। **নিপাতনে।** নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিপাতনে সিদ্ধ:—নমঃ+কার=নমস্কার; পুনঃ+কার=পুরস্কার তিরঃ+কার=তিরস্কার; শ্রেয়ঃ+কর=শ্রেয়স্কর; মনঃ+কাম=মনস্কাম; যশঃ+কর=যশস্কর; ভাঃ+কর=ভাস্কর; বাচস্+পতি=বাচস্পতি; বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি; তৎ+কর=তস্কর; পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি; মনঃ+ঈষা=মনীষা; বন+পতি=বনস্পতি; পরঃ+পর=পরস্পর; আঃ+পদ=আস্পদ; গো+পদ=গোষ্পদ; হরিঃ+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র; এক+দশ=একাদশ; ষট্+দশ=ষোড়শ ইত্যাদি।

২৭৯। **সন্ধি-প্রক্রিয়া বাংলা ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।** সন্ধি-নিষ্পন্ন অনেক সংস্কৃত শব্দ বাংলায় চলিতেছে, সেইজন্য সন্ধিসূত্র শিক্ষা আবশ্যক। সংস্কৃত শব্দের সহিত অ-সংস্কৃত শব্দের সন্ধি সাধারণতঃ হয় না। যথা,—লাঠ্যাঘাত, টাকোপার্জন ইত্যাদি পদ অশুদ্ধ। কিন্তু শ্রুতিকটু না হইলে চলে। যথা,—কাবুলাধিপতি, ইংলণ্ডেশ্বর, ইহাপেক্ষা, বৃটনেশ্বরী, রুষাধিপ।

অনুশীলন

১। সূত্র উল্লেখপূর্বক সন্ধি কর।—বাক্+জাল; মনঃ+কামনা; মনঃ+গত; গৈ+অক; পৌ+অক; নিঃ+রস; যশঃ+ইন্দু; সৎ+জ্ঞান; মৃৎ+ময়; যশঃ+লাভ; সম্+যম; নিঃ+তেজ; ক্ষিতি+অপ্+তেজঃ+মরুৎ+ব্যোম।

২। সূত্র উল্লেখপূর্বক সন্ধি বিশ্লেষণ কর:—সরোজ, দুরবস্থা, মনোমোহন, অভ্যর্থনা, ইতস্ততঃ প্রচ্ছন্ন, সন্তাপ, উজ্জ্বল, পয়োদ, সপ্তর্ষি, উত্থান, চরণারবিন্দ, শিরোধার্য, যৎপরোনাস্তি, সমভিব্যাহার সমালোচনা, গাত্রোত্থান, পরাঙ্মুখ, উড্ডীয়মান, ভ্রাতুষ্পুত্র, পরস্পর, বৃহস্পতি, পুরস্কার, হরিশ্চন্দ্র, গোষ্পদ, ষোড়শ।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলিতে অশুদ্ধির কারণ নির্দেশ কর অথবা উহাদের বিশুদ্ধতা সমর্থন কর:—মনোযোগ, কিম্বা, বশম্বদ, মনান্তর, মনোকষ্ট, বারম্বার, নীরব, পুরস্কার, আবিষ্কার, মনোমোহন, নীরস, নিরাশ।

৪। কোন্ স্থলে সন্ধি নিষিদ্ধ? 'বাংলায় সন্ধি বৈকল্পিক'—ইহার পাঁচটি দৃষ্টান্ত দাও।

সমাস

(COMPOUND WORDS)

২৮০। পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট দুই বা বহু পদের একপদী হওয়াকে সমাস কহে।

যে সকল পদে সমাস হয়, তাহাদের বিভক্তির লোপ হইয়া,[1] একটি নূতন শব্দ গঠিত হয় এবং তদুত্তর যথাযোগ্য বিভক্তির যোগ হয়।

যে কয়েক পদে সমাস হয়, তাহাদের প্রত্যেককে **সমস্যমান পদ** কহে এবং সমাসবদ্ধ পদকে **সমস্ত পদ** কহে। সমাসের অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত যে বাক্য বা পদগুলির প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাকে **ব্যাসবাক্য, সমাস-বাক্য** বা **বিগ্রহ-বাক্য** বলে।

সমস্যমান পদগুলির মধ্যে সন্ধির সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি করাই রীতি। সমস্যমান পদগুলি একত্র করিয়া উহাদের মধ্যে হাইফেন [-] দিয়া সমাসবদ্ধ পদটি লিখিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত। পশু ও পক্ষী = পশু-পক্ষী ; স্কুলের মাষ্টার = স্কুল-মাষ্টার ; এখানে সমস্যমান পদ—পশু, পক্ষী ; স্কুলের, মাষ্টার।

সমস্ত পদ—পশু-পক্ষী ; স্কুল-মাষ্টার।

ব্যাস-বাক্য—পশু ও পক্ষী ; স্কুলের মাষ্টার।

সমাস প্রধানতঃ **ছয় প্রকার**—দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব

২৮১। রাম ও লক্ষ্মণ = রামলক্ষ্মণ। ভীম ও অর্জুন = ভীমার্জুন ; পিতা ও মাতা = পিতামাতা ; অন্ন ও বস্ত্র = অন্নবস্ত্র ; ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ও মহেশ্বর = ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর ; রূপ ও রস ও গন্ধ ও স্পর্শ = রূপরসগন্ধস্পর্শ।

---

[1] কখনও বিভক্তি লোপ পায়ও না। যথা,—অন্তেবাসী, ভেসে-আসা, ফেলে-দেওয়া, গোঁফে-কাটা।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে দুই বা বহুপদ মিলিয়া একপদ হইয়াছে এবং প্রত্যেক পদেরই অর্থ সমানভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে।

সূত্র। যে সমাসে দুই বা বহুপদ মিলিয়া একপদ হয় প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস।

২৮২। দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমানপদগুলির মধ্যে 'ও', 'বা', 'এবং' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় যোগ করিয়া ব্যাসবাক্য গঠিত হয়।

পশু ও পক্ষী=পশুপক্ষী। হাট ও বাজার=হাটবাজার। বিদ্যা ও বুদ্ধি=বিদ্যাবুদ্ধি। সীতা ও রাম=সীতারাম। রাম ও সীতা=রামসীতা। যাওয়া ও আসা=যাওয়া-আসা বা আসাযাওয়া। বাচ (নির্বাচন) ও বিচার= বাচবিচার। বিকি ও কিনি=বিকিকিনি। চড় ও চাপড়=চড়চাপড়। দিন ও রাত্রি=দিনরাত্রি। ইষ্ট ও অনিষ্ট=ইষ্টানিষ্ট। মশা ও মাছি=মশামাছি। যুবক ও যুবতী=যুবক-যুবতী। কায় ও মনঃ ও বাক্য=কায়মনোবাক্য।

নিম্নলিখিত পদগুলি দ্বন্দ্বসমাসনিষ্পন্ন :—শৃগালকুকুর, দিবানিশি, দিবারাত্রি, দিনরাত, রাতদিন, দাসদাসী, আদান-প্রদান, দেখাশোনা, তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী, আর্য-অনার্য, জলবায়ু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, প্রভু-ভৃত্য, চাকর-মনিব, দেনা-পাওনা, যোগ-বিয়োগ, শাদা-কালো, আশমান-জমিন, মোল্লা-মৌলবী, পীর-পয়গম্বর, উজির-নাজীর, পথ-ঘাট, বস্ত্র-পেটিকা, কাপড়-চোপড়, (চুপড়ী পেটিকা), কড়াক্রান্তি, ইট-সুরকী-চূণ-কাঠ, কাণাখোঁড়া, শ্বশুর-জামাই, যম-জামাই-ভাগ্নে, সৈন্য-সামন্ত, ছেলেমেয়ে, মাঠ-ঘাট, গাল-মন্দ, জোর-জুলুম, ঘাস-পাতা, ভাত-কাপড়, নাও-দুন (দুন<দুনি <দ্রোণী=ডোঙ্গা), কড়ি-বরগা, দান-ধেয়ান (ধ্যান), নাড়ী-নক্ষত্র, জমা-জমি, কাট-কুটা, হাসি-ঠাট্টা, শাঁখা-সিঁদুর, চাল-চিড়া, পুঁথি-পত্তর, মিঠাই-মণ্ডা, আজ-কাল, রীতি-নীতি, চাল-চলন, দলিল-দস্তাবেজ, আইন-কানুন, যুক্তি-তর্ক, গান-বাজনা, নাচ-গান, জামাই-মেয়ে, তিল-তুলসী, তাল-মান ইত্যাদি।

২৮৩। (১) দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত অল্পস্বরবিশিষ্ট পদ, অপেক্ষাকৃত পূজনীয় পদ ও স্ত্রীলিঙ্গ পদ প্রায়ই পূর্বে বসে। নরবানর, গুরুপুরোহিত, দোলদুর্গোৎসব, দৈত্যদানব, গুরুশিষ্য, মাতাপিতা, মেয়ে-জামাই, স্ত্রীপুরুষ, লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থলে এই সূত্রের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। যথা,—বরবধূ, মনুষ্য-দেব, নরনারায়ণ, হরগৌরী ইত্যাদি।

বস্তুতঃ দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদসমূহের পৌর্বাপর্য বিধানে সুশ্রাব্যতা ও ভাষার রীতিই প্রধানতঃ লক্ষ্যের বিষয়। অন্য কোন নিয়মই ব্যভিচারশূন্য নহে। দৃষ্টান্তস্থলে নিম্নলিখিত পদগুলি লক্ষ্য কর :—

রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, কৃষ্ণার্জুন, কৃষ্ণবলরাম, ব্রহ্মাবিষ্ণু, হরিহর, পিতামাতা, মাতা-পিতা, শিশিরবসন্ত, গ্রীষ্মবসন্ত, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়, বৈশ্যশূদ্র, ধর্মার্থকামমোক্ষ ইত্যাদি।

(২) সমান গোত্র বুঝাইলে এবং ঋ-কারান্ত শব্দ ও পুত্র পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ঋ-কারান্ত শব্দের ঋ স্থানে আ-কার হয়। যথা,—মাতা (মাতৃ) ও পিতা (পিতৃ)=মাতাপিতা। পিতা ও পুত্র=পিতাপুত্র। কিন্তু সমান গোত্র না হইলে হয় না ; যথা,—জামাতা ও পুত্র=জামাতৃপুত্র।

কেবল দ্বন্দ্ব সমাসে সংস্কৃত শব্দে এই নিয়ম প্রযোজ্য। নিম্নলিখিত সমস্ত পদগুলির অর্থগত পার্থক্য লক্ষ্য কর :—

মাতাপিতা—মাতা ও পিতা জামাতৃ-পুত্র=জামাতা ও পুত্র
মাতৃ-পিতা=মাতার পিতা (মাতামহ) জামাতা-পুত্র=জামাতার পুত্র
মাতাপিতৃহীন=যাহার মা-বাপ নাই।
মাতৃপিতৃহীন=যাহার মাতার পিতা (মাতামহ) নাই।
পিতৃমাতৃহীন=যাহার পিতার মাতা (পিতামহী) নাই।

কিন্তু 'পিতৃমাতৃহীন' শব্দটি 'যাহার বাপ-মা নাই' এই অর্থে বাংলায় চলিয়া গিয়াছে।

(৩) পতি শব্দ পরে থাকিলে জায়া শব্দের স্থানে বিকল্পে জম্ হয়। যথা,—জায়া ও পতি—জায়াপতি বা দম্পতি। (সং জম্পতি, দম্পতি)।

(৪) নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ :—অহঃ+রাত্রি=অহোরাত্র, অহঃ+নিশা—অহর্নিশ, কুশ ও লব=কুশীলব।

শব্দদ্বৈত—যুগ্মশব্দ ও দ্বন্দ্ব সমাস—বাংলাভাষায় বহু যুগ্মশব্দ প্রচলিত আছে। এগুলিও দ্বন্দ্ব সমাসেরই অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। কাঙ্গাল-গরীব, কাজ-কর্ম্ম, লজ্জা-সরম, নাম-ডাক ইত্যাদি শব্দে সমস্যমান পদ দুইটিতে এক বস্তুই বুঝায়। এগুলিকে **সমার্থক দ্বন্দ্ব** বলা যায়। (যুগ্মশব্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ২০৯, ২৩৭ পরিঃ দ্রষ্টব্য)।

প্রয়োগ—নদীতে স্রোত যখন বহমান থাকে, তখন সেই স্রোতের দ্বারাই এপারে ওপারে এদেশে ওদেশে 'আনাগোনা' 'দেনা-পাওনা'র যোগ রক্ষা হয়। 'নিশিদিন' ভরসা রাখিস, ওরে তোর হবেই জয়। পশ্চিম মহাদেশের ভিতরেও 'ধনী-নির্ধনের' বিভাগ আজ অত্যন্ত কঠোর।

'দোল-দুর্গোৎসব,' 'ক্রিয়া-কর্ম' 'দান-ধ্যান,' 'লাঠালাঠি' পূর্বমতই চলিতে লাগিল। —বঙ্কিমচন্দ্র।

বহুব্রীহি

২৮৪। দশ আনন যার=দশানন।

এস্থলে 'দশ' ও 'আনন' এই দুই পদের সমাস হইয়াছে ; কিন্তু সমাস-নিষ্পন্ন পদটি এই দুই পদের কোনটির অর্থ প্রকাশ করিতেছে না। উহাতে দশ আননবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইতেছে। এইরূপ সমাসের নাম বহুব্রীহি সমাস।

সূত্র—যে দুই পদের সমাস হয় তাহাদের অর্থ না বুঝাইয়া যদি সমাস-নিষ্পন্ন পদটিতে অন্য পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায়, তাহা হইলে ঐ সমাসকে **বহুব্রীহি সমাস** কহে। বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন পদগুলি বিশেষণ।

দৃষ্টান্ত—ত্রি লোচন যার ত্রিলোচন ; নীল বরণ যার নীলবরণ ; ধর্মে বুদ্ধি যার ধর্মবুদ্ধি ; অল্প আয়ু যার অল্পায়ু ; পাপে মতি যার পাপমতি ; কাল মুখ যার কালামুখ ; আশীতে (দন্তে) বিষ যার আশীবিষ (সাপ) ; কান কাটা যার

কানকাটা ; পক্ক কেশ যার পক্ককেশ ; হীরা বসান যাহাতে হীরাবসান ; জিত ইন্দ্রিয় যৎকর্তৃক জিতেন্দ্রিয়, এক গোঁ (জিদ্) যাহার একগুঁয়ে ; এক রোখ যাহার একরোখা : হুঁকোর মত মুখ যাহার হুঁকোমুখো ('আবোল-তাবোল' —সুকুমার রায়), ভ্রূ-কুঞ্চিত যাহার (স্ত্রী) ভ্রূকুঞ্চিতা (বিদ্রূপে) ; আট চাল বিশিষ্ট ঘর আটচালা ; আট প্রহরের উপযুক্ত (বেশ) আটপৌরে ; দিল (হৃদয়) খোশ (প্রফুল্ল) যাহার দিলখোশ, দেলখোশ ; গলিত হইয়াছে নীহার যেখানে (বা যেখান হইতে) গলিতনীহার ('গলিত-নীহার কৈলাসের পানে' —রবীন্দ্রনাথ) ; বিমুগ্ধ নয়ন যাহাদের বিমুগ্ধ-নয়ন ('বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ'— রবীন্দ্রনাথ) ; বদ্ (খারাপ) খেয়াল যাহার বদ্‌খেয়ালী ; এলো কেশ যাহার (স্ত্রী) এলোকেশী ; এক দিকে চোখ যাহার একচোখা ; বাক্‌ই সর্বস্ব যাহার বাক্‌সর্বস্ব, লাল পাড় যাহার লালপেড়ে, ইত্যাদি।

২৮৫। **সাধারণ নিয়ম**। (১) বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ পদ ও সপ্তম্যন্ত পদ প্রায়ই পূর্বে বসে। যথা,—শুদ্ধ চিত্ত যার=শুদ্ধচিত্ত। পাপে মতি যার= পাপমতি। কোন কোন স্থলে এই নিয়মের অন্যথা হয় ; যথা,—ছিন্ন মতি যাহার মতিচ্ছিন্ন ; চন্দ্র চূড়ায় যাহার=চন্দ্রচূড়।

বিশেষণের পূর্বনিপাত—সদাশয়, মহাশয়, কৃতাঞ্জলি, কৃতার্থ, চতুর্ভুজ, নীলকণ্ঠ, হতভাগ্য, বদ্‌গন্ধ। বিশেষণের পরনিপাত—ভূষণপ্রিয়, রত্নখচিত, সুখাভ্যস্ত, হীরকমণ্ডিত, পেটমোটা, হাতভাঙ্গা, কপালপোড়া।

সপ্তম্যন্ত পদের পূর্বনিপাত—ধর্মবুদ্ধি, ধর্মবৃত্তি, আশীবিষ, পাপমতি। সপ্তম্যন্ত পদের পরনিপাত—চন্দ্রশেখর, শূলপাণি, চক্রপাণি, বীণাপাণি, কুশহস্ত, পদ্মনাভ।

২। বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ পদ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রায়ই পুংবদ্ভাব হয় এবং পরবর্তী আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ অ-কারান্ত হয়। যথা,—স্থিরা প্রতিজ্ঞা যার=স্থিরপ্রতিজ্ঞ। এইরূপ—নষ্টমতি, মহাশক্তি, গতশ্রদ্ধ, ছিন্নশাখ, ভগ্নপ্রতিজ্ঞ, কৃতবিদ্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রত্যুৎপন্নমতি।

৩। কর্মব্যতীহার অর্থাৎ পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াকরণ বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাস হয়। এরূপ স্থলে পূর্বপদ আ-কারান্ত ও পরপদ ই-কারান্ত হয়। যথা,—কেশে কেশে ধরিয়া যে যুদ্ধ হয় তাহা 'কেশাকেশি', লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ তাহা 'লাঠালাঠি', কানে কানে স্পর্শ করিয়া যে মন্ত্রণা তাহা 'কানাকানি'। এইরূপ—দন্তাদন্তি, হস্তাহস্তি, কাড়াকাড়ি, হাতাহাতি, চুলাচুলি, গালাগালি, দলাদলি, বকাবকি, রক্তারক্তি।

যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য থাকে, তাহাকে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি** কহে। যেমন, পক্ককেশ, সদাশয়। পূর্বপদ বিশেষণ না হইলে তাহাকে **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি** কহে। যেমন, বীণাপাণি, পদ্মনাভ। পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াকরণ বুঝাইলে তাহাকে **ব্যতীহার বহুব্রীহি** বলে। যেমন, হস্তাহস্তি। ব্যাসবাক্যে মধ্যপদের লোপ হইলে তাহাকে **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** কহে। যথা,—দশহাত (পরিমাণ) যার দশহাতি। বিভক্তির লোপ না হইলে **অলুক বহুব্রীহি** বলে। যথা,—গায়ে হলুদ দেয় যে অনুষ্ঠানে, গায়ে-হলুদ। এইরূপ, হাতে-খড়ি, মুখে-ভাত, হাতে ছড়ি বা ছড়ি-হাতে ইত্যাদি।

২৮৬। **বিশেষ নিয়ম**। বহুব্রীহি সমাসে শব্দবিশেষের নানারূপ পরিবর্তন হয়। যথা,—

(ক) মহৎ শব্দ স্থানে মহা আদেশ হয়; যথা,—মহৎ মনঃ যার, মহামনা;* এইরূপ,—মহাশয়, মহাতেজা ইত্যাদি।

(খ) সহ শব্দ স্থানে প্রায়ই স হয়, যথা,—পুত্রের সহিত বর্তমান=সপুত্র; সমান তীর্থ (শিক্ষা) যার=সতীর্থ (class mate); লজ্জার সহিত বর্তমান=সলজ্জ; বাক্যের (কথার) সহিত বর্তমান=সবাক্ (চিত্র, talkie); এইরূপ,—সবান্ধব, সপরিবার, সচিত্র, সজন। 'সহ (সমান) উদর উহার' এই বাক্যে 'সোদর' ও 'সহোদর' এই দুই পদই প্রচলিত।

---

* কিন্তু মহৎ শব্দ বিশেষ্য হইলে হইবে না। যথা,—মহতের প্রাণ=মহৎপ্রাণ (তৎপুরুষ সমাস)

(গ) অক্ষি শব্দ স্থানে 'অক্ষ', ধনুস শব্দ স্থানে 'ধন্বন্' এবং সংজ্ঞার্থে নাভি শব্দ স্থানে 'নাভ' হয়। যথা,—বিশাল অক্ষি যাহার=বিশালাক্ষ। এইরূপ,—কমলাক্ষ, পুণ্ডরীকাক্ষ। গাণ্ডীব ধনুঃ যাহার=গাণ্ডীবধন্বা, এইরূপ—সুধন্বা; পুষ্পধন্বা। পদ্মের ন্যায় নাভি যাহার=পদ্মনাভ;† এইরূপ—ঊর্ণনাভ ‡

(ঘ) ঈ-কারান্ত ও নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের এবং উরস প্রভৃতি শব্দের উত্তর ক হয়। যথা,—

মৃতা পত্নী যার সে=মৃতপত্নীক; স্ত্রীর সহিত বর্তমান যে=সস্ত্রীক; নদী মাতা যার (যে দেশের)=নদীমাতৃক; নির্ (নাই) অর্থ (প্রয়োজন) যার বা যাহাতে=নিরর্থক। বিশাল উরঃ (বক্ষঃ) যাহার=বিশালোরস্ক।

(ঙ) কতকগুলি শব্দের উত্তর বিকল্পে ক হয়। যথা,—অধিক বয়ঃ যাহার যে অধিকবয়স্ক বা অধিকবয়া। ন (নাই) অর্থ (উপকার) যাহাতে অনর্থক, অনর্থ। এইরূপ,—উন্মনস্ক বা উন্মনা; প্রাপ্তবয়স্ক বা প্রাপ্তবয়াঃ, অন্যমনস্ক, অন্যমনাঃ; ভাস্বরকনামক বা ভাস্বরকনামা; সমার্থক সমার্থ; বহুসংখ্যক, বহুসংখ্য।

(চ) জায়া শব্দ স্থানে জানি হয়, যথা—যুবতী জায়া যাহার সে=যুবজানি।

(ছ) ধর্ম শব্দের উত্তর অন্ হয়; যথা,—সমান ধর্ম যাহার সে=সমানধর্মা বা সধর্মা (সমান স্থানে স আদেশ); এইরূপ—বিধর্মা, সুধর্মা ইত্যাদি। পক্ষে বিধর্মী প্রভৃতি শব্দ ইন্ প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ।

(জ) বিশেষ অর্থে গন্ধ শব্দের উত্তর ই হয়। যথা,—সুশোভন গন্ধ যাহার সুগন্ধি (পুষ্প, গন্ধ পুষ্পের নিজস্ব ধর্ম); কিন্তু সুগন্ধ বায়ু, সুগন্ধ বস্ত্র (গন্ধ বায়ু বা বস্ত্রের ধর্ম নহে, বাহ্যসংযোগমাত্র।) এইরূপ, পূতিগন্ধি, পূতিগন্ধ। উপমাবাচক শব্দের পরস্থিত শব্দের উত্তরও বিকল্পে ই হয়। যথা,—পদ্মের ন্যায় গন্ধ যাহার পদ্মগন্ধি; এইরূপ—চন্দনগন্ধি, চন্দনগন্ধ।

---

† সংজ্ঞা না বুঝাইলে হয় না। যথা,—গম্ভীর নাভি যাহার=গম্ভীরনাভি

‡ ঊর্ণা শব্দের অকার হ্রস্ব হয়।

(ঝ) সম্, দ্বি, অন্তর শব্দের পরবর্তী অপ্ স্থানে ঈপ হয়; যথা,—দ্বি (দুই দিকে) অপ্ যাহার দ্বীপ; এইরূপ,—সমীপ, অন্তরীপ।

(ঞ) স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ন (নঞ্) স্থানে অন্ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে ন স্থানে অ হয়। যথা,—ন নাই অন্ত যাহার সে=অনন্ত; ন (নাই) দ্বিতীয় যাহার সে=অদ্বিতীয়; নাই জ্ঞান যাহার সে=অজ্ঞান; পয় (পয়=ভাগ্য) নাই যার=অপয়া (unlucky); বুঝ নাই যার=অবুঝ।

(ট) হাত, গজ, মণ প্রভৃতি শব্দের উত্তর ই হয়। যথা,—দশ হাত (পরিমাণ) যার=দশহাতি; এইরূপ—বিশগজি, দশমণি, পাঁচসেরি (পঁশুরী), দশনম্বরী। পাঁচ ভরি ওজন যার=পাঁচভরি; বদ মেজাজ যার=বদমেজাজি।

২৮৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বহুব্রীহি সমাসে নিপাতনে সিদ্ধ:—

সু (শোভন) হৃদয় যার=সুহৃৎ; দুঃ (দুষ্ট) হৃদয় যার=দুর্হৃৎ; কন্যা কুব্জা যে দেশে=কান্যকুব্জ; অষ্ট (অঙ্গ) বক্র যার=অষ্টাবক্র; সম বয়স যার=সমবয়সি; তিন পায়া যার=তেপায়া, সেপায়া; বে (নাই) সুর যার=বেসুরা; নাই ভুল যাহাতে=নির্ভুল; চারি রাস্তার মিলন যেখানে=চৌরাস্তা, চৌ (চারি) মোহনা মিলিয়াছে যেখানে=চৌমোহনী; নিঃ (নাই) উপায় যার=নিরুপায়; অন্ন নাই যার=নিরন্ন; নিঃ (নাই) ধন যার=নির্ধন; সহায় নাই যার=নিঃসহায়; নিঃ (নাই) উপদ্রব যাহাতে=নিরুপদ্রব (passive), শ্রুতিতে কটু যাহা=শ্রুতিকটু, শ্রুতিতে মধুর যাহা=শ্রুতিমধুর, হায়া (লজ্জা) নাই যাহার=বেহায়া, বে (নাই) কার (কর্ম) যাহার=বেকার (unemployed), হাজির নয় যে=গরহাজির, তার নাই যার বা যাতে=বেতার (·বার্তা, Wireless, Radio), নাই পরোয়া (ভয়) যার=বেপরোয়া (desperate)।

এইরূপ,—চৌমাথা, তেশিরা, তেমোহনা, বেহিসাবী, বেতালা, হতভাগ্য, কটাচোখো, বেহেড, বেইমান, বেহুস, বেয়াদব, নির্জন ইত্যাদি শব্দ বহুব্রীহি সমাসে নিপাতনে সিদ্ধ।

২৮৮। নিম্নলিখিত শব্দগুলিও বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন ঃ—

কাব্য আদিতে যার=কাব্যাদি ; কু আকার যার=কদাকার ; করিত (কৃত) কর্ম যার=করিতকর্মা (ব্যক্তি) ; চাঁদ কপালে যার=চাঁদকপালে (গাই) ; পদের আকার যাহা=পদাকার (>পয়ার) ; খড়্গ হস্তে যার=খড়্গহস্ত (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ) ; দুই নল যার=দোনলা (বন্দুক) ; আনা কম যার=আনাকম (-একভরি) ; ঝুটি বাঁধা যার=ঝুটিবাঁধা (-উড়ে) ; বেগের সহিত বর্তমান=সবেগ ; শব্দের সহিত বর্তমান=সশব্দ ; এক (দিকে) ঝোঁক যার=একঝোঁকা ; কৃষিই প্রধান যার (যে দেশের)= কৃষিপ্রধান (-দেশ) ; তদ্রূপ শিল্পপ্রধান, বাণিজ্যপ্রধান ; ভাবপ্রধান যাহাতে— ভাবপ্রধান (-কাব্য), জন বিরল যেথায়=জনবিরল (-দেশ, -নগর) ; লোক বিরল যেখানে=লোকবিরল ; প্রজা বিরল যেথানে=বিরলপ্রজ (thinly-peopled) ; এনর (মৃগের) অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার=এনাক্ষি ; মধ্য বিত্ত যার=মধ্যবিত্ত (-গৃহস্থ) ; আন মন যার=আনমনা ; রূপও যেখানে বাণীও সেখানে (যুগপৎ)=রূপবাণী (Talkie)।

তোমাকে হয় 'ভিক্ষাবৃত্ত' হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহরক্ষা করিতে হইবে। —বঙ্কিমচন্দ্র।

কোথায় পড়ে আছে 'রোগতপ্ত', অভুক্ত, 'হতভাগ্য' 'নিরুপায়' ভারতবর্ষ। পরস্পরের বিরুদ্ধে 'কানাকানি'। 'স্বল্পসাহস' মন। 'অল্পবিত্ত' মুমুর্ষুদের জন্যে একটা আরোগ্যাশ্রম আছে। 'বিরলপ্রজ' দেশ। 'সলজ্জ' ভাষা—রবীন্দ্রনাথ।

'জীর্ণবস্ত্র' 'শীর্ণতনু' 'রোগক্লান্ত' 'শিক্ষা-বঞ্চিত' ভারতের পক্ষে।—রবীন্দ্রনাথ।

'ধর্ম-ভীরু' লোকেরা এক বিষয়ে 'একগুঁয়ে'। (শিবনাথ শাস্ত্রী)।

'কটাচুল' 'নীলচক্ষু' 'কপিশ-কপোল' ফরাসী পণ্ডিত আসে বাজে ঢাক ঢোল।

ইস্কুল ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন, সেইখানে আমার মন 'হা-ঘরেদের' মত বেরিয়ে পড়েছিল। —(রবীন্দ্রনাথ)।

---

১ কু স্থানে কৎ হয়।

এই বলিয়া সে 'সবেগে' হাত মলিয়া দিয়া, 'সশব্দে' পিঠে চাপড় মারিল, এবং 'সজোরে' গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—চল,আমাদের বাড়ী।

—শরৎচন্দ্র।

তৎপুরুষ সমাস

২৮৯। সুখকে প্রাপ্ত = সুখপ্রাপ্ত ; ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত = ভস্মাচ্ছাদিত ; দেবকে দত্ত = দেবদত্ত ; স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট = স্বর্গভ্রষ্ট ; ফুলের বাগান = ফুলবাগান ; গৃহে জাত = গৃহজাত

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে দুইটি বিশেষ্যপদ পরস্পর অন্বিত। পূর্ববর্তী পদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপ হইয়াছে এবং সমস্ত পদটিতে পরবর্তী পদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝাইতেছে। এই সমাসের নাম তৎপুরুষ সমাস।

সূত্র। পূর্ব পদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপ হইয়া পরপদের সহিত যে সমাস হয় এবং যে সমাসে প্রায়শঃ পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাহার নাম **তৎপুরুষ সমাস**।

২৯০। **তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার**—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎপুরুষ।

২৯১। **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ**। পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহার নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। যথা—গঙ্গাকে প্রাপ্ত = গঙ্গাপ্রাপ্ত ; বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন ।

(১) গত, প্রাপ্ত, আপন্ন, আশ্রিত, অতীত, সংক্রান্ত প্রভৃতি শব্দ যোগে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত (-সম্পত্তি Private Property) ; এইরূপ মজ্জাগত, মর্মগত, সংস্কারগত, হস্তগত, শ্রেণীগত, ধর্মগত। সাহায্য (কে) প্রাপ্ত সাহায্যপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, বয়ঃকে প্রাপ্ত = বয়ঃপ্রাপ্ত, সংখ্যাকে (র) অতীত = সংখ্যাতীত, শরণকে আগত = শরণাগত।

(২) ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা,—চিরকাল ব্যাপিয়া সুখ=চিরসুখ, চিরকাল ব্যাপিয়া সুন্দর=চিরসুন্দর; ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী=ক্ষণস্থায়ী, চির দিন শত্রু= চিরশত্রু, নিত্যকাল ব্যাপিয়া ধারা=নিত্যধারা।

(৩) ক্রিয়া-বিশেষণের ও বিশেষণীয় বিশেষণের সহিত পরবর্তী কৃদন্ত পদের দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।* এস্থলে সমাসবাক্যে, 'ভাবে' 'রূপে' বা 'যথা তথা' শব্দের ব্যবহার করিতে হয়। যথা,—ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট= ঘনসন্নিবিষ্ট, বহুকাল (বা দেশ) ব্যাপিয়া প্রচলিত=বহুপ্রচলিত, দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ—দৃঢ়সংবদ্ধ, অর্ধরূপে মৃত—অর্ধমৃত, দৃঢ়রূপে বদ্ধ=দৃঢ়বদ্ধ, অবশ্য যথা কর্তব্য তথা=অবশ্যকর্তব্য, দ্রুত যথা তথা গামী—দ্রুতগামী, এইরূপ,— শীঘ্রগামী, ঘনসন্নিবিষ্ট, মৃদুভাষিণী, অর্ধস্ফুট, আধপাকা, নিমরাজী ইত্যাদি।

২৯২। **তৃতীয়া তৎপুরুষ**। পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহার নাম তৃতীয়া তৎপুরুষ। যথা,—বজ্র দ্বারা আহত= বজ্রাহত, মধু দ্বারা মাখা=মধুমাখা, রব দ্বারা আহুত=রবাহুত (রব শুনিয়া আগত, অনিমন্ত্রিত)।

বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত=বিজ্ঞানসম্মত (scientific), অস্ত্র দ্বারা উপচার (পরিচর্যা, শুশ্রূষা)=অস্ত্রোপচার (surgical operation), হাস্য দ্বারা উজ্জ্বল =হাস্যোজ্জ্বল, হাত দ্বারা ছানি=হাতছানি, চোখ দ্বারা ইসারা=চোখ-ইসারা, অযত্নে লব্ধ=অযত্নলব্ধ, প্রেমে ঘন=প্রেমঘন, আনন্দে ঘন=আনন্দ-ঘন।

এইরূপ,—বাতাহত, বস্ত্রাচ্ছাদিত, শোকাকুল, বাল্মীকিরচিত, বেত্রাঘাত, শিরোধার্য, চুণমাখা, ভ্রমান্ধ, শোকার্ত, স্নেহাতুর, রসসিক্ত, জরাজীর্ণ, রোগশীর্ণ, তৈললিপ্ত, মসীচিহ্ন, কাঁচি-ছাটা, মনগড়া, যাঁতা-ভাঙ্গা।

(১) হীন, উন, শূন্য, রহিত, কর্ম প্রভৃতি শব্দ এবং অন্বিত, বিশিষ্ট, যুক্ত প্রভৃতি যুক্তার্থক শব্দ পরে থাকিলে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা,—কূজন

---

* কেননা, ক্রিয়াবিশেষণে ও বিশেষণীয় বিশেষণে সর্বদাই দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়।

দ্বারা হীন=কুজনহীন, বিদ্যাদ্বারা হীন=বিদ্যাহীন, এক দ্বারা কম কুড়ি=এককম-কুড়ি, পোয়া দ্বারা কম=পোয়াকম, রত্নদ্বারা খচিত=রত্নখচিত, পিতামাতাদ্বারা হীন—পিতৃমাতৃহীন[1] (orphan), তৃপ্তিদ্বারা হীন তৃপ্তিহীন, নেতাদ্বারা হীন নেতৃহীন, শ্রীদ্বারা যুক্ত শ্রীযুক্ত।

(২) সংস্কৃত 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত এবং বাংলা 'আ' প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত কর্তৃ ও করণবিহিত তৃতীয়ান্ত পদের তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা,—বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রণীত বিদ্যাসাগর-প্রণীত, সর্পকর্তৃক দষ্ট সর্পদষ্ট, তাহাদ্বারা কৃত তৎকৃত, তেল দিয়া মাখা তেলমাখা, ঘুণ দ্বারা পোড়া ঘুণপোড়া, হাতুরি দ্বারা পিটা হাতুরি-পিটা, শান দ্বারা বাঁধান শান-বাঁধান, সোনা দ্বারা মোড়া সোনামোড়া, লোহা দ্বারা পেটা (পিষ্ট) লোহাপেটা ('এ সংসারে এনে মাগো করলি আমায় লোহা পেটা'—রামপ্রসাদ), ঢেঁকিদ্বারা ছাটা ঢেঁকিছাঁটা (চাউল), যন্ত্রদ্বারা নির্মিত যন্ত্রনির্মিত, মহিলাদিগের দ্বারা পরিচালিত মহিলাপরিচালিত, কীটদ্বারা দষ্ট কীটদষ্ট (-গ্রন্থ), অগ্নিদ্বারা পক্ক অগ্নিপক্ক, টাকায় পোরা টাকাপোরা (-ঘট)

২৯৩। **চতুর্থী তৎপুরুষ**।[2] পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহার নাম চতুর্থী তৎপুরুষ। যথা,—দেবকে দত্ত দেবদত্ত।

উদ্দেশ্যবাচক চতুর্থী তৎপুরুষ—'যূপ-কাষ্ঠ' এই পদটিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে চতুর্থী তৎপুরুষ, কেননা সংস্কৃতে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়, এবং 'যূপায়' এই পদের চতুর্থী বিভক্তির লোপে এই পদটি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় 'যূপের (জন্য) কাষ্ঠ' এইরূপ ব্যাসবাক্যে এই পদটি সাধিত হইয়াছে। বাংলায় নিমিত্তার্থে বা নিমিত্তবাচক শব্দযোগে ষষ্ঠী বিভক্ত হয় (১২৮ পরিঃ দ্রঃ)। এ স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হেতু ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসও করা যাইতে পারে। এইরূপ, বালিকা-বিদ্যালয়, মাল-গাড়ী, বিয়ে-পাগলা, শ্রমিক-বিভাগ,

---

১ 'পিতৃমাতৃহীন' পুত্রে পালিবেন পিতা—মাইকেল। ২৮৩ (২) পরিঃ দ্রষ্টব্য।

২ খাঁটি চতুর্থী তৎপুরুষের উদাহরণ নাই বলিলেই চলে।

নৌকা-ভাড়া, ডাক-মাশুল ইত্যাদি পদে কেহ কেহ চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস নির্ধারণ করেন। এইরূপ অনেক শব্দে মধ্যপদলোপী সমাসও নির্ধারণ করা যায়।

২৯৪। **পঞ্চমী তৎপুরুষ**। পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহার নাম পঞ্চমী তৎপুরুষ। যথা,—সর্প হইতে ভীত= সর্পভীত, গাছ হইতে পাড়া=গাছপাড়া (ফল)।

মুক্ত, ভীত, চ্যুত, জাত, আগত, প্রভৃতি অর্থবোধক শব্দযোগে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়; যথা,—ভদ্র হইতে ইতর (ভিন্ন)=ভদ্রেতর (other than the Bhadralogs)। এইরূপ,—ভারতেতর, মানবেতর। কাছ হইতে ছাড়া=কাছছাড়া, দল হইতে ছাড়া=দলছাড়া, গোত্র হইতে ছাড়া= গোত্রছাড়া, বিশ হইতে পঁচিশ=বিশ-পঁচিশ, (কিন্তু উনিশ-বিশ=উনিশ বা বিশ), পাঁচ হইতে সাত=পাঁচ-সাত (-টাকা,-দিন), জন্ম অবধি অন্ধ=জন্মান্ধ, সত্য হইতে ভ্রষ্ট=সত্যভ্রষ্ট, শাপ হইতে মুক্ত=শাপমুক্ত, ঋণমুক্ত, ব্যাধিমুক্ত, অধীনতামুক্ত, পদ হইতে চ্যুত=পদচ্যুত, বিলাত হইতে ফেরত=বিলাত-ফেরত, লোক হইতে ভয়=লোকভয়, অগ্নি হইতে ভয়=অগ্নিভয়, আগা হইতে গোড়া=আগাগোড়া, স্কুল হইতে পালানো=স্কুলপালানো।

২৯৫। **ষষ্ঠী তৎপুরুষ**। পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহার নাম ষষ্ঠী তৎপুরুষ। যথা,—রাজার পুত্র=রাজপুত্র; ভ্রাতার পুত্র =ভ্রাতুষ্পুত্র; বৃক্ষের শাখা=বৃক্ষশাখা; মালের গাড়ী=মালগাড়ী; হস্তীর দন্ত= হস্তিদন্ত, রমার নাথ=রমানাথ; বস্ত্রের দান=বস্ত্রদান; ধান্যের ক্ষেত্র=ধান্যক্ষেত্র; মনের যোগ=মনোযোগ; বিশ্বের বোধ=বিশ্ববোধ; বিদ্যার (বিদ্যা শিক্ষার) ভবন=বিদ্যাভবন। এইরূপ, কলাভবন (art school), শিক্ষাভবন, বাণীভবন, শিক্ষামন্দির, বাণীপীঠ, শিক্ষাপীঠ, বিদ্যায়তন, শিক্ষায়তন। বিশ্বের বাণী= বিশ্ববাণী; বিশ্বের ভারতী (বিদ্যা)=বিশ্বভারতী; শিশুদের (নিমিত্ত) বিদ্যালয় =শিশুবিদ্যালয় (অথবা চতুর্থী তৎপুরুষ); শিশুর পালন=শিশুপালন; রঙ্গের

ভূমি=রঙ্গভূমি। এইরূপ—রঙ্গমঞ্চ—(stage), কলের কারখানা=কলকারখানা ; [অথবা কল ও কারখানা=কলকারখানা (দ্বন্দ্ব)], অস্ত্রের বর্জন=অস্ত্রবর্জন (disarmament), চিত্তের সম্পদ=চিত্তসম্পদ্ ; নারীদের প্রগতি=নারীপ্রগতি, ভোটের অধিকার=ভোটাধিকার (suffrage, franchise), মহিলাদের (নিমিত্ত) মজ্‌লিশ=মহিলা-মজ্‌লিশ, যুবক-যুবতীদের সংঘ=যুবসংঘ (Youth Association) ; এইরূপ—যুব-আন্দোলন, যৌবন-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন, শ্রমিক-আন্দোলন (শ্রমিকদের অধিকার বা উন্নতির জন্য আন্দোলন ইত্যর্থ), শিক্ষার (শিক্ষা-বিভাগের) মন্ত্রী=শিক্ষামন্ত্রী (Education Minister), আইনের (আইন-বিভাগের) সচিব=আইন-সচিব (Law member), মাতার ভাষা=মাতৃভাষা, পাঠের আগার=পাঠাগার, বালকদের সমিতি—বালক-সমিতি, অধ্যয়ন-সমিতি, মহিলাদের সংঘ=মহিলাসংঘ ; এইরূপ,—গ্রন্থাগার, প্রকাশালয় (Publishing house), পাঠগৃহ, পাঠচক্র, দূতের আবাস=দূতাবাস (legation), জাতি-সমূহের সংঘ=জাতিসংঘ (League of Nations), সাঁজের বাতি=সাঁজবাতি (curfew), একের নায়কত্ব=একনায়কত্ব (dictatorship), পুরের পতি=পুরপতি (mayor), পৌরদের সভা=পৌরসভা (municipality), বন্দীদের শালা=বন্দীশালা, বন্দীদের শিবির=বন্দীশিবির (detention camp), নাট্যের আলয়=নাট্যালয় (theatre) ; এইরূপ, পুস্তকালয়, ঔষধালয়, কার্যালয়, রঙ্গমঞ্চ, নাট্যমঞ্চ, ; নাট্যের অভিনয়=নাট্যাভিনয় (dramatic performance), কর্মের সচিব=কর্মসচিব (secretary), কার্যের ক্রম=কার্যক্রম (agenda), প্রজাদের তন্ত্র (শাসন-প্রণালী)=প্রজাতন্ত্র (democracy), এইরূপ,—রাজতন্ত্র (monarchy), গণতন্ত্র (democracy), আমলা-তন্ত্র (bureaucracy) ; ছবির ঘর=ছবিঘর (cinema house), মেয়েদের (পড়িবার) স্কুল—মেয়ে-স্কুল, বীক্ষণের (নিমিত্ত) আগার=বীক্ষণাগার (laboratory), ক্রোড়ের পত্র=ক্রোড়পত্র (additional sheet), নগরের

উপকণ্ঠ=নগরোপকণ্ঠ, শহরের তলী (পার্শ্ববর্তী স্থান)=শহরতলী (suburb), কবিদিগের গুরু=কবিগুরু, ফুলের কুমারী=ফুলকুমারী[১] (বিকচোন্মুখ ফুল), সংবাদের পত্র=সংবাদ-পত্র (newspaper), শান্তির নিকেতন=শান্তি-নিকেতন, লোকের যাত্রা=লোকযাত্রা; এইরূপ,—দিনযাত্রা, জীবনযাত্রা, সাময়িকের সম=সমসাময়িক (contemporary), ঐতিহাসিকের প্রাক্= (পূর্ব) প্রাগ-ঐতিহাসিক (pre-historic), রাজার কার্য=রাজকার্য, রাজার নীতি=রাজনীতি[২] (Politics), রাজার পুরুষ=রাজপুরুষ[৩] (officials); এইরূপ, রাজকর্মচারী, রাজসাক্ষী (Govt. witness); গন্ধের (গন্ধদ্রব্যের) বণিক=গন্ধবণিক।

(১) রাজা শব্দ পরে থাকিলে প্রায়ই অন্ত্য আ-কার লোপ পায়। যথা,—জাপানের রাজা=জাপানরাজ; এইরূপ, পারস্যরাজ, কুরুরাজ, পাঞ্চালরাজ, বঙ্গরাজ, ধর্মরাজ, বিশ্বরাজ, কবিরাজ।

রাজ শব্দ অনেক সময় শাসনশক্তি বা শাসনপ্রণালীও বুঝায়। যথা,—ইংরেজের রাজ=ইংরেজরাজ (English rule), স্ব'র (অর্থাৎ নিজেদের) রাজ=স্বরাজ (আত্ম-শাসন)।

(২) সহার্থ, তুল্যার্থ, সমূহার্থ এবং প্রতি, প্রভৃতি শব্দযোগে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা,—ধনীর গণ=ধনিগণ, মহাত্মার গণ=মহাত্মগণ, রাজার গণ=রাজগণ, ভ্রাতার গণ=ভ্রাতৃগণ, কন্যার সহ=কন্যাসহ, ঢাকীর সহ=ঢাকীসহ (-বিসর্জন), মাতার তুল্য=মাতৃতুল্য, পঙ্গের পাল=পঙ্গপাল, বন্ধুর দ্বয়=বন্ধুদ্বয়, গুণের গ্রাম (সমূহ)=গুণগ্রাম, রত্নের রাজি=রত্নরাজি, তাহার প্রতি=তৎপ্রতি।

---

১ 'ফুলকুমারী' ঘোমটা চিরি এল বাহিরে।—নজরুল ইসলাম।

ফুলরূপ কুমারী (রূপক সমাস) অথবা ফুলের ন্যায় (সুন্দর বা সুসজ্জিত) কুমারী (মধ্যপদলোপী)—এরূপ ব্যাসবাক্য ও সমাসও করা যায়। স্থলবিশেষে বিভিন্ন অর্থানুসারে বিভিন্ন সমাসের বিধান করিতে হয়।

২ কিন্তু রাজকার্য (official work), রাজনীতি প্রভৃতি মধ্যপদলোপী করাই সঙ্গত; যেমন,—রাজসম্পর্কিত কার্য, রাজসম্পর্কিত নীতি। রাজ=রাজত্ব, রাজ্য বা শাসন।

৩ রাজকবি (poet-laureate)=রাজনির্বাচিত কবি (মধ্যপদলোপী)।

(৩) শ্রেষ্ঠার্থবাচক রাজন্ শব্দের কখন পূর্বনিপাত হয়। যথা,—হংসদের রাজা = রাজহংস, পথের রাজা = রাজপথ। অন্য শব্দেরও হয়। যথা,—সমুদ্রের মাঝ (মধ্যে) = মাঝসমুদ্র, মাঝনদী। রাত্রির পূর্ব = পূর্বরাত্র।

(৪) কয়েকটি জাতিবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ স্থলে পুংলিঙ্গের রূপ হয়। যথা,—ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ, এইরূপ—হংসাণ্ড, কুক্কুটাণ্ড, মৃগশিশু, মেষশাবক।

(৫) দাস শব্দ পরে থাকিলে কালী, দেবী ও ষষ্ঠী শব্দের দীর্ঘ ঈ হ্রস্ব ই হয়। যথা,—কালিদাস (কিন্তু কালীচরণ), দেবিদাস, ষষ্ঠিদাস। কিন্তু চণ্ডীদাস, চণ্ডিদাস—উভয়রূপই প্রচলিত।

(৬) নিম্নলিখিত শব্দগুলি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে নিপাতনে সিদ্ধ :—বিশ্বামিত্র (বিশ্বের মিত্র); বনস্পতি (বনের পতি); বৃহস্পতি বৃহতের (শ্রেষ্ঠের) বা বৃহতীর (বাক্যের) পতি)।

২৯৬। **সপ্তমী তৎপুরুষ।** পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাই সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস। যথা,—কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = কবিশ্রেষ্ঠ, লাটের মধ্যে বড় = বড়লাট (Governor-General), কার্যে দক্ষ = কার্যদক্ষ, গাছে পাকা = গাছপাকা, পরিহাসে পটু = পরিহাস-পটু, রণে নিপুণ = রণনিপুণ, পুরুষের মধ্যে উত্তম = পুরুষোত্তম, নরের মধ্যে অধম = নরাধম; সংখ্যায় লঘিষ্ঠ = সংখ্যালঘিষ্ঠ (minority); সংখ্যায় গরিষ্ঠ বা ভূয়িষ্ঠ = সংখ্যা-গরিষ্ঠ, সংখ্যাভূয়িষ্ঠ (majority); মাতায় ভক্তি = মাতৃভক্তি; সত্যে আগ্রহ (নিষ্ঠা) = সত্যাগ্রহ, তীরে লগ্ন = তীরলগ্ন; শিরে ধার্য = শিরোধার্য; দক্ষিণে (দক্ষিণ দিকে) পন্থা = দক্ষিণাপথ; পুঁথিতে গত = পুঁথিগত, ঘরে পাতা = ঘরপাতা (দই), রাতে কানা = রাতকানা, তালকানা; গোলায় ভরা = গোলাভরা, গালভরা; ইংরেজিতে শিক্ষিত = ইংরেজি-শিক্ষিত; এই সমাসে কখনও পরনিপাত হয়। যথা,—পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব; পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব; পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব।

নঞ্-তৎপুরুষ সমাস

২৯৭। পর পদের প্রাধান্য রাখিয়া ন (নঞ্) এই অব্যয়ের সহিত সমাস হয়। ইহাকে **নঞ্-তৎপুরুষ** সমাস কহে। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ন স্থানে প্রায়ই অন এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে অ হয়। যথা,—

ন অভিজ্ঞ = অনভিজ্ঞ ; ন সময় = অসময় ; কখন কখন বিকল্পে অন ও অ হয়। যথা,—ন অতিদূরে = অনতিদূরে, নাতিদূরে ; ন গ = অগ, নগ।

ন আচার = অনাচার ; ন উর্বর = অনুর্বর ; ন অতিশীতোষ্ণ = নাতিশীতোষ্ণ ; ন উচিত = অনুচিত ; ন সুখ অসুখ, ন সাম্য অসাম্য, ন উন্নত অনুন্নত (depressed), ন অশন অনশন (fasting), ন কেজো অকেজো (unpractical), ন গণ্য অগণ্য (অসংখ্য), নগণ্য (তুচ্ছ), ন কিঞ্চিৎকর অকিঞ্চিৎকর, ন সহযোগ অসহযোগ (non-co-operation)।

অনস্তিবাচক আ, বে, গর্, না, নি ইত্যাদি শব্দযোগে[১] নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা,—ন ধোয়া আধোয়া। ন ভাঙ্গা আভাঙ্গা। ন লুনি (লবণাক্ত) আলুনি, ন সরকারী বে-সরকারী (unofficial), ন কাল আকাল (scarcity), অকাল (inauspicious time), বন্দোবস্তের অভাব বেবন্দোবস্ত, বেটাইম (untimely), ন মিল গরমিল, ন আইনী বে-আইনী (unlawful), ন হাজির গরহাজির, ন মঞ্জুর নামঞ্জুর, ন খরচা নিখরচা, (নাই) মামা নেই-মামা, ন (মন্দ) গাছ আগাছা ; না বলা না-বলা ('না-বলা কথার আভাসের মত নীলাম্বরের প্রান্ত'—রবীন্দ্রনাথ)।

উপপদ (তৎপুরুষ) সমাস

২৯৮। উপপদের[২] সহিত কৃদন্ত শব্দের যে সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে। ইহা তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্গত। যথা,—জলে চরে যে

---

১ এ-গুলিকে উপসর্গ রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ২১৮ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

২ যে সকল পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় হয় তাহাদের নাম উপপদ। যেমন, জলে চরে এই অর্থে জল পদের পরস্থিত 'চর' ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় করিয়া 'জলচর' শব্দ হইয়াছে। এখানে 'জল' উপপদ এবং 'চর' কৃদন্ত পদ। সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে উপপদ ব্যতীত কৃদন্ত পদের স্বতন্ত্র ব্যবহার নাই। কিন্তু বাংলায় সে নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

জলচর, গৃহে থাকে যে গৃহস্থ, লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে যাকে লক্ষ্মীছাড়া (-ড়ী), গাছকাটা যায় যাহা দ্বারা গাছকাটা (কুঠার), কুম্ভ করে যে কুম্ভকার, সব হারাইয়াছে যারা সর্বহারা (proletariat), দুঃখে জীবিত রহে যারা দুঃখজীবী (the poor), ছেলে ধরে যে ছেলেধরা, কাপড় পরিয়াছে যে কাপড়পরা, পুঁথি পড়ে যে পুঁথিপোড়ো, হাড় ভাঙ্গে যাতে হাড়ভাঙ্গা (শীত), বুক ভাঙ্গে যাহাতে বুকভাঙ্গা, (দুঃখ) মনে মরিয়াছে (মৃতপ্রায়) যে মনমরা, আধ শোয়া যে আধশোয়া, পাশ করিয়াছে যে পাশ-করা, সিনেমা দেখে যে সিনেমা-দেখা, অর্থ করা যায় যাহা দ্বারা অর্থকরী (-বিদ্যা), বই পড়িয়া হয় যাহা, বা বই পড়ে যে বইপড়া (-বিদ্যা,-লোক)।

এইরূপ,—ধামাধরা, চর্মচোষা, কাজতোলা, দিশাহারা, ঘরপোড়া, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, ঘরভাঙ্গানী, পাড়াবেড়ানি, ভুঁইফোঁড়, ফেল-মারা (ছাত্র), ইঁদুরমারা (কল), বর্ণচোরা (আম), ছেলে-ভুলান (ছড়া), বুক-ফাটা (কান্না), কানকাটা, ছাতিফাটা (মাঠ), মানুষ-খেকো (বাঘ); ইন্দ্রজিৎ, ধনঞ্জয়, গৃহস্থ, খেচর, হিতৈষী, পাদপ, সত্যবাদী, স্বল্পভাষী।

প্রয়োগ :—ছেলেবেলায় আমায় 'ছেলেধরায়' চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। পোড়ারমুখী, 'লক্ষ্মীছাড়ী', হতভাগী, চুলোমুখী। মনে করিল, দেবী বুঝি 'হরবোলা'—বঙ্কিমচন্দ্র। সমস্ত পৃথিবীতেই আজ 'দুঃখজীবীরা' নড়ে উঠেছে। আধশোয়া অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। আমার ছন্দগুলি 'লাগাম-ছেঁড়া'। 'নবেল-পড়া' রুচি, 'সিনেমা-দেখা' চোখ।—(রবীন্দ্রনাথ)।

অলুক সমাস

২৯১। সমাসে কোন কোন স্থলে পূর্ব পদে বিভক্তি-লোপ হয় না, এইরূপ সমাসকে অলুক সমাস কহে। যেমন,—অন্তে (সমীপে) বাসী অন্তেবাসী; যুধি (যুদ্ধে) স্থির যুধিষ্ঠির; তেলে (তেলদ্বারা) ভাজা তেলেভাজা (লুচি)। কোন কোন স্থলে বিকল্পে অলুক সমাস হয়। যথা,—সরসিজ, সরোজ; ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র; ঘি-ভাজা, ঘিয়ে-ভাজা।

নিম্নলিখিত পদগুলি অলুক সমাস-নিষ্পন্ন :—কাজের-লোক, গায়ে-পড়া, পায়ে-পড়া, (-ঝগড়া, ভদ্রতা), গায়ে-হলুদ, চিনির-বলদ, চোখের-বালি জলে-ভাসা (-সাবান), জলে-ডুবা (-মানুষ), তেলে-বেগুনে (জ্বলিয়া উঠা), দুধে-আলতা, দুধে-ভাতে, ভাতে-ভাতে, ভূতে-পাওয়া, লালে-লাল, সাপে-কাটা, তাঁতে-তৈরী, হাতে-তৈরী (hand-made) ; পরাৎপর [পর হইতে পর (শ্রেষ্ঠ)], সারাৎসার, যৎপরোনাস্তি, অন্তেস্থিত, মাঠকে-মাঠ, বাজারকে-বাজার, ঘরকে-ঘর (সমস্ত ঘর), পায়ে-চলা (পথ), হাতে-কাটা (সুতা), চোখে-দেখা, কানে-শোনা, দুঃখে-পাওয়া (ধন), ভিজে-যাওয়া (মন, চোখ) ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—অলুক সমাস কোন স্বতন্ত্র সমাস নহে। যে কোন শ্রেণীর সমাস অলুক হইতে পারে।

প্রয়োগ—'ইস্কুলে-পড়া' মনের আত্মীয়তা-বোধ পুঁথিপোড়োদের বাইরে পৌঁছিতে পারে না। 'পিছিয়ে-পড়া জাত' (backward nation)। যত 'ফেলে-দেওয়া' 'খসে-পড়া' 'ভেসে-আসা' জিনিস আর বেরোবার পথ পায় না। 'ছাঁচে-ঢালা' মনুষ্যত্ব কখনও টেকে না। শুধু 'পেটের-ভাত' পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়।—রবীন্দ্রনাথ।

নিত্য সমাস

৩০০। যে সমাসে সমস্যমান পদগুলি সর্বদা একত্র থাকে, ব্যাসবাক্য হয় না, তাহাকে নিত্য সমাস কহে। যথা,—কেবল জল এই অর্থে জলমাত্র, কেবল এক এই অর্থে একমাত্র, কেবল দর্শন দর্শন-মাত্র, বেলাকে (তট-ভূমিকে) উৎ (অতিক্রান্ত) এই অর্থে উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে উৎ (অতিক্রান্ত) উচ্ছৃঙ্খল, নিদ্রা হইতে উৎ (উত্থিত) উন্নিদ্র, কেবল চিৎ চিন্মাত্র ; তদ্রূপ,—দুগ্ধফেননিভ, বজ্রসন্নিভ ; কেবল তাহা তন্মাত্র, পানার্থ, স্নানার্থ, ভ্রমণার্থ, দেশশুদ্ধ, গ্রামশুদ্ধ ; দেশান্তর, গ্রামান্তর।

অনেক গরু গরুগুলি, এই ঘর ঘরখানা ; এইরূপ—কাপড়খানা, থান-কাপড়, টাকাগুলি, দড়িগাছা, গোটাচারি।

ইহা কোন স্বতন্ত্র শ্রেণীর সমাস নহে। ব্যাসবাক্য না থাকিলে অন্য শ্রেণীর সমাসকেও নিত্য সমাস বলা যায়।

কর্মধারয় সমাস

৩০১। সুন্দর যে পুরুষ সুপুরুষ, সৎ যে লোক সৎলোক।

সূত্র। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে সমাস হইয়া যদি বিশেষ্যের অর্থ টি প্রধান প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সেই সমাসকে কর্মধারয় সমাস কহে।

যিনি রাজা তিনি ঋষি, রাজর্ষি ; যেটি ভূ সেটিই লোক, ভূলোক।

অভেদ সম্বন্ধে একার্থবোধক দুই পদের যে সমাস তাহাকেও কর্মধারয় সমাস কহে।

হৃষ্টও যাহা পুষ্টও তাহা, হৃষ্টপুষ্ট ; কাঁচাও যাহা মিঠাও তাহা, কাঁচামিঠা।

এ সকল দৃষ্টান্তে দুইটি বিশেষণ শব্দে সমাস হইয়াছে। ইহাকেও কর্মধারয় সমাস বলে। সুতরাং কর্মধারয় সমাসের প্রধানতঃ তিন শ্রেণী ; যথা,—

(১) **বিশেষণ+বিশেষ্য**—নীল যে উৎপল, নীলোৎপল ; চলৎ (চলিতেছে) চিত্র চলচ্চিত্র (Movie, bioscope), স্বায়ত্ত যে শাসন স্বায়ত্তশাসন (Self-government), পাণ্ডু (চলনসই, খসরা) যে লিপি পাণ্ডুলিপি (Manuscript), বিশ্ব (সকল, সমুদয়) মানব বিশ্বমানব (Humanity), বিশ্বধর্ম (Universal religion), বিশ্বকোষ (Encyclopaedia), উড়ো যে জাহাজ উড়োজাহাজ (Aeroplane), ডুবো যে জাহাজ ডুবোজাহাজ (Submarine), জঙ্গী (যুদ্ধকারী) যে বিমান জঙ্গীবিমান (Fighter plane), জঙ্গী (সমরবিভাগীয়) যে লাট (ইং Lord) জঙ্গীলাট (Commander-in-chief) । খাসমহল ; হেড-বাবু ; হাফ্-মোজা ; ফুল (Full, পূরা)

বাবু ফুলবাবু (Full Babu) ; কিন্তু ফুলবাবু (ফুলের ন্যায় সুসজ্জিত, সৌখীন বেশভূষাকারী বাবু—(beau, dandy) (উপমান কর্মধারয়)।*

(২) **বিশেষ্য+বিশেষ্য** (অভেদার্থে)—কলিকাতানগরী, আম্রবৃক্ষ, সাহেব-লোক, দয়াগুণ, নভস্থল, দাদাবাবু, পিতৃদেব, পিতাঠাকুর, রাজাবাদশা, কপোল-দেশ, পণ্ডিতলোক, দেবর্ষি, ঠাকুরদাদা, ডাক্তারসাহেব,লাটসাহেব, ঠাকুরমশাই।

(৩) **বিশেষণ+বিশেষণ**—শান্তশিষ্ট, মৃদুমন্দ, জীবন্মৃত, পণ্ডিত-মূর্খ, শীতোষ্ণ, স্থূলোন্নত, মিঠা-কড়া, চালাক-চতুর, কঠিন-কোমল, লাল-নীল, নীল-লোহিত।

৩০২। **সাধারণ নিয়ম**। (ক) কর্মধারয় সমাসে বিশেষণ পদটি প্রায়ই পূর্বে বসে। যথা,—মিষ্টকথা, রক্তোৎপল, পরমাত্মা ইত্যাদি।

উপমান কর্মধারয়ে বিশেষণ শব্দ পরে বসে। যথা,—ঘনশ্যাম, তুষার-ধবল।

(খ) কর্মধারয় সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ পদের পুংলিঙ্গের রূপ হয়। যথা,—মহতী রাজ্ঞী মহারাজ্ঞী, মহতী নদী মহানদী, শুক্লা একাদশী শুক্ল-একাদশী, মহতী কীর্তি মহাকীর্তি, সাধ্বী প্রকৃতি সাধু প্রকৃতি।

৩০৩। **বিশেষ নিয়ম**। (ক) পূর্ব, প্র, মধ্য, অপর, সায়ং, শব্দের পরবর্তী অহন্ শব্দের স্থানে অহ্ন আদেশ হয়। যথা,—পূর্বাহ্ন, প্রাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন।

(খ) সখি শব্দ স্থানে 'সখ', রাজন্ শব্দ স্থানে 'রাজ', রাত্রি শব্দ স্থানে 'রাত্র', মহৎ শব্দ স্থানে 'মহা' আদেশ হয়। যথা,—প্রিয় যে সখা, প্রিয়সখ ; এইরূপ,—মহারাজ, পূর্বরাত্র, মহাজন, মহামানব, দীর্ঘরাত্র, মহাপুরুষ ইত্যাদি।

---

* ইংরেজী full শব্দটি বাংলা বনিয়া গিয়াছে। যেমন ফুল মোজা, ফুল হাতা, ফুল জামা ইত্যাদি। বাংলা (পুষ্প) শব্দের সহিত উহার উচ্চারণের পার্থক্য আছে। উহা দেখাইবার জন্য ফ উকারান্ত লেখা উচিত। তাহা হইলেই ফুলবাবু (পুরাবাবু) ও 'ফুলবাবু'র (সৌখিন বাবু) পার্থক্য বুঝা যায়। ফুল, হেড্, হাফ প্রভৃতিকে উপসর্গ বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ২১৮ পরিঃ দ্রষ্টব্য।

(গ) অন্য শব্দস্থানে 'অন্তর' আদেশ হয় এবং উহা পরে বসে। যথা,—অন্য দ্বীপ দ্বীপান্তর, অন্য স্থান স্থানান্তর। এইরূপ, রূপান্তর, গ্রামান্তর, ধর্মান্তর, দেশান্তর (এই সকল শব্দ নিত্য সমাস বলিয়াও নির্ধারণ করা যায়)।

(ঘ) স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কুস্থানে 'কৎ' হয়। যথা,—কু অন্ন কদন্ন, কু অভ্যাস কদভ্যাস ; এইরূপ,—কদাকার।

পুরুষ শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে কা হয়। কু যে পুরুষ কুপুরুষ (অসুন্দর), কাপুরুষ (ভীরু)।

(ঙ) কর্মধারয় সমাসে, অনেক সময় পূর্বপদের পরনিপাত হয়। যথা,—বৃদ্ধ তাপস—তাপসবৃদ্ধ, এক জন—জনৈক, জনেক ; এক বার = বারেক, এক মাস = মাসেক, এক দিন = দিনেক, কতকদিন = দিনকতক, খানেক বছর = বছরখানেক, একশখানা = একশখানেক, দুই গোটা = গোটাদুই, দুই বছর = বছর-দুই, সিদ্ধ বেগুন = বেগুনসিদ্ধ, ভাজা বেগুন = বেগুনভাজা।

(চ) পূর্বের ও পরের ক্রিয়া বুঝাইলে দুইটি ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের সমাস হয়। যথা,—পূর্বে সুপ্ত পরে উত্থিত সুপ্তোত্থিত, পূর্বে স্নাত পরে অনুলিপ্ত স্নাতানুলিপ্ত, পূর্বে দত্ত পরে অপহৃত দত্তাপহৃত।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস

৩০৪। সমাস হইলে অনেক সময় মধ্যপদের লোপ হয়। এই সমাসকে মধ্যপদলোপী সমাস বলে। যথা,—পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন পলান্ন (পোলাও), দুধ মিশ্রিত সাগু দুধসাগু, ঘি সহযোগে পাককরা ভাত ঘিভাত, ঘৃতান্ন, ভিক্ষা লব্ধ অন্ন ভিক্ষান্ন, জ্বর নাশক বটিকা জ্বর-বটিকা, অর্থের লিপ্সায় পিশাচ (পিশাচবৎ) অর্থ-পিশাচ, মৌ-সঞ্চয়কারী মাছি মৌমাছি, লবণ মিশ্রিত জল লবণজল, বিষ নাশক পাথর বিষপাথর, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক পিল ম্যালেরিয়া-পিল, জল মিশ্রিত দুধ জলদুধ, গন্ধদ্রব্য বিক্রয়ী বণিক্ গন্ধবণিক, দেহ আশ্রিত চৈতন্য দেহ-চৈতন্য, ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ ঘটাকাশ, বই পড়াদ্বারা লব্ধ বিদ্যা

বইপড়াবিদ্যা, টিকিট বিক্রয়ের বাবু টিকিটবাবু, সিংহ চিহ্নিত আসন সিংহাসন,—দরজা সিংহদরজা, এনর (মৃগের) অক্ষির ন্যায় অক্ষি ইহার এনাক্ষি, টানা দ্বারা চালিত পাখা টানাপাখা, হাতপাখা, হস্তদ্বারা চালিত শিল্প হস্তশিল্প, বস্ত্রশিল্প, ঘোড়া দ্বারা চালিত গাড়ি ঘোড়গাড়ি, সাঁজোয়া যুক্ত গাড়ি সাঁজোয়াগাড়ি (armoured car), খৃস্ট কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম খৃস্টধর্ম, [কিন্তু, হিন্দুধর্ম—হিন্দুদের ধর্ম, মুসলমান ধর্ম—মুসলমানদের ধর্ম], আকাশে চলে যে যান আকাশ-যান। এইরূপ,—জলযান, ব্যোমযান, বাষ্পযান, বিমানপোত; চট নির্মাণের কল চটকল, হাতে পরে যে ঘড়ি হাতঘড়ি (wrist-watch), বিয়ের জন্য পাগল বিয়ে-পাগল, রেলের উপর চলে যে গাড়ি রেলগাড়ি; প্রীতি উপলক্ষে ভোজ প্রীতিভোজ, আমের আকৃতিবিশিষ্ট সন্দেশ আমসন্দেশ, তুফান তুল্য গতিশীল যে মেল তুফান-মেল ('দিল্লী-এক্সপ্রেস' এই নামে পরিচিত), জীবন নাশের আশঙ্কার যে বীমা জীবনবীমা (life insurance). যাদু (পুরাকীর্তি) শোভিত বা রক্ষিত যে ঘর যাদুঘর (museum), আত্ম লিখিত জীবনী আত্মজীবনী (autobiography), খাওয়ার নিমিত্ত খরচ খাইখরচ, রাহার জন্য খরচ রাহাখরচ (travelling allowance), মিশ্রি দ্বারা মিশ্রিত বা তৈরী পানা মিশ্রিপানা।

৩০৫। এইগুলি মধ্যপদলোপী-সমাস-নিষ্পন্ন নিপাতনে—এক অধিক দশ একাদশ, ষট্ অধিক দশ ষোড়শ, দ্বি অধিক দশ দ্বাদশ, দ্বি অধিক বিংশ দ্বাবিংশ ত্রি অধিক দশ ত্রয়োদশ, অষ্ট অধিক দশ অষ্টাদশ, গো (ক্ষুরের) পরিমিত পদ (স্থান) গোষ্পদ।

নিম্নপদগুলিও মধ্যপদলোপী সমাস-নিষ্পন্ন—

সাম্রাজ্যের কল্যাণার্থ দিবস সাম্রাজ্য-দিবস (Empire day), খাদির প্রচার জন্য যে সপ্তাহ খাদিসপ্তাহ (Khadi-week), গান্ধীর সম্মানার্থ দিবস গান্ধী-দিবস, রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি রাষ্ট্রনীতি (Politics), এইরূপ,—অর্থনীতি (Economics), ধর্মনীতি; সাম্রাজ্য বিষয়ক বাদ সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism), সাম্যবাদ (Communism), এইরূপ,—সমানাধিকার-বাদ, সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)।

বহিঃস্থ শত্রু বহিঃশত্রু, অন্তঃস্থ শত্রু অন্তঃশত্রু, মূক সাজিয়া অভিনয় মূকাভিনয় (tableaux), আয়ের উপর কর আয়কর (income tax), অনুষ্ঠান বিষয়ক পত্র (পুস্তিকা) অনুষ্ঠানপত্র (prospectus), ধর্ম (সত্য, ন্যায়) রক্ষার্থে ঘট (ঘটস্থাপন করিয়া প্রতিজ্ঞাবন্ধন) ধর্মঘট (strike), প্রায় (মৃত্যু ইচ্ছাপূর্বক অনশন উদ্দেশ্য) উপবেশন প্রায়োপবেশন (fasting unto death), ছেলেদের সহ (সহিত) মেয়েদের যে শিক্ষা সহশিক্ষা (co-education), আলোকযুক্ত চিত্র আলোক-চিত্র, ছায়াবিশিষ্ট চিত্র ছায়াচিত্র (cinema, magic lantern)।

উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয়

৩০৬। দুইটি বস্তুর পরস্পর তুলনা বা উপমা করিয়াও কর্মধারয় সমাস হয়। যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায় তাহাকে **উপমান** এবং যাহাকে তুলনা দেওয়া যায় তাহাকে **উপমেয়** কহে। উপমান ও উপমেয়ে তিন প্রকার সমাস হয়। যথা,—(১) যে স্থলে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে একটি সাধারণ (Common) গুণ কল্পনা করা হয়, এবং সেই সাধারণ গুণবাচক শব্দের সহিত উপমান পদের সমাস হয়, তাহাকে [illegible] কর্মধারয় বলে। যেমন,—

শশের ন্যায় ব্যস্ত—শশব্যস্ত, ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম—ঘনশ্যাম, মিশির মত কালো—মিশকালো। এইরূপ,—তুষার-ধবল, পল্লবস্নিগ্ধ, হস্তিমূর্খ, বক-ধার্মিক, কুঙ্কুম-কোমল, বিড়াল-তপস্বী, 'ষ্টীল-নীল', 'ঘুঘু-পেলব', ইস্পাত-কঠিন, হরিণ-চপল, ইত্যাদি।

(২) যে স্থলে সাধারণ গুণবাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, কেবল উপমেয় ও উপমান পদে সমাস হয় এবং উপমেয় পদ পূর্বে বসে তাহাকে **উপমিত সমাস** বলে। যথা,—পুরুষ সিংহের ন্যায়—পুরুষসিংহ, মুখ চন্দ্রের ন্যায়—মুখচন্দ্র, অধর পল্লবের ন্যায়—অধরপল্লব। এইরূপ—চরণকমল, পাদপদ্ম, কর-কিশলয়, করপল্লব, নরপুরুষ ইত্যাদি।

(৩) যে স্থলে উপমেয় ও উপমান পদে সমাস হয় এবং উভয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়, তাহাকে **রূপক সমাস** বলে। যেমন,—বিদ্যাই ধন

বা বিদ্যারূপ ধন—বিদ্যাধন, চন্দ্ররূপ মুখ—চন্দ্রমুখ, মনরূপ মাঝি—মনমাঝি। এইরূপ,—মোহনিদ্রা, কালচক্র, হৃদয়মন্দির, আনন্দসাগর, বিষাদসিন্ধু, জীবন-নির্ঝর, ভবনদী, প্রেমদরিয়া, পরাণ-পাখী, চিত্ত-চকোর।

'দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়' (বলরাম দাস), 'মম যৌবন-বনে' (রবীন্দ্রনাথ), এ সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল', নীরদনয়ানে নীরঘন সিঞ্চনে', 'ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হান্চে যেন বেদনা-বিদ্যুতে' (রবীন্দ্রনাথ), ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য ঃ—অনেকস্থলে বাক্যের অর্থানুসারে একই পদ বিভিন্ন সমাসরূপে ব্যাখ্যা করিতে হয়। যেমন,—রমণী যে **মুখচন্দ্র** (উপমিত সমাস) দর্পণে দেখিয়া একটু হাসিল, তাহার সেই **মুখচন্দ্র** (রূপক সমাস) আমার হৃদয়ের গভীর অন্ধকার বিদূরিত করিল।

দ্বিগু

৩০৭। নব রত্নের সমাহার—নবরত্ন।
অষ্ট ধাতুর সমাহার—অষ্টধাতু।
ত্রি জগতের সমাহার—ত্রিজগৎ।

সূত্র। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে থাকিয়া যে কর্মধারয় সমাস হয় এবং সমাহারাদি অর্থ বুঝায় তাহাকে **দ্বিগু সমাস** বলে।

দ্বিগু সমাসে কোন কোন অ-কারান্ত শব্দের উত্তর **ঈ** হয়। যথা,—ত্রি লোকের সমাহার—ত্রিলোকী; পঞ্চ বটের সমাহার—পঞ্চবটী; এইরূপ,—শতাব্দী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী ইত্যাদি।

নিম্নলিখিতগুলি দ্বিগুসমাস-নিষ্পন্ন,—সপ্ত অহের সমাহার সপ্তাহ; পঞ্চ ভূতের (elements) সমাহার পঞ্চভূত; ত্রিসন্ধ্যা; ত্রি ফলের সমাহার—ত্রিফলা; ত্রিবর্ণ, সাত তারের সমাহার সেতার; দশ আনার সমাহার দশআনি; ছয় আনার সমাহার ছয়-আনি; পাঁচ ফোঁড়নের সমাহার পাঁচফোঁড়ন; তিন মোহনার

বা মাথার মিলন তেমোহনা, তেমাথা ; চৌ (চারি) রাস্তার মিলন চৌরাস্তা[১] ; সাত ঘাটের সমাহার সাতঘাট ; পাঁচ সেরের সমাহার পাঁচসেরি ; শত বর্ষের (বার্ষিকের) সমাহার শতবার্ষিকী (centenary) ।

অব্যয়ীভাব

৩০৮। দিন দিন প্রতিদিন। কূলের সমীপ উপকূল।
আমিষের অভাব নিরামিষ।

এস্থলে অব্যয়পদ পূর্বে বসিয়া সমাস হইয়াছে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে।

সূত্র। যে সমাসে অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং পূর্বপদ অব্যয় থাকে, তাহাকে **অব্যয়ীভাব** সমাস কহে।

সামীপ্য, বীপ্সা, অনতিক্রম, অভাব, পর্যন্ত, যোগ্যতা, সাদৃশ্য, পশ্চাৎ প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা,—

(১) সামীপ্য—কূলের সমীপ উপকূল, নগরীর সমীপ উপনগরী, কণ্ঠের সমীপ উপকণ্ঠ।

(২) বীপ্সা (পুনঃ পুনঃ)—দিন দিন প্রতিদিন, গৃহে গৃহে প্রতিগৃহে, ক্ষণে ক্ষণে অনুক্ষণ, প্রতিক্ষণ, মণে মণে প্রতিমণ, জনে জনে জনপিছু, জনপ্রতি, জেলায় জেলায় প্রতিজেলায়, বছর বছর ফিবছর, রোজ রোজ হররোজ। এইরূপ,—দিনভর, মাঠ-কে-মাঠ।

(৩) অনতিক্রম—বিধিকে অতিক্রম না করিয়া যথাবিধি, ইষ্টকে অতিক্রম না করিয়া যথেষ্ট। এইরূপ,—যথাশক্তি, যথাসাধ্য, যথেচ্ছ।

(৪) অভাব—বিঘ্নের অভাব নির্বিঘ্ন*, মানানের অভাব বেমানান, বন্দোবস্তের অভাব বে-বন্দোবস্ত, ভিক্ষার অভাব দুর্ভিক্ষ, ভাতের অভাব

১ বহুব্রীহি সমাসও করা যায়।

* বহুব্রীহি সমাসও হয়।

হাভাত, মিলের অভাব গরমিল, ঝঞ্ঝাটের অভাব নির্ঝঞ্ঝাট, লুনের (লবণের) অভাব আলুনি, টকের অভাব মিষ্টির অভাব না-টক্ না-মিষ্টি, ঘরের অভাব হা-ঘর।

(৫) (সীমা)—জীবন পর্যন্ত যাবজ্জীবন, আজীবন, সমুদ্র পর্যন্ত আসমুদ্র, বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা পর্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতা, মূল পর্যন্ত আমূল, মরণ পর্যন্ত আমরণ, কৈশোর অবধি আকৈশোর, পদ (পা) হইতে মস্তক পর্যন্ত আপাদমস্তক।

(৬) যোগ্য—রূপের যোগ্য অনুরূপ।

(৭) পশ্চাৎ—গমনের পশ্চাৎ অনুগমন।

(৮) সাদৃশ্য—দ্বীপের সদৃশ উপদ্বীপ (peninsula), কথার সদৃশ উপকথা, ভাষার সদৃশ উপভাষা (dialect), মূর্তির সদৃশ প্রতিমূর্তি, বনের সদৃশ উপবন, কিন্তু, হীন দেবতা—উপদেবতা।

(৯) ক্ষুদ্রতা—উপ (ক্ষুদ্র) গ্রহ উপগ্রহ। উপ (ক্ষুদ্র) বিভাগ উপবিভাগ। নিম্নলিখিতগুলি নিপাতনে সিদ্ধ,—অক্ষির সমীপে সমক্ষে, অক্ষির অগোচর পরোক্ষ, অক্ষির অভিমুখ প্রত্যক্ষ, আত্মাকে অধি (অধিকার করিয়া) অধ্যাত্ম, ভূতকে অধিকার করিয়া অধিভূত, দৈবকে অধিকার করিয়া অধিদৈব, দুঃ (দুঃখকে) গত দুর্গত (distressed), দক্ষিণকে প্রগত প্রদক্ষিণ।

প্রাদি সমাস

প্র, পরা প্রভৃতি উপসর্গ পূর্বপদে বসিয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে **প্রাদি সমাস** বলে। যথা,—অনু (পশ্চাৎ) তাপ অনুতাপ, উৎ (উৎক্রান্ত) বেলাকে উদ্বেল। এইরূপ উন্নিদ্র, উচ্ছৃঙ্খল, প্রভাত ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব সমাস ও প্রাদি সমাস এক পর্যায়ভুক্ত। ব্যাসবাক্য নাই বলিয়া প্রাদি সমাসকে নিত্যসমাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন উন্নিদ্র, বিমুখ ইত্যাদি।

সুপ্‌সুপা সমাস

সংস্কৃত ব্যাকরণের সু, ঔ, যস্ প্রভৃতি বিভক্তির নাম সুপ্। বিভক্তিযুক্ত পদকে সুবন্ত পদ বলে। একটি সুপ্ বা বিভক্তিযুক্ত পদের সহিত আর একটি সুপ্ বা বিভক্তিযুক্ত পদের যে সমাস তাহার নাম **সুপ্‌সুপা** বা সহসুপা সমাস। যেমন, পূর্বে (সংস্কৃত পূর্বং-২য়া বিভক্তি) ভূত (ভূতঃ, ১মা বিভক্তি)= ভূতপূর্ব ; এইরূপ, পূর্বগত, পূর্বকায় ইত্যাদি।

ব্যাপক অর্থে সমস্ত সমাসই সুপ্‌সুপা, তবে সংস্কৃত ব্যাকরণে যেগুলি অন্য কোন সমাসের মধ্যে পড়ে না, এইরূপ সমাসকে সুপ্‌সুপার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে এইরূপ সমাসকে তৎপুরুষ বা কর্মধারয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই ব্যাখ্যা করা হয়। সুতরাং ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৩০৯। **সমাসবিষয়ক আলোচনা**।

জল-টল, মোটা-সোটা, আলো-টালো, চাষা-ভূষা, চাকর-বাকর, কাপড়-চোপড়, গলাগলি, বলাবলি—ইহারা দ্বিরুক্ত[১] শব্দ। ইহাদেরও সমাস হয় এবং ইহারাও সমাসবদ্ধ পদই বটে। যথা,—জল ও টল (তজ্জাতীয় পদার্থ) =জলটল ; চাষা ও ভূষা (তজ্জাতীয় লোক)=চাষাভূষা ; মোটা ও সোটা (মোটার মত)=মোটাসোটা।

যুগ্ম শব্দ চারি প্রকারের,—সমার্থক, প্রায় সমার্থক, বিপরীতার্থক ও বিভিন্নার্থক। যথা,—কাঙাল-গরীব, কাজ-কর্ম, লজ্জা-সরম, খবর-বার্তা, ধর-পাকড় (সমার্থক) ; হাট-বাজার, মুটে-মজুর, মাল-মসলা (প্রায়-সমার্থক) ; সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ, বেচাকেনা (বিপরীতার্থক), অন্নবস্ত্র, জল-বায়ু, আগে-ভাগে,

---

১ ২৩৫-২৩৭ পরিচ্ছেদে দ্বিরুক্ত ও যুগ্ম শব্দের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। গলাগলি প্রভৃতি অন্যোন্যবোধক পদসমূহ বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন—একথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ও ইহাদিগকে সমাসভুক্ত করিয়া গিয়াছেন (১৮৩৫)।

জিনিস-পত্র, বিছানা-পত্র, (বিভিন্নার্থক)—ইহারাও সমাস-নিষ্পন্ন। যথা,—কাঙালও যেই গরীবও সেই—কাঙাল-গরীব, মুটে ও মজুর—মুটেমজুর, বিছানা ও পত্র (তজ্জাতীয় জিনিস)—বিছানাপত্র।

৩১০। **সমাসে শব্দ-সঙ্কর** (Hybrid)। কেবল যে সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ শব্দের পরস্পর সমাস হয়, এমন নয়। ইহা আমরা সমাসগুলির দৃষ্টান্ত হইতেই অবগত হইয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তৎসম বা তদ্ভব শব্দের সহিত তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী সকল প্রকার শব্দেরই পরস্পর সমাস হইয়া থাকে। ভাষার রীতি ও সুশ্রাব্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এরূপ সঙ্কর শব্দ-গঠন বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগের পক্ষে আদৌ অসমীচীন নয়। ভাষার প্রসারের সহিত স্বাভাবিক ভাবে এই উপায়ে নব নব সমাসবদ্ধ শব্দদ্বারা সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিবেই। এখানে সমাসবদ্ধ শব্দের বৈচিত্র্যের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি—

তৎসম + তৎসম—সু + পুরুষ = সুপুরুষ, পিতৃ + দেব = পিতৃদেব।

তৎসম + তদ্ভব—পিতৃ + ঠাকুর = পিতাঠাকুর,[১] কাজ + কর্ম = কাজকর্ম।

তৎসম + দেশী—পালিত + কুকুর = পালিতকুকুর।

তৎসম + বিদেশী—প্রেম + দরিয়া (ফা) = প্রেমদরিয়া, আইন (আ) + সঙ্গত
= আইন + সঙ্গত (Lawful, legitimate)।

তদ্ভব + তদ্ভব—ঘি + ভাত = ঘিভাত, পাট + ক্ষেত = পাটক্ষেত।

তদ্ভব + দেশী—ঢেঁকি + ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়াগাড়ি।

তদ্ভব + বিদেশী—হাট + বাজার (ফা) = হাটবাজার, পা + জামা = পা-জামা।

বিদেশী + বিদেশী—বে (ফা) + টাইম্ (ই) = বে-টাইম্।

৩১১। সমাসবদ্ধ পদ ও প্রচলিত রীতি

(১) সমাসে সমস্যমান পদ দুইটির বিভক্তির লোপ হয়, পরে সমস্ত পদের উত্তর অর্থানুসারে বিভক্তি যোগ করিতে হয়। যোদ্ধার গণ = যোদ্ধৃগণ

১ পিতৃঠাকুর, পিতাঠাকুর—উভয়ই প্রচলিত।

[‘যোদ্ধৃ’ মূল শব্দ]। এইরূপ,—ভ্রাতৃগণ, নেতৃগণ, কর্তৃকারক, কর্তৃপক্ষ, পিতৃদেব, মাতৃস্নেহ। কিন্তু দেশনেতাগণ, বিধাতাপুরুষ প্রভৃতি বহুপ্রচলিত।

(২) সমাস করিলে সর্বত্রই পূর্বপদের অন্তেস্থিত ন্-কারের লোপ হয়। যথা,—ধনীর গণ = ধনিন্ + গণ = ধনিগণ। এইরূপ,—গুণিগণ, যোগিগণ, পক্ষিশাবক, শশিভূষণ, স্থায়িভাবে, হস্তিপদ, মহিমবর, রাজগণ, যুবগণ। এ সকল স্থলে ঈ-কারান্ত বা আ-কারান্ত লিখা ভুল। কিন্তু আধুনিক বাংলায় যাত্রীদল, সঙ্গীহীন প্রভৃতি অনেক সাহিত্যিক লিখিয়া থাকেন।

৩১২। (ক) **অসংলগ্ন সমাস**—সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার বাংলা-ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এই হেতু অনেক সময় সংস্কৃত বহুপদময় সমস্তপদগুলি ভাঙ্গিয়া পৃথক্ ভাবে লিখিতে হয়। যেমন,—

‘আয়ু-সত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবর্ধন আহার সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়।’ এস্থলে সংস্কৃত সমস্তপদটি ভাঙ্গিয়া এইরূপে লিখা সঙ্গত,—যাহা আয়ুবৃদ্ধিকারক, যাহা সত্ত্ববৃদ্ধিকারক, যাহা বলবৃদ্ধিকারক ইত্যাদি তাহাই সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়।

অনেকস্থলে শ্রুতিকটু না হইলে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু সমাসের সংযোজক চিহ্ন প্রায়ই ব্যবহার করা হয় না; সমস্যমান পদগুলি পৃথক পৃথক লেখা হইয়া থাকে। যেমন,—

নিখিল ভারত জাতীয় মহাসম্মেলন, জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা, প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক নববিধান, ভারতে মহিলা প্রগতির আদিযুগ, ঐশিক নিয়মাধীন ধর্ম, ইত্যাদি। অনেক সময় সুদীর্ঘ সমাস পরিহার করিবার জন্য সংযোজক অব্যয়াদিও ব্যবহার করা হয় এবং তাহাতে অব্যয়ের অসামঞ্জস্যও ঘটে। যেমন, স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত হারবলয় প্রভৃতি অলঙ্কার; তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুচিন্তিত অভিমত; সার্বক্ষণিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে অপূর্ব শ্রী ও শোভামণ্ডিত; স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বধর্ম-প্রীতি; বিজ্ঞান এবং দর্শন-সম্মত বাক্য; বক্রতা বা বৈচিত্র্য-জনিত চারুতা; আলস্য, দারিদ্র্য এবং তৎসঙ্গে ক্লেশ-নাশক ইত্যাদি। এই সকল ক্ষেত্রে শুধু শেষ পদটির

সহিতই পরপদের মিলন হইলেও পূর্ববর্তী পদগুলির সহিতও এই পরপদের সমাস হইয়াছে। শেষ দৃষ্টান্তে 'নাশক' এই পরপদের সহিত 'আলস্য' এবং 'দারিদ্র্য' পদেরও সমাস হইয়াছে। আজকাল এই সমাসের অন্বয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য অনেক লেখক পূর্ব-পূর্ব পদের হাইফেন ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা,—স্বদেশ-, স্বভাষা- ও স্বধর্ম-প্রীতি ; বিজ্ঞান- এবং দর্শন-সম্মত, ইত্যাদি।

৩১৩। (খ) ; **সমাসঘটিত অশুদ্ধি**। (১) বিশেষণ হইলে 'মহৎ' শব্দের স্থানে 'মহা' হয়। মহৎ প্রাণ যার—মহাপ্রাণ। কিন্তু 'মহৎ' বিশেষ্য হইলে হয় না। যথা,—মহতের প্রাণ—মহৎপ্রাণ।

(২) 'সহ' শব্দ স্থানে 'স' হয়। শঙ্কার সহিত বর্তমান—সশঙ্ক। এস্থলে 'সশঙ্কিত' হইবে না, কারণ বিশেষ্য পদের সহিত সহ শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয়, বিশেষণের সহিত হয় না। শঙ্কিতের সহিত বর্তমান—এরূপ বাক্য হয় না। এই নিমিত্ত সলজ্জিত, সক্ষম, সাপরাধী, সবিনয়পূর্বক প্রভৃতি ভুল এবং সলজ্জ সাপরাধ, সবিনয় শুদ্ধ।

(৩) সমাসে পূর্বপদের পুংবদ্ভাব হয়। তীক্ষ্ণা বুদ্ধি,—তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ছাগীর দুগ্ধ—ছাগদুগ্ধ। দাস শব্দ পরে থাকিলে কালী, দেবী ও ষষ্ঠী শব্দের ঈ স্থলে ই হয়। কালীর দাস—কালিদাস। দেবীর দাস—দেবিদাস। ষষ্ঠীর দাস—ষষ্ঠিদাস।

(৪) পর পদের পরিবর্তন—তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসে রাজন্, অহন্ ও সখি শব্দস্থানে যথাক্রমে 'রাজ', 'অহ' ও 'সখ' হয়। দ্বন্দ্ব সমাসে অহন্ শব্দের পরপদস্থ 'রাত্রি' ও 'নিশা' অ-কারান্ত হয়, অন্যত্র হয় না। তৎপুরুষেও কোন কোন স্থলে 'রাত্রি' 'রাত্র' হয়। এই কারণে নিম্নলিখিত পদগুলি অশুদ্ধ ; যথা,—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মহারাজা, অহোরাত্রি, অহর্নিশি,	মহারাজ, অহোরাত্র, অহর্নিশ,
দিবারাত্র, দিনরাত্র, মধ্যরাত্রি	দিবারাত্রি, দিনরাত্রি, মধ্যরাত্র

কিন্তু 'মহারাজা' উপাধি বুঝাইলে আ-কারান্ত হইবে না। যথা,—বর্ধমানের মহারাজা।

(৫) পরপদে তদ্ধিতাদি প্রত্যয়ের অপব্যবহার—বহুব্রীহি সমাসদ্বারা বিশেষণ পদ গঠিত হয়। এই সকল শব্দের উত্তর আর বিশেষণ-কারক ইন্, বতু, মতু ইত্যাদি প্রত্যয়ের যোগ হয় না। যেমন,—'দোষ' এই বিশেষ্য শব্দের ইন্ প্রত্যয় করিয়া 'দোষী' পদ হয়, কিন্তু 'নিঃ নাই দোষ যাহার' এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নির্দোষ' এই বিশেষণ পদ হয়। ইহার উত্তর 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া 'নির্দোষী' পদ হইতে পারে না। সুতরাং নিম্নলিখিত শব্দগুলি অশুদ্ধ—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্ধনী, নিরপরাধী, সুবুদ্ধিমান্,	নির্ধন, নিরপরাধ, সুবুদ্ধি,
নীরোগী, সুকেশিনী, শ্বেতাঙ্গিনী	নীরোগ, সুকেশী, শ্বেতাঙ্গী

(৬) বহুব্রীহি সমাসে উত্তর পদের আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের আ-কার স্থানে অ-কার হয়। যথা,—নিঃ নাই দয়া যাহার = নির্দয়।

৩১৩। একই পদের বিভিন্ন সমাস।

একই পদ অর্থভেদে বিভিন্ন সমাস দ্বারা সাধিত হইতে পারে। যেমন,—পীত অম্বর যাঁহার (বহুব্রীহি) = পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ); নীল অম্বর যাঁহার (বহুব্রীহি) = নীলাম্বর (বলরাম); কিন্তু পীত যে অম্বর (কর্মধারয়) = পীতাম্বর (পীতবর্ণ বস্ত্র)। এইরূপ, কর্মধারয়ে নীলাম্বর শব্দের অর্থে নীলবর্ণ বস্ত্র। মিল নাই যাহাতে = গরমিল (বহুব্রীহি), মিলের অভাব—গরমিল (নঞ্ তৎ, অব্যয়ীভাব)।

অনুশীলন

১। সমাস কাহাকে বলে? সমাস কয় প্রকার এবং কি কি?

২। ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর—নীলাম্বর, দণ্ডপাণি, গঙ্গাজল, পাদপদ্ম, শীতার্ত, ত্রিনেত্র, আকণ্ঠ, অনুক্ষণ, প্রতিধ্বনি, সপ্তাহ, অন্যমনস্ক

অল্পবয়সী, সিংহাসন, প্রিয়দর্শন, আদ্যন্ত, হৃতসর্বস্ব, সুচিক্কণ, চিত্তরঞ্জন, পণ্যপরিপূর্ণ, সোদর, সবিনয়, সপ্তশতী, শতাব্দী, শাখাভ্রষ্ট, পঞ্চভূত, উপবন, মহাপুরুষ, জন্মান্ধ, সুখসুপ্ত, কাপুরুষ, হিতাহিত, ভোগবিলাসী, ফি বছর, গরহাজির, উপনগরী, শহরতলী, সপ্তডিঙ্গা, প্রেমদরিয়া, স্বাধীনতা-দিবস, জীবনবীমা, মাসেক, সর্বসাধারণ, তাঁতে-তৈরী, ছেলেধরা, নেতৃহীন, লক্ষ্মীছাড়া, আকাল, বে-বন্দোবস্ত, নেই-মামা, তালিকাভুক্ত, মাঝনদী, মেয়েস্কুল, স্বরাজ, দলছাড়া, আগা-গোড়া, প্রেমধন, কাঁচিছাটা, মনগড়া, নিত্যস্থায়ী, টাকাকম, মধ্যবিত্ত, বেহায়া, কড়াক্রান্তি, বাচবিচার, যুবক-যুবতী, খৃস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম।

৩। উপমিত ও রূপক সমাসে পার্থক্য কি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৪। নঞ্ তৎপুরুষ কাহাকে বলে? বহুব্রীহি ও কর্মধারয় সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের কিরূপ পরিবর্তন হয় বল। বহুব্রীহি ও কর্মধারয় সমাসে পার্থক্য কি দৃষ্টান্তসহ বল (ঢাকা বোর্ড প্রবেশিকা, ১৯৩০)। উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর—বহুব্রীহি (ক. প্র. '৪২), নিত্যসমাস, সমাহার দ্বন্দ্ব (ক. প্র. '৪৪), দ্বন্দ্ব সমাস (ক. প্র. '৪৩)।

৫। সমস্ত পদে সংযুক্ত কর:—সাগরের সদৃশ; শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া; চন্দ্রের ন্যায় মুখ; কুৎসিৎ পুরুষ; মাতার সম; কায়, মন ও বাক্য; লজ্জা নাই যার; চারি সের ওজন; প্রজা বিরল যে দেশে; অবশ্য যথা কর্তব্য তথা; সাহায্যকে প্রাপ্ত; শ্রীদ্বারা যুক্ত; যন্ত্রদ্বারা চালিত; অধীনতা হইতে মুক্ত; বনের পতি; শ্যামের রাজা; সংখ্যায় লঘিষ্ঠ; কেজো নয়; গৃহে থাকে যে; সরকারী নয়; দুধে আলতা; মনের মানুষ; ফুল হাতা যার; মহিলাদের সমিতি; শত বর্ষের সমাহার; রোজ রোজ; উপবেশনের সদৃশ; উনিশ বা বিশ; পনর বা ষোল; পণ্ডিত মূর্খের ন্যায়।

৬। ব্যাসবাক্য, সমাস, ও অর্থের পার্থক্য বল:—অনর্থক, অনর্থ; স্বপত্নী, সপত্নী; স্বজাতি, সজাতি; রাজপুরুষ, পুরুষরাজ; সংখ্যালঘিষ্ঠ, লঘিষ্ঠসংখ্যা;

আকাল, অকাল ; লাগাম ছেঁড়া, ছেঁড়ালাগাম ; কুপুরুষ, কাপুরুষ ; অনুষ্ঠানপত্র, পত্রানুষ্ঠান ; মাতাপিতা, মাতৃপিতা ; আমরণ, অমরণ ; বে-বন্দোবস্ত, গরমিল, নীলাম্বর।

৭। অশুদ্ধ কেন এবং শুদ্ধ কী হইবে ?—ধনীগণ, ভ্রাতাগণ, শশীভূষণ, কালীদাস, সুবুদ্ধিমান, সবিনয়পূর্বক, নিরপরাধী।

সমাসে পূর্বপদের ব্যবহার

সমাস-সাহায্যে কোন কোন শব্দ পূর্বে বসাইয়া নূতন শব্দ গঠিত করা যায়।

অগ্নি—অগ্নিকার্য, অগ্নিকোণ, অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিবাণ, অগ্নিবৃষ্টি, অগ্নিসংস্কার (মৃতের দাহ)।

অঙ্গ—অঙ্গত্রাণ (বর্ম), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অঙ্গভঙ্গী, অঙ্গরাগ ((toilet)), অঙ্গহানি, অঙ্গহীন (বিকলাঙ্গ)।

অর্থ—অর্থকৃচ্ছ্র, অর্থগৃধ্নু (miser), অর্থলাভ, অর্থলিপ্সা, অর্থবিজ্ঞান (Economics), অর্থনীতি (Economics), অর্থসিদ্ধি।

আত্ম—আত্মকলহ, আত্মগোপন, আত্মগ্লানি, আত্মজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব, আত্মত্যাগ, আত্মনির্ভর, আত্মরক্ষা (self-defence), আত্মসংযম (self-control), আত্মসাৎ, আত্মহত্যা (suicide), আত্মশ্লাঘা।

কর্ম—কর্মকর্তা, কর্মকার, কর্মক্ষম, কর্মচারী, কর্মত্যাগ (resignation), কর্মফল, কর্মসচিব (secretary), কর্মবীর, কর্মস্থান।

কুল—কুলাচার, কুলধর্ম, কুলপঞ্জী (geneology), কুলতিলক, কুলকামিনী, কুলাঙ্গার, কুলদেবতা, কুলপতি, কুলশীল।

সমাসে পরপদের ব্যবহার

সমাস-সাহায্যে কোন কোন শব্দ পরে বসাইয়া নূতন শব্দ গঠিত করা যায়।

অর্থী—পাঠার্থী, বিদ্যার্থী, শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী।

আলয়—হিমালয়, দেবালয়, লোকালয়, ধর্মালয়, বিচারালয়, যমালয়, রঙ্গালয় (stage), নাট্যালয়, ঔষধালয় (dispensary)।

অন্তর—দেশান্তর, দ্বীপান্তর, লোকান্তর, বারান্তর, যুগান্তর, উপায়ান্তর, সময়ান্তর।

পতি—নরপতি, কুলপতি, সেনাপতি, মহীপতি, নৃপতি, বনস্পতি, বাচস্পতি, দম্পতি।

ঈশ—নরেশ, গণেশ, জগদীশ, ক্ষৌণীশ, দেবেশ, হৃষীকেশ, মহেশ, শিবেশ দুর্গেশ, ধনেশ, নৃপেশ, পরেশ, ভবেশ, ভূপেশ।

জোড়া—মাঠজোড়া, আকাশজোড়া, দেশজোড়া, বিশ্বজোড়া, রাজ্যজোড়া, ঘরজোড়া, সাগরজোড়া, ক্ষেতজোড়া, দুনিয়াজোড়া, ভারতজোড়া।

অনুশীলন

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি পূর্বপদরূপে প্রয়োগ করিয়া নূতন শব্দ গঠন কর এবং তদ্দ্বারা বাক্য রচনা কর :—অবশ্য, বীত, কু, হীন, পাদ, সত্য, অহন্ রাত্রি, কর্ম, বিশ্ব, বঙ্গ, ভূ, দেশ।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি পরপদরূপে প্রয়োগ করিয়া শব্দ গঠন কর এবং বাক্য রচনা কর :—উচিত, অক্ষি, আর্ত, পুর, কায়া, মাত্র, লোক, শীল, বিধান, রূপ, রক্ষা, সাধন, যাত্রা।

কৃৎ-প্রত্যয়

৩১৪-১৬। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত শব্দ হয়। কৃদন্ত শব্দের উত্তর শব্দবিভক্তি যোগ করিলে কৃদন্ত পদ হয়। কৃদন্ত পদের কতকগুলি বিশেষ্য ও কতকগুলি বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

৩১৭। কৃৎ-প্রত্যয়ের বাচ্য। কৃৎ-প্রত্যয়ের বাচ্য দ্বিবিধ।—

(ক) কারকবাচ্য, (খ) ভাববাচ্য।

(ক) কারক যত প্রকার কারকবাচ্যও তত প্রকার। যথা,—

(১) কর্তৃবাচ্য—লিখে যে, লিখ্+ণক=লেখক।

(২) কর্মবাচ্য—লেখা যায় যাহা—লিখ্+অনীয়=লেখনীয়।

(৩) করণবাচ্য—লেখা যায় যদ্দ্বারা, লিখ্+অনট্+ঈ=লেখনী।

(৪) সম্প্রদানবাচ্য—দান করা যায় যাহাকে, দা+অনীয়=দানীয়।

(৫) অপাদান বাচ্য—ভয় হয় যাহা হইতে, ভী+আনক=ভয়ানক।

(৬) অধিকরণবাচ্য—থাকা যায় যাহাতে, স্থা+অনট্=স্থান।

(খ) ধাতুর ও কৃদন্ত পদের অর্থ এক হইলে ভাববাচ্যের প্রত্যয় হয়। যথা,—গম্+অনট্=গমন। এস্থলে গম্ ধাতুর অর্থ যাওয়া, গমন শব্দের অর্থও যাওয়া।

৩১৮। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা ভাষায় চারি প্রকার শব্দ আছে। যথা,—তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী।

ব্যাকরণে তৎসম শব্দকে সংস্কৃত শব্দ এবং তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দকে খাস বাংলা শব্দ বলা যায়।

ধাতুও আবার দুই প্রকার—সংস্কৃত ধাতু (কৃ, ভূ, স্থা ইত্যাদি) এবং বাংলা ধাতু (কর্, হ, থাক্ ইত্যাদি)।

সুতরাং, বাংলা ভাষায় কৃৎ-প্রত্যয় দ্বিবিধ—বাংলা* ও সংস্কৃত। সংস্কৃত কৃৎ কেবল সংস্কৃত ধাতুর উত্তরই প্রযুক্ত হয়। বাংলা কৃৎ প্রত্যয় বাংলা ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হয়। যেমন,—সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়—শ্রু+ক্ত=শ্রুত, 'শ্রুত' বিষয়। বাংলা ধাতু ও প্রত্যয়—শুন্+আ=শোনা, 'শোনা' কথা। বাংলা কৃৎপ্রত্যয় আবার দুই প্রকার—তদ্ভব=যাহা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত, তৎসম=যে সংস্কৃত প্রত্যয় অবিকৃত ভাবে বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

* যে সকল প্রত্যয়ের বাংলায় সংস্কৃতেতর শব্দও (অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী) ব্যবহার হয়, আমরা তাহাকে বাংলা প্রত্যয় বলিয়া গণ্য করিব। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শব্দতত্ত্ব)।

৩১৮। বাংলা কৃৎপ্রত্যয়—তদ্ভব

১। অ। প্রায়শঃই ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হয়। আধুনিক বাংলায় এই প্রত্যয়ের উচ্চারণ নাই। যথা,—মার্+অ=মার, ধর্+অ=ধর, বাড়্+অ=বাড়, ছাড়্+অ=ছাড়, ধার্+অ=ধার (debt), পাত্+অ=পাত, হার্+অ=হার, জিত্+অ=জিত।

'প্রায় এইরূপ' এই অর্থে অ প্রত্যয় হয়, ইহা অনুরূপ প্রত্যয় 'ও', 'উ' হইতে অভিন্ন। যথা,—কাঁদ কাঁদ (কাঁদো কাঁদো), পড় পড় (পড়ো পড়ো), নিব নিব (নিবো নিবো, নিবু নিবু) (১৭নং প্রত্যয় দ্রষ্টব্য)।

২। অন্ত। কর্তৃবাচ্যে বর্তমানকালে কয়েকটি ধাতুর উত্তর অন্ত (সংস্কৃত শতৃ-প্রত্যয়-জাত) প্রত্যয় হয় (participial adjective)। যথা,—চল্+অন্ত =চলন্ত (যাহা চলিতেছে); জী+অন্ত=জীয়ন্ত>জ্যান্ত (যাহা জীবিত আছে); বাড়্+অন্ত=বাড়ন্ত (যাহা বাড়িতেছে); ঘুম+অন্ত=ঘুমন্ত (যে ঘুমাইতেছে); ভাস্+অন্ত=ভাসন্ত (যাহা ভাসিতেছে); জ্বল্+অন্ত=জ্বলন্ত; ফল+অন্ত=ফলন্ত; ফুট্+অন্ত=ফুটন্ত; স্ফুর্+অন্ত=স্ফুরন্ত।

৩। অত>অতা, অতী (অতি), তি। কর্তৃ প্রভৃতি কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর অত, অতা, অতি (অতা), অত [শতৃ-প্রত্যয়জাত] প্রত্যয় হয়। যথা,—ফির্+অত, অতি=ফেরত, ফিরতি (যে বা যাহা ফিরে বা ফিরিয়াছে); চল্+অতি=চলতি (যাহা চলিতেছে), উঠ্+অতি=উঠতি (যাহা উঠিতেছে), বস্+অতি, অত=বসতি, বসত (বসতবাটী); মান্+অত=মানত; বহ্+অতা=বহতা; জান্+অতা=জান্তা [সব-জান্তা]

৪। অতি (অতী), তি (তী)। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর অতি (অতী) ও অতি (তী) প্রত্যয় হয়। এই সকল কৃদন্ত শব্দ ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য; যথা,—পড়তি (fall); উঠতি (rise); চুক্+তি=চুক্তি (settlement)। বাড়্তি (increase); ঘাট্+অতি=ঘাট্তি (deficit); কম্+তি=কম্তি (decrease); ভর্+তি=ভর্তি (filling up); গুন্+তি=গুন্তি।

৫। **অন** (ওন)। কর্তৃ প্রভৃতি কারকবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর অন (ওন, এন) [<স. অন] প্রত্যয় হয়। যথা,—কাঁদ+অন=কাঁদন (weeping); খা+ওন=খাওন (eating); গা+অন, এন=গায়ন, গায়েন (singer); চাহ্+অন=চাহন, চাওন (gaze); বাঁধ+অন=বাঁধন, বাজ+অন=বাজন (music); এইরূপ, ছাঁদন, ঝাড়ন, ঝুলন, ঢাকন, নাচন, পড়ন, পাড়ন, ফোঁড়ন, বেঁধন বা বিঁধন, মরণ, শুনন, হওন।

৬। **অনা>না**। কর্তৃ প্রভৃতি কারকবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর অনা>না প্রত্যয় হয়। ইহা পূর্বোক্ত অন প্রত্যয়েরই প্রসারণ (অন+আ=অনা>না)। যথা,—কাঁদ+অনা=কাঁদনা>কান্না, কুট্+অনা=কুট্‌না (slicing>sliced vegetables); কাট্+অনা=কাটনা (spindle), খেল্+অনা=খেলনা (খেলা যায় যাহা দ্বারা), ঝর্+অনা=ঝরনা (waterfall, ঝরে যাহা), ঢাক্+না=ঢাকনা (lid), ঢুল্+না=দোলনা, দে+না=দেনা (debt), পা+না=পাওনা (dues), পিট+না=পিটনা, বাজ+না=বাজনা, মাগ+না=মাগ্‌না (asking gratis), রাঁধ+না=রাঁধনা>রান্না, শুখ+না=শুখনা (dry), ঠেক্+না=ঠেকনা।

৭। **অনী>নী, উনী (উনি, নি)**। কর্তৃ, করণ প্রভৃতি কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর আনী>নী, (উনি, নি) প্রত্যয় হয়। ছাক+নী=ছাকনী, কুর+নী=কুরনী>কুরুনী [নারিকেল কুরুনী], রাঁধ+উনী=রাঁধুনী, চির+উনি=চিরুনি (comb), নাচ্—নাচ্‌নী, নাচুনী ['নাচুনী' বেহুলা]; ছেদ্—ছেনী, ছা—ছাউনী (camp), কাঁদ্—কাঁদুনি, কাঁদনী; ভাঙ্—ভাঙ্গুনী।

৮। **আ** ভাববাচ্যে এবং কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় হয়। ইহা ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal noun) বা কর্মবাচ্যের বিশেষণ (passive বা past participle) রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—ধর্+আ=ধরা [ছেলে ধরা=child-stealing, kidnapper], ধো+আ=ধোয়া [চাল-ধোয়া=rice-washing]; কাচ+আ=কাচা [কাপড়-কাচা=cloth-washing];

কাট্+আ=কাটা [কলম কাটা ছুরি] ; রাঁধ+আ=রাঁধা [ভাত রাঁধা হাড়ি] রাখ্+আ=রাখা। কর্+আ=করা [করা কাজ, কাজ করা] ; তাও+আ =তাওয়া [যাহাতে রুটি তা দেওয়া হয়]।

৯। **আই**। কর্তৃ প্রভৃতি কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর আই [স' আপিকা] প্রত্যয় হয়। যথা,—যাচ্+আই=যাচাই (enquiry) ; খোদ+আই= খোদাই (engraving) ; বাছ্+আই=বাছাই (selection) ; লড়্+আই =লড়াই (fight) ; ঝাল্+আই=ঝালাই ; ঢাল্+আই=ঢালাই ; বাঁধ+ আই=বাঁধাই [বই বাঁধাই]। এইরূপ, চড়াই (ascent), উতরাই (descent), চোলাই (distilling), সেলাই, ধোলাই (washing), বানাই>বানী (making-charge for jewelleries)।

১০। **আইত>আত**। কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর আইত>আত প্রত্যয় হয়। যথা,—ডাক্+আইত, আত=ডাকাইত, ডাকাত (shouter>robber)।

১১। **আও**। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর আও>আউ প্রত্যয় হয়। যথা,—চড়্+আও=চড়াও (aggression) ; ঘির্+আও=ঘেরাও (encircling) ; পাকড়া+আও=পাকড়াও (arrest, seizure) ; ঘাবড়া+আও= ঘাবড়াও (fright), ছাড়্+আও=ছাড়াও (release, separation), ফালা+আও=ফালাও (spreading, abundance) ; বন্+আও=বনাও [বনি+বনাও>বনিবনা=amity, harmony]।

১২। **আন্, আন (আনো)**। (কখনও কারকবাচ্যে) প্রযোজক ও অন্যান্য ধাতুর উত্তর আন্, আন (আনো) প্রত্যয় হয়। যথা,—আঁচা+আন= আঁচান ; জানা+আন্, আন=জানান, জানান (information) ; চালা+আন =চালান (invoice) ; মান্+আন=মানান (agreement) ; উজা+আন =উজান (flow-tide) ; উড়া+আন=উড়ান ; ছোড়্ (<√ছাড়া) +আন=ছোড়ান (free-ing, peeling) ; গড়া+আন=গড়ান।

কর্মবাচ্যের প্রযোজক ও নামধাতুর কৃদন্ত পদও (participle) আন (আনো)

প্রত্যয় যোগে সাধিত হয়। যথা,—করান, দেখান, ঠেঙ্গান। (এই আন এবং পূর্ব-বর্ণিত আন ভিন্ন প্রত্যয়, কিন্তু উহাদের ব্যবধান নির্ণয় করা কঠিন)।

১৩। **আনি (আনী), উনি (উনী)**। ভাববাচ্যে ও কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর আনি (আনী), উনি (উনী) প্রত্যয় হয়। যথা,—শুন্+আনি=শুনানি (the hearing of a case); ঝাঁক্+আনি, উনী=ঝাঁকানি, ঝাঁকুনি (shaking); দেখ্+আনি=দেখানি; তুল্+আনি=তুলানি [তোলানি]; নিড়্+আনী=নিড়ানী [নিড়ায় যাহা দ্বারা, নিড়ানী কাস্তে]; উড়্+আনী, উনী=উড়ানী, উড়ুনি (চাঁদর); জ্বল্+উনি=জ্বলুনি।

জ্বাল্+আনি=জ্বালানি ['জ্বালানি' কাঠ], রাঙা+আনি=রাঙানি [চোখ-রাঙানি]; খাট্+উনি=খাটুনি; পাড়া+আনি=পাড়ানি [ঘুম-পাড়ানি]। ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তরও আনি প্রত্যয় যোগ হয়। যথা,—টনটন+আনি=টনটনানি; দবদবানি, কুটকুটানি, কনকনানি, ছট্‌ফটানি এগুলি তদ্ধিতের অন্তর্গত বটে।

১৪। **আনী (আনি)**। ভাব ও কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর আনী (আনি) [< পানী < সং পানীয়] প্রত্যয় হয়; যথা,—চো+আনী=চোয়ানী (water that leaks out); চোব+আনি=চোবানি; (নাকানি-চোবানি); ধো+আনি=ধোয়ানি (washing); ছিট্‌কা+আনি=ছিট্‌কানি।

১৫। **আরী, উরী**। কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর আরী, উরী প্রত্যয় হয়। যথা,—ডুব+আরী, উরী=ডুবারী, ডুবুরী (diver); ধুন্+আরী, উরী=ধুনারী, ধুনুরী (cotton-carder)।

১৬। **ইয়ে**। 'ইহাতে অভ্যস্ত যে' এই অর্থে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর 'ইয়ে' প্রত্যয় হয়। যথা,—খা+ইয়ে=খাইয়ে (a good eater); খেল্+ইয়ে=খেলিয়ে (a clever player); কর্+ইয়ে=করিয়ে (an adept); বল্+ইয়ে=বলিয়ে (a conversationalist); নাচ্+ইয়ে=নাচিয়ে।

১৭। উ>ও>অ। 'আসন্ন প্রবণতা' বুঝাইতে, অর্থাৎ 'কিছু হইতে বা করিতে উন্মত' এই অর্থে ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে উ>ও>অ প্রত্যয় হয়; এই প্রত্যয়ান্ত পদটির দ্বিত্ব হয়। যথা,—ডুব্+উ=ডুবুডুবু (about to sink)। উড়্+উ=উড়ু উড়ু (about to fly away, filled with a longing); নিব্+উ=নিবু নিবু, কাঁদ্+ও, অ=কাঁদো কাঁদো; কাঁদ কাঁদ; মর্+অ= মর মর; পড়্+অ= পড় পড়; খা+উ= খাউ খাউ>খাবো খাবো; হ+উ=হবু [হবু-জামাই=the son-in-law to be]।

১৮। ই। অনেক সময় পূর্বোক্ত অর্থে ই প্রত্যয়ও হয়। যথা,—পড়্+ই =পড়ি পড়ি। 'এই সময় শীতটা পড়ি পড়ি করিতেছিল'—(শরৎচন্দ্র)। হাস্+ই=হাসি হাসি; যা+ই=যাই যাই; খা+ই=খাই খাই।

১৯। উয়া>ও। √পড়্+উয়া=পড়ুয়া>পোড়ো (পড়ে যে, যাহা পড়িয়া রহিয়াছে); উড়্+ও=উড়ো।

২০। ক (অক)। কারক ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ক (অক) প্রত্যয় হয়; যথা,—মুড়্+অক=মোড়ক (packet); টন্+অক=টনক (jerk> remembrance); চড়্+অক=চড়ক; মড়্+ক=মড়ক [pestilence] বৈঠ্ (হি)+ক=বৈঠক (meeting); আট্+ক=আটক (detained)।

২১। উপরে আলোচিত প্রত্যয় ব্যতীত বাংলা ধাতুর উত্তর আরও কতকগুলি কৃৎ প্রত্যয়ের ব্যবহার পাওয়া যায়; এগুলি কোথাও বা স্বার্থে ব্যবহৃত, কোথাও ইহারা ধাতুর অর্থকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে। যথা,— খিঁচ্+ক (+আ)=খিঁচকা, ভড়কা, থমকা; কষটা (কষ্+ট+আ), ঘষটা; চাপড়া (চাপ্+ড়+আ), হাতড়া, আঁচড়া; ডুকরা (ডুক্+র+আ), থেঁতলা (থেঁত্+ল+আ), ঝলসা (ঝল্+স+আ), লেঙ্গচা ইত্যাদি।

৩২০। বাংলা কৃৎ—তৎসম

২২। ত, ইত। ধাতুর উত্তর অতীতকালে ত, ইত [<ত<সং ক্ত] প্রত্যয় হয়। যথা,—ভর্+ইত=ভরিত (filled)

['তেজ-ভরিত' ভারত-ভূমি—সরলাদেবী।] জান্ + ইত = জানিত [known—আমার 'জানিত' লোক] ; কর্ + ইত = করিত [experienced—করিতকর্মা] ; এলা + ইত = এলায়িত ['এলায়িত' চুল]।

এই প্রত্যয় যোগে কতকগুলি অশুদ্ধ প্রয়োগ আধুনিক বাংলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে—খনিত, ইচ্ছিত, অনুবাদিত, নমিত, আহরিত, দংশিত, সিঞ্চিত, নিঃশেষিত।

২৩। **তব্য**। কহতব্য, সহতব্য, (সহিতব্য), চলতব্য ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র কৃদন্ত পদ এই প্রত্যয়যোগে গঠিত হইয়াছে।

৩২১। ইতে, ইয়া, ইলে, ইবার ইবা

(> যথাক্রমে তে, এ, লে, বার, বা)

২৪। এগুলিদ্বারা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠিত হয় ; সুতরাং এগুলিকে ধাতু-বিভক্তি বলা যায়। আবার এই পদগুলি বিশেষ্য-বিশেষণাদি কৃদন্ত পদের ন্যায়ও ব্যবহৃত হয় ; সুতরাং এগুলিকে কৃৎপ্রত্যয়ও বলা যায়। যেমন,—সেখানে যাইয়া একথা বলিব (অসমাপিকা ক্রিয়া ; ইয়া = অসমাপিকা ক্রিয়া-বিভক্তি)। সেখানে 'যাইয়া' কাজ নাই (যাইয়া = যাওয়ার, বিশেষ্য ; ইয়া = কৃৎ-প্রত্যয়)। এইগুলির বিভিন্ন অর্থ ও ব্যবহার-প্রণালী লিখিত হইতেছে।—

ইতে [অন্ত > ইত + ৭মীর এ = ইতে]—যাইতে, করিতে, থাকিতে।

এমন স্বামী 'থাকিতে' সে কষ্ট পায়। এখানে 'থাকিতে' পদ ক্রিয়াবাচক বিশেষণরূপে (Participial adjective) ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রিয়া ক্রমাগত চলিতেছে বুঝাইতে ইতে-যুক্ত পদের দ্বিত্ব হয়। যথা,—নাচিতে নাচিতে মেয়েটি আসিতেছে। নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। উপরে দ্বিত্ব পদদ্বয়ে ক্রিয়া-বিশেষণীয় অর্থ বা ভাব প্রকাশ করে (used adverbially), কখনও এই কৃদন্ত পদ ভাব-বিশেষ্যরূপেও (gerund) ব্যবহৃত হয়। যথা,—

'মরিতে' কে চায় ? বসিতে দিলে 'শুইতে' চায়। রবিবার মাছ 'খাইতে' নাই। ওকথা 'শুনিতেও' পাপ। মিথ্যা 'বলিতে' নাই।

ইলে। ইলে-যুক্ত কৃদন্ত পদ ক্রিয়াবাচক বিশেষণ বা বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—আমার না দিলে কিছু আসে যায় না, কিন্তু তোমার দেওয়া চাই। [ভাব-বিশেষ্য—gerund]।

অনেক সময় অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সহিত অন্বিত অপর কোন অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে না, অধিকাংশ স্থলেই 'ইলে' বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়ার এরূপ স্বতন্ত্র কর্তা থাকে। যথা,—মেঘ 'হইলে' শস্য হইত (ক্রিয়াবাচক বিশেষণ)।

দ্রষ্টব্য—ইংরেজীতে অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্তাকে Nominative Absolute বলে। সংস্কৃতে এস্থলে কর্তায় সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—

বাংলা—সূর্য উঠিলে তিনি চলিলেন। সংস্কৃত—সূর্যে উদিতে সঃ প্রস্থিতবান।

ইংরেজী— The sun having risen, he departed.

ইয়া। ইহা একক অথবা দ্বিত্বরূপে ব্যবহৃত হয়। দ্বিত্ব হইলে ক্রিয়া-বিশেষণীয় অর্থ প্রকাশ করে (used adverbially)।

'গাহিয়া গাহিয়া' ভিক্ষা মাগিতেছে। 'কান্দিয়া কান্দিয়া' রাণী আইল বাহিরে।

কখনও ভাববিশেষ্যরূপে (gerund) ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ্যের অর্থ প্রকাশ করে। যথা,—ওখানে যাইয়া কাজ নাই। [যাইয়া=যাওয়ার] বেড়াইয়া লাভ কি ? বেড়ানোতে খেলিয়া দিন চলে না। [খেলাদ্বারা]

ইবার, ইবা। 'ইবা' যোগে যে ভাববাচক বিশেষ্য গঠিত হয়, ইহার কেবল দুই প্রকার প্রয়োগ অধুনা প্রচলিত আছে—ইবা, ইবার। 'ইবা' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হইলে তৎপর 'মাত্র' শব্দ সর্বদাই ব্যবহৃত হয় এবং নবগঠিত শব্দ ভাব-বিশেষণরূপে (adverb) ব্যবহৃত হয় ; যথা,—যাইবামাত্র, করিবামাত্র।

ষষ্ঠীর 'র' বিভক্তি যুক্ত হইয়া 'ইবার' গঠিত হইয়াছে। সুতরাং খেলিবার, পরিবার, খাবার প্রভৃতি সম্বন্ধ-পদরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

'পরিবার' কাপড়=পরার বা পরনের কাপড়। 'খেলিবার' মাঠ=খেলার বা খেলনের মাঠ। 'খাবার' জল=খাওয়ার বা খাওনের জল।

দ্রষ্টব্য—বস্তুতঃ 'পরিবার', 'খাবার' ইত্যাদি বিশেষণমাত্র (১২৩ (এ) পরিঃ) নহে।

৩২২। সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

ইৎ। সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের সহিত ক, ণ, ঞ ইত্যাদি অতিরিক্ত বর্ণ যুক্ত থাকে, ঐগুলি কার্যকালে লোপ পায়। এই পরিত্যক্ত বর্ণকে 'ইৎ' বলে। 'ইৎ' গেলে প্রত্যয়ের যে স্থায়ী ভাগ থাকে, তাহাই ধাতুর সহিত যুক্ত হয়। যেমন,—কৃ+ক্ত=কৃত, এস্থলে ক ইৎ, ত স্থায়ী ভাগ, ইহাই ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া 'কৃত' পদ হইল।

উপধা। ধাতুর অন্ত্য বর্ণের পূর্ববর্ণকে উপধা বলে। যেমন,—রাজ্ ধাতুর জ্ অন্ত্যবর্ণ, উহার পূর্ববর্ণ আ উপধা।

কৃৎ প্রত্যয় হইলে ধাতুবিশেষে নানারূপ পরিবর্তন হয়। তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িলে বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে এই কয়েকটি বিষয় শিক্ষা করিবে,— কোন্ ধাতু, কোন্ প্রত্যয়, কোন্ অংশ ইৎ, কোন অংশ স্থায়ী ভাগ এবং ধাতুতে স্থায়িভাগযোগে-নিষ্পন্ন কৃদন্ত পদ কি; কোন্ বাচ্যে অর্থাৎ কি অর্থে প্রত্যয় হইল তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিবে। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে প্রত্যেক স্থলেই এই সকল বিষয় দেওয়া হইয়াছে।

সংস্কৃত যে সকল সিদ্ধপদ বাংলায় বহুল প্রচলিত যথাসম্ভব তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

কর্তৃবাচ্য প্রত্যয়

১। **তৃচ্** এবং **তৃন্**—**চ্** ও **ন্ ইৎ, তৃ**। দান করে যে এই অর্থে—দা+তৃন্=দাতা;[১] কৃ+তৃন্=কর্তা; নী—নেতা (leader); জি—জেতা; ক্রী—ক্রেতা; বচ্—বক্তা (speaker, orator); সৃজ্—স্রষ্টা; ধী—ধাতা; দৃশ্—দ্রষ্টা; যুধ্—যোদ্ধা; হন্—হন্তা; সু—সবিতা; গ্রহ্—গ্রহীতা; স্থাপি—স্থাপয়িতা; পালি—পালয়িতা; রচি—রচয়িতা; নি-যম্+তৃন্—নিয়ন্তা।

---

১ দাতৃ শব্দ প্রথমার একবচনে দাতা। এইরূপ, কর্তা, নেতা ইত্যাদি।

২। **ণক—ণ্ ইৎ, অক**। পাক করে যে—পচ্+ণক=পাচক; নী+ণক—নায়ক (leader, guide); গৈ+ণক=গায়ক, কৃষ্+ণক=কৃষক; দৃশ্+ণক=দর্শক; দা+ণক=দায়ক; কৃ+ণক=কারক; হন্+ণক=ঘাতক; জনি+ণক=জনক; যাজি+ণক=যাজক; চালি+ণক=চালক; নিঃ-বাচি+ণক=নির্বাচক (voter); উৎ-পাদি+ণক=উৎপাদক; বি-ধা+ণক=বিধায়ক; শাস্+ণক=শাসক; পরি-ব্রজ্+ণক=পরিব্রাজক; স্মৃ+ণক=স্মারক। সম্-পাদি+ণক=সম্পাদক (editor, secretary)।

৩। **ণিন্—ণ্ ইৎ, ইণ্**। পান করে যে—পা+ণিন্=পায়িন্ (প্রথমার একবচনে পায়ী), গ্রহ্+ণিন্=গ্রাহী, বদ্+ণিন্=বাদী, স্থা—স্থায়ী, দা—দায়ী, কৃ—কারী, ভূ—ভাবী, অপ—রাধ্—ণিন্=অপরাধী, বি-অব-সো+ণিন্=ব্যবসায়ী, জীব্—জীবী, সেব্—সেবী, সত্য-বদ+ণিন্=সত্যবাদী (সত্য বলা ইহার শীল বা স্বভাব), আ—গম্+ণিন্=আগামী, অধি—কৃ+ণিন্=অধিকারী, মাংস—অশ্+ণিন্=মাংসাশী।

৪। **ইন্**। পরিশ্রম করে যে—পরি-শ্রম+ইন্=পরিশ্রমী, জি—জয়ী, সং-যম্+ইন্=সংযমী।

৫। **ঘিণ্—ঘ, ণ ইৎ, ইন্**। ত্যজ্+ঘিণ্=ত্যাগী, যুজ্+ঘিণ্=যোগী, অনু-রন্জ্+ঘিণ্=অনুরাগী, বি-বিচ্+ঘিণ্=বিবেকী, প্রতি—যুজ্+ঘিণ্=প্রতিযোগী (competitor)।

৬। **অন**। আনন্দিত করে যে—নন্দি+অন=নন্দন, সাধে যে—সাধি+অন=সাধন, মদি+অন=মদন, বি-নাশি+অন=বিনাশন, মধু-সূদি+অন=মধুসূদন, শোভি—শোভন, ভীষি—ভীষণ, পাবি—পাবন, কুপ্—কোপন, তপ্—তপন।

৭। **ষক—ষ্ ইৎ, অক**। নৃত্য করে যে—নৃত্+ষক=নর্তক, রন্জ্—রঞ্জক (dyer, washerman), খন্—খনক।

৮। **ড—ড্ ইৎ, অ**। জল দান করে যে—জল-দা+ড=জলদ (মেঘ), ভূ-পা+ড=ভূপ (king), পাদ-পা+ড=পাদপ (বৃক্ষ), মনু—জন্+ড=মনুজ

(man), দ্বি—জন্+ড=দ্বিজ, ন—গম্+ড=নগ (mountain), প্র—জন্+ড=প্রজা (স্ত্রী—া), তুর—গম্+ড=তুরগ (horse), পুৎ—ত্রৈ+ড=পুত্র, বি—জ্ঞা+ড=বিজ্ঞ, অগ্র—জন্+ড=অগ্রজ, সরস্—জন্+ড=সরোজ, পঙ্ক—জন্+ড=পঙ্কজ (lotus, lily), অম্বু—জন্+ড=অম্বুজ, বি-আ-ঘ্রা+ড=ব্যাঘ্র (বিশেষরূপে ঘ্রাণ লয় যে), পার—গম্+ড=পারগ, গিরি—শী+ড=গিরিশ (গিরিতে শয়ন করে যে=শিব)।

৯। **ষণ—ষ্ ণ্ ইৎ, অ**। কর্মপদ পূর্বে থাকিলে এই প্রত্যয় হয়। কুম্ভ করে যে—কুম্ভ—কৃ+ষণ্=কুম্ভকার, শাস্ত্র—কৃ+ষণ্=শাস্ত্রকার, গ্রন্থ—কৃ+ষণ্—গ্রন্থকার; স্বর্ণকার, চর্মকার, মালাকার, ভাষ্যকার, সূত্রধার, চাটুকার; কর্ণ—ধৃ+ষণ্=কর্ণধার, তন্তু—বে+ষণ্=তন্তুবায়।

১০। **ট—ট্ ইৎ অ**। কর্মপদ পূর্বে থাকিলে এই প্রত্যয় হয়। দিবা করে যে—দিবা—কৃ+ট=দিবাকর, অগ্র—সৃ+ট=অগ্রসর, যশস্—কৃ+ট=যশস্কর; এইরূপ,—ক্লেশকর, পুষ্টিকর, আয়ুস্কর। পুরস্—সৃ+ট=পুরঃসর।

১১। **খ—খ্ ইৎ, অ**। পতিকে বরণ করে যে—পতিং-বৃ+খ=পতিংবরা (স্ত্রী—া), প্রিয় বলে যে—প্রিয়—বদ্+খ=প্রিয়ংবদা (স্ত্রী—া), সূর্যকে দেখেনা যে—অসূর্য—দৃশ্+খ=অসূর্যম্পশ্যা (স্ত্রী—া), পুর বিদারণ করে যে—পুর—দৃ=পুরন্দর (ইন্দ্র), স্বয়ং (পতিকে) বরণ করে যে—স্বয়ং-বৃ+খ=স্বয়ংবরা (স্ত্রী—া), ধুর (ভার) ধারণ করে যে—ধুর—ধৃ+খ=ধুরন্ধর (কার্যকুশল, দক্ষ, অনেক সময় নিন্দার্থে)।

নিম্নশব্দগুলি খ প্রত্যয় যোগে নিপাতনে সিদ্ধ—পত (পাখা) দ্বারা গমন করে যে—পত-গম্+খ=পতঙ্গ বা পতঙ্গম [কিন্তু পতগ < পত-গম্+ড], বিহায়সে (আকাশ) গমন করে যে—বিহায়স্-গম্+খ=বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, ভুজ (বক্রভাবে) গমন করে যে ভুজ্—গম্+খ=ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম; এইরূপ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম।

১২। **খট্—খ্ ট্ ইৎ, অ**। শুভ করে যে—শুভ-কৃ+খট্=শুভঙ্কর, ভয় জন্মায় যে—ভয়-কৃ+খট্=ভয়ঙ্কর, ক্ষেম (মঙ্গল) কৃ+খট্=ক্ষেমঙ্কর।

১৩। **ক্বিপ্**—সমস্ত বর্ণ ইৎ। বিজ্ঞান জানে যে—বিজ্ঞান-বিদ্+ক্বিপ্ =বিজ্ঞানবিৎ, শাস্ত্র-বিদ্+ক্বিপ্=শাস্ত্রবিদ্, এইরূপ ভূতত্ত্ববিৎ। রণ জয় করে যে,—রণ-জি+ক্বিপ্=রণজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, সমরাজ্+ক্বিপ্=সম্রাট্ পরিষদ+ক্বিপ্=পরিষদ্ (assembly, organisation), সভাসদ্; গম্+ক্বিপ্ (নিপাতনে)=জগৎ (যাহা চলিতেছে); উৎ-ভিদ্+ক্বিপ্=উদ্ভিদ্, সেনা-নী+ক্বিপ্=সেনানী, অগ্র-নী+ক্বিপ্=অগ্রণী।

১৪। **শতৃ—শ ঋ ইৎ, অৎ**। চলিতেছে যে বা যাহা—চল্+শতৃ =চলৎ, আছে যাহা—অস্+শতৃ=সৎ (existing), জ্বল—জ্বলৎ, জীব—জীবৎ, মহ্+শতৃ=মহৎ।

১৫। **শান—শ্ ইৎ, আন**। শয়ন করে যে—শী+শান=শয়ান। বৃৎ+মান=বর্তমান, বৃধ্+শান=বর্ধমান, বি-রাজ্+শান=বিরাজমান, যজ্+শান=যজমান, বিদ্+শান=বিদ্যমান, ম্রি+শান=ম্রিয়মান, দৃশ্+শান=দৃশ্যমান, প্রতি-ই+শান=প্রতীয়মান, আস্+শান=আসীন, মুহ্+শান =মুহ্যমান; দীপ্+শান=দীপ্যমান।

১৬। **স্যতৃ—ঋ, ইৎ, স্যৎ**। যাহা হইবে—ভূ+স্যতৃ=ভবিষ্যৎ।

১৭। **ক্তবতু—ক উ ইৎ, তবৎ**। যে জানিয়াছে—জ্ঞা+ক্তবতু= জ্ঞাতবৎ>জ্ঞাতবান্, গম্+ক্তবতু=গতবান্; ক্রীতবান্। বাংলায় এই প্রত্যয়ের ব্যবহার বিরল।

১৮। **ক্ত—ক ইৎ, ত**। গমন করিয়াছে যে—গম্+ক্ত=গত, ভয় পাইয়াছে যে—ভী+ক্ত=ভীত, মরিয়াছে যে—মৃ+ক্ত=মৃত, উৎ-ই+ক্ত= উদিত, প্র-আপ্+ক্ত=প্রাপ্ত, উৎ-নম্+ক্ত=উন্নত, পত+ক্ত=পতিত, শী+ক্ত=শায়িত, স্থা+ক্ত=স্থিত, জাগৃ+ক্ত=জাগরিত, মুহ্+ক্ত=মুগ্ধ, মূঢ়, আ-রুহ্+ক্ত=আরূঢ়, সম-শ্লিষ্+ক্ত=সংশ্লিষ্ট।

১৯। **ইষ্ণু**। সহ করে যে—সহ্+ইষ্ণু=সহিষ্ণু, বৃদ্ধি পাওয়া ইহার স্বভাব—বৃধ্+ইষ্ণু=বর্ধিষ্ণু, ক্ষি+ইষ্ণু=ক্ষয়িষ্ণু।

২০। **র**। হিংসা করে যে—হিন্‌স+র=হিংস্র, চন্দ্র, নম্র, ; অ-জস্‌+র =অজস্র।

২১। **উ**। ইচ্ছা করে যে—ইষ্‌+উ=ইচ্ছু, পিপাস্‌ (পা-সন্‌)+উ= পিপাসু, জিজ্ঞাস্‌ (জ্ঞা—সন্‌)+উ=জিজ্ঞাসু, বুভুক্ষ্‌ (ভুজ্‌-সন্‌)+উ=বুভুক্ষু, ভিক্ষ্‌+উ=ভিক্ষু (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী), চিকীর্ষ (কৃ-সন্‌) +উ=চিকীর্ষু [অনুচিকীর্ষু—অনুকরণ করিতে ইচ্ছু]

২২। **ডু**। **ড্‌ ইৎ, উ**। স্বয়ং হয় যে—স্বয়ং-ভূ+ডু=স্বয়ম্ভু, এইরূপ,—বিভু, প্রভু, শম্ভু।

২৩। **উক**। জাগে যে—জাগৃ+উক=জাগরূক।

২৪। **টক্‌—ট্‌ ক্‌ ইৎ, অ**। জলে চরে যে—জল-চর্‌+টক্‌=জলচর, খে (আকাশে) চরে যে—খে-চর্‌+টক্‌=খেচর; গোচর, পার্শ্বচর, অনুচর। কৃত (উপকারাদি) হনন করে যে—কৃত-হন্‌+টক্‌=কৃতঘ্ন; শত্রু হনন করে যে—শত্রু-হন্‌+টক্‌=শত্রুঘ্ন।

২৫। **আলু**। দয়া ইহার স্বভাব—দয়া+আলু=দয়ালু; নিদ্রালু, কৃপালু।

২৬। **বর**। নষ্ট হওয়া ইহার শীল—নশ্‌+বর=নশ্বর, ভাস্‌+বর= ভাস্বর, ঈশ্‌+বর=ঈশ্বর, স্থা+বর=স্থাবর, যাযায়+বর=যাযাবর (nomad)।

২৭। **বিবিধ**। প্রীতি জন্মায় যে—প্রী+ক=প্রিয়। আত্মাকে ভরণ করে যে—আত্মন্‌-ভৃ+খি=আত্মম্ভরি। কামনা করা ইহার স্বভাব—কম্‌+উক=কামুক; ভূ+উক=ভাবুক। অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করা ইহার স্বভাব—গৃধ+ক্নু (ক্‌ ইৎ)—গৃধ্নু। ভাঙ্গিয়া যাওয়া ইহার স্বভাব—ভন্‌জ্‌+ঘুর (ঘ্‌ ইৎ) =ভঙ্গুর। ভয় পাওয়া ইহার স্বভাব—ভী+ক্রু (ক্‌ ইৎ)=ভীরু। বিদ্‌+ক্বসু (ক্‌-উ ইৎ) =বিদ্বস্‌>বিদ্বান্‌। নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে পণ্ডিত-মন্‌+খ্য (খ্‌ ইৎ)=পণ্ডিতম্মন্য।

কর্ম ও ভাববাচ্য প্রত্যয়

১। **তব্য ও অনীয়**। ঔচিত্য, যোগ্য অথবা ভবিষ্যৎ অর্থে এই প্রত্যয় হয়। দেখার যোগ্য—দৃশ্‌+তব্য=দ্রষ্টব্য; দৃশ্‌+অনীয়=দর্শনীয়। গম্‌—

গন্তব্য, গমনীয়। দা—দাতব্য, দানীয়। কৃ—কর্তব্য, করণীয়। বচ্—বক্তব্য, বচনীয়। ভুজ—ভোক্তব্য। পূজি—পূজিতব্য, পূজনীয়। মন—মন্তব্য। জ্ঞা—জ্ঞাতব্য। ভূ—ভবিতব্য। অর্চ—অর্চনীয়। প্র-অর্থি—প্রার্থনীয়। গণি—গণনীয়।

২। য। যোগ্যতা বা ঔচিত্য অর্থে এই প্রত্যয় হয়। পানের যোগ্য—পা+য—পেয়; দা—দেয়-; বি—ধা+য=বিধেয়; লভ্—লভ্য, সহ্—সহ্য, জি—জেয়; ধ্যৈ—ধেয়; পরি-ধা+য=পরিধেয়; ভূ+য=ভব্য; গদ্+য; =গদ্য; মদ্+য=মদ্য।

৩। ঘ্যণ—ঘ্ ণ্ ইৎ, য। করা যায় যাহা—কৃ+ঘ্যণ=কার্য; মান্—মান্য; পচ্—পাচ্য; বচ্—বাচ্য, বাক্য; ভুজ্—ভোজ্য, ভোগ্য; যুজ্—যোজ্য, যোগ্য; ভাজি—ভাজ্য; হস্—হাস্য; বহ্—বাহ্য; ঋ (গমন কৃ)—আর্য।

ভাব ও কারক বাচ্য প্রত্যয়

১। ক্ত—ক্ ইৎ, ত। কৃ+ক্ত=কৃত; ক্লিশ্—ক্লিষ্ট; ক্লম্—ক্লান্ত; ক্রী—ক্রীত; ক্ষন্—ক্ষত; ক্ষম্—ক্ষান্ত; ক্ষি—ক্ষীণ; ক্ষুধ্—ক্ষুধিত; ক্ষুদ্—ক্ষুণ্ণ; ক্ষুভ্—ক্ষুব্ধ; খন্—খাত; খ্যা—খ্যাত; গম্—গত; গৈ—গীত; গাহ্—গাঢ়; গুহ্—গূঢ়; গ্রন্থ্—গ্রথিত; গ্রহ্—গৃহীত; ঘ্র—ঘ্রাণ বা ঘ্রাত; ছিদ্—ছিন্ন; জন্—জাত; জি—জিত; জাগৃ—জাগরিত; জৃ—জীর্ণ; ত্রৈ—ত্রাণ, দা—দত্ত দীপ্—দীপ্ত, দৃশ্—দৃষ্ট, দিব্—দ্যূত, ধাব্—ধৌত, পচ্—পক্ব, পত্—পতিত, পূর্—পূর্ণ, পা—পীত, বচ্—উক্ত, বন্চ্—বঞ্চিত, ব্যধ্—বিদ্ধ, বপ্—উপ্ত, ভন্জ—ভগ্ন, ভূ—ভূত, ভী—ভীত, ভুজ্—ভুক্ত, ভিন্—ভিন্ন, ভ্রশ্—ভ্রষ্ট, মদ্—মত্ত, মুহ্=মুগ্ধ বা মূঢ়, ম্লৈ—ম্লান, যজ্—ইষ্ট, যা—যাত, রুজ্—রুগ্ন, রম্—রত, রুষ্—রুষ্ট, লুভ্—লুব্ধ, শী—শায়িত, শ্রু—শ্রুত, শুষ্—শুষ্ক, স্বপ্—সুপ্ত, হন্—হত, হা—হীন, হি—হিত, আ-শ্বস্+ক্ত—আশ্বাসিত বা আশ্বস্ত, বি-জ্ঞাপি+ক্ত=বিজ্ঞাপিত, প্র-শন্স্+ক্ত=প্রশংসিত বা প্রশস্ত, আ-কৃ+ক্ত=আকীর্ণ, উৎ—তৃ+ক্ত=উত্তীর্ণ, প্র-বস্+ক্ত=প্রোষিত, প্রতি-স্থা+ক্ত=প্রতিষ্ঠিত, আ-হ্বে+ক্ত=আহূত, উৎ-যম্+ক্ত=উদ্যত,

উৎ-নম্‌+ক্ত=উন্নত, আ-যা+ক্ত=আয়াত, বি-পদ্‌+ক্ত=বিপন্ন, আ-সদ্‌+ক্ত=আসন্ন, আ-সনজ+ক্ত=আসক্ত, বি-স্তৃ+ক্ত=বিস্তীর্ণ, নি-যম্‌+ক্ত=নিয়ত, আ-ক্রম্‌+ক্ত=আক্রান্ত, পরি-মা+ক্ত=পরিমিত, পরি-অব-সো+ক্ত=পর্যবসিত, নির—বাসি+ক্ত=নির্বাসিত।

২। **টক্‌, ক্বিপ্‌—টকের—ট, ক্‌ ইৎ, অ। ক্বিপের সমস্ত ইৎ।** তুল্যার্থে ইহাদের প্রয়োগ। তাহার ন্যায় দেখা যায় যাহাকে—তদ্‌-দৃশ+টক্‌=তাদৃশ, তদ-দৃশ্‌+ক্বিপ্‌=তাদৃক্‌; সমান-দৃশ্‌+টক্‌=সদৃশ। এইরূপ,—যাদৃশ, এতাদৃশ, মাদৃশ, ঈদৃশ।

৩। **ক্যপ্‌—ক্‌ প ইৎ, য।** দেখা যায় যাহা—দৃশ্‌+ক্যপ্‌=দৃশ্য, ভরণ করা যায় যাহাকে—ভৃ+ক্যপ্‌=ভৃত্য বা ভার্যা+(স্ত্রী—আ নিপাতনে), শাসন করা যায় যাহাকে—শাস্‌+ক্যপ্‌=শিষ্য, জানা যায় যদ্দারা—বিদ্‌+ক্যপ্‌=বিদ্যা (স্ত্রী—া), শয়ন করা হয় যাহাতে—শী—ক্যপ্‌=শয্যা (স্ত্রী—া), এইরূপ—হন্‌—হত্যা (স্ত্রী—া), কৃ—কৃত্য, চর্‌—চর্যা (স্ত্রী—া), নৃত্‌—নৃত্য, সরে যে—সৃ+ক্যপ্‌—সূর্য (নিপাতনে)।

৪। **ঘঞ্‌—ঘ্‌, ঞ্‌ ইৎ, অ।** কর্তৃভিন্ন সকল বাচ্যে এই প্রত্যয় হয়। পদ্‌+ঘঞ্‌=পাদ, নি-বস্‌+ঘঞ্‌=নিবাস, ভূ—ভাব, শুচ্‌—শোক, নশ্‌—নাশ, বি-অব-সো—ব্যবসায়, প্র-হৃ—প্রহার, প্র-মদ্‌—প্রমাদ, উন্মাদ; বি-সদ্‌—বিষাদ, অব-সদ্‌—অবসাদ, তপ—তাপ, অদ—ঘাস, ভূ—ভাব, দা—দায়, উপ-অধি-ই+ঘঞ্‌=উপাধ্যায় (lecturer), রুজ্‌—রোগ, প্র-সদ্‌+ঘঞ্‌=প্রসাদ বা প্রাসাদ, প্র-কৃ+ঘঞ্‌=প্রকার বা প্রাকার।

৫। **অল্‌—ল্‌ ইৎ, অ।** কর্তৃভিন্ন সমুদয় বাচ্যে ইহার প্রয়োগ। ভী+অল্‌=ভয়, হৃষ্‌+অল্‌=হর্ষ, লী—লয়, ক্রী—ক্রয়, জি—জয়, স্তু—স্তব, ভূ—ভব, আ-দৃ—আদর, খিদ্‌—খেদ, ক্রুধ্‌—ক্রোধ, ক্ষিপ্‌—ক্ষেপ্‌, স্নিহ্‌—স্নেহ, লুভ্‌—লোভ, অর্থি—অর্থ, বিদ্‌—বেদ, দিহ্‌—দেহ, হন্‌—বধ, দম্ভি—দম্ভ, পরি-ছাদি—পরিচ্ছদ, আ-গম্‌—আগম, আ-দৃশ্‌—আদর্শ, ভিদ্‌—ভেদ, অনু-ভূ+অল্‌—অনুভব, সং-ক্লৃপ্‌+অল্‌=সংকল্প।

৬। **অনট্—ট ইৎ, অন।** কর্তৃভিন্ন সকল বাচ্যে প্রয়োগ। গ্রহ্—গ্রহণ, মিল্—মেলন, শী—শয়ন, কৃ—করণ, স্মৃ—স্মরণ, মসজ্—মজ্জন, চল্—চলন, চালি—চালন, দৃশ্—দর্শন, পা—পান, গৈ—গান, লক্ষ্—লক্ষণ, নি-দা—নিদান, মা—মান, দন্শ—দশন, উপ-ধা—উপাধান, উদ্-যা—উত্থান, আস্—আসন, শ্রু—শ্রবণ, পত্—পতন, লিখ্—লিখন বা লেখন, জ্ঞাপি—জ্ঞাপন, স্থা—স্থান, সম্-পাদি—সম্পাদন, অনু-স্থা—অনুষ্ঠান (function, ceremony), প্রতি-স্থা—প্রতিষ্ঠান (institution, organisation), সম্-গঠ্—সংগঠন—(organising work)।

৭। **ক্তি—ক্ ইৎ, তি।** কর্তৃভিন্ন সকল বাচ্যে প্রয়োগ। কৃ+ক্তি=কৃতি, মন্—মতি, বুধ্—বুদ্ধি, সৃজ্—সৃষ্টি, দৃশ্—দৃষ্টি, কৃৎ—কীর্তি, ভ্রম্—ভ্রান্তি, মূর্ছ—মূর্তি, গৈ—গীতি, গ্লৈ—গ্লানি, বহ—বহ্নি, হা—হানি, শ্রম্—শ্রান্তি, উপ-স্থা+ক্তি=উপস্থিতি, সম্—কৃ+ক্তি=সংস্কৃতি (culture), প্র—গম্+ক্তি=প্রগতি (progress), বি-জ্ঞাপি+ক্তি=বিজ্ঞপ্তি (notice)।

৮। **ন।** স্বপ্+ন=স্বপ্ন, প্রচ্ছ্+ন=প্রশ্ন, যজ্+ন=যজ্ঞ, যত্+ন=যত্ন, যাচ্+না=যাচ্ঞা (স্ত্রী-া)।

৯। **অন।** ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অন হয় ও স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। ভাবি+অন=ভাবনা (স্ত্রী-া), বেদি—অন=বেদনা (স্ত্রী-া), মন্ত্রি+অন=মন্ত্রণা (স্ত্রী-া), রচি+অন=রচনা (স্ত্রী-া), প্র-অর্থি+অন=প্রার্থনা (স্ত্রী-া), বন্দি+অন=বন্দনা (স্ত্রী-া)।

১০। **ত্র।** করণবাচ্যে ত্র হয়। নেওয়া যায় ইহা দ্বারা (প্রতিবিম্ব) নী+ত্র=নেত্র, অস্+ত্র=অস্ত্র, শস্ (বধ করা)+ত্র=শস্ত্র, শাস্ (শাসন করা)+ত্র=শাস্ত্র, স্তু+ত্র=স্তোত্র, বস্+ত্র=বস্ত্র, পা+ত্র=পাত্র।

১১। **বিবিধ।** (১) বি-ধা+কি=বিধি, বারি-ধা+কি=বারিধি (২) খন্+ইত্র=খনিত্র, চর+ইত্র=চরিত্র, পূ+ইত্র=পবিত্র। (৩) বচ স্যমান=বক্ষ্যমান। (৪) সেব্+অ=সেবা (-া), চিন্তি+অ=চিন্তা (-া)।

ক্রীড়্+অ=ক্রীড়া (-া), শ্রৎ-ধা+অ=শ্রদ্ধা, সম্-জ্ঞা+অ=সংজ্ঞা (-া), প্র-জ্ঞা+অ=প্রজ্ঞা (-া), জিজ্ঞাস্+অ=জিজ্ঞাসা (-া), পিপাস্+অ=পিপাসা (-া)।

(৫) মন্+অস্=মনঃ। (৬) কৃ+ম=কর্ম। (৭) ধৃ+মন্=ধর্ম। ছদ্ (ণিচ)+মন্=ছদ্ম।

সনন্ত ধাতু (Desideratives)

৩২৩। ইচ্ছার্থে কতকগুলি ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। সন্ হইলে ধাতুর দ্বিত্ব হয় এবং সনের স থাকে। বাংলায় কেবল সনন্ত-ধাতুর দ্বারা গঠিত শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু সনন্ত ধাতুর প্রয়োগ নাই।

মূলধাতু		সনন্ত ধাতু	কৃৎ	সিদ্ধপদ	অর্থ
√ কিৎ	+সন্=	√ চিকিৎস্	+অ =	চিকিৎসা	= আরোগ্য করিবার ইচ্ছা।
কৃ	,,	চিকীর্ষ্	,,	চিকীর্ষা	করিবার ইচ্ছা
জি	,,	জিগীষ্	,,	জিগীষা	জয় করিবার ইচ্ছা
জ্ঞা	,,	জিজ্ঞাস্	,,	জিজ্ঞাসা	জানিবার ইচ্ছা
তিজ্	,,	তিতিক্ষ্	,,	তিতিক্ষা	ক্ষমার ইচ্ছা
দৃশ্	,,	দিদৃশ্	,,	দিদৃক্ষা	দর্শনের ইচ্ছা
পা	,,	পিপাস্	,,	পিপাসা	পান করিবার ইচ্ছা
ভুজ্	,,	বুভুক্ষ্	অ	বুভুক্ষা	ভোজনের ইচ্ছা
মান্	,,	মীমাংস্	অ	মীমাংসা	নিষ্পত্তির ইচ্ছা
মৃ	,,	মুমূর্ষ্	উ	মুমূর্ষু	মরিতে ইচ্ছুক
মুচ্	,,	মুমুক্ষ্	উ	মুমুক্ষু	মুক্তির ইচ্ছুক
লভ্	,,	লিপ্স্	উ	লিপ্সা	লাভের ইচ্ছুক
শ্রু	,,	শুশ্রূষ্	অ	শুশ্রূষা	শুনিবার বা পরিচর্যার ইচ্ছা
হন্	,,	জিঘাংস্	অ	জিঘাংসা	হননের ইচ্ছা
অনু-সম্-ধা	,,	অনুসন্ধিৎস্	,,	অনুসন্ধিৎসা	অনুসন্ধানের ইচ্ছা

যঙন্ত ধাতু (Frequentatives)

৩২৪। (১) পুনঃ পুনঃ বা অতিশয় অর্থে কতকগুলি ধাতুর উত্তর যঙ্ হয়; ঙ ইৎ, য থাকে। যঙন্ত ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় যোগে যে সকল শব্দ গঠিত হয়, বাংলাতে কেবল তাহাই প্রচলিত আছে।

মূলধাতু	সনন্তধাতু	কৃৎ	সিদ্ধপদ	অর্থ
জ্বল্—যঙ্=জাজ্বল্য		শান	জাজ্বল্যমান	অতিশয় উজ্জ্বল
দীপ্	,, দেদীপ্য	,,	দেদীপ্যমান	অতিশয় দীপ্ত
দুল্	,, দোদুল্য	,,	দোদুল্যমান	পুনঃ পুনঃ যাহা দুলিতেছে
রুদ্	,, রোরুদ্য	,,	রোরুদ্যমান	অতিশয় রোদনশীল

(২) কোন কোন ধাতুর উত্তর যঙ্ প্রত্যয়ের লোপ হইলে উহাকে যঙ্লুগন্ত ধাতু বলে। যথা—গম্—জঙ্গম+অন=জঙ্গম, যা—যাযায়+বর=যাযাবর, গল্—জঙ্গল+অ=জঙ্গল, চল্—চঞ্চল্+অন্=চঞ্চল, লস্—লালস্+অ=লালসা, লুভ্—লোলুপ+অন্=লোলুপ।

(৩) কতকগুলি বাংলা ধাতুর উত্তর পৌনঃপুন্য, ব্যতীহার ও ব্যাপ্তি প্রভৃতি অর্থে যঙ্ প্রত্যয় হয়। যঙ্ প্রত্যয়ের লোপ হয়, ধাতুটির দ্বিত্ব হয়, এবং উহার পূর্বভাগে আ এবং শেষভাগে ই আগম হয়। যথা,—

পৌনঃপুন্য অর্থে—গড়্—গড়াগড়ি; চল্—চলাচলি; দৌড়্—দৌড়াদৌড়ি। এইরূপ—তাড়াতাড়ি; পারাপারি; হাঁকাহাঁকি; বাঁধাবাঁধি।

বল্—বলাবলি; মার্—মারামারি; চ—চাওয়া-চাওয়ি। ব্যাপ্তি অর্থে—ছড়্—ছড়াছড়ি; এইরূপ,—মাখামাখি; পীড়াপীড়ি।

নামধাতু (Denominatives)

৩২৫। (১) শব্দের উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া, উহাকে ধাতুতে পরিণত করে। তাহাই নামধাতু। যথা—দণ্ড+ঙ্য=দণ্ডায়+শান=দণ্ডায়মান, শব্দ+ঙ্য=শব্দায়+শান=শব্দায়মান, লালা+ঙ্য=লালায়+ক্ত=লালায়িত, ধূম+ঙ্য=ধূমায়+ক্ত=ধূমায়িত।

(২) কতকগুলি শব্দের উত্তর কা প্রত্যয় যোগ করিয়া নামধাতু গঠিত হয়। ক্ ইৎ, আ থাকে।

বেত+কা=বেতা+ইল=বেতাইল। চড়+কা=চড়া+ইল=চড়াইল।
হাত+কা=হাতা+ইল=হাতাইল। জুত+কা=জুতা+ইল=জুতাইল।

(৩) কতকগুলি অনুকার অব্যয়ের উত্তরও কা প্রত্যয় যোগ করিয়া নামধাতু প্রস্তুত হয়। যথা,—মড়মড়+কা=মড়মড়া+ইতেছে=মড়মড়াইতেছে। কট্‌মট্+কা=কট্‌মটা+ইয়া=কট্‌মটাইয়া।

এইরূপ—হন্‌হনিয়ে মস্‌মসিয়ে (বুট পায়ে) কন্‌কনাইতেছে, হুড়্‌মুড়িয়ে, মচ্‌মচিয়ে, ঝন্‌ঝনিয়ে, কল্‌কলিয়ে, গল্‌গলিয়ে।

(৪) কতকগুলি শব্দের উত্তর ক্ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নামধাতু গঠিত হয়। ক্ সর্বদাই লোপ পায়। যথা,—ফল+ক্=ফল+ইয়াছে=ফলিয়াছে। ফুল+ক্=ফুল+ইয়াছে=ফুলিয়াছে। মুকুল+ক্=মুকুল+ইয়াছে=মুকুলিয়াছে>মুকুলিছে। প্রকাশ+ক্=প্রকাশ+ইয়াছে=প্রকাশিয়াছে>প্রকাশিছে। উদয়+ক্=ইল=উদিল। বাহির+ক্=বাহির+ইল=বাহিরিল।

এগুলি অধিকাংশই কবিতায় ব্যবহৃত হয় এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যেই ইহাদের প্রাচুর্য। এইরূপ—মুঞ্জরিল, কুহরিল, গুঞ্জরে, বধিল, বিলাপিলা, নিঃশঙ্কিলা আদেশিলা, আদরিল, প্রবেশিলা, গর্জিলা।

অনুশীলন

১। কৃৎ প্রত্যয় কাহাকে বলে? কৃৎ-প্রত্যয়ের মধ্যে কোন্‌গুলি: বিশেষ্যকারক এবং কোন্‌গুলি বিশেষণ-কারক, দৃষ্টান্তসহ বল।

২। ব্যুৎপত্তি লিখ:—হাড়, অদূরস্থ, নাচন, গুমন, শোনা, নিরন্তা, নেতা, ঘাতক, ব্যবসায়, অহঙ্কার, দিবাকর, অসূর্যম্পশ্যা, উদ্ভিদ, মধুসূদন, আহূত, ধৌত, হত্যা, বিদ্যা, চরিত্র, মুমূর্ষু, যাযাবর, বাঁধাবাঁধি, ধূমায়িত।

৩। বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয়রূপেই বাক্যে ব্যবহার কর:—

চলতি, বাড়্‌তি, ধরা, দেখা, শোনা, পোড়া, ভবিষ্যৎ, কর্তব্য, দৃশ্য, মুমুক্ষু।

৪। নিম্নলিখিত ধাতুগুলি হইতে যে কয়েকটি সম্ভব বিশেষ্য পদ গঠন কর :—

ঘির, নিড়্, খাট্, নাচ্, মুড়্, নৃত্, গ্লৈ, মৃ, সৃজ্, জি, শী, খ্যা, ত্যজ্, বেতা, কিলা।

৫। শুদ্ধ কর, এবং অশুদ্ধির কারণ বল :—ব্যবসা, সৃজন, (সৃজ+অনট্=সর্জন) জাগ্রত, গৃহীতা, প্রহরিত, ঋণগ্রস্থ, গ্রাহ্যযোগ্য, জাগরুক, পর্বটক, বিজ্ঞান, আয়ত্তাধীন, দোষণীয়।

৬। নিম্নলিখিত ধাতুগুলি হইতে যে কয়টি সম্ভব বিশেষণপদ গঠন কর :—

হৃ, উড়্, জীব্, হন্, গৈ, স্পৃশ্, কৃ, প্রচ্ছ, বচ্, লিখ্, ভাস্।

৭। ব্যুৎপত্তি বল এবং কি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হয় বল :—শুনানি, দেনা, ঝরনা, ছাউনী, যাচাই, বানাই, ছোড়ান, চালান, ডুবুরী, পোড়ো, মড়ক, নির্বাচক, সম্পাদক, দ্বিজ, বিজ্ঞাপন।

উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন

বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একই ধাতু কখনও অর্থান্তর সূচনা করে, কখনও বিপরীতার্থ সূচনা করে, কখনও বা ধাত্বর্থ মাত্র বিশেষ করিয়া প্রকাশ করে। যথা,—ভিন্নার্থ—যোগ, অনুযোগ; বিপরীতার্থ—যোগ, বিয়োগ, ধাত্বর্থ—যোগ, সংযোগ।

√কৃ আকার (মূর্তি) প্রকার (রকম), বিকার (বৈগুণ্য), উপকার (আনুকূল্য) অপকার (ক্ষতি), অধিকার (দল)।

√গম্ আগমন (আসা), নির্গমন (বহির্গম হওয়া), সঙ্গম (মিলন), অনুগমন (অনুসরণ) প্রত্যাগমন (ফিরিয়া আসা), উদ্‌গম (উঠা)।

√চর্ প্রচার (প্রকাশ) আচার (rites), বিচার (মীমাংসা) সঞ্চার (সংক্রম), অনুচর (follower), উপচার (উপকরণ)।

√জ্ঞা প্রজ্ঞা (স্থিরবুদ্ধি), সংজ্ঞা (চৈতন্য), অনুজ্ঞা (আদেশ), অবজ্ঞা (ঘৃণা), প্রতিজ্ঞা (promise), আজ্ঞা (আদেশ)।

√দিশ্ আদেশ (order), বিদেশ (প্রবাস), প্রদেশ (দেশের অংশ), সন্দেশ (news), নির্দেশ (direction), উদ্দেশ্য (লক্ষ্য)।

√ভূ প্রভাব (প্রতাপ), পরাভব (defeat), বিভব (সম্পদ্), অনুভব (বোধ), (পরাজয়), উদ্ভব (উৎপত্তি)।

√মা প্রমাণ (proof), সম্মান (respect), অপমান (insult), অনুমান (guess), নির্মাণ (make), অভিমান (pride), পরিমাণ (মাপ), উপমা (তুলনা), প্রতিমা (image)।

√বদ্ প্রবাদ (proverb), অপবাদ (নিন্দা), সংবাদ (news), অনুবাদ (translation), বিবাদ (কলহ), প্রতিবাদ (protest)।

√স্থা প্রস্থান (প্রয়াণ), সংস্থান (ব্যবস্থা), অবস্থা (দশা), অনুষ্ঠান (function), প্রতিষ্ঠান (institution)।

√হৃ আহার (খাওয়া), প্রহার (beating), বিহার (ক্রীড়া), সংহার (নাশ), পরিহার (ত্যাগ), উপহার (prize), অপহরণ (চুরি), ব্যবহার (use), উদ্ধার (rescue)।

অনুশীলন

১। উপসর্গ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া কি কি পরিবর্তন ঘটায় দৃষ্টান্ত সহ বল।

২। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির সহিত উপসর্গ যোগ করিয়া যতগুলি সম্ভব শব্দ গঠন কর, গঠিত শব্দগুলির অর্থ বল ও তদ্দ্বারা বাক্য রচনা কর।

গম্, যুজ্, কৃ, হৃ, বদ্, দিশ্, স্থা, চি, জ্ঞা, তপ্, দা, ধা, নী, লোপ্।

৩। নিম্নলিখিত উপসর্গযোগে যতগুলি সম্ভব শব্দ গঠন কর এবং উহাদের অর্থ বল :—প্র, পরা, সম্, অতি, সু, অব।

৪। নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মের মধ্যে সাদৃশ্য বা পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—

সংবাদ, বিসংবাদ ; অনুরোধ, উপরোধ ; দ্বেষ, বিদ্বেষ ; অনুগমন, প্রত্যাগমন ; প্রতিরোধ, বিরোধ ; অনুষ্ঠান, অধিষ্ঠান ; বিবাদ, প্রতিবাদ ; উৎপন্ন, উপপন্ন ; আদেশ, উপদেশ ; অপকার, উপকার ; আজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা ; উত্তাপ, সন্তাপ ; প্রদান, প্রতিদান ; সন্দেশ, নির্দেশ ; অবধান, অভিধান ; অপলাপ, বিলাপ ; বিবাহ, উদ্বাহ ; গ্রাম, সংগ্রাম।

৫। উপসর্গ যোগে ধাতুর বিপরীতার্থ সূচনা করে, এইরূপ কতকগুলি শব্দ গঠন কর এবং উহাদের অর্থ বল।

তদ্ধিত প্রত্যয়

৩২৬। শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয়যোগে নূতন শব্দ [illegible]ত হয়। এই প্রত্যয়গুলির নাম তদ্ধিত প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে [illegible]র নানারূপ পরিবর্তন হয়।

কৃৎ প্রত্যয়ের ন্যায় তদ্ধিত প্রত্যয়ও দ্বিবিধ—বাংলা ও সংস্কৃত।

বাংলা তদ্ধিত আবার তিন প্রকার, তদ্ভব, তৎসম ও বিদেশী।

৩২৭। **সংস্কৃত তদ্ধিতের সাধারণ নিয়ম**—(ক) ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। সুভগ, সুহৃদ্, পরলোক প্রভৃতি শব্দের উভয় পদের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়।

(খ) তদ্ধিতের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে শব্দের অন্ত্য অবর্ণ ও ইবর্ণের লোপ হয় এবং অন্ত্য উবর্ণের গুণ হয়।

(গ) ঋ, ও, ঔ-কারের পরবর্তী য স্বরের কার্য করে।

৩২৮। বাংলা তদ্ধিত : তদ্ভব

অ—অনুকার শব্দের উত্তর কদাচিৎ অ যোগে বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যথা,—কট-মট্+অ=কটমট ('কটমট' ভাষা, চাহনী); টল্‌মল্+অ=টলমল; নড়্‌বড়্+অ=নড়্‌বড়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইগুলি ইয়া>এ প্রত্যয়ান্ত হয়। টনটন্+ইয়া=টনটনিয়া>টনটনে; টলমলে, কটমটে, জলজলে ইত্যাদি।

১। **আ**। বিভিন্ন অর্থে শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় (<সং আক) হয়।

(ক) আছে এই অর্থে: তেল আছে ইহাতে—তেল+আ=তেলা; গোদ আছে যার—গোদ+আ=গোদা; লবণ আছে যাহাতে—লুন+আ=লোনা; রঙ্গ আছে যাহাতে—রঙ্গ+আ=রাঙ্গা, রাঙা; চাল আছে যার—চাল+আ=চালা [চালা ঘর, দোচালা; চৌচালাঘর]; জল আছে যেখানে—জল+আ =জলা; রোগ আছে যার—রোগ+আ=রোগা; ঠিক+আ=ঠিকা; চাষ করে যে—চাষ+আ=চাষা; ধোব দেয় যে—ধোব+আ=ধোবা।

(খ) সদৃশ অর্থে: বাঘের সদৃশ—বাঘ+আ=বাঘা (tiger-like ferocious, strong) [বাঘা কুকুর, বাঘা তেঁতুল=অত্যন্ত টক্]; হাতের সদৃশ—হাত+আ=হাতা (handle); কদম ফুলের সদৃশ—কদম+আ= কদমা; চাঁদের সদৃশ গোল—চাঁদ+আ=চাঁদা [চাঁদা মাছ—গোলাকৃতি মাছবিশেষ]; ঠ্যাঙের ন্যায়—ঠ্যাঙা; ভেক+আ=ভেকা।

(গ) স্বার্থে: পাত—পাতা; গোয়াল—গোয়ালা; চোর—চোরা; থাল —থালা, এক—একা, লেজ—লেজা, ঘোড়—ঘোড়া, গোয়াল—গোয়ালা।

(ঘ) উৎপন্ন বা আগত অর্থে: পশ্চিম হইতে আগত বা উৎপন্ন—পশ্চিমা; দক্ষিণ—দক্ষিণা; মহিষ হইতে উৎপন্ন—ভয়সা [মহিষ > ভয়ষ]; চীনে উৎপন্ন বা চীন হইতে আগত—চীনা।

(ঙ) সম্বন্ধ অর্থে: ভাত সম্বন্ধীয়—ভাত+আ=ভাতা (allowance)।

(চ) অবজ্ঞায় (কদাচিৎ অত্যাদরে): রাম+আ=রামা; কেষ্ট+আ= কেষ্টা; চাঁদ+আ=চাঁদা ['আয় আয় চাঁদা মামা টিপ দিয়ে যা' (অত্যাদরে) —ছড়া]; বামন+আ=বাম্না।

২। **আই**। ভাব, কর্ম, সম্বন্ধীয় অর্থে শব্দের উত্তর আই [<সং আপিকা] প্রত্যয় হয়। যথা—চোর+আই=চোরাই (theft > stolen property চোরাই মাল); বামন+আই=বামনাই (the pride of a Brahmin); মিঠ+আই=মিঠাই (sweets); পালট+আই=পালটাই (exchange);

বড়+আই=বড়াই (boasting), পুষ্ট+আই=পোষ্টাই (nourishing) সাফ (পা)+আই=সাফাই।

৩। **আই**। অত্যাদরে ব্যক্তিগত নামবাচক শব্দের উত্তর আই [<সং আকিক, অকিক] প্রত্যয় হয়। যথা—কান+আই=কানাই [কান<কনৃহ<কৃষ্ণ] রাম+আই=রামাই। বলাই [<বলরাম], জগাই [<জগৎ], মাধাই [মাধব]।

৪। **আইত, আত**। বিভিন্ন অর্থে শব্দের উত্তর আইত, আত [<সং আপ+অন্ত] প্রত্যয় হয়। যথা—সঙ্গ+আত=সাঙ্গাৎ, সাঙাৎ, সেবা+আইত =সেবাইত ; রাম+আইত=রামাইত ; পোয়া (পুত্র)+আত=পোয়াতী [স্ত্রী—ঈ]।

৫। **আট, আটি (আটী)**। শব্দের উত্তর আট ও আটি [<সং কাষ্ঠ, কাষ্ঠিকা] প্রত্যয় হয়। যথা—পাঁক+আটি=পাঁকাটি [<পঙ্ক-কাষ্ঠিকা] গাবর+আট=গাবরাট (lintel) [<গর্ভাগার-কাষ্ঠ]।

৬। **আন>আনো**। ক্রিয়া বুঝাইতে শব্দের উত্তর আন>আনো প্রত্যয় হয়। যথা—জুতা+আন, আনো=জুতান, জুতানো [>জুতোনো, জুতুনো], যোগ+আন=যোগান, লাথ (লাথি)+আনো=লাথানো, হাত+আনো=হাতানো, পেঁচানো, কম (পাং)+আন=কমান ; জম (পাং)+আন—জমান।

৭। **আম, আমি** (আম্, ম, আমী, ওমি, উমি, মি)। ভাব, বৈশিষ্ট্য বা ব্যবসায় অর্থে শব্দের উত্তর **আম, আমি** (এবং উহার অন্যান্য বিভিন্ন রূপ) [সং কর্ম>কাম>আম] প্রত্যয় হয়। যথা—ঠক+আম= ঠকাম (cheating), পাকা +আম, আমি=পাকাম, পাকামি ; জেঠাম, জেঠামি ; নেকা+ম, মি—নেকাম, নেকামি (Playing a fool), ছেলেমি, বুড়ামি, ঠকামি ; বাঁদর+আমি=বাঁদরামি (trickishness) ; ফচকেমি, পাজিয়ামি>পেজোমি] পাজি>পাজুয়া+আমি—(viciousness)] ; গোঁয়ার

+আমি, উমি=গোঁয়ারতামি, গোঁয়ারতুমি [সং গ্রাম+কার>গোঁয়ার+ত (আগম)], ছোটলোকমি; ঘর+আমী=ঘরামী (a house-builder)।

৮। **আর, আরি (আরী, অরি, ইরি, উরি)**। জীবিকা বা কার্য অর্থে শব্দের উত্তর আর, আরি (ও উহার অন্যান্য রূপ) [সং-কার,-কারিন] প্রত্যয় হয়। কাঁস+আরি=কাঁসারি [কাংস্যকার]; চাম+আর=চামার; শাখ+আরী=শাঁখারী; ভিখ+আরি, ইরি=ভিখারী, ভিখিরি; জুয়া+আরী =জুয়ারী (দ্যূতকারিক); প্রিয়+আরী=পিয়ারী [<প্রিয়কারিকা—beloved]।

৯। **আর, আরী (আরি)**। সদৃশ অর্থ বুঝাইতে শব্দের উত্তর আর, আরী (আরি) সং আকার] প্রত্যয় হয়। যথা—ঝী+আরী=ঝীয়ারী (daughter) [ঝী<দুহিতা], মাঝ+আর, আরি=মাঝার (middle), মাঝারি (middle-sized)।

১০। **আর, আরী, (আরি)**। বিভিন্ন অর্থে শব্দের উত্তর আর, আরী (আরি) [<স আগার, আগারিন, আগারিক, আগারিকা] প্রত্যয় হয়। যথা—ভাঁড়া+আর, আরী=ভাঁড়ার, ভাঁড়ারী; কাণ্ড+আরী=কাণ্ডারী।

১১। **আরু**। দিশ্+আরু=দিশারু (pilot), বাগ্ (বাক্)=আরু =বাগারু (talkative fellow); বোমা+আরু=বোমারু (-বিমান, (bomber)। এইরূপ—ডুবারু ('ডুবারী'ও অবশ্য হয়)।

১২। **আল্, আলী** (১)। অস্ত্যর্থে বা অধিবাসী অর্থে শব্দের উত্তর আল্, আল [সং আল] প্রত্যয় হয়। যথা—বঙ্গ+আল=বাঙ্গাল; ধার+আল=ধারাল, দুধ+আল=দুধাল; আড়+আল=আড়াল; তেজ+আল=তেজাল; পেঁচ+আল=পেঁচাল; ভাটি+আল=ভাটিয়াল (belonging to the down country>a folk melody); বাচ+আল=বাচাল, দাঁত+আল=দাঁতাল; শাঁস+আল=শাঁসাল; জাঁক+আল=জাঁকাল; জমক+আল=জমকাল; ঝাঁঝ+আল=ঝাঁঝাল।

১৩। **আলী** (**আলি**)। ভাব, স্বভাব অর্থে শব্দের উত্তর আলী বা আলি (উলি) হয়। ইহা পূর্ব প্রত্যয়ের প্রসারণ (extension) মাত্র যথা—নগর+আলি=নগরালি (city manners); নাগর+আলি=নাগরালি (gallantry, refined ways); ঠাকুর+আলি=ঠাকুরালি; চতুর+আলি =চতুরালি (smartness); মেয়ে+আলি=মেয়েলি (belonging to a woman), রূপালি, রূপোলি; সোনালি; নিদ্রালি (sleepiness); সুতালি (thin as a thread); গৃহস্থালি; আধ+উলি=আধুলি।

১৪। **আল** (২)। সম্বন্ধ, বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে শব্দের উত্তর আল [সং পাল] প্রত্যয় হয়। যথা—রাখ+আল=রাখাল [<রক্ষাপাল]। কাশী+আল=কাশীয়াল>কেশেল [কাশীবাসী দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ], কোট+আল=কোটাল (head of the police, holder of a fort, কোট্টপাল)। ঘাটি+আল=ঘাটিয়াল (holder of a pass or passage); ঘাট+আল= ঘাটাল, ঘাটোয়াল (man-in-charge of a gate); কুঠি+আল=কুঠিয়াল (belonging to an office, a clerk); ঘড়ি+আল=ঘড়িয়াল; লাঠি+আল=লাঠিয়াল।

(ক) উক্ত প্রত্যয়ের প্রসারণ **আলা** প্রত্যয় যোগে :—

গো+আলা=গোয়ালা, গয়লা; বাড়ি+আলা=বাড়িয়ালা; কাপড়+আলা=কাপড়আলা; পাহারা+আলা=পাহারালা।

(খ) আলি, আলী প্রত্যয় যোগে (স্ত্রী ও পুং) :—

গয়া+আলী=গয়ালী (a Brahmin from Gaya); বাড়ী+আলী= বাড়ীয়ালী (land-lady); রাখা+আলি=রাখালি (the work of a herdsman)।

(গ) ইদানীং হিন্দী 'ওয়ালা' প্রত্যয় বাংলা 'আলা'কে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বাড়ি+ওয়ালা=বাড়িওয়ালা>বাড়িওলা। গাড়ি+ওয়ালা=গাড়িওয়ালা। পাহারা+ওয়ালা=পাহারাওয়ালা। বাড়ি+ওয়ালী=বাড়িওয়ালী, বাড়িউলী।

১৫। **ই<ঈ** (১)। বিভিন্ন অর্থে শব্দের উত্তর ই<ঈ [সং ইন্, ঈয়, ইক] প্রত্যয় হয়।

অস্ত্যর্থে [ই বা ঈ<ইন্]: ভার+ঈ=ভারী (heavy); রাগ+ঈ=রাগী; দাম+ঈ=দামী; ঢাক+ঈ=ঢাকী; দাগ+ঈ=দাগী; তেজ+ঈ=তেজী; বেগুন+ঈ=বেগুনী; গোলাপ+ঈ=গোলাপী; হিসাব+ঈ=হিসাবী; মরম+ঈ=মরমী; দরদ [পা· দরদ]+ঈ=দরদী। আলাপ=ঈ=আলাপী; কাজ+ঈ=কাজী; বয়স+ই=বয়সি; এইরূপ—ভাণ্ডারী; সেতারী; এস্রাজী; ধ্রুপদী।

আগত বা উৎপন্ন অর্থে [ই বা ঈ> ঈয়]। দেশ+ঈ, ই=দেশী>দিশি; [সং দেশীয়] রাঢ়+ঈ=রাঢ়ী; কটক+ঈ=কটকী; বেনারস+ঈ=বেনারসী; বৃন্দাবন+ঈ=বৃন্দাবনী; ঢাকা+ই=ঢাকাই; কল্‌কাতা+ই=কল্‌কাতাই; মারহাট্টা+ই=মারহাট্টি, মারাঠি; গুজরাট+ঈ=গুজরাটী, জাহাজ+ঈ=জাহাজী; নির্মিত অর্থে—রেশমী, সূতী, পশমী। সম্বন্ধীয় অর্থে—একই, দশই; পাঁচই।

সম্পর্কিত (সাধারণতঃ বৃত্তিবিশেষ) অর্থে: [ই, ঈ<সং ইক]

হাড়ি (হড্ডিক); গাড়রী (snake-charmer), বেহাই (<বৈবাহিক); শুঁড়ী (<শুণ্ডিক, শৌণ্ডিক); বারুই (বারু+ই)[grower of betel-vine]; কৃষিজীব+ই, ঈ—কৃষিজীবি, বী [সং কৃষিজীবিক]।

১৬। **ই<ঈ** (২)। ক্ষুদ্র অর্থে এবং স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃতের ইকার প্রত্যয় হইতে বাংলায় একটি **ঈ** বা **ই** প্রত্যয় আসিয়াছে। উহাই বাংলার স্ত্রীলিঙ্গে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রার্থ প্রায় লোপ পাইয়াছে। যথা,—বুড়া—বুড়ী (<বৃদ্ধিকা=বৃদ্ধা)। ছুরি<ছুরিকা (ক্ষুদ্র ছুরি)।

অধুনা ভাবার্থে এই প্রত্যয়ের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। সম্বন্ধ বা ভাববাচক ফরাসী **ঈ** প্রত্যয়ও ইহার দলপুষ্ট করিয়াছে। যথা,—পণ্ডিতের ভাব, কার্য, বৃত্তি বা পদ—পণ্ডিত+ই=পণ্ডিতি, মাস্টারি; ওকালতি [উকিল+অত

(ফা°)+ই] ; জাঁজিয়তি (জজ+অত (ফা°)+ই ; দেওয়ানি ; কবিরাজী ; চাকরি ; মজুরি ; বাহাদুরি ; শয়তানি ; মোড়লি ; পালোয়ানি ; জমিদারি ; বেয়াদবি ; মুসলমানি ; বদলি (বদলে দত্ত), রাখি ('রাখি' কারবার), বাঁধি ('বাঁধি' চাউল), উপর+ই=উপরি (অতিরিক্ত প্রাপ্য), খোদা+ই= খোদাই ['খোদাই' ষাঁড়=খোদার উদ্দেশ্যে মুক্তবন্ধন যথেচ্ছচারী ষাঁড়]।

১৭। **ই** (৩)। কয়েকটি শব্দের উত্তর অন্য অর্থেও ই প্রত্যয় (স° ই) হয়। যথা,—হাস+ই=হাসি ; এইরূপ, সারি ; গালি ; শালি ; পাঁড়ি।

১৮। **ইয়া>এ**। যে করে বা যাহার আছে তাহাকে বুঝাইতে এবং সম্বন্ধীয়, উৎপন্ন, আগত, ব্যবসায়ী ইত্যাদি অর্থ বুঝাইতে শব্দের উত্তর ইয়া>এ (স° ইক+আ) প্রত্যয় হয়। যথা,—পাড়াগাঁ+ইয়া=পাড়াগাঁইয়া>পাড়াগেঁয়ে। মাটি+ইয়া=মাটিয়া>মেটে ; হলুদ+ইয়া=হলুদিয়া, হলদিয়া>হল্‌দে ; কাল+ইয়া=কালিয়া>কেলে ; উত্তর+ইয়া=উত্তরিয়া>উত্ত্‌রে ; আভাগ+ ইয়া=আভাগিয়া>আভাগে (luckless) ; কাঁদন+ইয়া=কাঁদনিয়া>কাঁদুনে ; ওড় (ওড়)+ইয়া=ওড়িয়া, উড়িয়া>উড়ে, জাগান+ইয়া=জাগানিয়া, জাগানে, কাপড়+ইয়া=কাপড়িয়া>কাপুড়ে, দেমাক্+ইয়া=দেমাকিয়া> দেমাকে, শহর+ইয়া=শহরিয়া>শহুরে, জাল+ইয়া=জালিয়া>জেলে, হাভাত +ইয়া=হাভাতিয়া>হাভাতে, পাথর+ইয়া=পাথুরিয়া>পাথরে, পাথুরে ; খসখস (স্পর্শ যার)+খসখসিয়া=খসখসে, চট্‌পটে ; হাতড়ান যার অভ্যাস= হাতুড়িয়া>হাতুড়ে (quack), দেউল+ইয়া=দেউলিয়া>দেউলে (insolvent, >স° দেবকুলিকা) বালি+ইয়া=বালিয়া>বেলে (বালি প্রধান), দাঁড়ি+ইয়া= দাঁড়িয়া>দেঁড়ে (দাঁড়িযুক্ত), গোবর+ইয়া=গোবরিয়া>গুব্‌রে ('গুব্‌রে' পোকা), স্যাঁৎস্যাঁত+ইয়া=স্যাঁতস্যাঁতিয়া>স্যাঁৎস্তেঁতে, মোট+ইয়া=মুটিয়া> মুটে (মোট বহে যে)।

১৯। **উ**। ন্যূনার্থে এবং স্নেহাতিশয্যে শব্দের উত্তর উ (<স°উ+ক) প্রত্যয় হয়। সাধারণতঃ ব্যক্তিগত নামের উত্তর ইহার প্রয়োগ হয়। যথা—

খোকা+উ=খুকু, রাম+উ=রামু, কান (কৃষ্ণ)+উ=কানু, রাধা+উ=রাধু (রাধানাথ, রাধিকা ইত্যাদি), পাঁচু (পাঁচকড়ি, পঞ্চানন), বড়ু (<বটুক), বুড়ী+উ=বুড়ু, রাণী+উ=রাণু, নীচ+উ=নীচু, উচ্চ+উ=উঁচু, দুষ্ট+উ=দুষ্টু, ঢাল+উ=ঢালু (ঢালবিশিষ্ট), আগু, পিছু।

২০। **উয়া>ও**। সম্বন্ধীয় অথবা তাচ্ছিল্য ইত্যাদি অর্থে শব্দের উত্তর উয়া>ও [সং উক+আ] প্রত্যয় হয়। যথা, জল+উয়া—জলুয়া, জ'লো; মাছ+উয়া=মাছুয়া>মেছো; ধান+উয়া=ধানুয়া>ধেনো; কাঠ+উয়া=কাঠুয়া>কেঠো; টাক+উয়া=টাকুয়া>টেকো (bald-plate); কাল+উয়া=কালুয়া>কেলো; যদু+উয়া=যদুয়া>যদো; পড়া+উয়া=পড়ুয়া>পড়ো, পোড়ো; ঘর+উয়া=ঘরুয়া, ঘরোয়া>ঘোরো (domestic); বন+উয়া=বনুয়া>বুনো; ঘা+উয়া=ঘাউয়া>ঘেয়ো ['ঘেয়ো' কুকুর]; খাক্+উয়া খাকুয়া>খেকো, পট+উয়া=পটুয়া, পটো; খেলা+উয়া=খেলুয়া>খেলো; পাট+উয়া=পাটুয়া।

২১। **ক>কা, কী, কিয়া**। বিভিন্ন অর্থে শব্দের উত্তর ক (এবং উহার বিভিন্ন রূপ) [সং ক] প্রত্যয় হয় যথা,—ঢোল+ক=ঢোলক (a small drum); দম (ফা·)+কা=দমকা (a rush of wind) বড়+কা=বড়কা (eldest boy, son etc.), ছোট+কী=ছোটকী (youngest daughter, girl); মণ+কিয়া=মণকিয়া>মণকে, কড়া+কিয়া=কড়াকিয়া (কড়াসম্বন্ধীয়>শতসংখ্যা পর্যন্ত কড়ার তালিকা) গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া>বুড়কে, পণকিয়া>পণকে, শতকিয়া।

২২। **কার**। সময় এবং দিক্‌নির্ণয়ে অনেক নির্দেশাত্মক প্রত্যয়রূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ ইহা সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তিরই মূল রূপমাত্র এবং স্থান ও সময়বাচক কয়েকটি শব্দে এবং সর্বনামেই কেবল দৃষ্ট হয়। [<সং কার্য]। যথা—এখানকার, ওখানকার, সবাকার, সকলকার, মধ্যেকার, আগেকার, সেদিনকার, উপরকার, নিচেকার, বছরকার, আপনকার।

২৩। **কর**। সংখ্যাবাচক দুই ও তিন শব্দের উত্তর গুণ বুঝাইতে 'কর' <স° কর] প্রত্যয় হয়। যথা—দুই+কর=দোকর (two-fold), তিন+কর=তেকর (three-fold)।

২৪। **গোছ<গোছের**। কয়েকটি শব্দের উত্তর (বিশেষতঃ বিশেষণ) তৎসদৃশ বা তজ্জাতীয় অর্থে 'গোছ' (এবং উহার ষষ্ঠ্যন্ত পদ 'গোছের') প্রত্যয় [স° গুচ্ছ, Eng=like] হয়। যথা,—লম্বা+গোছ=লম্বাগোছ [লম্বাগোছের মানুষ=talish man] মাঝারি-গোছের,-গোছ, ছোঁড়া-গোছের,-গোছ, ভারী-গেছের,-গোছ, ভদ্রগোছের।

২৫। **চ, আচ**। কয়েকটি শব্দে 'সম্বন্ধীয়' ইত্যাদি অর্থে চ, আচ [<স° ত্য] প্রত্যয় হয়। যথা,—কানা+চ=কানাচ (belongs to the edge, edge), কোণ+আচ=কোণাচ, ঘাম+আচী (স্ত্রী—ী)=ঘামাচী।

২৬। **জা**। কৌলিক উপাধিবাচক শব্দের উত্তরে জা [<স° জাত] প্রত্যয় হয়। যথা,—ঘোষ+জা=ঘোষজা (ঘোষ-বংশীয়), বোস্+জা=বোসজা (বসু-বংশীয়), মিত্তির+জা=মিত্তিরজা (মিত্রবংশীয়)।

২৭। **ট**—(১) সাদৃশ্য, সম্বন্ধীয়, স্বার্থ, বৃত্তি বা স্বভাব প্রভৃতি অর্থে শব্দের উত্তর [<স° বর্ত বৃহৎ] প্রত্যয় হয়। যথা,—দাপ+ট=দাপট (power, high-handedness), সাপ+ট=সাপট্, ঝাপ+ট=ঝাপট, মাথা+ট=মাথট (capital levy), ধোঁয়া+ট=ধোঁয়াট (smoky), ঘোলা+ট=ঘোলাট, ভরা+ট=ভরাট (a filling-up), জমা (পা°)+ট=জমাট (frozen, compact), গুম (<গ্রীষ্ম)+ট=গুমট।

উক্ত ট প্রত্যয়ের বিভিন্ন প্রসারিত রূপ (extensions) নিম্নে প্রদত্ত হইল।

টা। চিম্+টা=চিম্‌টা,পাঁশু+টা=পাঁশুটা, কস্+টা=কসটা, খেম+টা খেমটা, নেঙ্, লেঙ (নগ্ন)+টা=নেঙ্‌টা, লেঙ্গটা, ঝাপ+টা=ঝাপটা।

টি, টী। ঘোপ+টি=ঘোপটি(lying in wait, to waylay), চিম্+টি =চিমটি, শুখ (<শুষ্ক)+টি>শুখটি>শুট্‌কী (dried fish)।

টা, টি। এগুলি নির্দেশার্থক প্রত্যয়। বড়, অসুন্দর বা অবজ্ঞা বুঝাইতে টা এবং ছোট, সুন্দর বা আদর বুঝাইতে টা, টি প্রত্যয় হয়। যথা—একটা, একটি, দুইটা > দুটো, দুইটি > দুটি, তিন > তিনটে, তিনটি, গাছটি, রামটা, দিদিটি, লক্ষ্মীটি, ভালটা, ভালটি।

টু, টুক, টুকু (> টা)। অল্পতা বুঝাইতে এক শব্দের পরে 'টু' হয় এবং এক ও অন্য শব্দের পর 'টুক', 'টুকু' হয়। যথা,—'একটু জল ; জলটুক, জলটুকু ; একটুক' একটুকু, বুদ্ধিটুকু।

টিয়া, টে। আঁষ + টিয়া = আঁষটিয়া > আঁষটে, ঘোলা + টিয়া = ঘোলাটিয়া > ঘোলাটে, ভাড়া + টিয়া = ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে, ধোঁয়া + টিয়া = ধোঁয়াটিয়া > ধোঁয়াটে। এইরূপ, তামাটে, ঝগ্গাটে, পাঁশুটে, রোগাটে, ঝগড়াটে, হিংসুটে (হিংসুক + টিয়া = হিংসুটিয়া > হিংসুটে), বখাটে, ক্ষ্যাপা + টে = ক্ষ্যাপাটে।

২৮। **ট—(২)** কয়েকটি শব্দে ট (<সং পট্ট) প্রত্যয় হয়। যথা—লিঙ্গ + ট (পট্ট) = লেঙ্গট, মলা + ট = মলাট (lit dust-board = book-cover), কষ + টী (স্ত্রী—ী) = কষটী (assaying stone), তূলা + ট = তূলট ('তুলট' কাগজ)।

২৯। **ট—(৩)** কয়েকটি শব্দে ট (সং মৃত্তিকা) প্রত্যয় হয়। যথা,—ধোলট (soil washed down by rains), ধরাট (ধরা + মাটি > মৃত্তিকা—(earth heaped up for an embankment), খড়িট (chalk earth), তুষাটি, তুষুটি (chaff and earth mixed) [টা > আট, আটি, উটি, ইটি, টি]।

৩০। **ড়—(১)**। সম্বন্ধ, স্বভাব, অভ্যাস, ব্যবসায় প্রভৃতি অর্থে শব্দের উত্তর ড় [সং √বৃৎ > বৃত্ত + আ, ঈ, ইক = ড়া, ড়িয়া, ড়ী] প্রত্যয় এবং উহার বিভিন্ন প্রসারিত রূপ হয়। যথা,—বাসা + ড়িয়া = বাসাড়িয়া > বাসাড়ে, যোগ + ড়িয়া = যোগাড়িয়া > যোগাড়ে, ঘাস + ড়িয়া = ঘাসিড়িয়া > ঘেসেড়া, খেলা + ড়িয়া = খেলোয়াড়, খেলুড়ে, সাপ + ড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে, লুঠ + ড়িয়া = লুঠিড়িয়া > লুঠেড়া, ভাঙ্গ + ড় = ভাঙ্গড়, তুখ (তীক্ষ্ণ) + ড় = তুখর (sharp one), কাঠ + ড়িয়া = কাঠুড়িয়া > কাঠুড়ে, কাঠুরে, হাট + ড়িয়া = হাটুড়িয়া > হাটুরে।

৩১। **ড় (২)—ড়া, ড়ি, ড়**। কতকগুলি শব্দের উত্তর প্রায়শঃ স্বার্থে ড়>ড়া, ড়ী, [স· ত, ট] প্রত্যয় হয়। কখনও ড় স্থানে র হয়। যথা,—রাজা+ড়া=রাজড়া [রাজ-রাজড়া]; গাছ=ড়া=গাছড়া [গাছ-গাছড়া], কাঠ+ড়া=কাঠড়া, কাঠরা, পাত+ড়া=পাতড়া, খাগ+ড়া=খাগড়া (reed), বহু (বধূ)+ড়ী=বহুড়ী, গাঁঠ+রী (>রি)=গাঁঠরী, বাঁশ+রী=বাঁশরী, ভাই+রা=ভায়রা (শ্যালিকা-পতি), টুক+রা=টুকরা, ছোক্+রা=ছোকরা, চাঙ্গ+রি=চাঙ্গারী (basket)।

৩২। **ত>তা, তী—(১)**; কয়েকটি শব্দের উত্তর ত>তা, তী [স. পত্র, পাত্র] প্রত্যয় হয়। যথা,—নাম+তা=নামতা [<নামপত্র], রাঙ্গ+তা=রাঙ্গতা [রাজপত্র], চাক+তি=চাকতি, চুনা+তি=চুনাতি [<চুনপাত্র+ইক—lime box for betel]। কর+ত=করাত [করপাত্র—a saw]।

৩৩। **ত, তী, উতি (২)**। কয়েকটি শব্দের উত্তর সন্তান অর্থে ত, তি, উতি [<স· পুত্র, পুত্রিক, পুত্রিকা] প্রত্যয় হয়। যথা,—জেঠা+ত=জেঠুত, জেঠতুত, খুড়া+ত=খুড়ত, খুড়তুত, মাসী+ত=মাসুত, মেসতুত, পিসা+ত=পিসুত, পিসতুত, চাটউ+তি=চাটুতি [চট্টপুত্র]।

৩৪। **ত>তা (<ত্ব)—(৩)**। নুন, লুন+তা=নোনতা, লোনতা (লবণ-যুক্ত), পান+তা=পানতা (পানি যুক্ত)।

৩৫। **পনা**। কার্য অথবা অবস্থা বুঝাইতে শব্দের উত্তর 'পনা' [<স·—ত্বন] প্রত্যয় হয়। যথা—ঢীঢ+পনা=ঢীঢপনা (ধৃষ্টের স্বভাব), গৃহিণী+পনা =গৃহিণীপনা (গৃহিণীর কার্য), দাসী+পনা=দাসীপনা।

(ক) সদৃশার্থে অন্ত একটি **পনা, পানা** প্রত্যয় হয়। যথা—চাঁদের সদৃশ চাঁদ=পানা=চাঁদপানা, কুলা+পনা=কুলাপনা, লাল+পানা=লালপানা (reddish) 'চাঁদপানা' মুখ, 'চাঁদপানা' বৌ।

(খ) সদৃশার্থে **পারা** [স° প্রায়] প্রত্যয় হয়। যথা,—চাঁদা+পারা= চাঁদপারা, পাগলপারা।

৩৬। **পিছু**। প্রত্যেক অর্থে কতকগুলি শব্দে পিছু প্রত্যয় হয়। যথা,—মাথাপিছু, টাকাপিছু, দিনপিছু, মালপিছু।

৩৭। **মত, মন<মন্ত**। কয়েকটি সর্বনামীয় নাম-বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের উত্তর সদৃশার্থে মত>মন প্রত্যয় হয়। যথা—এমত, এমন, যেমন, তেমন।

কয়েকটি শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মন্ত, বন্ত প্রত্যয় হয়। যথা—শ্রী+মন্ত= শ্রীমন্ত, পদ+মন্ত=পয়মন্ত (lucky), গুণ+বন্ত=গুণবন্ত, ভাগ্য+বন্ত= ভাগ্যবন্ত। এইরূপ, বুদ্ধিমন্ত, লক্ষ্মীমন্ত।

৩৮। **রু**। সদৃশার্থে বা স্বার্থে শব্দের উত্তর রু (>স° রূপ) প্রত্যয় হয়। যথা—গো+রু=গোরু<গরু (গোর সদৃশ—পূর্বতন অর্থ মহিষ), সেঁজা<রু=সেঁজারু।

৩৯। **ল, লা, লি**। স্বার্থে, সদৃশার্থে প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে শব্দের উত্তর ল, লা, লি (<স°ল) প্রত্যয় হয়; যথা,—আদ+ল=আদল (resemblances) আধ+লা=আধলা (অর্ধ পয়সা), ছাওয়া (>শাব)+ল=ছাওয়াল (ছাওয়াল+ইয়া=ছাওয় লিয়া>ছালিয়া>ছেলে); দীর্ঘ+উ=দীঘল (long); পাতা+লা=পাতলা (পাতার সদৃশ হাল্‌কা ও সরু), কাটা+ল=কাটাল, কাটল, ফাঁদ+ল=ফাঁদল (circumference); হাত+ল=হাতল (handle, হাতের সদৃশ এই অর্থে); বাদ+ল, লা=বাদল, বাদলা; মেঘ+লা=মেঘলা, আধ+লি=আধলি, আধুলি।

৪০। **স, সা, ছা, চা**। সদৃশার্থে স, সা, ছা, চা (<স° শ) হয়। যথা—পাই (হি) + সা = পয়সা; আলি + সা = আলিসা = আলসে। ভাপ (বাষ্প)+সা=ভাপসা, পানি (পানীয়)+সা=পানিসা>পানসে, চাম+সা=চামসা, ফর (চাকমা শব্দ—আলো)+সা=ফরসা, ঝাপ+সা=

ঝাপসা, আভ+ছা=আবছা, ভেং, ভাঙ্গ+চা=ভেংচা, ভাঙ্গচা ; আলগা+ছা =আলগোছা, লাল+চা=লালচা>লালচে, কাল+চে=কালচে।

৪১। **সই**। কয়েকটি শব্দের উত্তর সই* [স° সহিত] প্রত্যয় হয়। যথা,—জলসই, বুকসই (reached up to the breast), কুলসই।

৪২। **সর**। সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর সর (√সৃ=move) প্রত্যয় হয়। যথা,—দুই+সর=দোসর (a second, a supporter); দোসরা (মাসের দ্বিতীয় দিবস); তেসরা।

৪৩। **হার, হারা**। কয়েকটি সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর হার, হারা (স° হার=ভাগ) প্রত্যয় হয়। যথা,—এক+হারা=একহারা ; দোহারা, তেহারা।

নিম্নে কতকগুলি নির্দেশাত্মক প্রত্যয়ের কথা লিখিত হইল।

৪৪। **খান, খানা, খানি**। [<স° খণ্ড piece] একখানা, কাপড়-খানা, বইখানি, কতখানা।

৪৫। **গাছি, গাছা, গাছ**। [স° গচ্ছ—a long piece] দীর্ঘ ও লঘু জিনিস নির্দেশ করিতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মালাগাছি, দড়িগাছ।

৪৬। **গোটা, গুটি**। [<স° গুটিকা] সংখ্যাবাচক ও পরিমাণবাচক শব্দের উত্তর ইহারা ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণতঃ ইহাদের পূর্বনিপাত হয়। যথা,—গোটা-চারি, গুটি-দুই।

অধুনা চলিত ভাষায় সমগ্রতা বুঝাইতে ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ হয়। যেমন,—গোটা-দেশ। দশগোটা আম।

নিম্নে আরও কয়েকটি সর্বনামীয় বিশেষণ ও ভাব-বিশেষণের বিবরণ লিখিত হইল।

৪৭। **ন**। যাহা, তাহা, ইহা, কি প্রভৃতি সর্বনাম শব্দের উত্তর **ন** যোগ হয়। যথা,—যেন (so that, in order that) ; তেন, হেন, কেন (why) ; হেন (such) কাজ।

* ফারসী, 'সই' প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

৪৮। **তত, তো**। পরিমাণ বুঝাইতে সর্বনামের উত্তর **তত, তো** হয়। যথা,—তত, এত, যত, কত, অত। যত+এক=যতেক, এতেক, কতক (কত+ক)।

৪৯। **বে**। সময় বুঝাইতে সর্বনামের উত্তর **বে** হয়। যথা,—তবে, এবে, যবে, কবে।

৫০। **খন**। সময় বুঝাইতে সর্বনামের উত্তর **খন** [সংক্ষেপে] হয়। যথা,—যখন, তখন, এখন, কখন।

দ্রষ্টব্য। 'অখন' শব্দটি চলিত ভাষায় অনির্দিষ্টতা বুঝাইতে ক্রিয়াপদের পরে ব্যবহৃত হয়। যথা,—দেবো'খন (অর্থাৎ কোন অনির্দিষ্ট সময়ে দিব), যাব'খন (যাব—অখন)।

পূর্ববঙ্গে কথ্য ভাষার 'খন' শব্দের পরিবর্তে 'অনে' হয়। যথা,—দিবনে, যাব'নে [অনে < অখনে < অহনে]।

৫১। **থা**। স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ বুঝাইতে **থা** [সং ত্র] ও **খান** [< সং খণ্ড] হয়। যেমন,—তথা, যথা, কোথা, যেথা, সেথা, হেথা, সেখানে, যেখান (৭মীতে কোথায়, যথায়, যেখানে)।

সী। রূপ+সী=রূপসী।

৩২৯। বাংলা তদ্ধিত : তৎসম

১। **ইমা**। কয়েকটি শব্দের উত্তর ভাব অর্থে ইমা (সং ইমন্) প্রত্যয় হয় ; যথা,—চাঁদ+ইমা=চাঁদিমা (moonlight), বঙ্ক+ইমা=বঙ্কিমা, লাল+ইমা=লালিমা, কাল+ইমা=কালিমা, নীল+ইমা=নীলিমা।

২। **ঈয়**। বৈদেশিক নামের উত্তর বিশেষণ পদ প্রস্তুত করিতে ঈয় প্রত্যয় হয়। যথা,—খৃস্ট+ঈয়—খৃস্টীয়, এইরূপ,—রোমীয়, রুশীয়, আরবীয় মিশরীয়, হেগেলীয়, ইংলণ্ডীয়, ইতালীয়।

৩। **উক**। কয়েকটি শব্দের উত্তর উক প্রত্যয় হয়। যথা,—পেট+উক=পেটুক, লাজ+উক=লাজুক, মিথ্যা+উক=মিথ্যুক, হিংসা+উক=হিংসুক। এইরূপ,—মিশুক (sociable)।

৪। **তা**। ভাববাচক বিশেষ্যগঠনে 'তা' প্রত্যয় হয়। কখনও অশুদ্ধ-ভাবে হয়। যথা,—সৎ+তা (স' সত্তা) সততা, অশুদ্ধভাবে—আধিক্যতা > আদিখ্যেতা (কথ্য), সখ্যতা।

৫। **ত্ব**। ভাববাচক বিশেষ্যগঠনের তদ্ভব এবং বিদেশী শব্দের উত্তরও, প্রচুর ব্যবহৃত হয়। যথা,—নতুন+ত্ব=নতুনত্ব, হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব, বড়ত্ব, ...টত্ব, একঘেয়েত্ব।

৬। **ময়**। পরিপূর্ণ বা বিকীর্ণ অর্থে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের উত্তম 'ময়' প্রত্যয় যথেষ্ট প্রয়োগ হয়। যথা,—জলময়, কাদাময়, ইউরোপময়।

৭। **সহ**। সহিত অর্থে (inclusive sense) শব্দের উত্তর সহ প্রত্যয় হয়। যথা,—টাকা-সহ, কাপড়-সহ, বাছুর-সহ।

৮। **শুদ্ধ**। সহিত বা সব কিছু লইয়া (inclusive sense) অর্থে শুদ্ধ প্রত্যয় হয়। যথা.—দেশশুদ্ধ, গ্রামশুদ্ধ, সব-শুদ্ধ, আমি-শুদ্ধ।

৩৩০। বাংলা তদ্ধিত—বিদেশী (ফারসী)

১। **আন, ওয়ান**। অস্ত্যর্থে আন, ওয়ান প্রত্যয় হয়। যথা,—গাড়ী +ওয়ান=গাড়োয়ান, বাগ+ওয়ান=বাগোয়ান=বাগান।

২। **আনা (আনি)**। ভাব ও কার্য বুঝাইতে 'আনা' প্রত্যয় হয়। যথা,—বাবু+আনা=বাবুয়ানা (বাবুয়ানী), সাহেবিয়ানা।

৩। **খানা**। 'কার্যস্থান' 'আগার' অর্থে খানা প্রত্যয় হয়। যথা,—ছাপাখানা, কারখানা, বৈঠকখানা, ডাক্তারখানা, পায়খানা, জেলখানা (স্বার্থে)।

৪। **খোর**। খাদক বা অভ্যস্ত অর্থে খোর প্রত্যয় হয়। যথা,—গুলিখোর, আফিমখোর সুদখোর, তামাকখোর।

৫। **গর**। নির্মাতা অর্থে গর প্রত্যয় হয়। অনেক সময় তদ্ভব 'কর' <কারু=maker] শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ হয়। যথা,—কারিগর, -কর, বাজিকর, সওদাগর।

৬। **গিরি**। ভাব, বৃত্তি, ব্যবসা, ব্যবহার ইত্যাদি অর্থে 'গিরি' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—বাবুগিরি, মুটেগিরি, কেরানীগিরি, মুচিগিরি, ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, গুণ্ডাগিরি।

৭। **চী, চি, চা**। আধার, পাত্র অর্থে চি (তুর্কীশব্দ) প্রত্যয় হয়, যথা,—ধুনাচি, পাতঞ্চি, ডেকচি, বাগিচা (small garden), চামিচা > চাম্‌চা, চামচে, খাতাঞ্চি, খাজাঞ্চি (treasurer), তবলচি।

৮। **তর**। তুল্য, সাদৃশ্য অর্থে সর্বনামীয় বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ শব্দের উত্তর তর (ফা' তরহ) প্রত্যয় হয়। যথা,—এমনতর, কেমনতর (দ্রঃ কেমনধারা), যেমনতর।

দ্রষ্টব্য :—তুলনামূলক 'তর' প্রত্যয়ের সহিত অনেক সময় এই প্রত্যয়ের সংঘর্ষ ঘটে ; যথা,—গুরুতর, ঘোরতর,—এস্থলে উভয় প্রত্যয়ই হইতে পারে।

৯। **দান, দানি** (-নী)। পাত্র বা আধার অর্থে দান, দানি প্রত্যয় হয়। যথা,—নস্যদান, আতরদান, কলমদান, পিকদানি, বাতিদান, শামাদান।

১০। **দার**। অস্ত্যর্থে 'দার' প্রত্যয় হয়। যথা,—বাজনদার, চৌকিদার, ছড়িদার, অংশীদার, সমঝদার, ব্যবসাদার, মজাদার, চড়নদার (যে চড়িয়া যায়, passenger), বুটিদার, রংদার, কেল্লাদার, যাচনদার, দোকানদার।

১১। **নবিশ**। লেখক (বা অভিজ্ঞ) অর্থে নবিশ প্রত্যয় হয়। যথা,—পত্রনবিশ, নকলনবিশ।

১২। **বাজ, বাজি**। অভ্যস্ত অর্থে এই প্রত্যয় হয়। ধোকাবাজ, ধড়িবাজ, গলাবাজি (speech-making)।

১৩। **সহি, সহ**। উপযুক্ত অর্থে সহি, সই প্রত্যয় হয়। যথা,—মানান-সই।

সংস্কৃত তদ্ধিত

৩৫১। সংস্কৃত যে সকল তদ্ধিতান্ত সিদ্ধপদ বাংলাভাষায় বহুল প্রচলিত, যথাসম্ভব তাহাই প্রদত্ত হইয়াছে।

ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণায়ন, ষ্ণি, ষ্ণেয়, ষ্ণীয়, ষ্ণিক

১। (ক) অপত্যার্থে শব্দের উত্তর উক্ত প্রত্যয়সকল হয়। ষ ণ্ ইৎ যায়, যথাক্রমে অ, য, আয়ন, ই, এয়, ঈয়, ইক থাকে। যথা,—

ষ্ণ ঃ রঘু+ষ্ণ=রাঘব ; মনু+ষ্ণ=মানব ; কশ্যপ+ষ্ণ=কাশ্যপ ; পাণ্ডু+ষ্ণ=পাণ্ডব ; পুত্র+ষ্ণ=পৌত্র ; দুহিতৃ+ষ্ণ=দৌহিত্র ; ভরত+ষ্ণ=ভারত।

ষ্ণ্য ঃ চণক+ষ্ণ্য=চাণক্য ; দিতি+ষ্ণ্য=দৈত্য ; অদিতি+ষ্ণ্য=আদিত্য

নিপাতনে ঃ মনু+ষ্ণ, য=মানুষ, মনুষ্য।

ষ্ণায়ন ঃ নর+ষ্ণায়ন=নারায়ণ ; দক্ষ—দাক্ষায়ণ, কাত্য—কাত্যায়ন।

ষ্ণি ঃ দশরথ+ষ্ণি=দাশরথি ; সুমিত্রা—সৌমিত্রি ; অর্জুন—আর্জুনি।

ষ্ণেয় ঃ বিমাতৃ+ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয় ; কুন্তী—কৌন্তেয় ; ভগিনী—ভাগিনেয়।

ষ্ণীয় ঃ স্বস্+ষ্ণীয়=স্বস্রীয় (ভগিনীর পুত্র)।

১। (খ) বিকার, ভাব, স্বার্থ, সম্বন্ধীয়, ভক্ত, উপাসক প্রভৃতি অর্থেও পূর্বোক্ত প্রত্যয়সকল হয়। যথা,—

ষ্ণ ঃ হেম+ষ্ণ—হৈম [হেম বিকারে] ; শিশু+ষ্ণ=শৈশব (শিশুর ভাব), গুরু—গৌরব, যুবন্—যৌবন, বন্ধু—বান্ধব (স্বার্থে), শরীর—শারীর (শরীর সম্বন্ধীয়), ব্যাকরণ—বৈয়াকরণ (ব্যাকরণজ্ঞ), বিষ্ণু—বৈষ্ণব (বিষ্ণুর উপাসক) মগধ—মাগধ (মগধবাসী), তপস—তাপস (তপ যাহার শীল), বিদ্যুৎ—বৈদ্যুত (electric), নিশা—নৈশ, বস্তু—বাস্তব (material), কুতূহল—কৌতূহল, মিত্র—মৈত্র—মৈত্রী (ঈ), পুর—পৌর (civic), সূর্য—সৌর (solar), বিধি—বৈধ, বুদ্ধ—বৌদ্ধ, স্ত্রী—স্ত্রৈণ (স্ত্রীভক্ত), পরিষদ্—পারিষদ (courtier), দ্বিধা—দ্বৈধ, চক্ষুস্—চাক্ষুষ, ব্রহ্মণ—ব্রাহ্মণ (a Brahmin), ব্রাহ্ম (Brahmo), মনস—মানস, গো—গব্য, শরৎ—শারদ, দিন-দিন+ষ্ণ=দৈনন্দিন।

ষ্ণ্য ঃ গ্রাম—গ্রাম্য (গ্রাম সম্বন্ধীয়), সুজন—সৌজন্য (সুজনের ভাব), ত্রিলোক—ত্রৈলোক্য (স্বার্থে), সেনাপতি—সৈনাপত্য (সেনাপতির কার্য), গণপতি—গাণপত্য (উপাসক), প্রাচী—প্রাচ্য (eastern), উদীচী—উদীচ্য

(northern), প্রতীচী—প্রতীচ্য (western), নিঃশব্দ—নৈঃশব্দ্য, বিপরীত—বৈপরীত্য ; সম্রাজ (সম্রাট্)—সাম্রাজ্য, বিদগ্ধ (learned one)—বৈদগ্ধ্য, প্রমাণ—প্রামাণ্য (authority), সম—সাম্য (equality), সুভ্রাতা—সৌভ্রাত্র (fraternity), স্বতন্ত্র—স্বাতন্ত্র্য (separation, liberty), অভিজাত—আভিজাত্য (aristocracy), দূত—দৌত্য, সহচর—সাহচর্য (intimacy), রাজন্—রাজ্য (kingdom), রাজন্য (king), নিরাশা—নৈরাশ্য (despondency), অনুকূল—আনুকূল্য, ভাস্কর—ভাস্কর্য (sculpture), স্থপতি—স্থাপত্য (architecture), সুহৃদ—সৌহার্দ্য (friendship), সহায়—সাহায্য, চোর—চৌর্য (theft), সুন্দর—সৌন্দর্য, কবি—কাব্য, সহিত—সাহিত্য (literature), উদাস—ঔদাস্য (indifference), অলস—আলস্য, বণিজ—বাণিজ্য।

ষ্ণিক ঃ লোক—লৌকিক (লোক সম্বন্ধীয়), ন্যায়—নৈয়ায়িক (ন্যায়-শাস্ত্রজ্ঞ), তৈল—তৈলিক (তৈলব্যবসায়ী), পুনঃ পুনঃ—পৌনঃপুনিক (পুনঃপুনের ভাব), ত্রিবর্ষ—ত্রৈবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক, পঞ্চবর্ষ—পঞ্চবার্ষিক, উপনিবেশ—ঔপনিবেশিক (colonist=coloniser), উপপত্তি—ঔপপত্তিক (demonstrative), বিমান—বৈমানিক (aeronaut), বিপ্লব—বৈপ্লবিক (revolutionary), শরীর—শারীরিক (physical), চরিত্র—চারিত্রিক, রাষ্ট্র—রাষ্ট্রিক (political), নগর—নাগরিক (civic, citizen), সমাজ—সামাজিক (social), বাণিজ্য—বাণিজ্যিক (commercial), সাম্রাজ্য,—সাম্রাজ্যিক (imperial), স্বদেশ—স্বাদেশিক (nationalist, patriot), স্বদেশপ্রেম—স্বদেশপ্রেমিক (patriot), অকস্মাৎ—আকস্মিক, বিজ্ঞান—বৈজ্ঞানিক (scientist, scientific), মানব—মানবিক, ভূগোল—ভৌগোলিক, ইতিহাস—ঐতিহাসিক, গণিত—গাণিতিক (mathematician) ; আবাস—আবাসিক (residential), অন্তর্জাতি—আন্তর্জাতিক (international), মূল—মৌলিক (original), অপ্রসঙ্গ—অপ্রাসঙ্গিক (irrelevant), বিষয়ক—বৈষয়িক, যন্ত্র—যান্ত্রিক, লেখ—লৈখিক, কুল—কৌলিক, স্বজাতি—স্বাজাতিক, ধন—ধনিক (capitalist), কর্ম—কর্মিক

(worker), সম্প্রদায়—সাম্প্রদায়িক (communal), একত্র—ঐকত্রিক, অঙ্গ—আঙ্গিক (technique), প্রথম—প্রাথমিক (primary), সংবাদ—সাংবাদিক (journalist), নীতি—নৈতিক (moral), রাজনীতি—রাজনৈতিক (political), অর্থ—আর্থিক (economic), ধর্ম—ধার্মিক, সেনা—সৈনিক, অধুনা—আধুনিক (modern), সমুদ্র—সামুদ্রিক. চীন—চৈনিক (Chinese), গিরি—গৈরিক, বিদেশ—বৈদেশিক (foreign), লোক—লৌকিক (popular), মুখ—মৌখিক (oral), নৌ—নাবিক, ব্যবহার—ব্যবহারিক (practical), দ্বার—দৌবারিক (darwan) স্নায়ু—স্নায়বিক, অনুমান—আনুমানিক, অণু—আণবিক (atomic), বিদ্যুৎ—বৈদ্যুতিক (electric), নির্ব্যক্তি—নৈর্ব্যক্তিক (impersonal)।

ঞেয়ঃ অতিথি—আতিথেয় (অতিথি-ভক্ত, hospitable), পথ—পাথেয় (পথের সম্বল), পংক্তি—পাংক্তেয় (পংক্তির যোগ্য, অর্থাৎ সম অবস্থার)।

ষ্ণায়নঃ রাম—রামায়ণ ; দ্বীপ—দ্বৈপায়ন।

প্রয়োগঃ ইংরেজের দ্বৈপায়নতা (insular position) ইংরেজের পক্ষে একটা বড় সুযোগ ছিল (রবীন্দ্রনাথ)।

২। **য**। যোগ্যতা প্রভৃতি অর্থে য প্রত্যয় হয়। যথা,—ন্যায়ের যোগ্য, এই অর্থে ন্যায়+য=ন্যায্য, ধন—ধন্য, ধর্ম—ধর্ম্য (ধর্মসঙ্গত), বীর—বীর্য, (বীরের ভাব), নব—নব্য (স্বার্থে), দন্ত—দন্ত্য (দন্তে উচ্চারিত), কণ্ঠ—কণ্ঠ্য, অর্ঘ—অর্ঘ্য, জঘন—জঘন্য, বন—বন্য (বনে জাত), অন্ত—অন্ত্য (অন্তেস্থিত), বধ—বধ্য (বধের যোগ্য), প্রাচ্—প্রাচ্য, সভা—সভ্য (member)।

৩। **ণীয়**। সাধারণতঃ ভাব ও সম্বন্ধীয় অর্থে এই প্রত্যয় হয়। ণ্ ইৎ যায়, ঈয় থাকে। যথা,—জল—জলীয়, বর্গ—বর্গীয়, বঙ্গ—বঙ্গীয়, ভারত—ভারতীয়, ভবৎ—ভবদীয়, য়ুরোপ—য়ুরোপীয়, আত্মন্—আত্মীয়, স্ব—স্বীয়, স্বকীয় ; রাষ্ট্র—রাষ্ট্রীয় (political), স্থান—স্থানীয় (local), শাস্ত্র—শাস্ত্রীয়, বর্ষ—বর্ষীয়, রাজন্—রাজকীয় (governmental), পর—পরকীয়, শরৎ—শারদীয়, স্বর্গ—স্বর্গীয়, জাতি—জাতীয় (national)।

৪। **ীন**। সাধারণতঃ ভাব ও সম্বন্ধীয় অর্থে এই প্রত্যয় হয়; ণ ইৎ যায়, ইন থাকে। যথা,—গ্রাম—গ্রামীণ, কুল—কুলীন, প্রাচ—প্রাচীন, সর্বজন—সার্বজনীন, সর্বজনীন, বিশ্বজন—বিশ্বজনীন (universal), সর্বাঙ্গ—সর্বাঙ্গীন (all-round), প্রাতঃকাল—প্রাতঃকালীন, নব—নবীন ('নূতন' এই অর্থে)।

৫। **কণ্**। ণ্ ইৎ যায়, ক থাকে। যথা,—নাস্তি—নাস্তিক, মীমাংসা—মীমাংসক, শিক্ষা—শিক্ষক, এক—একক (একাই এই অর্থ), যুবন—যুবক (যুবাই এই অর্থ); এইরূপ, বাল—বালক, বালিকা (স্ত্রী-া), নৌ—নৌকা (স্ত্রী-া), কুমার—কুমারিকা (স্ত্রী-া), চয়ন—চয়নিকা (স্ত্রী-া), এইরূপ,—বাসন্তিকা, চলন্তিকা, পত্রিকা, পুস্তিকা, গীতিকা, বীথিকা।

৬। **ইন্, বিন্**। অস্ত্যর্থে এই দুই প্রত্যয় হয়। যথা,—জ্ঞান্+ইন্=জ্ঞানিন্>জ্ঞানী (১মা একবচন), মান—মানী, ধন—ধনী, সুখ—সুখী, পুষ্কর—পুষ্করিণী [যেখানে পুষ্কর (পদ্ম) আছে], কল্লোল—কল্লোলিনী, তট—তটিনী (স্ত্রী—ী)। অর্থ—অর্থী (যে অর্থ চায়), কিন্তু 'অর্থবান'=(যার অর্থ আছে), বিদ্যার্থ—বিদ্যার্থী (a student), হস্ত আছে যার—হস্ত+ইন্=হস্তী, মনীষা—মনীষী, কর্ম—কর্মী, শিখা—শিখী (ময়ূর), মায়া+বিন্=মায়াবী, মেধা—মেধাবী, তপস্—তপস্বী, যশস্—যশস্বী।

৭। **মতু, বতু**। অস্ত্যর্থে এই দুই প্রত্যয় হয়। উ ইৎ যায়, মৎ, বৎ থাকে। যথা,—শ্রী+মতু=শ্রীমান্, ধী—ধীমান্, বুদ্ধি—বুদ্ধিমান্, আয়ুঃ—আয়ুষ্মান, জ্যোতিঃ—জ্যোতিষ্মান্, ভক্তি—ভক্তিমান্

জ্ঞান্+বতু=জ্ঞানবান্, গুণ—গুণবান্, বিদ্যা—বিদ্যাবান্, রূপ—রূপবান্, ধন—ধনবান্, তেজস্—তেজস্বান্।

নিপাতনে—যৎ+বতু=যাবৎ; এইরূপ কিয়ৎ, তাবৎ, এতাবৎ।

৮। **ত্ব, তা**। ভাবার্থে এই দুই প্রত্যয় হয় (প্রায়ই গুণবাচক শব্দের উত্তর); যথা,—সাধু—সাধুত্ব, সাধুতা; সৎ—সত্ত্ব, সত্তা [>সততা (honesty) শব্দ বহু-প্রচলিত], লঘু—লঘুত্ব, লঘুতা; মধুর—মধুরতা, প্রভু—প্রভুত্ব, প্রভুতা;

জ্ঞাতি—জ্ঞাতিত্ব [kinship]. আত্মীয়—আত্মীয়তা, দাস—দাসত্ব (slavery), গুরু—গুরুত্ব, ভ্রাতৃ—ভ্রাতৃত্ব, মিত্র—মিত্রতা, নূতন—নূতনত্ব, পশু—পশুত্ব, সতী—সতীত্ব, নারী—নারীত্ব (womanhood), মাতৃ—মাতৃত্ব (motherhood)।

স্বার্থে—দেব—দেবতা, সমূহ অর্থে—জন—জনতা ; নিরক্ষরতা (illiteracy), চালকত্ব, নেতৃত্ব (leadership), অসাড়তা, পরাধীনতা (dependency), একনায়কত্ব (dictatorship), অস্পৃশ্যতা (untouchability), আন্তর্জাতিকতা (internationalism), মৌলিকতা (originality)।

৯। **ইমন্**। ভাবার্থে বিশেষণ শব্দের পর ইমন্ প্রত্যয় হয়। যথা,—মহৎ+ইমন্=মহিমা, লঘু—লঘিমা, রক্ত—রক্তিমা, নীল—নীলিমা, লাল—লালিমা, দীর্ঘ—দ্রাঘিমা (longitude), গুরু—গরিমা, প্রিয়—প্রেম।

১০। **তর, তম**। গুণবাচক শব্দের উত্তর দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তর' এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তম' প্রত্যয় হয়। যথা,—লঘু—লঘুতর (দুইয়ের মধ্যে লঘু), লঘুতম (বহুর মধ্যে লঘু)। এইরূপ দৃঢ়—দৃঢ়তর, দৃঢ়তম ; প্রিয়—প্রিয়তর, প্রিয়তম।

১১। **ইষ্ঠ, ঈয়সু**। আতিশয্য বুঝাইতে গুণবাচক শব্দের উত্তর ইষ্ঠ ও ঈয়সু প্রত্যয় হয়। ইষ্ঠ ও ঈয়সু প্রত্যয় হইলে শব্দের নানারূপ পরিবর্তন হয়। যথা,—

ইষ্ঠ—যুবন্—যবিষ্ঠ, কনিষ্ঠ ; উরু—বরিষ্ঠ, গুরু—গরিষ্ঠ, বহু—ভূয়িষ্ঠ, বৃদ্ধ—বর্ষিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ ; প্রশস্য—শ্রেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ।

ঈয়সু—যুবন্—কনীয়ান্ বা যবীয়ান্, উরু—বরীয়ান্, গুরু—গরীয়ান্, বহু—ভূয়ান্, বৃদ্ধ—বর্ষীয়ান্, প্রশস্য—শ্রেয়ান্, জ্যায়ান্।

ইষ্ঠ ও ঈয়সু প্রত্যয় পরে থাকিলে মতু, বতু, বিন্, ইন্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়া থাকে এবং তেজস্ শব্দের স্ লোপ পায়। বলবান্+ঈয়সু=বলীয়ান্, বলবান্+ইষ্ঠ=বলিষ্ঠ, পাপিন্+ইষ্ঠ=পাপিষ্ঠ, তেজস্বিন্+ঈয়সু=তেজীয়ান্।

১২। **ল, শ, ইল, আল, র, মিন্**। অস্ত্যর্থে বিশেষ বিশেষ শব্দের উত্তর এই সমস্ত প্রত্যয় হয়। যথা,—

লঃ মাংস—মাংসল, শ্যাম—শ্যামল, পিঙ্গ—পিঙ্গল, বহু—বহুল, চটু—চটুল, বৎ—বৎসল, মঞ্জু—মঞ্জুল, শীত—শীতল, শ্রী—শ্রীল।

শঃ রোম—রোমশ, লোম—লোমশ, কপি—কপিশ, কর্ক—কর্কশ।

ইলঃ ফেন—ফেনিল, পিচ্ছা—পিচ্ছিল, জটা—জটিল, পঙ্ক—পঙ্কিল।

আলুঃ নিদ্রা—নিদ্রালু, তন্দ্রা—তন্দ্রালু, কৃপা—কৃপালু, শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধালু।

রঃ মধু—মধুর, নথ—নথর, মুথ—মুখর, কুঞ্জ—কুঞ্জর, নগ—নগর, পাণ্ডু—পাণ্ডুর, ঊষ—ঊষর।

মিন্ঃ—স্ব+মিন=স্বামী, বাক্—বাগ্মী (orator)

১৩। **ইত**। জাত অর্থে এই প্রত্যয় হয়। যথা,—ফল+ইত=ফলিত, পুষ্প—পুষ্পিত, দুঃখ—দুঃখিত, লজ্জা—লজ্জিত, নিদ্রা—নিদ্রিত, কলঙ্ক—কলঙ্কিত।

১৪। **তন, ম, ত্য**। সম্বন্ধ বুঝাইতে এই সকল প্রত্যয় হয়। যথা,—

তনঃ পূর্ব—পূর্বতন, পুরা—পুরাতন, চিরম্—চিরন্তন, সদা—সনাতন।

মঃ আদি—আদিম, অন্ত—অন্তিম, মধ্য—মধ্যম, প্রথ—প্রথম, চর—চরম, অগ্র—অগ্রিম (advance), পশ্চাৎ—পশ্চিম।

ত্যঃ দক্ষিণ—দাক্ষিণাত্য, পশ্চাৎ—পাশ্চাত্ত্য। (কিন্তু 'পাশ্চাত্য' বহু-প্রচলিত।

১৫। **শালিন্**। অস্ত্যর্থে শালিন্ প্রত্যয় হয়। যথা,—গুণ—গুণশালী, ধন—ধনশালী, ফল—ফলশালী, বল—বলশালী, শক্তি—শক্তিশালী।

১৬। **কল্প, স্থানীয়, জাতীয়**। ঈষৎ ন্যূন এই অর্থে 'কল্প' প্রত্যয় হয়। যথা,—প্রায় মৃত—মৃতকল্প, এইরূপ—ঋষিকল্প।

'তাহার তুল্য' এই অর্থে 'স্থানীয়' এই প্রত্যয় হয়। যথা,—পিতার তুল্য—পিতৃস্থানীয়; বন্ধু—বন্ধুস্থানীয়; এইরূপ, মাতৃস্থানীয়।

জাতি বা প্রকার বুঝাইতে 'জাতীয়' এই প্রত্যয় হয়।

যথা,—আর্য—আর্যজাতীয় ; বৈশ্য—বৈশ্যজাতীয় ; এক—একজাতীয় (একপ্রকার) ; বহু—বহুজাতীয় (বহু প্রকার) ; বি (বিরুদ্ধ)—বিজাতীয় (বিরুদ্ধ প্রকার)। নানা—নানাজাতীয় (নানাপ্রকার)।

১৭। **চ্বি**। ভূ ও কৃ ধাতুর যোগে অভূততদ্ভাব (পূর্বে যাহা ছিল না তাহা হইযাছে এই অর্থে) শব্দের উত্তর চ্বি প্রত্যয় হয়। সমুদয় ইৎ যায়। গঠিত শব্দের অন্ত্য অ-কার স্থানে ঈ-কার এবং অন্তেস্থিত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,— পূর্বে বশ ছিল না, এখন হইয়াছে—বশ+চ্বি+ভূত=বশীভূত। এইরূপ, - দূরীভূত, বশীকৃত, বশীকরণ, মন্দীভূত, দৃঢ়ীকৃত। যে লঘু ছিল না তাহাকে লঘু করা—লঘুকরণ (reduction), যে নিরস্ত্র ছিল না তাহাকে নিরস্ত্র করণ— নিরস্ত্রীকরণ (disarmament)। এইরূপ, একত্রীকরণ ; নবীকরণ নবীকৃত।

প্রয়োগ ঃ 'অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ' (removal of untouchability)। মানুষের ইতিহাসে চিরসত্য 'নবীকৃত' হয়, বেশ পরিবর্তন করে। এই 'নবীকরণের' পিছনে বিপ্লব, কঠিন অধ্যবসায়, দুঃসহ দুঃখ (রবীন্দ্রনাথ)।

বিবিধ

১৮। (১) **চসাৎ** (পরিণত হওয়া অর্থে)—ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ, ভস্মসাৎ পাত্রসাৎ।

(২) **বৎ** (তুল্যার্থে)—বিষবৎ,মৃতবৎ, আত্মবৎ, জলবৎ, মেঘবৎ, ধূমবৎ।

(৩) **ব্য, ডুল** (তৎভ্রাতা বুঝাইতে)—পিতৃ+ব্য=পিতৃব্য, মাতৃ+ডুল= মাতুল।

(৪) **ডামহ** (তৎপিতা বুঝাইতে)—পিতামহ, মাতামহ।

(৫) **মাত্র** (পরিমাণার্থে)—অণুমাত্র, কিঞ্চিন্মাত্র, তন্মাত্র।

(৬) **ময়** (বিকারাদি অর্থে)—মৃন্ময়, হেমময়, বাঙ্ময়, হিরণ্ময়, চিন্ময় আনন্দময়।

(৭) **ত্র** (অধিকরণ অর্থে)—সর্বত্র, যত্র, তত্র, একত্র।

(৮) **তস্** (বিভক্তির স্থানে)—স্বভাবতঃ, বিশেষতঃ, বস্তুতঃ, অন্ততঃ, ফলতঃ।

(৯) **চশস্** (বীপ্সাদি অর্থে)—বহুশঃ, ক্রমশঃ, অল্পশঃ।

দ্রষ্টব্য ঃ—স্বভাবতঃ, ক্রমশঃ, প্রভৃতির বিসর্গ প্রয়োগ অধুনা বিরল হইয়াছে।

(১০) পূরণার্থে **তীয়, থ, ম, ড, তম** প্রত্যয় হয়। যথা,—(ক) দ্বি+তীয় =দ্বিতীয়, তৃতীয়। (খ) চতুর+থ=চতুর্থ, ষষ+থ=ষষ্ঠ। (গ) পঞ্চ+ম =পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম। (ঘ) একাদশন+ড=একাদশ ; এইরূপ দ্বাদশ, পঞ্চদশ। বিংশতি+ড=বিংশ। (ঙ) বিংশতি+তম=বিংশতিতম, ষষ্ঠিতম, শততম, লক্ষতম।

(১১) সংখ্যামাত্র বুঝাইতে দ্বি, ত্রি ও চতুর শব্দের উত্তর **তয়** এবং দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর **অয়** হয়। যথা,—চতুষ্টয় ; দ্বয় ; ত্রয়।

(১২) প্রকার অর্থে **'ধা'** ও **'থা'** হয়। যথা,—(ক) দ্বি+ধা=দ্বিধা (দুই প্রকার) ; শত+ধা=শতধা। (খ) সর্ব+থা=সর্বথা (সর্বপ্রকার), অন্য+থা=অন্যথা ; যৎ+থা=যথা (যে প্রকার) ; তৎ+থা=তথা।

(১৩) অধিকরণ অর্থে **দা** হয়। যথা,—এক+দা=একদা ; সর্ব+দা= সর্বদা ; স (সর্ব)+দা=সদা।

(১৪) অনিশ্চিত অর্থে **চিৎ** ও **চন** হয়। যথা,—কিম্+চিৎ=কিঞ্চিৎ এইরূপ,—কদাচিৎ, কথঞ্চিৎ। কদা+চন=কদাচন।

(১৫) আরও কয়েকটি প্রত্যয়। দন্ত+উর=দন্তুর। মল+ইন=মলিন। কৃষি+বল=কৃষিবল (কৃষি আছে যার)। এক+আকিন=একাকী। কুটী+র=কুটীর (ছোট কুঁড়ে ঘর)। কর্ম+ঠ=কর্মঠ (কর্মে দক্ষ)।

প্রয়োগ ঃ প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা পিতৃদেব আমার 'অবাধ্যতা' দূর করিতে পারিতেন না। —বিদ্যাসাগর।

তখন সেই 'জ্যোতিষ্মান' সূর্যের মধ্যে সেই 'প্রকাশবান্' বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। —দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাত্রি 'জ্যোৎস্নাময়ী'—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। —বঙ্কিমচন্দ্র।

মুহূর্ত জন্য আবার 'যৌবন' ফিরিয়া পাইলাম। —ঐ

আমি 'অন্যমনস্কে' এই সকল দেখিতাম আর ভাবিতাম এই আমার দুনিয়া। —সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

" 'সামাজিক' রোগের কবিরাজি চিকিৎসা" —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সে জন্য কাহারও 'তিলমাত্র' 'ঔৎসুক্য' আছে এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকৃতি প্রাণের মধ্যে ডুবিয়া ভাষায় তাহার 'সৌন্দর্য' ফুটাইয়া তুলেন।

—বলেন্দ্র ঠাকুর।

দেখবে, একবার 'সত্যিকারের' কাণ্ডারী হ'তে পারি কি না ?—শরৎচন্দ্র।

জমির স্বত্ব 'ন্যায়তঃ' জমিদারের নয়, সে চাষীর —রবীন্দ্রনাথ।

দেশ মানুষের সৃষ্টি, দেশ 'মানুষ' নয়, সে 'চিন্ময়'। —ঐ

দ্রষ্টব্য ঃ—স্ত্রী প্রত্যয় এস্থলে আলোচিত হইল না। কারণ, উহা লিঙ্গ বিষয়ক অধ্যায়ের আলোচ্য।

অনুশীলন

১। তদ্ধিত প্রত্যয় কাহাকে বলে? তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে কোন্‌গুলি বিশেষ্য-কারক এবং কোন্‌গুলি বিশেষণ-কারক, দৃষ্টান্ত সহ বল।

২। ব্যুৎপত্তি লিখ এবং শব্দগুলি স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ—

বৈয়াকরণ, গৌরব, বাগ্মী, দুষ্টামি, পৌনঃপুনিক, ভয়সা, বড়াই, সেবাইত, জুতানো, আড়াল, রাখালি, মেটে, টেকো, চিম্‌টা, আঁষটে, ঘেসেড়া, পাতড়া, নামতা, খুড়ত, নোন্‌তা, পয়মন্ত, ফরসা।

৩। বিশেষণে পরিবর্তিত কর ঃ—যশ, পুষ্প, গুরু, বর্ষ, পূজা, মান, সহায়, ঐশ্বর্য, করুণা, ঈশ্বর, সভা, মাংস, পুরুষ, দক্ষিণ, মৃৎ, শ্রী, পুর, সম্প্রদায়, রাজনীতি. বিধি. বিশ্বজন. প্রিয়. মখ. চির. পক্ষ।

৪। কারণ উল্লেখপূর্ব্বক অশুদ্ধি সংশোধন কর :—আবশ্যকীয়, একত্রিত, আলস্যতা, দারিদ্রতা, ঐক্যতা, সম্ভ্রান্তশীল, জ্ঞানমান, পার্বতীয়, সৌজন্যতা।

৫। এক শব্দে পরিণত কর :—

রঙ্গ আছে যাতে ; হাতের সদৃশ,; দক্ষিণ হইতে আগত ; চাষ ইহার জীবিকা, হাতড়ান যার অভ্যাস ; চাঁদের সদৃশ ; চৌকী দেয় যে ; পাতা যায় যাহা ; মনুর সন্তান ; কবির কার্য ; মাসে প্রকাশ হয় যে পত্রিকা ; বিজ্ঞান জানে যে ; পথের সম্বল ; বধের যোগ্য ; স্থপতির কার্য।

৬। কিরূপে গঠিত হইয়াছে এবং কি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হয় বল :—

ভাত', ঘরামি, বাঙ্গালী, দেউলে, পৌর, সভ্য, ব্রাহ্ম, বৈমানিক, সাংবাদিক, নিরস্ত্রীকরণ।

৭। বিশেষ্য এবং বিশেষণ দুই রকমেই স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর :—

চোরাই, ঔপনিবেশিক, সাংবাদিক, সপ্তাহিক, সাধারণতন্ত্রী।

৮। নিম্ন প্রত্যয়গুলি কি কি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় দৃষ্টান্ত সহ বল,—খানা (একখানা) ; খানা (কারখানা) ; আ ; আই ; আম বা আমি ; আর বা আরি ; আলু বা আল ; ই < ঈ ; ট ; ড ; ত > তা ; পানা ; পারা ; তর ; সহ।

৯। বিশেষণ পদ গঠিত কর :—মাঝ, জনক, মেয়ে, দরদ, দশ, টাকা, উপর, শহর, খস্‌খস্‌, ঘর, ঝড়, দম, ওখানে, লম্বা, জমা, বথা, লাল, তামা, কতক, খৃস্ট, লাজ, পথ, সুদ, এমন।

১০। বিশেষ্যপদ গঠিত কর :—গৃহস্থ, কুঠি, শাড়ী, দোকান, জল, লুঠ, লেখা, মালা, লাল, ছোট, বাবু, ছাপা, মুটে, তবলা, ব্যবসা, চালাক, সৎ, মৌলিক, নিরক্ষর, বাক, ভাস্কর।

১১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য দেখাইয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর :—নিদ্রিত, নিদ্রালু ; শ্রীমান্‌, শ্রীযুক্ত ; বাচ্য, বাক্য ; দর্শনীয়, দ্রষ্টব্য ; পটুয়া, পটুয়া ; ফলটা, ফলট, ফলটুকু ; অর্থী, অর্থবান ; পরিশ্রমী, পরিশ্রান্ত ; শরীরী, শারীরিক ; তামসী, তামসিক ; রাজ্য, রাজত্ব ; পুষ্পিত, পুষ্পময়।

১২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে মাত্র চারিটির প্রত্যয় নির্ধারণপূর্বক অর্থ কর :—মিঠাই, চড়াই, ভিখারী, মাঝারি, ক্ষ্যাপাটে, ভাড়াটে, আধুলি, পয়ালী। (কলিঃ প্রবেশিকা, ১৯৪০)

পদ-পরিবর্তন—কৃৎ-তদ্ধিতাদি সাহায্যে শব্দগঠন

৩৩২। বিশেষণ হইতে বিশেষ্য। বিশেষণ পদের উত্তর যথাসম্ভব ত্ব, তা, ইমন, ষ্ণ, ষ্ণ্য, মি, আমি, ই, পনা, আই, আনা প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য পদ প্রস্তুত হয়। যথা,—বীর+ত্ব=বীরত্ব, দুর্বল+তা=দুর্বলতা, গুরু+ইমন=গরিমা, গুরু+ষ্ণ=গৌরব, বীর+ষ্ণ্য=বীর্য, একগুঁয়ে+মি=একগুঁয়েমি, চালাক+ই=চালাকি, মিঠা+আই=মিঠাই, দুরন্ত+পনা=দুরন্তপনা, বাবু+গিরি=বাবুগিরি, ভদ্র+আনা=ভদ্রআনা।

৩৩৩। বিশেষ্য হইতে বিশেষ্য। বিশেষ্যের উত্তর ষ্ণ, ষ্ণ্য, তা, ত্ব, আ, আনা, আল, আলী, ই, গিরি প্রভৃতি যোগে গুণ ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠন করা যায়। যথা,—যুবন্+ষ্ণ=যৌবন, বণিজ্+ষ্ণ্য=বাণিজ্য, মিত্র+তা=মিত্রতা, নারী+ত্ব=নারীত্ব, সাহেব+আনা=সাহেবিয়ানা, বাড়ী+আলী=বাড়ীআলী, ডাকাত+ই=ডাকাতি, মুটে+গিরি=মুটেগিরি।

দ্রষ্টব্য ঃ—অপত্যার্থে বিশেষ্যের উত্তর ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণিক প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে বহু বিশেষ্যপদ গঠিত হয়।

৩৩৪। বিশেষ্য হইতে বিশেষণ। বিশেষ্য পদের উত্তর যথাসম্ভব ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, ষ্ণেয়, মতু, বতু, বিন, ইন, ল, আলু, ময়, ইত এবং আলি, ও, পানা, ঈ, ই, টে, মন্ত, সা, ইম, এ, সই, আই প্রভৃতি প্রত্যয়-যোগে বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যথা,—বিধি+ষ্ণ=বৈধ, গ্রাম+ষ্ণ্য=গ্রাম্য, শরীর+ষ্ণিক=শারীরিক, বুদ্ধি+মতু=বুদ্ধিমান্, জ্ঞান+বতু=জ্ঞানবান্, রাষ্ট্র+ঈয়=রাষ্ট্রীয়, ধার+আল=ধারাল, সোনা+আলি=সোনালি, জল+ও=জলো, গাছ+ও=গেছো, দরদ+ঈ=দরদী, স্বদেশ+ঈ=স্বদেশী, ভাড়া+টিয়া=ভাড়াটিয়া।

৩৩৫। বিশেষণ হইতে বিশেষণ। গুরুতর=গুরু+তর ; মহত্তর=মহৎ+তর ; জ্যেষ্ঠ=বৃদ্ধ+ইষ্ঠ ; প্রিয়তম=প্রিয়+তম।

৩৩৬। ধাতু হইতে বিশেষ্য ও বিশেষণ। কোন বিশেষ্যপদ হইতে বিশেষণ করিতে হইলে ঐ বিশেষ্য যে ধাতু হইতে উৎপন্ন সেই ধাতুর উত্তর

বিশেষণবোধক প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়া বিশেষণ পদ করা যাইতে পারে। বিশেষণ পদ হইতে বিশেষ্য গঠন করিতে হইলেও এই প্রক্রিয়াই অবলম্বন করিতে হইবে।

ধাতু	প্রত্যয়	বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষণ
কৃ	অনট্	করণ	তব্য, অনীয়	কর্তব্য, করণীয়
গম্	,,	গমন	,, য	গন্তব্য, গম্য
জ্ঞা	,,	জ্ঞান	,, য	জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়
লভ্	ঘঞ্	লাভ	য ক্ত	লভ্য, লব্ধ
উপ-দ্রু	অল্	উপদ্রব	ক্ত	উপদ্রুত
ইষ	অ	ইচ্ছা	ক্ত	ইষ্ট
বাড়	অ	বাড়	অন্ত	বাড়ন্ত
ফল্	অন	ফলন	,,	ফলন্ত
শুন্	আনি	শুনানি	আ	শোনা
মিশ	আ	মেশা	উক	মিশুক

অনুশীলন

১। শব্দগুলি কিরূপে গঠিত হইয়াছে বল এবং উহাদের দ্বারা বাক্য রচনা কর :—(ক) বক্তা, নায়ক, পুত্র, নিবাস, ঋণ, জয়, সন্তরণ, মুক্তি, প্রশ্ন, কান্না, বৈঠক, লড়াই, যাচাই। (খ) ভাবী, ভবিতব্য, জাগরূক, আহুত, আহূত, জিজ্ঞাসু, জীবন্ত, চল্‌তি, মিশুক, ডুবুডুবু, উড়ো, ফেরত। (গ) বৈমাত্রেয়, ঐশ্বর্য, মনুষ্যত্ব, ঘটকালী, ছাপাখানা, নেকামি, হিন্দুয়ানী, গৌরব, বর্ষ, বীরত্ব, আলস্য, ভণ্ডামী, বড়াই। (ঘ) বাস্তব, নৈশ, স্বীয়, ন্যায্য, ক্ষুধিত, মুখর, পঙ্কিল, গরীয়সী, প্রিয়তম, শ্রেষ্ঠ, জলো, ঝগড়াটে, মামাত, পূজারি।

২। প্রত্যেক বিশেষ্যপদের পূর্বে উপযুক্ত বিশেষণ বসাইয়া বাক্য রচনা কর :—দৃশ্য, উদ্যোগ, বুদ্ধি, জ্ঞান, জ্যোৎস্না, ব্যবহার, স্বভাব, ভক্তি, বিচার, অন্ধকার, জটা, কণ্ঠ, আস্য, শঙ্খ, পদ, শতাব্দী, আনুগত্য, ঐক্য, করুণা, কালিমা পটুতা, সাধারণতন্ত্র।—[প্রবেশিকা প্রশ্নমালা]

৩। বিশেষণপদের পরে যথাযোগ্য বিশেষ্যপদ বসাইয়া বাক্য রচনা কর :—পুঞ্জীভূত, দূরাগত, কোপন, নিঃশ্রান্ত, কূট, বিশ্ববিশ্রুত, বঙ্কিম, ঐকান্তিক, অপহৃত, বিশ্রুত, বিসদৃশ, স্মরণীয়, সমবেত, সংযত। [প্রবেশিকা প্রশ্নমালা]

৪। বিশেষণ পদ তৈরী কর এবং গঠিত পদদ্বারা বাক্য রচনা কর :—

(ক) নীতি, বাঙ্গা, বিষ্ণু, ভোজন, পরিবার, হৃদয়, পান, সংসার, শরৎ, জল, সৌন্দর্য, পূজা, ক্রোধ, সূর্য, চন্দ্র, মুখ, দিন, বন, ধান, পাটনা।

(প্রবেশিকা প্রশ্নমালা)

(খ) বিধি, পথ, বর্ষ, স্ব, ক্ষুধা, তেজ, মাংস, মুখ, চাঁদ, তামা, পিসা, ঝড়, পেট, ঘর, বন, মাঠ, কাজ, মাঝ, মহৎ, বৃদ্ধ, গুরু, পাপী।

৫। এক শব্দে প্রকাশ কর : বাড়ীর অধিকার ; রেশমে নির্মিত ; পাগলের ভাব ; গাছে উঠিতে পটু যে ; সাপ ধরিতে পটু যে ; শান্তিপুরে উৎপন্ন ; পাহারার কাজ করে ; দাঁত আছে যার ; সেতারে দক্ষ ; যে কুস্তি করে ; যে তীর নিক্ষেপ করে ; যে মোকদ্দমায় আসক্ত ; যে গাড়ী চালায়।

৬। Pick out the derivative words from the following sentences :—

(ক) স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধর্ম (মাইকেল)। (খ) ভারতবর্ষ গীতি-কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ (খগেন্দ্র মিত্র)। (গ) আজ দুঃখ দৈন্যেই আমরা মিলিত হবো, আর ধনের দ্বারা ধনী হবে বিচ্ছিন্ন (রবীন্দ্রনাথ)। (ঘ) প্রসিদ্ধ বাগ্মী, সাংবাদিক, গ্রন্থকার এবং প্রাক্তন জননায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পরলোক গমনে একজন শক্তিমান্ পুরুষের তিরোভাব হইয়াছে (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)। (ঙ) সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত এবং ভাবপ্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা পেয়েছে (রবীন্দ্রনাথ)। (চ) জাতীয় ধর্মে জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়। (বঙ্কিমচন্দ্র)। (ছ) ভারতবর্ষে বাঙ্গালীই নব নব চিন্তার প্রবর্তক (গোখলে)। (জ) উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সদা স্বার্থ জাগরূক (মোজাম্মেল হক)। (ঝ) সীতার নির্বাসন সামান্য স্ত্রী-বিয়োগ নহে (বঙ্কিমচন্দ্র)। (ঞ) লক্ষ লক্ষ সন্তানের জীবনব্যাপী সাধনার ফলেই জাতি শক্তিশালী হইবে, আমরা মরিলেও জাতীয় জীবন অমর হইবে (জগদীশ বসু)। (ট) বীর্যই সাধুত্ব—দুর্বলতাই মহাপাপ (বিবেকানন্দ)।

বাক্য-প্রকরণ

বাক্য—পদ-বিন্যাস ও পদান্বয়

(Syntax—Arrangement and Agreement)

বাক্যের লক্ষণ

৩৪০। যে পদসমূহের দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় তাহার নাম বাক্য (Sentence)। মনে রাখিবে বিশুদ্ধ বাক্যের ত্রিবিধ লক্ষণ—

(১) আকাঙ্ক্ষা, (২) যোগ্যতা, (৩) আসত্তি।*

৩৪১। **আকাঙ্ক্ষা**। বাক্যের অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত এক পদের পর অপর পদ শুনিবার যে ইচ্ছা তাহার নাম 'আকাঙ্ক্ষা'। আকাঙ্ক্ষা অনুসারে পদ প্রয়োগ না করিলে বাক্যার্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় না। যেমন,—

(১) শিক্ষক মহাশয় যদুর অভিযোগ শুনিয়া রমেশকে—

(২) ——যদুর অভিযোগ শুনিয়া—রমেশকে তিরস্কার করিলেন।

(৩) শিক্ষক মহাশয় যদুর—শুনিয়া—তিরস্কার করিলেন।

এখানে প্রথম বাক্যে ক্রিয়াপদ, দ্বিতীয় বাক্যে কর্তৃপদ ও তৃতীয় বাক্যে কর্মপদ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, সুতরাং এগুলি বাক্য হয় নাই। প্রত্যেক বাক্যেই একটি কর্তৃপদ ও একটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ আবশ্যক ; এবং ক্রিয়া সকর্মক হইলে উহার কর্মপদ ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ বাক্য সম্পূর্ণ হয় না।

৩৪২। **যোগ্যতা**। অর্থবোধ বিষয়ে পদসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধা না থাকাকে যোগ্যতা কহে। যথা,—গাভীগুলি উড়িতেছে। পাখীগুলি ঘাস খাইতেছে।

গাভীর উড়িবার যোগ্যতা নাই, পাখীরও ঘাস খাইবার যোগ্যতা নাই। সুতরাং এগুলি বাক্য হইল না, তবে ব্যঙ্গোক্তিতে এবং দেবপ্রভাবাদি বর্ণনস্থলে আপাততঃ যোগ্যতা না থাকিলেও বাক্য হইয়া থাকে যথা,—

* বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।
—সাহিত্য-দর্পণঃ (২য় পরিচ্ছেদ, ১ সূত্র)

ব্যঙ্গোক্তি—'আজ পূর্ণিমাতে অমাবস্যা তের প্রহর অন্ধকার।'

দেবপ্রভাব—"অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্বত্র গতাগতি।"

৩৪৩। **আসত্তি**। অর্থসঙ্গতিক্রমে বাক্যমধ্যে পূর্বাপর পদ-স্থাপনের নাম 'আসত্তি'। যথা,—শিক্ষক মহাশয় অভিযোগ যদুর শুনিয়া করিলেন তিরস্কার রমেশকে।

এই পদসমষ্টিতে আসত্তি নাই বলিয়া, অর্থাৎ বিভিন্ন পদগুলি পূর্বাপর সন্নিবিষ্ট হয় নাই বলিয়া উহার অর্থবোধ হয় নাই, কাজেই ইহা বাক্য নহে। এস্থলে কিরূপভাবে পদগুলির সন্নিবেশ করিলে বাক্য হইত, তাহা তোমরা বোধ হয় বলিতে পার।

৩৪৪। প্রত্যেক ভাষায়ই বাক্যে পদ-সন্নিবেশের বিশিষ্ট রীতি আছে। এ সম্বন্ধে আমাদের মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষার মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে। নিম্নে নিয়মগুলি লক্ষ্য কর এবং ইংরেজী বাক্যগঠনের নিয়মের সহিত তুলনা কর; ইহাতে উভয় ভাষার রীতি সম্যক্ অধিগত হইবে।

বাক্যে পদস্থাপনের সাধারণ নিয়ম

৩৪৫। **বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ**। বাক্যস্থিত বিশেষ্যপদের সহিত ক্রিয়াপদের যে সম্বন্ধ তাহার নাম কারক। কর্তৃকর্মাদি ভেদে এই সম্বন্ধ ছয় প্রকার। কারক অনুসারেই বাক্যে বিশেষ্যের স্থান নির্ণীত হয়। বিভিন্ন কারকপদগুলি বাক্যে কিরূপভাবে ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমে কর্তৃপদ ও সর্বশেষে সমাপিকা ক্রিয়াপদ বসে। ক্রিয়াপদ সকর্মক হইলে কর্মপদটি ক্রিয়ার পূর্বে বসে; যথা,—শিক্ষক মহাশয় রমেশকে তিরস্কার করিলেন।

২। দ্বিকর্মক হইলে গৌণকর্ম (ব্যক্তিবাচক কর্ম) মুখ্য কর্মের (বস্তুবাচক কর্মের) পূর্বে বসে। যথা,—প্রধান শিক্ষকমহাশয় আমাদিগকে ইংরেজী পড়ান। তুমি আমাকে কথা দিয়াছিলে।

৩। অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে এবং উহা সকর্মক হইলে কর্মটি উহার পূর্বে বসে। যথা,—তিনি এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন।

৪। করণ, সম্প্রদান ও অপাদান পদ কখনও কর্মপদের পূর্বে বসে, কখনও পরে বসে। যথা,—রাখাল যষ্টিদ্বারা গাভীকে প্রহার করিতেছে। যোগ্য বরে কন্যা দিবে। আমি পুস্তকখানি আমার ভ্রাতাকে দিয়াছি। সে বালকটিকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতেছে। রাজা দুর্বৃত্ত লোকটিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রমণী কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছেন।

৫। অধিকরণ পদ অনেক স্থলে কর্তৃপদের পূর্বে বাক্যের প্রথমেই বসে, অনেক স্থলে কর্তৃপদের পরে ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা,—তীর্থক্ষেত্রে রাজা দরিদ্রদিগকে ধনদান করিতেছেন, অথবা রাজা তীর্থক্ষেত্রে দরিদ্রদিগকে ধনদান করিতেছেন।

৬। যে পদের সহিত সম্বন্ধ, সম্বন্ধপদ তাহার অব্যবহিত পূর্বে বসে। যথা,—রাজার ধন, গঙ্গার জল, গাভীর দুগ্ধ ইত্যাদি। একই বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে দুই বা ততোধিক সম্বন্ধ পদ প্রযুক্ত হইলে সাধারণতঃ শেষ সম্বন্ধপদে সম্বন্ধসূচক 'র' বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

৭ সম্বোধন পদ বাক্যের প্রথমে বা শেষে বসে। যথা,—ভগবান্! কর্তব্য পালনে যেন আমি কখনও বিরত না হই। আজ চললাম, দুলাল।

৮। প্রশ্নবোধক বাক্যে স্থলবিশেষে এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম হয়।

দ্রষ্টব্য:—পদ্য রচনায় এই সাধারণ পদ-স্থাপন-বিধি অনুসৃত হয় না। ইহা কেবল গদ্য রচনার জন্য।

৩৪৬। **সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম**। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনায় এই সাধারণ নিয়মই প্রযোজ্য। কিন্তু দীর্ঘ বাক্য রচনায় এই সকল নিয়ম সর্বত্র খাটে না। বিশেষতঃ রচনা স্পষ্টার্থক ও শ্রুতিমধুর করিবার জন্য সুকৌশলী লেখকগণ অনেক সময়েই এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। পরপৃষ্ঠার দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য কর।

(ক) কর্তৃপদ বাক্যের প্রথমে বসে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যদি দীর্ঘবাক্যে একাধিক কারক, ক্রিয়া-বিশেষণ বা অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে এবং সেজন্য ক্রিয়া ও কর্তার মধ্যে ব্যবধান অনেকটা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে কর্তাকে যথাসম্ভব ক্রিয়ার নিকটে আনিতে হয়। যেমন,—

'সার্ধ দ্বিশত বৎসর পূর্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি **নৌকা** গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল।' —বঙ্কিমচন্দ্র।

'অনন্তর রথারোহণপূর্বক হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া রাজা, শান্তনুকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।' —কালীপ্রসন্ন সিংহ।

'তাঁহার সুনিয়মে, তাঁহার উদার ব্যবহারে, তাঁহার ধর্মানুরাগে **প্রকৃতিপুঞ্জ** পরম সুখে বাস করিয়াছে।' —রজনী গুপ্ত।

(খ) বিশেষ প্রাধান্য জ্ঞাপনার্থ কর্তৃপদ বা যে কোন কারকপদ, এমন কি, সম্বন্ধ বা সম্বোধন পদও বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হইতে পারে। এ সকল স্থলে ক্রিয়াপদ বাক্যের মধ্যে বা প্রথমে বসে বা উহ্য থাকে। যেমন,—

কর্তা—'ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আবার সেই যন্ত্রের বাহন হয়েছে মানুষ। (রবীন্দ্রনাথ)। **কর্ম**—'কিন্তু একশো বছর হয়ে গেল, না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ্'—রবীন্দ্রনাথ। **করণ**—'মানুষের মধ্যে ছোট বড় তো শরীর দিয়া হয় না, সে হয় তার আত্মার প্রসার ও প্রকাশের পরিমাণ দিয়া।'—নরেশ সেন। **অপাদান**—'তুমি কে যে আমার উপর রাজত্ব করিবে? তোমার এ অধিকার কোথা হইতে?' —কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

অধিকরণ—'শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়'। **সম্বন্ধপদ**—তখন এসিয়ায় মহতী বাণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং মহতী কীর্তির।' (রবীন্দ্রনাথ)। **সম্বোধন**—'রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না, ভাই।' (ঐ)। 'চোপ রও, কুকুরের দল।' (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া এবং অন্যান্য পদগুলিকে বিপর্যস্ত ভাবে ব্যবহারের দ্বারা বাগ্‌ভঙ্গীর ভিতরে একটা নূতন বৈচিত্র্য এবং সজীবতা আনয়ন করা আধুনিক যুগের একটা বিশিষ্ট রীতি। যথা,—

"বাইরের মাটির পুতুল তারা সব ডাক দেয় ঘরের পুতুলটিকে—হাতছানি দিয়ে ইশারা করে' কথা কয়ে' গান গেয়ে। মন ভোলালো ছেলের, সে এক মায়ের কোল ছেড়ে আর এক মায়ের ঘরে খেলতে ছুটলো বাইরে। সেখানে চলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা জলে স্থলে ধরাতলে, মেঘে মেঘে আকাশতলে।"—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম,—কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকাল-বেলাকার আলোয় উদাস-করা একটা পথের ছবি,—অরণ্যের ছায়ায় যায়ায় ওই পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার ফলাওয়ালা লম্বা লাঠি, নিচে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চলবে সঙ্গে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(গ) ইংরেজীতে বাক্যে সর্বদাই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু বাংলায় অনেক স্থলে ক্রিয়াপদ উহ্য রাখিলেই বাক্যের সৌষ্ঠব বর্ধিত হয়। বিশেষতঃ বর্তমান কালে 'হওয়া' ক্রিয়াটি উহ্য রাখাই সাধারণ নিয়ম। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য কর—'মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।' (বঙ্কিমচন্দ্র)।

'সীতার কাহিনী দুঃখ, পবিত্রতা ও ত্যাগের কাহিনী। ইহার বিশাল আলেখ্য হিন্দুস্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও সুশোভিত।'—দীনেশচন্দ্র সেন।

'খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী অতীত। মহারাজ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের সুশাসন-মহিমায় ভারতভূমি সম্পত্তি-শালিনী। মহারাষ্ট্ররাজ মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশীর বীরত্বে ভারতের বীরত্বকীর্তি উজ্জ্বলতর। নালন্দায় ভারতীয় অপূর্ব পূজায় ভারতের গৌরব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত।'—রজনীকান্ত গুপ্ত।

ক্রিয়াপদের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য।

'তাহাদের দিনগুলি কাটিতে লাগিল যেন উৎসবের মতো—হাসিয়া, গল্প করিয়া এবং চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া।'—শরৎচন্দ্র।

'বেরুক (নূতন ভারত) লাঙ্গল ধরে চাষীর কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালী, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান হইতে, হাট থেকে, বাজার থেকে।'—বিবেকানন্দ।

'শশাঙ্ক টেবিলের উপর হঠাৎ সবলে মুষ্ট্যাঘাত করে বলে উঠ্‌ল—যাব না নেপালে।'—রবীন্দ্রনাথ।

'একদিন বাঙালী শুধু কৃষিজীবী এবং মসীজীবী ছিল না, ছিল সে যন্ত্রজীবী।'
—রবীন্দ্রনাথ।

নাম-বিশেষণ ও ভাববিশেষণ (Adjectives and Adverbs)

৩৪৭। (ক) যে পদকে বিশেষ করে, বিশেষণ (যে-কোন প্রকার) সাধারণতঃ তাহার পূর্বে বসিয়া থাকে। যথা,—'সুন্দরী' মেয়ে ; 'ধীরে' চল। 'অতি সুন্দর' পুষ্প ; 'খুব জোরে' হাঁট। 'ঈষৎ রক্তাভ শ্বেত' গণ্ডস্থল।

(খ) প্রাধান্য অথবা জোর দিতে হইলে, উদ্দীপনা বা উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিতে হইলে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। বড় বড় বাক্যেও ইহার ব্যতিক্রম হয়। যথা,—কি বিচিত্র এই দেশ !—ডি. এল্. রায়।

আমি একটা খরুচে সওদাগর—রোজগারও করি খুব, আবার যা পাই, তা উড়িয়েও দিই—ডি. এল্. রায়।

(গ) বিধেয়-বিশেষণ সাধারণতঃ বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের পরে বাক্যের বিধেয়াংশে বসে। যথা,—মেয়েটি ছিল 'সুন্দরী'।—বঙ্কিমচন্দ্র।

(ঘ) সর্বনামের বিশেষণ সাধারণতঃ সর্বনাম পদের পরেই বসে। যথা,—জগৎসভার মাঝে সে (ভারতবর্ষ) আজ 'অবজ্ঞাত' 'উপেক্ষিত'।

৩৪৮। **সর্বনাম**—(ক) সাধারণতঃ বিশেষ্য যে ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, সর্বনামও সেই ভাবেই হয়। সর্বনামের পূর্বে সচরাচর বিশেষণপদ বসে না, পরেই বসে। যথা,—যাহারা 'দুর্বল' পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তাহাদের দুর্বল।

নিত্যসম্বন্ধী যদ্ ও তদ্ শব্দের দ্বিতীয়টি সাধারণতঃ পরে বসে। যথা,—'যাহারা' কুবাক্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করদিগের ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু।'—বঙ্কিমচন্দ্র।

সর্বনাম বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ্য পদের পূর্বে বসে।

অনেক সময় অনুজ্ঞা বিভক্তির কর্তৃপদে ব্যবহৃত প্রথম ও মধ্যম পুরুষের সর্বনাম পদ উহ্য থাকে। যথা,—'ভুলিও না, নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'—বিবেকানন্দ।

'লেগে যা—দেরী করিসনি, মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে।'—ঐ

(খ) বিশেষ প্রাধান্য বা জোর দিতে হইলে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। যথা,—

সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি আর তার পুরোহিত এই দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য—ডি. এল্. রায়।

মেবার জয় করেছ বটে, কিন্তু মেবার শাসন কর্চ্ছি আমি।—ডি. এল্. রায়।

আমরা প্রাচ্যজাতিরা বস্তুজগতে এই শক্তিসাধনায় শৈথিল্য করেছি, তার ফলে আমাদের দুর্বলতা সমাজের সকল বিভাগেই পরিব্যাপ্ত।

তোমার যত কিছু ক্ষমতা, যত কিছু বৈভব, সমস্তই আমরা ও আমাদের।

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

স্বার্থপর তুমি, তাই একথা বলিতেছ।

মূর্খ আমিই না হয় কাজটা না পারিলাম, বিদ্বান্ তুমিই উহা কর দেখি।

ধর্মক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া শয্যাশায়ী হইবার উদ্যোগ করে তাহারা যাহারা শীতলতা ভিন্ন আর কিছুই চায় না।—কেশব সেন।

আর তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে আলস্য, জড়তা, মোহ, নিদ্রা—এই সব।

'পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে, সে-ই পৃথিবীর রাজা।'—রবীন্দ্রনাথ।

৩৪৭। **বাক্যে অব্যয়ের অবস্থিতি কোথায়**—অব্যয় বিবিধ প্রকার।

ক্রিয়া-বিশেষণরূপেও বহু অব্যয় ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পদরূপেও অব্যয়ের ব্যবহার কম নহে। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে অব্যয় যে-পদরূপে ব্যবহৃত হয়, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে সেই পদের স্থানেই উহা বাক্যে প্রযুক্ত হয়।

অব্যয়ের ব্যবহার উত্তমরূপে অধিগত হইলে ভাষা অত্যন্ত জোরালো, সুস্পষ্ট ও সুন্দর করা যায়। বাংলাভাষায় অব্যয়ের সংখ্যা এবং উহাদের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যও যথেষ্ট।

পূর্বেই দেখিয়াছি, * অব্যয় প্রধানতঃ ত্রিবিধ—পদান্বয়ী অব্যয় (Preposition), সমুচ্চয়ী অব্যয় (Conjunction) ও অনন্বয়ী অব্যয় (Interjection)।

(ক) সহ, সহিত, ন্যায়, চেয়ে, অপেক্ষা, বিনা প্রভৃতি **পদান্বয়ী অব্যয়**; ইহাদের যোগে শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ বিভক্তি হয় এবং সেই বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত উহাদের অন্বয় হয়। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। সুতরাং ইহাদের স্থান সাধারণতঃ অন্বিত পদের পরেই। যথা,—

'দুষ্কর সাধনা ও তপস্যা **ব্যতীত** কখনই কোন মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করা যায় না'—জগদীশ বসু।

'ইহার **চেয়ে** হতেম যদি আরব বেদুইন।
চরণ তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।'—রবীন্দ্রনাথ।

(খ) **অনন্বয়ী অব্যয়** ভাব-বোধক, সম্বোধনসূচক, প্রশ্নবোধক ও বাক্যালঙ্কারসূচক—এই চারি প্রকার। ইহারা শব্দের প্রথমে, মধ্যে, অথবা শেষে বসিয়া থাকে। যথা,—

'কোথা তোর **অয়ি** তরুণী পথিক-ললনা ?'—রবীন্দ্রনাথ।

'আ **মরি** ! বাংলা ভাষা !
মোদের গরব, মোদের আশা।'—অতুল সেন।

---

* ২০৫ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

'**এই ত** চাই, সাঁতার জান্‌লে আবার ভয় কিসের ?'—শরৎচন্দ্র।

'শহরে গেলে বিশেষ কিছু উপকার হইবে **কি** ?'—বঙ্কিমচন্দ্র।

'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ **কী** সুন্দর রূপ তোমার !'—রবীন্দ্রনাথ।

(গ) **সমুচ্চয়ী অব্যয়ের** ব্যবহার সর্বাপেক্ষা জটিল। ইহারা বাক্যের সরলতা, সুস্পষ্টতা ও সৌন্দর্য বর্ধিত করে।

ইহাদের মধ্যে এবং আর, ও, অপিচ প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় ; বা, অথবা, কিংবা, নতুবা প্রভৃতি বিয়োজক অব্যয় ; কিন্তু, বরং অথচ প্রভৃতি সঙ্কোচক অব্যয় দুই বাক্যের মধ্যে বসে। অনুগামী অব্যয় (Subordinate Conjunctions) সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমে ও মধ্যে বসে। যথা,—

'মনের সরলতা **ও** চিরতারুণ্য অক্ষুণ্ণ রাখাই আমাদের প্রয়াস হওয়া উচিত।'

'প্রতিভাবান্ লেখক **বা** কবির রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই **যে**, তাহা পড়িলেই **যেন** কত পরিচিত বলিয়া মনে হয়।'—খগেন্দ্র মিত্র।

'বিদ্যায় ধর্মের ক্ষতি নাই **বরং** বৃদ্ধি আছে।'—বঙ্কিমচন্দ্র।

'শরতেও হিমালয়ের এমনই গভীর **অথচ** মনোহর, ভয়ঙ্কর **অথচ** উন্মাদক সৌন্দর্য।'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

'নৃত্যহারা দেশ অনেক সময় এ-কথা ভুলে যায় **যে** নৃত্যকলা ভোগের উপকরণ মাত্র নয়।'—রবীন্দ্রনাথ।

নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়ের একটি প্রথমে ও অপরটি পরে, অর্থাৎ প্রধান উপাদান-বাক্যের (Principal Clause) প্রথমে বসে। যথা,—

লক্ষ্মীবাই **যদিও** রমণী, **তথাপি** বিপক্ষদিগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা সাহসিনী ও রণপারদর্শিনী।—রজনী গুপ্ত।

'নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিল **বটে**, **কিন্তু** কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না।'—বঙ্কিমচন্দ্র।

যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, **তেমনি** স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, **কেননা** স্ত্রীজাতি সমাজের অর্ধেক ভাগ।'—বঙ্কিমচন্দ্র'

'**বটে** তিনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ, **কিন্তু** জ্যেষ্ঠ হইলেই শ্রেষ্ঠ হয় না।'

—ডি. এল্. রায়।

অনুশীলন

১। নিম্নলিখিত পদগুলি অর্থসঙ্গত রূপে ব্যবহৃত করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

(ক) শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর, বিস্মিত, দেখিয়া, হইতেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ, গবেষণা, জগদীশচন্দ্রের, আচার্য। (খ) ভাগই, আমাদের, তিন, দেহের, প্রায়, ভাগের, জল, দুই। (গ) এক, অতি, নামে, ঋষি, পূর্বকালে, ছিলেন, আয়োদধৌম্য। (ঘ) শিক্ষালাভ হইতে, স্থান, নিকট, আসিত, করিতে, তাহার, বিভিন্ন, ছাত্রগণ, ভারতের। (ঙ) কর্তব্য, তিনি, করিব, যাহা, বলিবেন, অবশ্যই, তাহা।

২। পদগুলি যথোপযুক্তরূপে সন্নিবেশ করিয়া বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :—

(ক) আমার হাতে দেখিতেছ সেই পুঁথিখানি যাহা দিয়াছিলে কাল তুমি রমেশকে পড়িতে এবং পাঠ করিয়া যাহা পারে নাই হাস্যসংবরণ করিতে রমেশ। (কলিকাতা প্রবেশিকা)

(খ) নিকটে দণ্ডায়মান ছিল একটি লোক অতিবৃদ্ধ, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাকে সেই বাড়ীর কথা, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিল না সে ব্যক্তি।

বাক্য-বিশ্লেষণ

(Analysis of Sentences)

৩১০। উদ্দেশ্য ও বিধেয় (Subject and Predicate)

প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় তাহা 'উদ্দেশ্য' এবং 'উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে যাহা বলা যায় তাহা 'বিধেয়' (১৭ পরিঃ)। বাক্যের কর্তা উদ্দেশ্য এবং সমাপিকা ক্রিয়া বিধেয়।

উদ্দেশ্য (Subject)	বিধেয় (Predicate)
কাক	ডাকিতেছে।
বালকটি	আসিয়াছিল।

কোন বিশেষ্য পদ বা বিশেষ্যস্থলীয় অপর পদ বা পদসমষ্টি বাক্যের 'উদ্দেশ্য' হইতে পারে।

১। বিশেষ্য—'কাক' ডাকিতেছে।

২। সর্বনাম—'সে' পড়িতেছে।

৩ বিশেষণ—'ধার্মিকেরাই' প্রকৃত সুখী (হয়)।

৪। বাক্যাংশ—'মিথ্যাকথা বলা' বড় দোষ (হয়)।

কেবলমাত্র একটি সমাপিকা ক্রিয়াই বাক্যের 'বিধেয়' হইতে পারে। কিন্তু ঐ ক্রিয়াপদটি যদি সকর্মক হয়, তবে উহার কর্মটিও বিধেয়ের সঙ্গে থাকে। কর্মটির কোন বিশেষণ থাকিলে তাহাও উহার সঙ্গে বিধেয়াংশে থাকে। আবার, কোন কোন ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য পদ বা পদসমষ্টির ব্যবহার না করিলে বাক্যার্থ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় না। এগুলিকে বলে অনুপূরক পদ (Complement)। এগুলিও বিধেয়াংশভুক্ত থাকে। বিধেয়-বিশেষণগুলি প্রায়ই অনুপূরক পদরূপে ব্যবহৃত হয় (১৫৩ পরিঃ দ্রষ্টব্য)। বাক্যের ক্রিয়াপদ অনেক সময় উহ্য থাকিতে পারে। কিন্তু ক্রিয়ার কর্মপদ ও অনুপূরক পদের ব্যবহার না করিলে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে। যথা,—

অসম্পূর্ণ বাক্য	সম্পূর্ণ বাক্য
পুলিশে ধরিয়াছে (কর্ম নাই)	পুলিশে 'চোর' ধরিয়াছে।
সে হইয়াছে (অনুপূরক পদ নাই)	সে 'পাগল' হইয়াছে।
আমি তাহাকে শুনিলাম (অনুপূরক পদ নাই)	আমি তাহাকে 'ইহা বলিতে' শুনিলাম।

নিম্নে বিভিন্নরূপ 'বিধেয়ের' কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বাক্য	উদ্দেশ্য	বিধেয়		
		সমাপিকা ক্রিয়া	কর্ম পদ ও উহার বিশেষণ	অনুপূরক পদ ও উহার বিশেষণ
বালকেরা খেলিতেছে।	বালকেরা	খেলিতেছে	—	
তোমরা হাতী দেখিয়াছ?	তোমরা	দেখিয়াছ	হাতী	
সে এক থালা ভাত খাইয়া ফেলিল।	সে	খাইয়া ফেলিল	একথালা ভাত	
[illegible] পীড়িত।	সে	হয় (উহ্য)		পীড়িত
[illegible]মি তাহাকে যাইতে দেখিলাম।	আমি	দেখিলাম	তাহাকে	যাইতে
ফকির তামাকে সোনা করিতে পারে।	ফকির	করিতে পারে	তামাকে	সোনা*
পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিবে।	তুমি বা তোমরা (উহ্য)	জানিবে	পিতামাতাকে	প্রত্যক্ষদেবতা
পুস্তকখানা কাহার?	পুস্তকখানা	হয় (উহ্য)		কাহার
আকবর দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন।	আকবর	ছিলেন		দিল্লীর বাদশাহ

* এ পদটি কর্মের বিধেয় বিশেষণ। ইহাকে "বিধেয় কর্ম" বলে।

৩৫১। **বাক্যের শ্রেণী-বিভাগ**। বাক্য তিন প্রকার,—সরল বাক্য, যৌগিক বাক্য ও জটিল বাক্য।

যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহা **সরল বাক্য** (Simple Sentence)। যথা,—(১) তিনি বাজারে গেলেন। (২) আমি বাসায় আসিলাম।

ইহার প্রত্যেকটি সরল বাক্য।

পরস্পর-নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক বাক্য কোন সহযোগী সমুচ্চয়ী অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইলে যে পূর্ণবাক্য গঠিত হয় তাহা **যৌগিক বাক্য** (Compound Sentence)।

(ক) তিনি বাজারে গেলেন এবং (খ) আমি বাসায় আসিলাম।

এখানে (ক) ও (খ) এই বাক্য দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ, কেননা ইহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যাকরণগত কোন সম্বন্ধ নাই—অর্থবোধের জন্য একটি অপরটির অপেক্ষা করে না, একটি না থাকিলেও অপরটির অর্থ-প্রতীতি হইতে পারে। এই দুইটি বাক্য 'এ[illegible]' এই সহযোগী সমুচ্চয়ী অব্যয় দ্বারা সংযোজিত হইয়া একটি পূর্ণবাক্য [illegible]রিয়াছে। ইহা যৌগিক বাক্য।

দুই বা ততো[illegible]ক সরল-বাক্য দ্বারাই যে যৌগিকবাক্য গঠিত হয় তাহা নহে, দুই বা ততোধিক জটিল বাক্যের দ্বারা বা সরল এবং জটিল উভয় জাতীয় বাক্যের যোগেই যৌগিকবাক্য গঠিত হইতে পারে। (৩৫৪ পরিঃ ৫ম দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য)।

একটি প্রধান বাক্যের সহিত তদঙ্গীভূত অন্য অপ্রধান বাক্য কোন অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বা কোন সাপেক্ষ-সর্বনাম দ্বারা সংযুক্ত হইলে যে পূর্ণবাক্যটি গঠিত হয়, তাহা **জটিল বাক্য** (Complex Sentence)। যথা,—

(ক) তিনি বলিলেন যে (খ) আমিই দোষী।

এখানে (খ) এই অপ্রধান বাক্যটি (ক) এই প্রধান বাক্যের অঙ্গীভূত, কেননা উহা 'বলিলেন' ক্রিয়ার কর্ম; কাজেই বাক্য দুইটি পরস্পর-সাপেক্ষ,

অর্থাৎ একটি ব্যতীত অপরটির অর্থ-প্রতীতি হয় না। এই বাক্য দুইটি 'যে' এই অনুগামী অব্যয়দ্বারা সংযুক্ত হইয়া যে পূর্ণবাক্যটি গঠিত করিয়াছে উহা জটিল বাক্য।[১]

যে বাক্যগুলি লইয়া একটি পূর্ণ যৌগিক ও জটিল বাক্য গঠিত হয় তাহা-দিগকে **উপাদান-বাক্য** (Clause) বলে।[২] উপাদান-বাক্য দ্বিবিধ—**নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্য** (Co-ordinate Clause) ও **সাপেক্ষ** বা **অপ্রধান উপাদান-বাক্য** (Sub-ordinate Clause) যৌগিকবাক্যের উপাদান-বাক্যগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ (দৃষ্টান্ত পূর্বে দেখ)।

জটিলবাক্যে একটি প্রধান উপাদান-বাক্য (Principal Clause) এবং একটি বা একাধিক অপ্রধান উপাদান-বাক্য থাকে।

অপ্রধান উপাদান-বাক্য ত্রিবিধ—(১) বিশেষ্যস্থানীয়, (২) নাম-বিশেষণীয়, (৩) ভাব-বিশেষণীয়।

(১) যে উপাদান-বাক্য বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত কোন পদের সহিত অন্বিত হয়, তাহা **বিশেষ্যস্থানীয় উপাদান-বাক্য** (Noun Clause)। যথা,—

প্রধান বাক্য	বিশেষ্য-স্থানীয় উপাদান বাক্য	প্রধান বাক্যের সহিত সম্বন্ধ
আমি জানি না	সে কোথায় থাকে	'জানিনা' ক্রিয়ার কর্ম
ইহা নিশ্চিত	যে সে শীঘ্রই আসিবে	'ইহা' এই কর্তৃপদের সমপদ

(২) যে উপাদান-বাক্য নাম-বিশেষণের মত ব্যবহৃত হইয়া প্রধান

১ Complex Sentenceকে কেহ 'মিশ্রবাক্য' কেহ বা 'জটিলবাক্য' বলিয়াছেন। 'জটিল' শব্দটি আমাদের নিকট সুসঙ্গত বোধ হয়। বিশেষতঃ যৌগিক ও জটিল বাক্যের যোগে যে বৃহত্তর জটিল বা যৌগিক বাক্য গঠিত হয়, ইংরেজীতে তাহাকেও অনেক সময় মিশ্রবাক্য (Mixed Sentence) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাক্য দ্বিবিধ—সরল ও মিশ্র। মিশ্রবাক্য আবার যৌগিক ও জটিল ভেদে দুই প্রকার।

২ উপাদান বাক্যকে কেহ 'আনুষঙ্গিক', কেহ কেহ বা 'অনুষঙ্গিবাক্য'ও বলিয়াছেন। এ উভয় শব্দেই Sub-ordinate Clause এর ধ্বনি আসে।

বাক্যান্তর্গত কোন পদকে বিশেষ করে, তাহা **নাম-বিশেষণীয় উপাদান-বাক্য** (Adjective Clause)। যথা,—

প্রধান বাক্য	বিশেষ্য-স্থানীয় উপাদান-বাক্য	প্রধান বাক্যের সহিত সম্বন্ধ
এমন লোক নাই	যে শোক পায় নাই	'লোক' পদের বিশেষণ
সে পায় না	যে চায়	'সে' পদের বিশেষণ

(৩) যে উপাদান-বাক্য ভাব-বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত কোন পদকে বিশেষ করে, তাহা **ভাব-বিশেষণীয় উপাদান-বাক্য** (Adverbial Clause)। যথা,—

ভাব-বিশেষণীয় উপাদান-বাক্য	প্রধান বাক্য	প্রধান বাক্যের সহিত সম্বন্ধ
আমি যখন পড়ি	সে তখন খেলা করে	'খেলা' করে ক্রিয়ার বিশেষণ (সময়বোধক)
যদিও সূর্যাস্ত হয় নাই	তথাপি অন্ধকার হইয়াছে	হইয়াছে' ক্রিয়ার বিশেষণ (বৈপরীত্যসূচক)
যেন সকলেই পায়	এইরূপ ভাবে পরিবেষণ কর	কর' ক্রিয়ার বিশেষণ (রকম বা পরিমাণ-বোধক)

কর্তা ও সমাপিকা-ক্রিয়াবিহীন পদসমষ্টিকে **বাক্যাংশ** (Phrase) কহে। বাক্যাংশ ত্রিবিধ,—বিশেষ্যস্থানীয়, নাম-বিশেষণীয়, ভাব-বিশেষণীয়।

বিশেষ্যস্থানীয় বাক্যাংশ (Noun Phrase)—দুই মাসের ছুটি, বিবাহের হাসি-কোলাহল, ত্রিশক্রোশ পথ, একদল সিপাহী, তিন গাড়ী ইট ইত্যাদি।

নাম-বিশেষণীয় বাক্যাংশ (Adjective Phrase)—দুই ফুট উচ্চ, দশ মাইল দূরবর্তী, আহ্লাদে আত্মহারা, বিপদে অধীর, কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ইত্যাদি।

ভাববিশেষণীয় বাক্যাংশ (Adverbial Phrase)—দয়ার অনুরোধ, চিরকালের জন্য, যথোচিত সম্মানের সহিত, অতি সংক্ষেপে, অল্পে অল্পে ইত্যাদি।

৩৫২। বাক্য-বিবর্ধন। এক বা ততোধিক পদদ্বারা বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ বর্ধিত বা প্রসারিত করা যায়। যথা,—

বালকটি আসিয়াছিল।

সেই বালকটি **কল্য** আসিয়াছিল।

সেই দরিদ্র বালকটি **কল্য এখানে** আসিয়াছিল।

সেই পিতৃহীন দরিদ্র বালকটি **কল্য কাঁদিতে কাঁদিতে এখানে** আসিয়াছিল।

এস্থলে নিম্নরেখ পদগুলি দ্বারা 'উদ্দেশ্য' এবং বৃহদাকার পদগুলি দ্বারা 'বিধেয়াংশ' প্রসারিত হইয়াছে।

যে পদ বা পদসমষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্যটি বর্ধিত বা প্রসারিত হয়, তাহাকে বলে **উদ্দেশ্যের প্রসারক** (Adjuncts to the Subject)।

উদ্দেশ্যটি যখন বিশেষ্য পদ, তখন উদ্দেশ্যের প্রসারক অবশ্য বিশেষণ বা তৎস্থলবর্তী কোন পদ বা পদসমষ্টি হইবে। নিম্নলিখিতগুলি উদ্দেশ্যের প্রসারক হইতে পারে।—

(১) বিশেষণ পদ—'সাধু' লোক সর্বদাই সুখী।

(২) সম্বন্ধপদ—'তাহার' পিতা কল্য আসিবেন।

(৩) সমকারক পদ—'সম্রাট্' ষষ্ঠ জর্জ ইংলণ্ডের রাজা।

(৪) নাম-বিশেষণীয় বাক্যাংশ—তাঁহার মত 'ধার্মিক' লোক জগতে দুর্লভ।

যে পদ বা পদসমষ্টি দ্বারা বিধেয়টি প্রসারিত হয় তাহাকে বলে **বিধেয়ের প্রসারক** (Adjuncts to the Predicate Verb)।

বিধেয়টি ক্রিয়াপদ, সুতরাং বিধেয়ের প্রসারকটি ক্রিয়া-বিশেষণ বা তৎস্থলীয় পদ বা পদসমষ্টি হইবে।

নিম্নলিখিতগুলি বিধেয়ের প্রসারক হইতে পারে।

(১) ভাব-বিশেষণ—তিনি 'তাড়াতাড়ি' চলিয়া গেলেন।

(২) ভাব-বিশেষণীয় বাক্যাংশ—(ক) তিনি 'চিরকালের জন্য' চলিয়া গেলেন। (খ) 'মনোযোগ দিয়া' পড়িবে। (গ) 'স্মৃতিভ্রংশ হইতে' বুদ্ধিনাশ হয়। (ঘ) লক্ষ্মণ অগ্রজ 'রামচন্দ্রের সহিত' বনে গমন করিলেন। (ঙ) 'এস্থান হইতে' প্রস্থান কর।

৩৫৩। **সরল বাক্যের বিশ্লেষণ।** প্রত্যেক বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকিবেই (৩০৫ পরিঃ); আবার উদ্দেশ্যের ও বিধেয়ের প্রসারক থাকিতে পারে (৩৪২ পরিঃ)। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বাক্যের চারিটি অংশ—

(১) উদ্দেশ্য (Subject),

(২) বিধেয় (Predicate),

(৩) উদ্দেশ্যের প্রসারক (Adjuncts to the Subject),

(৪) বিধেয়ের প্রসারক (Adjuncts to the Predicate Verb)।

বাক্যের অন্তর্গত এই চারিটি অংশকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকাশ করার নাম বাক্য-বিশ্লেষণ।

অনেক সময় বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় বা উভয়ই লুপ্ত থাকে। বাক্য-বিশ্লেষণের সময় তাহার উল্লেখ করিতে হয়। যথা,—

উদ্দেশ্য লুপ্ত—জানি না কে ইহা করিয়াছে।

('জানিনা' ক্রিয়ার কর্তা 'আমি' বা 'আমরা' উহ্য)

বিধেয় লুপ্ত—কে ইহা করিয়াছে ?—আমি।

(আমি=আমি করিয়াছি, সুতরাং 'আমি' কর্তৃপদের ক্রিয়া উহ্য)

উদ্দেশ্য ও বিধেয় লুপ্ত—তুমি কবে আসিয়াছ ?—রবিবার।

(রবিবার='আমি' রবিবার 'আসিয়াছি', সুতরাং কর্তা ও ক্রিয়া উভয়ই উহ্য)।

সরল বাক্য-বিশ্লেষণের উদাহরণ

১। বাষ্প ঘন হইলেই মেঘ হয়।—অক্ষয় দত্ত।

২। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল।—বিদ্যাসাগর।

৩। বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত।—রবীন্দ্রনাথ।

৪। ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে।—বঙ্কিমচন্দ্র।

৫। সে যন্ত্রণা দেখিয়া সকলকেই কাঁদিতে হয়।—চন্দ্রনাথ বসু।

৬। কে তাহাদিগকে জীবন দান করিয়া এই সংসারে সুখদুঃখের তরঙ্গে তাহাদের জীবনতরী ভাসাইয়া দিল?—কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

৭। সম্রাট্ প্রতিপত্তিশালী, দরিদ্র পরিব্রাজকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না।—রজনী গুপ্ত।

৮। আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম।

৩৫৪। **যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ**। যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণের নিয়ম—

(১) প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ উপাদানবাক্য পৃথক্‌ভাবে নির্দেশ কর।

(২) উপাদান-বাক্যের কর্তা বা ক্রিয়া ইত্যাদি উহ্য থাকিলে তাহার উল্লেখ কর।

(৩) যে সংযোজক পদদ্বারা ঐগুলি গ্রথিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ কর।

(৪) শেষে প্রত্যেকটি উপাদান বাক্য সরল বাক্যের নিয়মানুসারে বিশ্লেষণ কর।

দ্রষ্টব্য—যৌগিক বাক্যের কোন উপাদান-বাক্য যদি জটিল বাক্য হয়, তবে জটিল বাক্যের নিয়মানুসারে পৃথক্ ভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

উদাহরণ

১। মনুষ্য সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রজনী সমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে।

(ক) মনুষ্য সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয়—নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্য।

(খ) (মনুষ্য) রজনী সমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে—ঐ
সংযোজক পদ—এবং।

২। কালিদাস মরিয়া গিয়াছেন না বৃদ্ধ হইয়াছেন?

(ক) কালিদাস মরিয়া গিয়াছেন—নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্য।

(খ) (কালিদাস) বৃদ্ধ হইয়াছেন—ঐ

সংযোজক পদ—না।

৩। হয় সীতা পরিত্যাগ করিব, নয় প্রাণত্যাগ করিব।

(ক) সীতা পরিত্যাগ করিব—নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্য।

(খ) প্রাণত্যাগ করিব—ঐ

সংযোজক পদ—হয়—নয়।

৪। পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান।

(ক) পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ—নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্য।

(খ) (পৃথিবীর) আর এক দৃশ্য শ্মশান— ঐ

সংযোজক পদ—নাই। এস্থলে সংযোজক পদ আবশ্যক হয় নাই।

৫। সচরাচর বাতাসের গতি আমাদের স্পর্শের বিষয়, কিন্তু শব্দে ও স্পর্শে যে ভাই ভাই সম্পর্ক ইহা কে জানিত?

(ক) সচরাচর বাতাসের গতি আমাদের স্পর্শের বিষয়—নিরপেক্ষ উপাদানবাক্য।

(খ) শব্দে ও স্পর্শে······জানিত—ঐ

সংযোজক পদ—কিন্তু।

এইরূপে যৌগিক বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তারপর প্রত্যেক বাক্যের অন্তর্গত উপাদান-বাক্যগুলি সরল বাক্যের নিয়মানুসারে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। উপাদান-বাক্য জটিল বাক্য হইলে উহা পুনরায় জটিল বাক্যের নিয়মানুসারে বিশ্লেষণ করিতে হইবে (৩৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। উপরি-লিখিত (৫) উদাহরণে (খ) উপাদান-বাক্যটি জটিল বাক্য।

বাক্য	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রসারক	বিধেয়			বিধেয়ের প্রসারক
			সমাপিকা ক্রিয়া	কর্ম্মপদ (বিশেষণ সহিত)	অনুপূরকপদ (বিশেষণ সহিত)	
১	বাষ্প		হয়		মেঘ	ঘন হইলেই
২	অশ্রুধারা		হইতেছিল		নির্গত	(ক) তৎকালে (খ) আমার নয়নযুগল হইতে (গ) অনবরত
৩	বিদ্যাসাগর		(আছেন)		বিখ্যাত	(ক) তাঁহার....জন্য (খ) বঙ্গদেশে
৪	পৃথিবী	ত্রিশটি	লাগে		চন্দ্রে গিয়া	গায় গায় সাজাইলে
৫	সকলকেই		হয়		কাঁদিতে	সে যন্ত্রণা দেখিয়া
৬	কে		ভাসাইয়া দিল	তাহাদের জীবনতরী		(ক) তাহাদিগকে....করিয়া (খ) এই সংসারে...তরঙ্গে
৭	সম্রাট্		করিলেন	ত্রুটি	প্রতিপত্তিশালী দরিদ্র ....করিতে	না
৮	আমি		হইলাম		উপস্থিত	তোমার.........করিতে পম্পাতীরে

৩৫৫। জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জটিল বাক্যের মধ্যে একটি প্রধান উপাদান-বাক্য এবং তদঙ্গীভূত এক বা একাধিক অপ্রধান উপাদান-বাক্য থাকে (৩৫১ পরিঃ দ্রষ্টব্য)। এই অপ্রধান উপাদান-বাক্যগুলি ত্রিবিধ—বিশেষ্যস্থানীয়, নাম-বিশেষণীয়, ভাব-বিশেষণীয় (৩৫১ পরিঃ দ্রষ্টব্য)।

জটিল বাক্য-বিশ্লেষণের নিয়ম এই—

১। প্রথমতঃ প্রধান উপাদান-বাক্যটি নির্দেশ কর।

২। অপ্রধান উপাদান-বাক্যগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রধান উপাদান-বাক্যের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা নির্দেশ কর।

৩। প্রধান ও অপ্রধান উপাদান-বাক্যের মধ্যে কোন সংযোজক পদ থাকিলে তাহার উল্লেখ কর।

৪। পরিশেষে প্রত্যেকটি উপাদান-বাক্য পৃথক্ পৃথক্ সরল বাক্যের বিশ্লেষণের নিয়মানুসারে বিশ্লেষণ কর।

দ্রষ্টব্য। জটিল বাক্যের অন্তর্গত কোন উপাদান-বাক্য যৌগিক হইলে তাহা যৌগিকবাক্যের নিয়মানুসারে পৃথক্‌ভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

উদাহরণ।—১। 'লক্ষ্মণ কহিলেন, এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি।'

(ক) লক্ষ্মণ কহিলেন—প্রধান উপাদান-বাক্য।

(খ) এই সেই···প্রস্রবণ-গিরি—বিশেষ্যস্থানীয় অপ্রধান উপাদান-বাক্য, 'কহিলেন' ক্রিয়ার কর্ম।

সংযোজক পদ নাই, অথবা 'যে' সংযোজক পদ উহ্য।

২। সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, এ কথা অগ্রাহ্য।

(ক) এ কথা অগ্রাহ্য—প্রধান উপাদান-বাক্য।

(খ) সদ্বংশে জন্মিলেই সৎ ও বিনীত হয়।—বিশেষ্যস্থানীয় অপ্রধান উপাদান-বাক্য, 'কথা' এই পদের সহিত সমপদ।

সংযোজক পদ—যে।

৩। 'ঐশ্বর্যশালীকে উপদেশ দেয়, এমন লোক অতি বিরল।'

(ক) এমন লোক অতি বিরল—প্রধান উপাদান-বাক্য।

(খ) ঐশ্বর্যশালীকে উপদেশ দেয়—নাম-বিশেষণীয় উপাদান-বাক্য, 'লোক' পদের বিশেষণ।

সংযোজক পদ—যে (উহ্য)।

৪। 'এক্ষণে অধিকাংশ সভ্যজনপদে যে সংখ্যালিখন-প্রণালী চলিতেছে ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি।'

(ক) ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি—প্রধান উপাদান-বাক্য।

(খ) এক্ষণে…চলিতেছে—বিশেষণীয় অপ্রধান উপাদান-বাক্য, 'তাহার' পদের বিশেষণ।

সংযোজক পদ—যে।

৫। অসুখ হইয়াছিল বলিয়া আমি কল্য বিদ্যালয়ে আসিতে পারি নাই।

(ক) আমি কল্য বিদ্যালয়ে আসিতে পারি নাই—প্রধান উপাদান বাক্য।

(খ) অসুখ হইয়াছিল—ভাব-বিশেষণীয় অপ্রধান উপাদান-বাক্য, হেতু-বোধক, 'পারি নাই' ক্রিয়ার বিশেষণ।

সংযোজক পদ—বলিয়া।

৬। 'মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষা যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট।'

(ক) জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ…উৎকৃষ্ট—প্রধান উপাদান-বাক্য।

(খ) মানবজাতি…উৎকৃষ্ট—ভাব-বিশেষণীয় অপ্রধান-বাক্য, পরিমাণ-বোধক, 'তত' এই বিশেষণীয়-বিশেষণের বিশেষণ।

সংযোজক পদ—যত—তত।

৭। ভারতভূমি মানব-সমাজের কি কি উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারত-সন্তানেরাও ভাবিয়া দেখেন কিনা সন্দেহ।*

* সন্দেহ=সন্দেহের বিষয়।

(ক) (ইহা হয়) সন্দেহ—প্রধান উপাদান-বাক্য।

(খ) ভারত-সন্তানেরাও....কিনা—বিশেষ্যস্থানীয় অপ্রধান উপাদান-বাক্য, 'ইহা' পদের সহিত সমপদ।

(গ) ভারতভূমি···করিয়াছেন—বিশেষ্যস্থানীয় অপ্রধান উপাদান-বাক্য, 'ভাবিয়া দেখেন' ক্রিয়ার কর্ম।

সংযোজক পদ—তাহা (উহ্য)।

৮। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে কর্মবন্ধ সময়ে তিনি লিখিয়াছেন—এই তিন মাস কর্মবন্ধ উপলক্ষে অবকাশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি একদণ্ডের নিমিত্তও কর্মশূন্য নহি।

(ক) ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে....লিখিয়াছেন—প্রধান উপাদান-বাক্য।

(খ) এই তিন মাস....নহি—বিশেষ্যস্থানীয় অপ্রধান উপাদান-বাক্য, 'লিখিয়াছেন' ক্রিয়ার কর্ম।

সংযোজক পদ নাই।

এস্থলে (খ) উপাদান-বাক্যটি একটি যৌগিক বাক্য। উহার বিশ্লেষণ এইরূপ,—

(ক) এই তিন মাস···পাইয়াছি—নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্য।

(খ) আমি নহি—নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্য।

সংযোজক পদ—বটে—কিন্তু।

অনুশীলন

১। বাক্য কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। কয়েকটি বাক্য রচনা করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ও বিধেয়াংশ দেখাইয়া দাও।

৩। নিম্নলিখিত প্রত্যেকটিকে উদ্দেশ্য স্থানে ব্যবহৃত করিয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর:—

বিদ্যাহীন লোক: অর্থোপার্জন; চুরি করা; সুধীগণ; যাতায়াতে; পরিশ্রম ও অধ্যবসায়; আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া; সম্রান্ত মহাশয়েরা।

৪। নিম্নলিখিতগুলির প্রত্যেকটিকে বিধেয়াংশে ব্যবহৃত করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

প্রতিশ্রুত হইলেন ; দেখিতে পাওয়া যায় ; ইতস্ততঃ করিতে লাগিল ; প্রত্যক্ষ দেবতা জানিবে ; প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন ; রাখিয়া গিয়াছেন ; বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

৫। বাক্য কত প্রকার ? এক একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৬। বাক্য (Sentence), উপাদান-বাক্য (Clause) ও বাক্যাংশ (Phrase)—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝাইয়া দাও। প্রধান ও অপ্রধান উপাদান-বাক্যের দুইটি দৃষ্টান্ত দাও। নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ উপাদান-বাক্যের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দাও।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির (Phrase) প্রত্যেকটি দ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর :—

তিন মাসের অবকাশ, বৃষ্টিব্যতিরেকে, শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া, নানা বিদ্যায় বিভূষিত, কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান, এইরূপ অবস্থায়, তাহার আগমনের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত।

৮। কিরূপে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়াংশ বর্ধিত হইতে পারে তাহা কতিপয় দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৯। (ক) নিম্নলিখিতগুলিকে উদ্দেশ্যের প্রসারকরূপে ব্যবহৃত করিয়া প্রত্যেকটির দ্বারা বাক্য রচনা কর :—হতাবশিষ্ট, প্রচণ্ড, বেগশালী, গভীর, অর্থযুক্ত, অবশ্যকতব্য, পীড়িতের, মহারাণী, অসংখ্য প্রাণীর।

(খ) বিধেয়ের প্রসারকরূপে ব্যবহৃত করিয়া বাক্য রচনা কর :—বিধাতার বিধানে, দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে, মুহুর্মুহু, দুর্গম গিরি অতিক্রমপূর্বক, জাতিধর্মনির্বিশেষে।

১০। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বিশ্লেষণ কর :—

(ক) 'রাজকুমার যুবরাজ হইবেন এই ঘোষণা সর্বত্র প্রচারিত হইল।'

(খ) 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল।'

(গ) 'কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান প্রভাব-চিহ্নিত ছিল। অমাত্যের খাঁ উপাধিতেই তাহা দৃষ্ট হয়।'

(ঘ) 'যেখানে যতদিন যতদূর ধর্মবৃদ্ধি হইতে থাকে, সেখানে ততদিন ততদূর সমাজের উন্নতি হইয়া থাকে।'

(ঙ) বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল।'

বাক্য-পরিবর্তন

(Conversion of Sentences)

৩৫৬। নানাভাবে এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীর বাক্যে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বাক্যের অর্থের কোন ব্যত্যয় না ঘটে। নিম্নে বাক্য-পরিবর্তনের বিবিধ নিয়মের ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) বাক্য-সঙ্কোচন—(Contraction of sentences)

৩৫৭। বাক্যের অন্তর্গত উপাদান বাক্য (Clause) বা পদসমষ্টিকে (Phrase) এক পদে পরিণত করিয়া বাক্য সঙ্কোচন করিতে হয়। যেমন,—আপনার ন্যায় লোকের কথা বিশ্বাসের অযোগ্য নহে=ভবাদৃশ লোকের কথা অবিশ্বাস্য নহে। আবার, বৃহত্তম বাক্যের উপাদান-বাক্যকেও একপদে পরিবর্তিত করা যায়। যেমন,—যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নাই তাহাতে বীজ বপন করিলে কোন ফল হয় না=অনুর্বর ভূমিতে বীজ বপন করা নিষ্ফল।

এইরূপ উপাদান-বাক্য বা পদসমষ্টিকে একপদে পরিবর্তন নানাবিধ উপায়ে সাধিত হয়। তন্মধ্যে সমাস এবং কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত প্রক্রিয়াদি প্রধান। যথা,—

লজ্জা নাই যার=(সমাস প্রক্রিয়া) নির্লজ্জ। যাহা করিতে হইবে বা করা উচিত=কর্তব্য, করণীয় (কৃৎপ্রত্যয়)। বিষ্ণুর উপাসক বা বিষ্ণুর উপাসনা করে যে=বৈষ্ণব (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

পরপৃষ্ঠায় বিবিধ প্রকারের পদসমষ্টি ও উপাদান-বাক্য সঙ্কোচনের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১। পদসমষ্টির একপদে পরিবর্তন
(Phrases turned into Words)

পদসমষ্টি	একপদ	পদসমষ্টি	একপদ
অন্য দেশ	দেশান্তর	যত্নের সহিত	সযত্নে
ইহার তুল্য	ঈদৃশ	বেগের সহিত	সবেগে
আমার তুল্য	মাদৃশ	পা হইতে মাথা পর্যন্ত	আপাদমস্তক
আদরের সহিত	সাদরে	জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত	আজন্ম
সাধ্যের অতীত	অসাধ্য	অমৃতের ন্যায় মধুর	অমৃতমধুর
ঝগড়া করিতে অভ্যস্ত	ঝগড়াটে	মামলা করিতে অভ্যস্ত	মামলাবাজ

২। **উপাদান-বাক্যের পরিবর্তন** (Clauses turned into Words)

যার দ্বিতীয় নাই—অদ্বিতীয়, যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই—অদৃষ্টপূর্ব, যাহা পূর্বে শুনা যায় নাই—অশ্রুতপূর্ব, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার করিয়া—প্রাণপণে, যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে—জিতেন্দ্রিয়, যে কখনও সূর্য দেখে নাই, বা সূর্যের দ্বারা দৃষ্ট হয় নাই—অসূর্যম্পশ্যা, যাহা ভাসিতেছে—প্লবমান, ভাসমান, যাহা সহজে পাওয়া যায়—সুলভ, যেখানে দুঃখে বা কষ্টে গমন করা যায়—দুর্গম, যার ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই—নাস্তিক, যাহা সহজে করা যাইতে পারে—সহজসাধ্য, যাহা পুনঃ পুনঃ দুলিতেছে—দোদুল্যমান, যাহা শব্দ করিতেছে—শব্দায়মান, যাহা কথায় বর্ণনা করা যায় না—অনির্বচনীয়, যাহা বিদেশ হইতে আসিয়াছে—বৈদেশিক, যাহার অন্য উপায় নাই—অনন্যোপায়, যাহাতে আপাততঃ সুখ বোধ হয়—আপাতরম্য, যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়—ভঙ্গুর বা ভঙ্গ-প্রবণ, যাহার চিত্ত এক বিষয়ে নিবিষ্ট আছে—একাগ্রচিত্ত, যে তৃণাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে—তৃণভুক্, যাহার অন্য গতি নাই—অনন্যগতি, যাহা উড়িতেছে—উড্ডীয়মান, যাহারা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়—খেচর, যাহা অবশ্য হইবে—অবশ্যম্ভাবী, ভবিষ্যতে কি হইবে দেখে না যে—অপরিণামদর্শী, দূর (ভবিষ্যৎ) দেখেনা যে—অদূরদর্শী, সর্বদা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যাহা—সততসঞ্চরমান, বন্দোবস্ত নাই যে

কাজে—বে-বন্দোবস্তি, মানুষে যাতায়াত করে না যেখানে—মনুষ্যসমাগমশূন্য, যাহা নিবারণ করা যায় না—অনিবার্য, শিক্ষা করিতেছে যে—শিক্ষানবিশ, হাজির নাই যে—গরহাজির, কি কর্তব্য তাহা ঠিক করিতে পারিতেছে না যে—কিংকর্তব্যবিমূঢ়, পুরাকালের বিষয় জানে যে—পুরাতত্ত্ববিৎ।

কোন্‌টা দিক্‌ কোন্‌টা বিদিক, এ জ্ঞান যাহার নাই—দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য। যাহার পুত্র নাই—অপুত্রক। যাহা পূর্বে ভস্ম ছিল না, কিন্তু এখন ভস্মে পরিণত হইয়াছে—ভস্মীভূত।

যাহার বিশেষরূপে খ্যাতি আছে—বিখ্যাত। যাহার ঋণ নাই—অঋণী। যে বিদেশে থাকে না—অপ্রবাসী। যাহার মমতা নাই—নির্মম।

(C. U. M. 1917)

যাহা উড়িয়া যাইতেছে—উড়ন্ত বা উড্ডীয়মান। যাহা দেখা যায় না—অদৃশ্য। যে অপর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—বিপক্ষ। যাহা চিন্তা করা যায় না—অচিন্ত্য, অচিন্ত্যনীয়। যে সহ্য করিতে পারে—সহিষ্ণু। যে দিনে একবার ভোজন করে—একাহারী। যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে উদ্যত—মরণোন্মুখ। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না—নাস্তিক। (C. U. M. 1921)

মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপী—আমৃত্যু। যাহার শোভা নাই—শোভাহীন। যাহা খুব দীর্ঘ নহে—নাতিদীর্ঘ। যাহার অভিমান নাই—নিরভিমান। কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত—আকর্ণ।

যাহা বলা যায় না—অবাচ্য, অবক্তব্য। যাহা পূর্বে ছিল (এখন নাই)—ভূতপূর্ব। (Dacca Board High School 1922)

যাহা হইতে পারে না—অসম্ভব। বারি দান করে যে—বারিদ। যাহার অন্য উপায় নাই—অনন্যোপায়। (Dacca B. H. School 1923)

গাছ কাটা যায় যাহা দ্বারা (অস্ত্র)—কাটারী, কুঠার। পূতিগন্ধ যাহাতে (স্থান)—পূতিগন্ধ। হিসাব নাই যাহার (লোক)—বেহিসাবি। শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী—শূদ্রা। শুভ্রদন্ত যাহার (স্ত্রী)—সুদতী। (Dacca B. H. S. 1925)

পা হইতে মাথা পর্যন্ত—আপাদমস্তক। সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত—আসমুদ্রহিমাচল। মিষ্ট ভাষা বলে যে—মিষ্টভাষী, যুদ্ধ করে যে—যোদ্ধা।
(Patna Matric. 1925)

যে নারী সূর্যকে দর্শন করে নাই—অসূর্যম্পশ্যা। যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে—পণ্ডিতম্মন্য। যে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা করে—মুমুক্ষু। যে দুইবার জন্মগ্রহণ করে—দ্বিজ। যাহার কোথা হইতেও ভয় নাই—অকুতোভয়।
(AllahabadM. B. 1926)

যে পরের উপকার স্বীকার করে না—অকৃতজ্ঞ। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না—নাস্তিক। যাহা বর্ণনা করা যায় না—অবর্ণনীয়। পরলোকে যাহার বিশ্বাস নাই—নাস্তিক। এ পর্যন্ত যাহার শত্রু হয় নাই—অজাতশত্রু। কি করিতে হইবে তাহা যে বুঝিতে পারে না—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ব্যাকরণ যিনি ভাল জানেন—বৈয়াকরণ। (C. U. M. 1928)

(খ) বাক্য-সম্প্রসারণ (Expansion of Sentences)

৩৫৮। উপরি-উক্ত (ক) অনুচ্ছেদের দৃষ্টান্তসমূহের দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, একটি বাক্যের অন্তর্গত কোন একটি বা একাধিক পদ বা পদসমষ্টিকে উপাদান-বাক্যে (Clause) পরিবর্তিত করিয়া বাক্য সম্প্রসারণ করা যাইতে পারে। ইহা বাক্য-সঙ্কোচনের বিপরীত প্রক্রিয়া। যথা,—

(১) অনধিকারচর্চ্চা দূষণীয়—যে বিষয়ে অধিকার নাই তাহার চর্চা করা দূষণীয়।

(২) নির্দিষ্ট কার্য শেষ করিয়া অন্য কার্য করিবে—যে কার্য নির্দিষ্ট আছে তাহা শেষ করিয়া অন্য কার্য করিবে।

(গ) সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন
(Conversion of Simple Sentences into Complex)

৩৫৯। সরল বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ বা পদ সমষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় (Correlative) অথবা সাপেক্ষ-সর্বনাম (Relative Pronoun) যোগে জটিল বাক্য গঠিত করা যায়। যেমন,—

সরল বাক্য	জটিল বাক্য
দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেকে বৃক্ষপত্রাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে।	যখন খাদ্য দ্রব্যের অভাব হয় তখন অনেকে বৃক্ষপত্রাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে।
তিনি আরব্ধ কার্য শেষ করিয়া যাইবেন।	তিনি যে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা শেষ করিয়া যাইবেন।
রচনায় দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার অনুচিত।	যে সকল শব্দ সহজে বুঝা যায় না, তাহা রচনায় ব্যবহার করা অনুচিত।
তোমার মনস্কামনা সফল হউক।	তুমি মনে মনে যে কামনা করিয়াছ তাহা সফল হউক।

(ঘ) জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

(Conversion of Complex Sentences into Simple)

৩৬০। জটিল বাক্যের অন্তর্গত অপ্রধান বাক্যকে একটি পদ বা পদ-সমষ্টিতে পরিণত করিয়া সরল বাক্য গঠিত করা যায়। যথা,—

জটিল বাক্য	সরল বাক্য
(ক) যাহার বুদ্ধি আছে সে কখনও এ কার্য করিবে না।	বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও এ কার্য করিবেনা।
(খ) যে ব্যক্তি আশ্রয় বা শরণ লইয়াছে তাহাকে রক্ষা করা উচিত।	আশ্রিত বা শরণাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা উচিত।
(গ) যে সকল ছাত্র তাহার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ে, তাহাদের মধ্যে সে-ই প্রধান।	তাহার সহপাঠীদের মধ্যে সে-ই প্রধান।
(ঘ) যে জন্তুর চারি পা আছে, হস্তী তাহাদের সকলের চেয়ে বৃহৎ।	চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে হস্তী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।
(ঙ) যখন তাহার বয়স ১৬ বৎসর, তখন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।	তিনি ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

দ্রষ্টব্য :—ইহা বাক্য-সঙ্কোচনের অন্যতম প্রক্রিয়া। [(ক) অনুচ্ছেদ]

(ঙ) সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন
(Conversion of Simple Sentences into Compound)

৩৬১। একটি সরল বাক্যের কোন পদসমষ্টি (Phrase) একটি নিরপেক্ষ উপাদানবাক্যে (Co-ordinate Clause) পরিণত হইলে যৌগিক বাক্যে গঠিত হয়। যথা,—

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
(ক) সে বাড়ী যাইয়া পিতাকে সকল কথা বলিল।	সে বাড়ী গেল এবং পিতাকে সকল কথা বলিল।
(খ) তাহার যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও সে সুখী নহে।	তাহার যথেষ্ট অর্থ আছে বটে, কিন্তু সে সুখী নহে।
(গ) সত্য কথা বলাতে তুমি নিষ্কৃতি পাইলে।	তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, এই জন্য নিষ্কৃতি পাইলে।

দ্রষ্টব্য :—ইহা বাক্য-সম্প্রসারণের অন্যতম প্রক্রিয়া। [(খ) অনুচ্ছেদ দেখ।]

(চ) যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন
(Conversion of Compound Sentences into Simple)

৩৬২। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত কোন একটি নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্যকে একটি পদে বা পদসমষ্টিতে পরিণত করিলেই উহা সরল বাক্যে পরিণত হয়। যথা,—

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
(ক) তিনি অসুস্থ আছেন, এই জন্য বিদ্যালয়ে আসিতে পারিতেছেন না।	অসুস্থতানিবন্ধন তিনি বিদ্যালয়ে আসিতে পারিতেছেন না।
(খ) তিনি বিদ্বান্, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য।	তিনি বিদ্বান্ হইলেও কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য।

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
(গ) তাহাদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বাধিল এবং তাহারা সকলেই নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেল।	তাহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিলে তাহারা সকলেই নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেল।

দ্রষ্টব্য :—ইহা বাক্য-সঙ্কোচনের অন্যতম প্রক্রিয়া [(ক) অনুচ্ছেদ দেখ]

কতিপয় দৃষ্টান্ত—ক্ষুদ্র বাক্যগুলিকে এক-একটি পৃথক্ বাক্যে পরিণত কর :—

১। (ক) এখন বিরত হও, পরিণাম সুখের হইবে না।

(খ) অল্পকালের অবিবেচনা, বহুকালের যাতনা ভোগ নিশ্চিত।

উত্তর :—(ক) এখন বিরত না হইলে পরিণাম সুখের হইবে না। (খ) যদিও অল্পকালের অবিবেচনা, তথাপি বহুকালের যাতনা ভোগ নিশ্চিত।

২। অনেক কাল অতীত,—রাম সীতাকে ভুলিতে পারেন নাই—সেই বিষয়ে মহান্ সন্দেহ।

উত্তর :—অনেক কাল অতীত, তথাপি রাম সীতাকে ভুলিতে পারেন নাই, পারিবেন কিনা সেই বিষয়ে মহান্ সন্দেহ। [কলিকাতা প্রবেশিকা]

৩। যতগুলি সম্ভব পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে লিখ :—

মানুষের এই বিচিত্র সৌভাগ্য যে, সর্বধ্বংসী তুফান যেমন কোন স্থানেই বহুকাল তিষ্ঠিয়া থাকে না, তাইমোরলেনের মত মৃত্যুর চলন্ত-বিগ্রহস্বরূপ সর্বধ্বংসী মনুষ্যেরাও তেমন পৃথিবীর কোন স্থানেই বহুদিন তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। [ঢাকা বোর্ড প্রবেশিকা]

উত্তর :—তুফান সকলকে ধ্বংস করে। কিন্তু তাহা কোন স্থানেই বহুকাল থাকে না। ইহা মানুষের এক বিচিত্র সৌভাগ্য। তাইমোরলেন বস্তুতঃই তুফানের ন্যায় ছিলেন। তিনি ছিলেন মৃত্যুর চলন্ত বিগ্রহস্বরূপ। তাঁহার ন্যায় মনুষ্যেরা সকলের ধ্বংসসাধনই করেন। কিন্তু তাঁহারা কোন স্থানেই বহুদিন থাকিতে পারেন না। ইহাও মানুষের একটা সৌভাগ্য।

৩৬৩। বাক্যের সরলতা-সম্পাদন
(Resolution of Sentences)

দীর্ঘসমাসাদি-বহুল বাক্য ও সুদীর্ঘ মিশ্র বাক্যাদি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য সরল বাক্য-সমষ্টিতে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। এই পরিবর্তন সকল সময় তত সহজ নয়। শিক্ষার্থিগণের এ বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম স্মরণ রাখা উচিত।

১। মূল বাক্যের অর্থের কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটে, তৎপ্রতি সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২। বৃহত্তর মূল বাক্যটিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে পরিণত করিতে হয়। এরূপ স্থলে বিভিন্ন ক্ষুদ্রবাক্যগুলির মধ্যে যাহাতে পরস্পর অর্থ-সম্বন্ধ থাকে, এরূপ অব্যয়াদির প্রয়োগ আবশ্যক।

৩। দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদগুলিকে সাধারণতঃ সরল বাক্যদ্বারা প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিবে।

৪। সর্বদাই বাংলা ভাষার রীতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, দেখিবে যেন বাক্যগুলি ইংরেজীর অনুকরণে গঠিত না হয়।

অসমাপিকা ক্রিয়া বা তাহার পরিবর্তে ব্যবহৃত অপর কোন পদের বাহুল্যে বাক্য জটিল হইয়া উঠে। এইগুলি যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া প্রাঞ্জল করিতে হয়।

৬। অনেক সময় বাক্যের পরোক্ষ উক্তি (Indirect Narration) প্রত্যক্ষ উক্তিতে (Direct Narration) পরিবর্তিত করিয়া বাক্যের সরলতা সাধন করা যায়। এই পুনরুক্ত অংশ উদ্ধার-চিহ্ন (" ") দ্বারা প্রকাশিত করা হয়; প্রত্যক্ষ উক্তিতে অনেক সময় চলিত ভাষার ব্যবহার চলে।

৭। অনেক সময় আপেক্ষিক অব্যয়পদের প্রয়োগ-বাহুল্যে বাক্য জটিল হয়। উহাকে সরল করিতে হইলে ঐ অব্যয়ের প্রয়োগ উঠাইয়া দিতে হয়।

৮। প্রশ্নাত্মক জটিল বাক্যকে ভাঙ্গিয়া সকলগুলি বা সর্বশেষটিকে প্রশ্নাত্মক সরল বাক্য করা যায়।

দৃষ্টান্ত—নিম্নের উদাহরণে একটি জটিল বাক্যকে ভাঙ্গিয়া কয়েকটি সরল বাক্যে পরিণত করা হইয়াছে।

(১) দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্নভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপনতাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সমীরণ সেবন করিলে অঙ্গসন্তাপ দূরীভূত হইয়া যেরূপ প্রমোদ লাভ হয়, সেইরূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যদ্বারা দুঃখিত জনেরও মনের সন্তাপ অন্তর্হিত হইয়া সন্তোষসহ প্রবোধসুধার সঞ্চার হয়। —অক্ষয়কুমার দত্ত।

দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে পরম তৃপ্তি জন্মে। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া শীতল জল পান করিলে অতীব সুখানুভব হয়। তপনতাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে শরীরের সন্তাপ দূরীভূত হয় এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যও তদ্রূপ। ইহাতে দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ দূরীভূত হয়, মনে সন্তোষ ও প্রবোধ উভয়ই লাভ হয়।

প্রশ্নাত্মক জটিল বাক্যকে দুই প্রকারে সরল করা যায়। কোন কোন স্থলে সর্বশেষে প্রশ্নাত্মক বাক্যটি লিখিতে হয়, এবং কোন কোন স্থলে আগাগোড়াই প্রশ্নাত্মক বাক্য লিখিতে হয়।

(২) মানুষ যদি খাইতে না পায়, রোগজীর্ণ দুর্বল দেহে যদি স্বাস্থ্যের আনন্দ অনেক দিন ধরিয়া আস্বাদন না করে, তাহার মুখে হাসি না ফুটিতেই যদি মিলাইয়া যায়, তবে বিষাদক্লিষ্ট দেহভার সে আর কতদিন বহন করিতে পারিবে? —প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

(১) মানুষ খাইতে না পারিলে তাহার দেহ রোগে জীর্ণ ও দুর্বল হয়। (২) সে স্বাস্থ্যের আনন্দ অনেক দিন ধরিয়া আস্বাদন করিতে পারে না।

(৩) তাহার মুখে হাসি না ফুটিতেই মিলাইয়া যায়। (৪) তাহার দেহ ভার হইয়া উঠে। (৫) উহা বিষাদে ক্লিষ্ট। (৬) এরূপ অবস্থায় সে আর কতদিন উহা বহন করিতে পারিবে?

(৩) বড় যে স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ কর, বলি, এই রিক্ত দেশবাসীর দুঃখে বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া স্বাদু আহারে বিরত হইয়া কটিমাত্রবস্ত্র সম্বল করিয়া কায়েমনোবাক্যে ত্যাগব্রত অবলম্বন করিয়াছ কি?

(১) তুমি কি রিক্ত দেশবাসীর দুঃখে বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছ? (২) তুমি কি স্বাদু আহারে বিরত হইয়াছ? (৩) তুমি কি কটিমাত্রবস্ত্র সম্বল করিয়াছ? (৪) তুমি কি কায়মনোবাক্যে ত্যাগব্রত অবলম্বন করিয়াছ? (৪) যদি তাহা না হয়, তবে স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ কর কেন?

৩৬৪। বাক্য-সংশ্লেষণ

(Combination of Sentences)

অর্থের ব্যত্যয় না ঘটাইয়া দুই বা ততোধিক বাক্যসমূহকে একটি বাক্যে প্রকাশ করার নাম বাক্য-সংশ্লেষণ বা বাক্য-সংযোজন।

ইহা ত্রিবিধ উপায়ে সাধিত হইতে পারে।—

(ক) সরল বাক্যসমূহযোগে একটি সরল বাক্য গঠন।

(খ) সরল বাক্যসমূহযোগে একটি যৌগিক বাক্য গঠন।

(গ) সরল বাক্যসমূহযোগে একটি জটিল বাক্য গঠন।

(ক) সরল বাক্যসমূহযোগে একটি সরল বাক্য গঠন

সরল বাক্যসমূহ—সূর্য উদিত হইল; হিংস্র জন্তুগণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল।

একটি সরলবাক্য—সূর্য উদিত হইলে হিংস্র জন্তুগণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল।

সরল বাক্যসমূহ—সেকেন্দর শাহ্ ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষ আর দেখা যায় না। তিনি দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। খৃস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

একটি সরলবাক্য—খৃস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি অদ্বিতীয় বীরপুরুষ দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

সরল বাক্যসমূহ—নাবিকগণ ঝড়ের পূর্বলক্ষণ বুঝিতে পারিল। তাহারা নিরাপদ হইতে ইচ্ছা করিল। তাহারা প্রাণপণে নৌকা বাহিতে লাগিল। নিকটে এক খাল ছিল; তাহারা উহাতে প্রবেশ করিল।

একটি সরল বাক্য—নাবিকগণ ঝড়ের পূর্বলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া নিরাপদ হইবার জন্য নৌকা বাহিয়া নিকটবর্তী এক খালে প্রবেশ করিল।

সরল বাক্যসমূহ—বালকটি বিদ্যালয়ে পড়িত। সে নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে যাইত না। গুরুমহাশয় তাহাকে প্রহার করিলেন। প্রহার গুরুতর হইয়াছিল।

একটি সরলবাক্য—বালকটি নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হওয়ায় গুরুমহাশয় তাহাকে গুরুতররূপে প্রহার করিলেন।

(খ) সরল বাক্যসমূহ দ্বারা একটি যৌগিক বাক্য গঠন

সরল বাক্যসমূহ—এক ভদ্রলোকের একটি বাগান ছিল। বাগানটি তাহার নিজের তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি উহার কার্য নিজে দেখিতেন না, চাকরদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে কার্য করিতে দিয়াছিলেন। ইহাতে বাগানের আবাদ দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ঋণগ্রস্ত হইলেন। তিনি বাগানের অর্ধাংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

একটি যৌগিক বাক্য—এক ভদ্রলোক নিজের তত্ত্বাবধানে একটি বাগান রাখিয়াছিলেন; কিন্তু উহার কার্য নিজে না দেখিয়া চাকরদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে দিয়াছিলেন; সুতরাং বাগানের আবাদ দিন দিন

খারাপ হইতে লাগিল এবং তিনি অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া বাগানের অর্ধাংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

সরল বাক্যসমূহ—"গুরুমহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বালককে মারিলেন না। বালক বড়ই ভয় পাইয়াছিল। তাহার অপরাধ গুরুতর হইয়াছিল। কিন্তু সে সত্য কথা বলিয়াছিল। এইজন্য এবার গুরু তাহাকে মার্জনা করিলেন।" (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯১১)

একটি যৌগিক বাক্য—গুরুমহাশয় তথায় উপস্থিত হওয়াতে বালকটি বড়ই ভয় পাইয়াছিল; কিন্তু সে সত্য কথা বলাতে তাহার অপরাধ গুরুতর হইলেও তিনি তাহাকে না মারিয়া মার্জনা করিলেন।

(গ) সরল বাক্যসমূহদ্বারা একটি জটিল বাক্য গঠন

সরল বাক্যসমূহ—এই স্থানে আমি সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইয়াছিলাম। আপনার হস্তে তালবৃন্ত ছিল। ইহা আপনি আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। এই কথা আমার স্মরণ হইতেছে।

একটি জটিল বাক্য—আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন।—সীতার বনবাস।

সরল বাক্যসমূহ—কোন কোন রাজারা স্বেচ্ছাচারী। তাহারা কেবল প্রজাগণের ভয়াবহ হইতেই যত্নবান্। তাহারা অত্যাচার দ্বারা প্রজাদিগকে নম্রতা শিক্ষা করাইবার চেষ্টা পায়। এরূপ রাজারা মানবজাতির পক্ষে দৈবনিগ্রহস্বরূপ।

একটি জটিলবাক্য—যে রাজারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেবল প্রজাগণের ভয়াবহ হইতেই যত্নবান্ হয় এবং অত্যাচার দ্বারা তাহাদিগকে নম্রতা শিক্ষা করাইবার চেষ্টা পায়, তাহারা মানবজাতির পক্ষে দৈবনিগ্রহ-স্বরূপ।—টেলিমেকস

।লন

১। এক বাক্যে লিখ :—

সীতা নাম্নী জনক রাজার এক তনয়া ছিলেন। তাঁহার রূপ সূর্যও কখনও দেখেন নাই। তিনি অতিশয় মুগ্ধস্বভাবা ছিলেন। তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য শত শত রাজপুত্র লালসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা হর শরাসনে জ্যা যোজনা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

২। সমাসবদ্ধ পদ যথাসম্ভব বর্জন করিয়া সরল ভাষায় লিখ :—

"প্রীতি আমাদিগের আকাশকুসুম। উহা আমাদিগের পাশবসুখাসক্ত দূষিত দুর্গন্ধময় নিরয়তুল্য হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় না।'

৩। নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যগুলি পরিবর্তিত করিয়া লিখ :—

(ক) 'ভূপতিগণ প্রজাদের আবেদন লইয়া বিচার করিতেন বটে, কিন্তু সমুদয় কার্যে তাহাদের সবিশেষ মনোযোগ ছিল না' (সরল বাক্য)

(খ) প্রদেশের শাসনকর্তারা সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। ভূপতি এই সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেন। (সরল বাক্য)

(গ) শিক্ষানবিশেরা বেতন পায় না। (সরল বাক্য)

(ঘ) তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয়। (নিষেধাত্মক বাক্য)

(ঙ) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। (নিষেধাত্মক বাক্য)

(চ) যাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল তাহারা কেহই আসেন নাই। (নিম্নরেখ পদগুলিকে একপদে পরিণত কর)

(ছ) এইরূপ প্রকৃত সুখের স্থান সংসারে অধিক নাই। (নিশ্চয়াত্মক বাক্যে পরিণত কর)

৪। প্রত্যেকটি বাক্যকে যতগুলি সরল বাক্যে পরিণত করা সম্ভব তাহা কর :—

(ক) কিন্তু এ আশাও করিব যে, তিনি মহৎ মানুষ হইবেন, শ্রেষ্ঠ মানুষ হইবেন। সেই সব গুণ ও শক্তির বিকাশ তাহাতে হইবে যাহা নারী ও পুরুষ উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি, সেই সব কাজ তিনি করিবেন যাহা লোকশ্রেয় সাধনার্থ ও জগতের ঋণ পরিশোধার্থ পুরুষ ও নারী উভয়েই করিতে পারেন এবং সেই সব আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি তাঁহার হইবে যাহা মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই হয় ও হইতে পারে, কেননা উভয়েই জীবাত্মা এবং উভয়ের সহিতই পরমাত্মার একই প্রকার সম্বন্ধ। —রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(খ) ফিরিবামাত্র দেখিলাম অপূর্ব মূর্তি, সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। কেশভার অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুলফ-লম্বিত, তদগ্রে দেহরত্ন। যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে।—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আমি ধন কিংবা জন কিংবা সিংহাসন কিংবা বাহুবল দেখিয়া তোমাকে সম্মান করিব না, কেবল তোমার মন দেখিয়া করিব।—ঈশ্বরগুপ্ত

(ঘ) বিশ্বহিতে অনুপ্রাণিত নিয়তধর্মচিন্তানিরত জ্ঞানপিপাসু নবীন যুবক সন্ন্যাসী ভাবোজ্জ্বল মূর্তিতে এমন বিনয়নম্র মধুর ভাবে নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে অনির্বচনীয় প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

[C. U, M. 1930]

৫। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে একটি সরল বাক্যে পরিবর্তিত কর—

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহুদূরে; অন্ধকার বনের মধ্যে পথসন্ধান করিয়া চলিতে পারিবে কিনা, তাই এই মন্দিরে মনুষ্য-বসতি লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুসী হইল।

[C. U. M. 1940]

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি পরিবর্তন

(Direct and Indirect Narration)

৩৬৫। যে বাক্যে বক্তার নিজের কথাই অবিকল পুনরুক্ত করা হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বা প্রত্যক্ষ বাক্য বলে। এই পুনরুক্ত অংশ প্রায়ই উদ্ধার-চিহ্ন (Quotation mark) " " দ্বারা প্রকাশিত হয়। যথা,—রাম বলিল, "আমি আগামী কল্য বাড়ী যাইব।"

আর, যে বাক্যে বক্তার উক্তি প্রকাশকের নিজের কথায় প্রকাশ করা হয় তাহাকে পরোক্ষ উক্তি বলে। যথা,—রাম বলিল যে সে পরদিন বাড়ী যাইবে।

বাংলায় প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; সর্বদাই অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাক্যের

পরিবর্তন করিতে হয়। সাধারণতঃ বাক্যের নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে :—

১। প্রত্যক্ষ উক্তির উদ্ধার-চিহ্ন উঠাইয়া দিয়া উহার পূর্বে 'যে' এই পদের স্থাপন করিতে হয় এবং কোন কোন স্থলে সর্বনাম পদের পুরুষের পরিবর্তন হয়। যথা,—যদু বলিল, "আমি ভাত খাইতেছি।"

=যদু বলিল যে, সে ভাত খাইতেছে।

২। প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান বাক্যে ক্রিয়ার অতীতকাল সূচিত হইলে উদ্ধার-চিহ্ন যুক্ত পুনরুক্ত বাক্যের ক্রিয়াকেও কোন কোন সময় অতীত কালের ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করিতে হয়। যথা,—

তিনি বলিয়াছিলেন, "রাম এখন বাড়ীতে আছে।"

=তিনি বলিয়াছিলেন যে রাম তখন বাড়ীতে ছিল।

৩। প্রত্যক্ষ-বাক্যে অদ্য, আগামী কল্য, গত কল্য, এখন, এখানে ইত্যাদি স্থলে সেইদিন, পরদিন, পূর্বদিন, তখন, সেখানে ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হয়। যথা,—সে বলিয়াছিল "আমি আগামী কল্য ঢাকা যাইব।"

=সে বলিয়াছিল যে সে পরদিন ঢাকা যাইবে।

৪। জিজ্ঞাসা, আদেশ ইত্যাদি বুঝাইলে অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান ও উদ্ধৃত বাক্য মিলিয়া পরোক্ষ উক্তিতে একটি বাক্যে প্রকাশিত হয়। যথা,—

জিজ্ঞাসা। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

সে আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল।

আদেশ। প্রত্যক্ষ উক্তি—জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইহার কথায় কর্ণপাত করিও না; ইনি মহাশয় হইলেও তোমার অমঙ্গলের কারণ।"

পরোক্ষ উক্তি—জননী কুন্দকে উহার কথায় কর্ণপাত করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন উনি মহাশয় হইলেও তাহার অমঙ্গলের কারণ।

৩৬৬। প্রত্যক্ষ উক্তির, অর্থাৎ বক্তার নিজের কথার অবিকল পুনরুক্তি করিয়া প্রকাশ করাই বঙ্গভাষার সাধারণ রীতি। পরোক্ষ উক্তি ইংরেজীর

অনুকরণ; উহা অনেক স্থলেই রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া ব্যবহার্য নহে। যথা,—অতিথি বলিলেন, "আমি এখন বিদায় হইতে চাই।" এটি প্রত্যক্ষ উক্তি। এইরূপ ভাবে না লিখিয়া যদি পরোক্ষভাবে লিখা যায়—'অতিথি বলিলেন, তিনি তখন বিদায় হইতে চান', তাহা হইলে বাংলা ভাষার রীতি-বিরুদ্ধ হয়। কাজেই এস্থলে পরোক্ষ-উক্তি বিধেয় নয়। বাংলা ভাষায় সাধারণ কথাবার্তার বর্ণনায় প্রত্যক্ষ উক্তিই ব্যবহৃত হয় এবং উহাতে উদ্ধার-চিহ্ন (" ") প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না।

অনুশীলন

১। উক্তি পরিবর্তন করিয়া লিখ :—

(ক) রামমোহন মালীকে বলিলেন, "যা, গাছ থেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়।"

(খ) তখন রামমোহন দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "যত ইচ্ছা নিচু খাও।"

(গ) তাহা শুনিয়া সক্রেটিস্ কহিলেন, "তোমার কি বাসনা, আমি সাপরাধ হইয়া প্রাণত্যাগ করি?"—অক্ষয় দত্ত।

(ঘ) ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর ভয় নাই; আমরা বড় গাঙে এসে পড়েছি।"

(ঙ) বাল্মীকি রামচন্দ্রকে কহিলেন, "মহারাজ! সকলেই সঙ্গীত শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছে। অতএব অনুমতি করুন, সঙ্গীতের আরম্ভ হউক।"

—বিদ্যাসাগর।

(চ) মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারারা সব মরিয়া গিয়াছে, গরু আছে ত গাড়োয়ান নাই; গাড়োয়ান আছে ত গরু নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(ছ) হ্যাড্‌লার বলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালী যুবককে কখনও হাসিতে দেখেন নাই।

(জ) তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

একার্থবোধক বাক্যের বিভিন্ন প্রকারে ভাবপ্রকাশ

৩৬৭। বাচ্য-পরিবর্তন (Change of Voice), উক্তি-পরিবর্তন (Change of Narration) এবং বাক্য-পরিবর্তন (Conversion of sentences)—এই তিন উপায়ে বাক্যের বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা উপরে বলা হইয়াছে। এক্ষণে অন্যবিধ পরিবর্তনের বিষয় লিখিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, ইহাতেও বাক্যান্তর্গত ভাবটি অবিকৃত রহিবে, কেবল উহার প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তিত হইবে, অর্থাৎ বাক্যের অর্থ ঠিক থাকিবে, কিন্তু আকার বদলাইবে।

১। নিশ্চয়াত্মক (Affirmative) বাক্যকে নিষেধাত্মক এবং নিষেধাত্মক (Negative) বাক্যকে নিশ্চয়াত্মক বাক্যে পরিণত করা যায়।

নিশ্চয়াত্মক	নিষেধাত্মক
(ক) কাপুরুষেরাই মৃত্যুকে ভয় করে।	(ক) কাপুরুষ ব্যতীত অপর কেহ মৃত্যুকে ভয় করে না।
(খ) স্বদেশকে সকলেই ভালবাসে।	(খ) এমন লোক নাই যে, স্বদেশকে ভাল না বাসে।

নিষেধাত্মক	নিশ্চয়াত্মক
(গ) পৌরুষকে কলঙ্কিত করিও না।	(গ) পৌরুষকে অকলঙ্কিত রাখিও।
(ঘ) আত্মত্যাগ ব্যতীত সিদ্ধি নাই।	(ঘ) আত্মত্যাগেই সিদ্ধি লাভ হয়।

২। প্রশ্নাত্মক বাক্যকে (Interrogative sentence) নির্দেশাত্মক বাক্যে (Assertive sentence) এবং নির্দেশাত্মক বাক্যকে প্রশ্নাত্মক বাক্যে পরিবর্তিত করা যায়।

নির্দেশাত্মক	প্রশ্নাত্মক
(ক) জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও বড়।	(ক) জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গ হইতে বড় নয়?
(খ) তুমি ভাইবোনকে ভালবাস।	(খ) তুমি কি ভাইবোনকে ভালবাস না?

নির্দেশাত্মক	প্রশ্নাত্মক
(গ) ঈশ্বর বিপদে বন্ধু।	(গ) ঈশ্বর কি বিপদে বন্ধু নহেন ?
(ঘ) রামমোহন নব্য ভারতের জন্মদাতা।	(ঘ) রামমোহন কি নব্য ভারতের জন্মদাতা নহেন ?

৩। বাক্যের গঠন বা কাঠামোটি ঠিক রাখিয়া মাঝে মাঝে দুই একটি শব্দ অদলবদল করিয়াও বাক্য পরিবর্তন করা যায়।

(ক) সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য।	(ক) সৌন্দর্য-সৃষ্টিই কবিদিগের রচনার লক্ষ্যীভূত বিষয়।
(খ) দুঃখ ও বিপদই জীবনকে দৃঢ়িষ্ঠ করিয়া গড়ে	(খ) দুঃখ ও বিপদেই জীবন দৃঢ়িষ্ঠ হইয়া উঠে।
(গ) বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করিয়া গিয়াছেন।	(গ) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য বাংলাসাহিত্য ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে।
(ঘ) কবি ও স্বদেশপ্রেমিক চিরকালই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।	(ঘ) সকলেই চিরকাল কবি ও স্বদেশ-প্রেমিককে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

৪। বাক্যের অর্থটি মাত্র ঠিক রাখিয়া উহাকে যথেচ্ছ পরিবর্তন করা যায়। মূল বাক্যটির শব্দগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা চলে।

মূল বাক্য—**বিদ্যাসাগর মরিয়াছেন।**

পরিবর্তিত বাক্যসকল—বিদ্যাসাগর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর পরলোক গমন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর স্বর্গগমন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন বিদ্যাসাগর আর ইহলোকে নাই।

মূল বাক্য—**কবিরা চির অমর।**

পরিবর্তিত বাক্য—কবিরা কখনও মরেন না। কবিরা চিরজীবী। কবিরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকেন। কবিদের মরণ নাই।

অনুশীলন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ যত প্রকারে পার পরিবর্তিত কর :—

(১) রাম অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। (২) ভারতবর্ষ সভ্যতার জননী। (৩) সত্য ও ন্যায় চরিত্রের মেরুদণ্ড। (৪) স্বদেশপ্রেম অতি উচ্চ ধর্ম। (৫) বাংলা সাহিত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। (৬) বাঙালীরা বুদ্ধিমান্ ও সাহসী জাতি। (৭) মুসলমান ধর্মে সাম্যবাদের স্থান আছে। (৮) শান্তির জন্যই কি সকলে লালায়িত নয়? (৯) কে ভীরুতার আশ্রয় লইতে চায়? (১০) কখনও অসত্য বলিও না। ১১) যদি দৈন্যে দহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়। (১২) জগতে সকলই নশ্বর, কেবল কীর্তি অবিনশ্বর। (১৩) বর্ষাঋতুর শোভা পূর্ববঙ্গে অতি মনোহর। (১৪) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বঙ্গজননীর সুসন্তান।

৩৬৮। একই শব্দের বিভিন্ন পদে ব্যবহার

(১) কতকগুলি শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয় :—

শব্দ	বিশেষণ	বিশেষ্য
অতিশয়	অতিশয় গ্রীষ্ম	গ্রীষ্মাতিশয়
সকল	সকল লোক	লোকসকল
পাপ	পাপকর্ম	পাপতাপ
পুণ্য	পুণ্যকর্ম	পাপপুণ্য
সত্য	সত্যকথা	ধ্রুবসত্য

এইরূপ—নীল, হরিৎ, পীত, লোহিত, তিক্ত, মিষ্ট, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—কখনও কখনও একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়। যথা,—ভূত=অতীত (বিণ)। ভূত=পিশাচ (বি); এইরূপ—রুদ্র, অনন্ত, সার ইত্যাদি।

(২) বাংলা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক বিশেষণগুলি একই প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন, কাজেই উহাদের একই রূপ। [কৃৎপ্রত্যয় দ্রষ্টব্য] যথা,—

শব্দ	বিশেষ্য-প্রয়োগ	বিশেষণ-প্রয়োগ
তোলা	ফুলতোলা	তোলা ফুল
শোনা	কথা শোনা	শোনা কথা
ছাড়া	বাড়ী ছাড়া	ছাড়া বাড়ী
ধরা	মাছ ধরা	ধরা মাছ
খাওয়া	জল খাওয়া	খাওয়া জল
সাজান	বাগান সাজান	সাজান বাগান

(৩) কতকগুলি শব্দ সর্বনাম ও বিশেষণ উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়। যথা,—যে, সে, এ, ও, ওই, কোন, কিছু, স্ব, সব, সকল, উভয়, এক, অন্য, অপর, পর, ইতর, একতর, অন্যতর, স্বয়ং, নিজ, অমুক।

(৪) কতকগুলি শব্দ ভাব-বিশেষণ ও নাম-বিশেষণ উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—সত্বর, দ্রুত, অবিরাম, অতিশয়, অত্যন্ত, সুন্দর, মিথ্যা, অল্প, নিতান্ত।

(৫) একাধিক পদে ব্যবহৃত হয় এরূপ কয়েকটি শব্দের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

অতিশয় (১)—বিশেষ্য (n.)—গ্রীষ্মাতিশয়। (২) নামবিশেষণ (adj.)—অতিশয় গ্রীষ্ম। (৩) ভাব-বিশেষণ (adv.)—'অতিশয় কোন কর্ম ন করিও ভাই।'

সকল—(১) বিশেষণ (adj.)—সকল কথা খুলিয়া বল। (২) বিশেষ্য (n.)—'সকলেই কয় অতি সুখময়, সুখের যৌবন কাল।' (৩) সর্বনাম (pro.—অনেক বিষয় আছে, সকল বলিতে পারি না।

যে—(১) সর্বনাম (pro.)—যে চায় সে পায় না। (২) বিশেষণ (adj) —যে কথা বলিবে তাহা বুঝিয়াছি। (৩) সমুচ্চয়ী অব্যয় (conj.)—আমি বলি যে তুমি যাও। (৪) অনন্বয়ী অব্যয় (interj.)—তুমি যে অধঃপাতে গেলে।

আর—(১) সমুচ্চয়ী অব্যয় (conj.)—'নদী আর কালগতি একই প্রমাণ।' (২) নাম-বিশেষণ (adj.)—'জন্মিল কি পুত্র আর?'—মাইকেল। (৩) ভাব-বিশেষণ (adv.)—'তবে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর।' (৪) অনন্বয়ী অব্যয় (interj.)—জিতিলাম আর কি!

কী, কি—(১) সর্বনাম (pro.)—'এত জিনিস দেখিতেছ, কী কী লইবে লও।' কেউ বল্‌লে আরও কত কি।—শরৎচন্দ্র। (২) নাম-বিশেষণ (adj.) —'কী মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে?' (৩) অনন্বয়ী অব্যয় (interj.)— 'অকালে কি আরম্ভিলা যজ্ঞ?' (প্রশ্নে) (৪) বিশেষণীয় বিশেষণ (adv.)— আহা! কি সুন্দর নিশি।' (৫) বিশেষ্য (n)—কী* জন্য আসিয়াছ জানি।' (৬) সমুচ্চয়ী অব্যয় (conj.)=কি রাজা, কি প্রজা সকলেই মৃত্যুর অধীন।'

যথা—(১) সর্বনাম (pro.)—'যথা ধর্ম তথা জয়।' ভাববিশেষণ (adv.)—'কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে।'— মেঘনাদবধ। (৪) নাম-বিশেষণ (adj.)='জয়ন্ত কহিলা ভাষ যথা তব অভিলাষ।'

ভাল—(১) বিশেষণ (adj.)—তিনি বড় ভাল লোক।' (২) বিশেষ্য (n.)—তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল।'—সীতার বনবাস। (৩) অনন্বয়ী অব্যয় (interj.)—ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।'—ঐ

নয়—(১) ক্রিয়া (verb)—'যত কয় তত নয়।' (২) সমুচ্চয়ী অব্যয় (conj.)—'হয় তুমি যাও, নয় আমি যাই।' (৩) বিশেষ্য (n.)—'বহুক্ষণ হয় নয় করিয়া শেষে স্বীকার করিল।' হয়কে নয় করা এবং নয়কে হয় করাই তাহার কাজ।'

---

* কী=কিসের, ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ, 'জন্য' এই পদান্বয়ী অব্যয় যোগে ষষ্ঠী।

নূতন—(১) বিশেষ্য—এরা সমাজে, রাষ্ট্রে, কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করেনি—রবীন্দ্রনাথ (২) বিশেষণ—বসন্তে প্রকৃতি নূতন জীবন লাভ করে। ভাব-বিশেষণ—'এ জাতি এই নূতন গ'ড়ে উঠেছে।'

বড়—(১) ভাব-বিশেষণ—আমি তখন বড় ছোট ছিলাম। (২) নাম-বিশেষণ—বিদ্যাদান সকলের চেয়ে বড়।—হরপ্রসাদ (৩) বিশেষ্য—বড়কে ছোট করতে চাই, একখানাকে সাতখানা করতে চাই।—রবীন্দ্রনাথ।

পশ্চিম—(১) বিশেষণ—'সমস্ত পশ্চিম জগৎ মাতালের মত টলমল করছে সেই লোভে।' (২) বিশেষ্য—'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার।'—রবীন্দ্রনাথ।

ঢাকাই—(১) বিশেষণ—এখন ঢাকাই কাপড়ের মর্যাদা নাই—বঙ্কিমচন্দ্র (২) বিশেষ্য—ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাহাতে ফুল।—বঙ্কিমচন্দ্র।

দৈনিক—(১) বিশেষণ—দৈনিক কাজ কখনও ফেলিয়া রাখিও না। (২) বিশেষ্য—আনন্দবাজার পত্রিকা বাংলাভাষার একখানি বড় দৈনিক (Daily Paper)। ভাব-বিশেষণ—তোমাকে কি সেখানে দৈনিকই যাইতে হয়?

বুড়ো—(১) বিশেষণ—সুরেন বাড়ুয্যে বুড়ো হইলেও যোয়ানের যম ছিলেন। (২) বিশেষ্য—দেশকে কি বাচায় বুড়োরা?—শরৎচন্দ্র।

সাংবাদিক—(১) বিশেষণ=অধুনা য়ুরোপের সাংবাদিক (সংবাদ সম্বন্ধীয়) ব্যাপার বড়ই জটিল। (২) বিশেষ্য=রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন।

Imp

৩৬৮ ক। বিপরীতার্থক শব্দ

অগ্র	পশ্চাৎ	অনন্ত	সান্ত ✓
অজ্ঞ	বিজ্ঞ ✓	অনুকূল	প্রতিকূল ✓
অধম	উত্তম ✓	অনুগ্রহ	নিগ্রহ ✓
অধিক	অল্প ✓	অনুরাগ	বিরাগ ✓

অনুলোম	প্রতিলোম	উন্মুখ	বিমুখ
অনুজ	অগ্রজ	উন্মীলন	নিমীলন
অন্তর	বাহির	ঊর্ধ্ব	অধ
অপকার	উপকার	ঋজু	বক্র
অমৃত	বিষ, গরল	ঐহিক	পারত্রিক
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	ঔদ্ধত্য	বিনয়
আকুঞ্চন	বিকুঞ্চন, প্রসারণ	কঠিন	কোমল
আগম	লোপ	কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
আদর	ঘৃণা	কুটিল	সরল
আদ্য	অন্ত্য	কৃত্রিম	স্বাভাবিক
আপত্তি	সম্মতি	কৃপণ	বদান্য
আবাহন	বিসর্জন	ক্ষতি	লাভ
আবির্ভাব	তিরোভাব	ক্ষয়	বৃদ্ধি
আশমান	জমিন	খরচ	জমা
আশু	বিলম্ব	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
আশ্লেষ	বিশ্লেষ	গাম্ভীর্য	চাপল্য
আসক্ত	বিরক্ত	গুণ	দোষ
ইতর	ভদ্র	গুপ্ত	ব্যাপ্ত, প্রকাশিত
ইহ	পরত্র	গুরু	লঘু
উচ্চ	নীচ	গোপন	প্রকাশ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	ঘন	তরল
উত্তমর্ণ	অধমর্ণ	ঘাত	প্রতিঘাত
উত্থান	পতন	ঘোলা	স্বচ্ছ
উদয়	অস্ত	চঞ্চল	স্থির

চড়াই	উৎরাই	নিন্দা	স্তুতি
চেতন	জড়	নির্দয়	সদয়
জঙ্গম	স্থাবর	নিষেধ	বিধি
জটিল	সরল	নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস
জয়	পরাজয়	নীরস	সরস
জোয়ার	ভাটা	নূতন	পুরাতন
জ্ঞানী	মূর্খ	পচা	টাটকা, ভাজা
ঠাণ্ডা	গরম	পণ্ড	সফল
তরুণ	প্রবীণ	পণ্ডিত	মূর্খ
তিক্ত	মধুর	পর	স্ব, আত্ম
ত্যাগ	ভোগ	পশ্চাৎ	সম্মুখ
ত্বরা	বিলম্ব	পাকা	কাঁচা
দান	গ্রহণ, প্রতিদান	পাপী	পুণ্যাত্মা, পুণ্যবান
দাস	প্রভু	পাশ্চাত্য	প্রাচ্য
দীন	ধনী	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
দীর্ঘ	হ্রস্ব	প্রফুল্ল	ম্লান
দুরন্ত	শান্ত	প্রবল	দুর্বল
ধনী	দরিদ্র, নির্ধন	প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি
নকল	আসল	প্রত্যাদেশ	আদেশ
নম্র	উদ্ধত	ফেল	পাশ
নরম	শক্ত	বক্র	সরল
নশ্বর	শাশ্বত	বদ্ধ	মুক্ত
নাগর	গ্রাম্য	বাঁকা	সোজা
নাস্তিক	আস্তিক	বন্ধন	মুক্তি
নিত্য	নৈমিত্তিক	বন্ধুর	মসৃণ

বিরহ	মিলন	রম্য	কুৎসিত
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	রাগ	বিরাগ
বৈরাগ্য	আসক্তি	লাঘব	গৌরব
বিষাদ	আনন্দ	লাভ	লোকসান
ব্যর্থ	সার্থক	শত্রু	মিত্র
ব্যষ্টি	সমষ্টি	শীত	গ্রীষ্ম
ব্যয়	সঞ্চয়	শুক্ল	কৃষ্ণ
ভণ্ড	সাধু	শূন্য	পূর্ণ
ভয়	সাহস	শেষ	আরম্ভ
ভরতি	ঊন	শোক	হর্ষ
ভূত	ভবিষ্যৎ	সংক্ষেপ	বাহুল্য
ভোতা	ধারাল, তীক্ষ্ণ	সংযোগ	বিয়োগ
মজবুত	হালকা	সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
মন্দ	ভাল	সন্ধি	বিগ্রহ
মহৎ	ক্ষুদ্র	সম্পদ্	বিপদ্
মান	অপমান	সূক্ষ্ম	স্থূল
মান্য	ঘৃণ্য	সৃষ্টি	সংহার
মিথ্যা	সত্য	স্মরণ	বিস্মরণ
মুখ্য	গৌণ	স্বকীয়	পরকীয়
মৃদু	তীব্র	স্বচ্ছ	ঘোলা
মোটা	সরু	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
মৌন	মুখর	স্থির	চঞ্চল
যশ	নিন্দা, অপযশ	হর্তা	ভর্তা
যুবা	বৃদ্ধ	হৃষ্ট	বিষণ্ণ
রসিক	বেরসিক	হ্রাস	বৃদ্ধি

অনুশীলন

নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ অবিকৃত রাখিয়া বিভিন্ন পদে ব্যবহার কর :—

কাটা, রাখা, ধরা, ভাজা, বাড়তি, চড়তি, ভুলান, জমান, রাঁধুনি, চলতি, সত্বর, অতিশয়, সুন্দর, সত্য, যত, সব, অন্য, এক, ধনী, বিদ্বান, বেশ, নবাবী, মিথ্যা, বৃথা, ঠিক, সাধু, বৃদ্ধি।

অশুদ্ধি-সংশোধন ও অশুদ্ধি-বিচার

৩৬৯। বর্ণাশুদ্ধি

[বাংলা ভাষায় ই, ঈ, উ, ঊ, ণ, ন, শ, ষ, স, য, জ ইত্যাদি বর্ণের এবং য ফলা, ব ফলা প্রভৃতির উচ্চারণের পার্থক্য রক্ষিত হয় না ; এই হেতু বালকগণের রচনায় বর্ণাশুদ্ধির বিশেষ প্রাচুর্য দেখা যায়। সন্ধি, সমাস, কৃৎ-তদ্ধিতাদি বিষয়ে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে এ বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ অধিক হয় না। এতদ্ব্যতীত শ্রুতিলিপি বা অনুলিপির সাহায্যেই মধ্যশ্রেণীসমূহে ইহা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন।

পরীক্ষাগ্রহণকালে প্রশ্নপত্রে অশুদ্ধ শব্দ শুদ্ধ করিতে দেওয়ায় প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষাদানকালে ওরূপ রীতি প্রশস্ত নহে। বরং বোর্ডে শুদ্ধ শব্দগুলিই বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দেওয়া উচিত। উচ্চারণের সমতাই বর্ণাশুদ্ধির মূল কারণ, দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে উহার নিরসন করিতে হয়]

ই, ঈ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বাল্মিকী	বাল্মীকি	অতিথী	অতিথি
ইষৎ	ঈষৎ	নিশিথ	নিশীথ
ইর্ষা	ঈর্ষা	পিপিলিকা	পিপীলিকা
ভাগিরথী	ভাগীরথী	শারিরীক	শারীরিক
পৃথীবি	পৃথিবী	নিপিড়িত	নিপীড়িত
সুধিগণ	সুধীগণ	কৃষিজিবী	কৃষিজীবী

উ, ঊ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কৌতুহল	কৌতূহল	নুপুর	নূপুর
উর্ধ্ব	ঊর্ধ্ব	মুষিক	মূষিক
বিদ্রুপ	বিদ্রূপ	মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
সিন্দুর	সিন্দূর	মুহুর্ত	মুহূর্ত
পূণ্য	পুণ্য	স্ফুরণ	স্ফূরণ
অদ্ভূত	অদ্ভুত	স্ফুর্তি	স্ফূর্তি
উদ্ভুত	উদ্ভূত	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
ভূল	ভুল	দুষিত	দূষিত
বঁধূ	বঁধু	অনুভুতি	অনুভূতি
বধু	বধূ	প্রতিকুল	প্রতিকূল
ক্রূর	ক্রূর	লঘুকরণ	লঘূকরণ

ণ, ন-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গননা	গণনা	আহ্নিক	আহ্নিক
অনু	অণু	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
কনিকা	কণিকা	প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ
মুণি	মুনি	দুর্ণাম	দুর্নাম
শূণ্য	শূন্য	মূর্ধণ্য	মূর্ধন্য
রামায়ন	রামায়ণ	সঙ্কীর্তণ	সঙ্কীর্তন
রসায়ণ	রসায়ন	কণক	কনক

শ, ষ, স-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গোস্পদ	গোষ্পদ	শষ্য	শস্য
পরিস্কার	পরিষ্কার	কৃষ	কৃশ
ভষ্ম	ভস্ম	নিষ্পন্দ	নিস্পন্দ
ধ্বংশ	ধ্বংস	আশক্তি	আসক্তি
মানষিক	মানসিক	সুসুপ্তি	সুষুপ্তি
বিশ্বাষ	বিশ্বাস	শান্তনা	সান্ত্বনা

৩৭০। যুক্তাক্ষর-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পক্ক	পক্ব	স্বরস্বতী	সরস্বতী	বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
পার্শ	পার্শ্ব	লক্ষী	লক্ষ্মী	স্বাস্থ	স্বাস্থ্য
জেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	বিদ্যান্	বিদ্বান্	ত্রহস্পর্শ	ত্র্যহস্পর্শ
ধ্বংশ	ধ্বংস	সপ্ন	স্বপ্ন	প্রোজ্জ্বলিত	প্রজ্বলিত
ইয়ত্বা	ইয়ত্তা	উর্ধ	ঊর্ধ্ব	উজ্জল	উজ্জ্বল
সামর্থ	সামর্থ্য	সন্ধা	সন্ধ্যা	সাহার্য	সাহায্য

৩৭১। উচ্চারণদোষ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বেক্তি	ব্যক্তি	অভ্যাস্থ	অভ্যস্ত	কিত্রিম	কৃত্রিম
নেয্য	ন্যায্য	সুরধনী	সুরধুনী	সন্মান	সম্মান
তেজ্য	ত্যাজ্য	ভাগীরতী	ভাগীরথী	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
বেথিত	ব্যথিত	গর্ধপ	গর্দভ	মনমোহন	মনোমোহন
পিচাশ	পিশাচ	অনাটন	অনটন	সন্মুখে	সম্মুখে

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ	যষ্ঠি	ষষ্টি	অপগণ্ড	অপোগণ্ড
যথেষ্ঠ	যথেষ্ট	উদ্বিঘ্ন	উদ্বিগ্ন	ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী
কামেক্ষা	কামাখ্যা	বিশ্চিক	বৃশ্চিক	প্রতিদ্বন্দিতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
মদুসূধন	মধুসূদন	বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বাস্থ	স্বাস্থ্য
		শিরধার্য	শিরোধার্য		
মেঘনাথ	মেঘনাদ	জ্যৈষ্ট	জ্যৈষ্ঠ	পরক্ষ	পরোক্ষ

য-ফলার উচ্চারণ-ঘটিত অশুদ্ধি

পূর্বেই দেখিয়াছি, বাংলায় য-ফলার উচ্চারণ খুব স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট নহে ; য-ফলা যুক্ত অ-কারান্ত বর্ণ অনেক সময় 'অ্যা' উচ্চারিত হয়, ইহার ফলে কতকগুলি বানান ভুল দেখা যায়। যথা,—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ব্যায়	ব্যয়	ব্যাতীত	ব্যতীত
ব্যাবহার	ব্যবহার	ব্যাঞ্জন	ব্যঞ্জন
ব্যকরণ	ব্যাকরণ	ব্যাবধান	ব্যবধান
ব্যপার	ব্যাপার	ব্যাক্ত	ব্যক্ত
ব্যখ্যা	ব্যাখ্যা	ব্যাস্ত	ব্যস্ত
ব্যঘ্র	ব্যাঘ্র	ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত
ব্যধি	ব্যাধি	ব্যয়াম	ব্যায়াম

৩৭২। একই শব্দের বিভিন্ন বর্ণবিন্যাস

(ক) কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ দ্বিবিধ প্রকারে লেখা যাইতে পারে। যথা,—

অঙ্কুর	অঙ্কূর	কৌশল্যা	কৌসল্যা	মকুট	মুকুট
অন্তরীক্ষ	অন্তরিক্ষ	ক্ষুর	খুর	মরীচ	মরিচ
ঊষা	উষা	গাণ্ডীব	গাণ্ডিব	পদবী	পদবি

কবাট	কপাট	অন্তঃপাতী	অন্তঃপাতি	মহি	মহী
কলসী	কলসি	অবনি	অবনী	শ্রেণি	শ্রেণী
কুসীদ	কুশীদ	কুটির	কুটীর	রজনি	রজনী
কিশলয়	কিসলয়	ধরণী	ধরণি	তরণি	তরণী
কলস	কলশ	সূর্পণখা	শূর্পণখা	শর	সর
কৃমি	ক্রিমি	প্রতিকার	প্রতীকার	বসিষ্ঠ	বশিষ্ঠ
কৈকেয়ী	কেকয়ী	ভূমী	ভূমি	সরযূ	সরযু
ঋষ্টি	রিষ্টি	নিমিষ	নিমেষ	হনুমান	হনূমান
পরিহার	পরীহার	মসুর	মসূর	কটি	কটী
দেবকী	দৈবকী	তনু	তনূ	বিষদ	বিশদ
তরি	তরী	সূচী	সূচি	শৈবাল	শৈবল

(ক) কতকগুলি খাস বাংলা শব্দেরও বিভিন্ন বর্ণ-বিন্যাস প্রচলিত আছে। নিম্নে এইরূপ শব্দের কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। এ শব্দগুলি আধুনিক অধিকাংশ লেখকগণ যেরূপভাবে বর্ণবিন্যাস করেন, তাহাই প্রথমতঃ বামদিকে লিখিত হইল। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বানানের নিয়ম দ্রষ্টব্য (১২ পৃঃ)।

সোনা	সোণা	একটি	একটী	আমানত	আমানৎ
কান	কাণ	দলিল	দলীল	সাদা	শাদা
শিকার	শীকার	আনাড়ি	আনাড়ী	বামন	বামণ
বেশি	বেশী	চাকুরি,চাকুরী	চাকরি	বাংলা	বাঙলা,বাঙ্গালা

৩৭৩। শব্দপ্রয়োগে অসাবধানতা

অনবধানতা বা অজ্ঞতাবশতঃ বালকগণ অনেক সময় এক শব্দ ব্যবহার করিতে অন্য শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন,—

{ আপ্ত=বিশ্বস্ত, অভ্রান্ত
{ আত্ম=আপন।

{ প্রশস্ত=উৎকৃষ্ট।
{ প্রস্থ=বিস্তার।

{ আর্ত=পীড়িত।
আত্ত=গৃহীত।

{ পরে=পরিধান করে।
পড়ে=পতিত হয়, পাঠ করে।

{ পারক=সমর্থ।
পারক=পারদর্শী।

{ জন্মে=উৎপন্ন হয়।
জন্মায়=উৎপন্ন করে।

{ কমল=পদ্মফুল।
কমলিনী=পদ্মের গাছ।

{ প্রকৃত=যথার্থ।
প্রাকৃত=স্বাভাবিক, নিকৃষ্ট।

৩৭৪। সন্ধিবিষয়ক অশুদ্ধি-বিচার

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রথমার একবচনে কিছু পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে এবং সেই পরিবর্তিত পদই বাংলায় মূল শব্দরূপে ব্যবহৃত হয় এবং উহার উত্তর বিভক্তি যোগ হয়। যথা,—রাজন্ (রাজা), গুণিন (গুণী), মনস (মনঃ) ইত্যাদি। এই মূল সংস্কৃত শব্দগুলির জ্ঞান না থাকিলে সন্ধি সমাসাদি প্রক্রিয়ার মর্ম বুঝা যায় না এবং এই কারণেই বালকগণের রচনায় অনেক অশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

১। অকারের পরবর্তী বিসর্গের পরিবর্তন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনযোগ, মনহর, মনমোহন	মনোযোগ, মনোহর, মনোমোহন
যশলাভ, শিরমণি, অবগতি	যশোলাভ, শিরোমণি, অধোগতি
মনোসাধে, ইতিপূর্বে, মনোকষ্ট,	মনঃসাধে, ইতঃপূর্বে, মনঃকষ্ট
বয়োপ্রাপ্ত, শিরোশোভা, বক্ষোপরি	বয়ঃপ্রাপ্ত, শিরঃশোভা, বক্ষউপরি
সদ্যজাত, স্রোতবেগ, শিরোপরি	সদ্যোজাত, স্রোতবেগ, শিরউপরি
ইতিমধ্যে, মনান্তর, মনচোর	ইতোমধ্যে, মনোন্তর, মনশ্চোর

সন্ধির নিয়মে অকারের পরবর্তী বিসর্গের কিরূপ বিভিন্ন পরিবর্তন হয়, তাহা সন্ধিসূত্রে দ্রষ্টব্য।

এ সকল স্থলে মনঃ, যশঃ, শিরঃ, ইতঃ ইত্যাদি মূল শব্দের সহিত সন্ধি হইয়াছে। এই শব্দগুলির বিসর্গ বাংলায় উচ্চারিত হয় না, অধুনা ব্যবহারও হয় না। মন, যশ, শির ইত্যাদি শব্দই বাংলায় ব্যবহৃত হয় এবং কোন কোন স্থলে এই বাংলা শব্দগুলির সহিত সন্ধিযোগে নূতন শব্দ গঠিত হয়। যেমন,—

মন + অন্তর = মনান্তর, শির + উপরি = শিরোপরি। (সন্ধি-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

এইরূপ শব্দ অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকও ব্যবহার করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও **'মনান্তর'** ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া 'মতান্তর' করেন। কিন্তু দুইটি ঠিক এক কথা নয়। **ইতিমধ্যে, ইতিপূর্বে** এক্ষণে বহু-প্রচলিত।

'উহাদের **শিরোপরি** লোষ্ট্র-নিক্ষেপণে'—সদ্ভাবশতক।

'সুকেশিনী **শিরোশোভা** কেশের ছেদনে'—পদ্যপাঠ।

'ইতিমধ্যে' নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে বশ করিয়া লইয়াছে।' (রবীন্দ্রনাথ)

২। প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বণিক্‌গণ, বাক্‌দান, তির্যক্‌ভাবে	বণিগ্‌গণ, বাগ্‌দান, তির্যগ্‌ভাবে
পৃথকান্ন, বিদ্যুতালোক, ভবিষ্যৎবাণী	পৃথগন্ন, বিদ্যুদালোক, ভবিষ্যদ্‌বাণী

৩। তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
হৃদ্‌পিণ্ড, হৃদ্‌কম্প, পশ্চাদ্‌পদ	হৃৎপিণ্ড, হৃৎকম্প, পশ্চাৎপদ
সুহৃদ্‌সভা, বিপদ্‌পাত, ক্ষুধ পিপাসা	সুহৃৎসভা, বিপৎপাত, ক্ষুৎপিপাসা

৪। বিসর্গ স্থানে শ, ষ, স,

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবিস্কার, পুরষ্কার, নমষ্কার	আবিষ্কার, পুরস্কার, নমস্কার
তিরষ্কৃত, বহিস্কৃত, নিস্ফল	তিরস্কৃত, বহিষ্কৃত, নিষ্ফল
নিস্কাম, মনষ্কাম, আষ্পদ	নিষ্কাম, মনস্কাম, আস্পদ

এই শব্দগুলিতে কোথাও ষ, কোথাও স কেন হইল তাহার কারণ সন্ধি-সূত্রে দেখ।

৫। ম্ স্থানে অনুস্বার বা পঞ্চম বর্ণ

কিম্ + বা = কিংবা, সম্ + বাদ = সংবাদ।

বশম্ + বদ = বশংবদ, সম্ + বরণ = সংবরণ।

অন্তঃস্থ বর্ণ বা উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। এই সকল শব্দের ব অন্তঃস্থ ব, বর্গীয় ব নহে। এইরূপ,—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বারম্বার, স্বয়ম্বর, সম্বরণ	বারংবার, স্বয়ংবর, সংবরণ
কিম্বদন্তী, সম্বর্ধনা	কিংবদন্তী, সংবর্ধনা

কিন্তু বাংলায় অন্তঃস্থ ব এবং বর্গীয় ব-এর উচ্চারণে পার্থক্য প্রায়ই রক্ষিত হয় না। এই হেতু—কিম্বা, স্বয়ম্বর, কিম্বদন্তী, বারম্বার, বশম্বদ প্রভৃতি শব্দ অনেকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

'এইমাত্র কিম্বদন্তী'—নবীনচন্দ্র। 'বারম্বার করিবে দংশন।' (রবীন্দ্রনাথ)

'কিম্বা, বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে'।—মাইকেল।

কিন্তু বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে ম্ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ বা বিকল্পে অনুস্বার হয়। যথা,—সম্ + প্রতি = সম্প্রতি, সংপ্রতি; সম্ + ন্যাস্ = সন্ন্যাস, সংন্যাস, সম্ + কীর্ণ = সঙ্কীর্ণ, সংকীর্ণ।

এস্থলে বাংলা উচ্চারণ অনুসারে 'সম্প্রতি' 'সন্ন্যাস' ইত্যাদিই লেখা উচিত। কিন্তু ক খ গ ঘ পরে থাকিলে ঙ বা ং উভয়ই চলে, কেননা উচ্চারণে বাধে না।

৬। সন্ধি-বিষয়ক অন্যান্য অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্যান্ত, অত্যাধিক, অনাটন	অত্যন্ত, অত্যধিক, অনটন
যত্থাপি, অত্থবধি, অধ্যবসায়	যত্থপি, অত্থাবধি, অধ্যবসায়
পশ্বাধম, আত্যাক্ষর, শুদ্ধ্যাশুদ্ধি	পশ্বাধম, আত্থক্ষর, শুদ্ধ্যশুদ্ধি
দুরাদৃষ্ট, দুরাবস্থা	দুরদৃষ্ট, দুরবস্থা
ভূম্যাধিকারী, পর্যটন, সুহৃদাগ্রগণ্য	ভূম্যধিকারী, পর্যটন, সুহৃদগ্রগণ্য
অনুমত্যানুসারে, জাত্যাভিমান	অনুমত্যনুসারে, জাত্যভিমান
নিরোগ, নিরস, নিরব	নীরোগ, নীরস, নীরব
সন্মুখ, সন্মান, সন্মত	সম্মুখ, সম্মান, সম্মত
চক্ষুরোগ, চক্ষুরত্ন, চক্ষুদ্বয়	চক্ষূরোগ, চক্ষূরত্ন, চক্ষূর্দ্বয়
দিগেন্দ্র, জোতীন্দ্র, অন্তরেন্দ্রিয়	দিগিন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, অন্তরিন্দ্রিয়
যোগেন্দ্র, বাগেশ্বরী	যোগীন্দ্র, বাগীশ্বরী
তরুছায়া, মুখছবি	তরুচ্ছায়া, মুখচ্ছবি
উপরোক্ত, বক্ষোপরি, যশেচ্ছা	উপর্যুক্ত বা উপরিউক্ত, বক্ষ উপরি, যশ ইচ্ছা

কিন্তু চক্ষুদান, চক্ষুকর্ণ, চক্ষুলজ্জা, ধূপছায়া, জলছবি, তেজেন্দ্র, তেজেশ ইত্যাদি বহু-প্রচলিত।

৩৭৫। সমাস-বিষয়ক অশুদ্ধি বিচার

সমাসে বিভক্তি-লোপ। মনে রাখিবে, সমাস করিলে সমস্যমান পদ দুইটির বিভক্তির লোপ হয়, পরে সমস্ত পদের উত্তর অর্থানুসারে

বিভক্তি যোগ করিতে হয়। যেমন,—'যোদ্ধৃগণকে' এই পদটির ব্যাসবাক্য এইরূপ—যোদ্ধার গণ=যোদ্ধৃগণ তাহাদিগকে; এস্থলে পূর্বপদের ষষ্ঠীর 'র' বিভক্তির লোপ হইয়া মূল শব্দ হইল যোদ্ধৃ এবং পরপদে 'কে' বিভক্তির লোপ হইয়া মূলপদ হইল 'গণ'; সুতরাং সমস্ত পদ হইল যোদ্ধৃগণ, তৎপর 'কে' বিভক্তির যোগে হইল 'যোদ্ধৃগণকে'। এখানে 'যোদ্ধাগণ' লিখিলে অশুদ্ধ হইত, কেননা মূল শব্দটি যোদ্ধৃ, উহার প্রথমার একবচনে হয় যোদ্ধা। এইরূপ,—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভ্রাতাগণ, কর্তাকারক, নেতাগণ	ভ্রাতৃগণ, কর্তৃকারক, নেতৃগণ

সমাসে পূর্বপদের পরিবর্তন—(ক) সমাস করিলে সর্বত্রই পূর্বপদের অন্তেস্থিত ন্ কারের লোপ হয়। যেমন,—ধনীর গণ (ধনিন্+গণ) ধনিগণ; "ধনীগণ' লিখিলে ভুল হইত, কেননা বিভক্তিলোপে মূল শব্দটি হইল ধনিন্, উহার প্রথমার একবচনে 'ধনী' হয়। ইন্ ও অন্ ভাগান্ত সমস্ত শব্দই এইরূপ। এই হেতু নিম্নলিখিত পদগুলি অশুদ্ধ :—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গুণীগণ, যোগীগণ, পক্ষীশাবক	গুণিগণ, যোগিগণ, পক্ষিশাবক
শশীভূষণ, স্থায়ীভাবে, হস্তীদন্ত,	শশিভূষণ, স্থায়িভাবে, হস্তিদন্ত,
শিক্ষার্থীগণ, প্রহরীদল, মন্ত্রীবর,	শিক্ষার্থিগণ, প্রহরিদল, মন্ত্রিবর,
হস্তীপৃষ্ঠে, যোগীবেশে, স্বামীপুত্র,	হস্তিপৃষ্ঠে, যোগিবেশে, স্বামিপুত্র,
অধিবাসীবর্গ, প্রাণীহত্যা, তপস্বীবেশে,	অধিবাসিবর্গ, প্রাণিহত্যা, তপস্বিবেশে,
মহিমাবর, রাজাগণ, যুবাগণ,	মহিমবর, রাজগণ যুবগণ,
দুরাত্মাগণ, পরমাত্মারূপে, শর্মা-কর্তৃক	দুরাত্মগণ, পরমাত্মরূপে, শর্মকর্তৃক

দ্রষ্টব্য। অধুনা অনেকে এই নিয়ম গ্রাহ্য করেন না। যেমন,—'য়ুরোপের মনীষীগণের কথায় অবধান করিলে...'

'সমস্ত প্রাণী-সমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে।' —রবীন্দ্রনাথ

(খ) পরপদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে 'মহৎ' শব্দের স্থানে 'মহা' আদেশ হয়; যেমন,—মহৎ মন যাহার—মহামনা (বহুব্রীহি)। এইরূপ—মহাশয়, মহাপ্রাণ ইত্যাদি। কিন্তু 'মহৎ' বিশেষ্য হইলে 'মহা' আদেশ হয় না। যেমন,—মহতের প্রাণ=মহৎপ্রাণ, মহতের আশয়=মহদাশয় (ষষ্ঠী তৎ)

(গ) 'সহ' শব্দ স্থানে 'স' হয়; যেমন,—শঙ্কার সহিত বর্তমান—সশঙ্ক; এরূপ স্থলে 'সশঙ্কিত' লিখিলে ভুল হইবে। কারণ, বিশেষ্য পদের সহিত সহ শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয়, বিশেষণের সহিত হয় না। 'শঙ্কিতের সহ বর্তমান' এইরূপ বাক্য হয় না। এই হেতু নিম্নলিখিত পদগুলি অশুদ্ধ :—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সলজ্জিত, সক্ষম, সাবহিত	সলজ্জ, ক্ষম, সাবধান
সকৃতজ্ঞ, সকাতর, সাপরাধী	কৃতজ্ঞ, কাতর, সাপরাধ
সবিনয়পূর্বক, সাবধানপূর্বক	বিনয়পূর্বক, অবধানপূর্বক

পূর্বপদের পুংবদ্ভাব—সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ শব্দের সাধারণতঃ পুংলিঙ্গের রূপ হয়। যথা,—উত্তমা কন্যা, উত্তমকন্যা; তীক্ষ্ণা বুদ্ধি যাহার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। কোন কোন স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য শব্দেরও পুংলিঙ্গের রূপ হয়। যেমন,—হংসীর অণ্ড হংসাণ্ড; ছাগীর দুগ্ধ ছাগদুগ্ধ। 'দাস' পরে থাকিলে, কালী, দেবী ও ষষ্ঠী শব্দের দীর্ঘ ঈ-স্থানে হ্রস্ব ই হয়। যথা,—কালীর দাস= কালিদাস; এইরূপ—দেবিদাস, ষষ্ঠিদাস।

পরপদের পরিবর্তন—(ক) তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসে রাজন, অহন্ ও সখি শব্দ স্থানে যথাক্রমে 'রাজ' 'অহ' ও 'সখ' হয়। দ্বন্দ্ব সমাসে, অহন্ শব্দের পরপদস্থ রাত্রি ও নিশা শব্দ অকারান্ত হয়, অন্যত্র হয় না। তৎপুরুষ সমাসেও কোন কোন স্থলে রাত্রি শব্দ স্থানে 'রাত্র' হয়। এই কারণে নিম্নলিখিত শব্দগুলি অশুদ্ধ :—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মহারাজা, অহোরাত্রি, অহর্নিশি	মহারাজ, অহোরাত্র, অহর্নিশ
দিবারাত্র, দিনরাত্র, মধ্যরাত্রি	দিবারাত্রি, দিনরাত্রি, মধ্যরাত্র

(খ) পরপদে তদ্ধিতাদি প্রত্যয়ের অপব্যবহার।—বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ পদ গঠিত হয়। এই সকল শব্দের উত্তর আর বিশেষণ-কারক ইন্, বতু, মতু ইত্যাদি প্রত্যয়ের যোগ হয় না। যেমন,—'দোষ' এই বিশেষ্য শব্দে ইন্ প্রত্যয় করিয়া 'দোষী' পদ হয়, কিন্তু 'নিঃ নাই দোষ যাহার' এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নির্দোষ' এই বিশেষণ পদ হয়। ইহার উত্তর 'ইন' প্রত্যয় করিয়া 'নির্দোষী' পদ হইতে পারে না। নিম্নলিখিত শব্দগুলি এইজন্য অশুদ্ধ :—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্ধনী, নিরপরাধী, সুবুদ্ধিমান্,	নির্ধন, নিরপরাধ, সুবুদ্ধি,
নিরোগী, সুকেশিনী, শ্বেতাঙ্গিনী,	নীরোগ, সুকেশী, শ্বেতাঙ্গী

(গ) বহুব্রীহি সমাসে উত্তর পদের আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের আকার স্থানে অকার হয়। যথা,—নিঃ নাই দয়া যাহার —নির্দয়।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দে সমাস—সংস্কৃত শব্দের সহিত খাস বাংলা শব্দের সমাস অধুনা অবিরল নহে। এইরূপ বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে। এগুলিকে শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে ; যেমন,—

চালাক-চতুর	নৌকাডুবি	সজোরে
সাহেবলোক	ডাকযোগে	অফুরন্ত
করযোড়ে	ফুলশয্যা	চাকিরসূত্রে

সমাস-ঘটিত অন্যান্য অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভগবানচন্দ্র	ভগবচ্চন্দ্র	পিতৃসখা	পিতৃসখ
ভগবান্প্রদত্ত	ভগবৎপ্রদত্ত	সখাসম্মিলন	সখিসম্মেলন
জ্ঞানার্থে	জ্ঞানার্থে		

৩৭৬। কৃৎ, তদ্ধিতাদি-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উদ্বেলিত	উদ্বেল	দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
অসহনীয়	অসহ্য বা অসহনীয়	তদ্দৃষ্টে	তদ্দর্শনে
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	উচিৎ	উচিত
গ্রাহ্যযোগ্য	গ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য	যদ্যপিও	যদিও, যদ্যপি
একত্রিত	একত্র	পুষ্কর্নী	পুষ্করিণী
বৈচিত্র	বৈচিত্র্য	মহত্ব	মহত্ত্ব
স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য	মাহাত্ম	মাহাত্ম্য
ব্যবসা	ব্যবসায়	সাক্ষী দেওয়া	সাক্ষ্য দেওয়া
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	সিঞ্চন	সেচন
মাধুর্যতা	মাধুর্য, মধুরতা	চোষ্য	চুষ্য
সাধ্যাতীত	অসাধ্য	সাধায়ত্ত	সাধ্য
সখ্যতা	সখ্য, সখিত্ব	নিঃশেষিত	নিঃশেষ
ঐক্যতা,	ঐক্য, একতা	বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা
বাহ্যিক	বাহ্য	সৌজন্যতা	সৌজন্য, সুজনতা
মান্যনীয়	মান্য, মাননীয়	সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রমশালী
ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত	ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
বর্ণিতব্য	বর্ণয়িতব্য	ঘূর্ণীয়মান	ঘূর্ণ্যমান, ঘূর্ণায়মান
সত্বা	সত্তা	জ্ঞানমান	জ্ঞানবান্
স্বত্ব	স্বত্ব	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত
মৈত্রতা	মিত্রতা	মনমুগ্ধকর	মনোমোহকর
জাগ্রত	জাগ্রৎ	নিরাপদেষু	নিরাপৎসু
		কল্যাণবরেষু	কল্যাণীয়বরেষু
সিঞ্চিত	সিক্ত	ঘূর্ণমান	ঘূর্ণ্যমান

৩৭৭। বিশেষ্য-বিশেষণাদি অপপ্রয়োগ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ক) তোমার পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ হইলাম	সন্তুষ্ট হইলাম
(খ) এই কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্য হইল।*	আশ্চর্যান্বিত হইল
(গ) এই কথা শুনিয়া সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন।	মৌনী হইলেন বা মৌনাবলম্বন করিলেন
(ঘ) এখন আমার এই পুস্তকের কোন আবশ্যক নাই।	আবশ্যকতা নাই
(ঙ) তদ্দৃষ্টে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইল।	তদ্দর্শনে
(চ) তাহার একটুও সাবকাশ নাই।	অবকাশ নাই
(ছ) তিনি আরোগ্য হইয়াছেন।	আরোগ্যলাভ করিয়াছেন
(জ) সে এই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়াছে।	সাক্ষ্য দিয়াছে
(ঝ) দেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন।	অন্তর্হিত
(ঞ) এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।	প্রমাণিত বা সপ্রমাণ
(ট) অপমান হইবার ভয় নাই।	অপমানিত
(ঠ) নদীর জল হ্রাস হইয়াছে।	পাইয়াছে (কিন্তু বহু-প্রচলিত)
(ড) গৌরব লোপ হইয়াছে।	পাইয়াছে
(ঢ) সঙ্কট অবস্থায় পড়িলাম।	সঙ্কটাপন্ন, সঙ্কটজনক

৩৭৮। বিশেষ্যের বিশেষণবৎ প্রয়োগ

(ভাষার বিশেষ রীতি—Idiom)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সঙ্গীত আরম্ভ হইল	আরব্ধ হইল
যুদ্ধ শেষ হইল	সমাপ্ত

---

* 'আশ্চর্য' পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু বিশেষণ হইলে উহার অর্থ হয় আশ্চর্যজনক।

† 'সাবকাশ' বিশেষণ পদ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
এ কথা আমার মনে উদয় হইল	উদিত হইল
গোপন কথাটা শুন	গোপনীয়
ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নহে	সম্ভবপর
বিশেষ প্রয়োজনে আসিল	সবিশেষ
অতিশয় দুঃখ হইল	সাতিশয়
তাহার বিস্তর দেনা	অনেক

'যুদ্ধ শেষ হইল', 'এ কথা আমার মনে উদয় হইল', 'বিদায় হই' ইত্যাদি বাক্যগুলি অনেকের মতে অশুদ্ধ। তাঁহারা 'হওয়া' ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষণ পদের প্রয়োগ বা বিশেষ্যপদের পরে সকর্মক ক্রিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য মনে করেন। যেমন,—উদিত হওয়া, সমাপ্ত হওয়া, বিদায় লওয়া, হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু শেষ হওয়া, উদয় হওয়া, বন্ধ হওয়া ইত্যাদি ক্রিয়াপদ বাংলা ভাষায় বহু-প্রচলিত। ব্যাকরণ ভাষার অনুবর্তী, সুতরাং এইগুলিকে 'মিশ্র ক্রিয়াপদ' বলিয়া গ্রহণ করিলেও হয়। বিদ্যাসাগর-প্রমুখ লেখকগণ এস্থলে বিশেষণপদই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ব্যাকরণসঙ্গত হইলেও আধুনিক বিশিষ্ট রীতি-বিরুদ্ধ (unidiomatic) হয়। বস্তুতঃ এ সকল ব্যবহার ভাষার বিশিষ্ট রীতি (idiom) বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য কর :—

সঙ্গীতের আরম্ভ হউক। —বিদ্যাসাগর

যাহা তাহাদিগের মনে উদিত হয় তাহাই বলে। — ঐ

আমাদের অন্তঃকরণে সে আশঙ্কার উদয় হয় নাই। — ঐ

নক্ষত্ররায় কহিলেন, একথা আমার মনে কখনও উদয় হয় নাই। —রবীন্দ্রনাথ

তোমার আয়ু ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। —হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য

৩৭৯। বিশেষণের বিশেষ্যবৎ প্রয়োগ

(ভাষার বিশেষ রীতি—Idiom)

১। (ক) আপনি যেন চির-বিক্রীত এ অধীনকে বিস্মৃত না হন।

(খ) জাকোপা এখানে আসিয়া তাঁহার বন্ধুর অধীনস্থ কোন সেনাপতির অধীনে কাজ লয়। —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে 'অধীনস্থ' শব্দের স্থলে 'অধীন' এবং 'অধীন' শব্দ স্থলে 'অধীনতায়' লিখিলে শুদ্ধ হয়, কিন্তু এরূপ প্রয়োগ শ্রুতিকটু ও রীতিবিরুদ্ধ। পূর্বোক্তরূপ ব্যবহার ঠিক ব্যাকরণ-সঙ্গত না হইলেও ভাষার বিশেষ রীতি বলিয়া সমর্থন-যোগ্য। এই বাক্যটির অর্থ সুস্পষ্ট, অন্যকথায় ইহা ব্যক্ত করিতে গেলেই বিসদৃশ ঠেকিবে।

২। **বর্ত্তমানে** এ সকল প্রথা প্রচলিত নাই। (বর্তমানে—বর্তমান সময়ে)। ইংরেজি ইডিয়মও ঠিক এইরূপ,—At present (time)।

স্বামী বর্ত্তমানে তাহাদের দেবত্র সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল।
[বর্তমানে=বর্তমান থাকিতে।] —রবীন্দ্রনাথ।

৩। তাহার **অজীর্ণ** হইয়াছে। ['অজীর্ণতা' বলিলে কানে বাজিবে। ইহা সাহিত্যে চলিয়া গিয়াছে।]

৩৮০। বিভক্তি, লিঙ্গ, বচনাদি-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	
(ক) তাহারা একত্রে গমন করিল।	একত্র গমন করিল
(খ) অত্রস্থানের সকলেই ভাল আছেন।	এই স্থানের বা অত্র স্থানে
(গ) বুদ্ধিমতী রমণীগণ	বুদ্ধিমতী রমণীরা
(ঘ) সেখানে সকল বালকেরাই উপস্থিত হইয়াছিল।	সকল বালকই বা বালকেরা সকলেই
(ঙ) এই বৃক্ষে নানাবিধ পক্ষিগণ বাস করে।	নানাবিধ পক্ষী বাস করে
(চ) তথায় প্রায় একশত বালকবৃন্দ একত্র হইয়া কোলাহল করিতেছে।	একশত বালক
(ছ) এই শ্রেণীতে ২৫টি বালক আছে, তাহার মধ্যে এই বালকটি সকলের চেয়ে ভাল।	তাহাদের মধ্যে

৩৮১। পদ্যে ব্যবহার্য শব্দের গদ্যে ব্যবহার

কতকগুলি শব্দ কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে গদ্যে ব্যবহার করা অকর্তব্য।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বালকটি আমার পানে চাহিয়া রহিল।	আমার দিকে

এইরূপ—তব, মম, এবে, যাহে, তাহে, হেন, ইথে, বিহনে ইত্যাদি। কতকগুলি ক্রিয়াপদ কেবল পদ্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলির গদ্যে ব্যবহার দূষণীয়। যথা,—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ক) বালক যুবার সঙ্গে সমানে যুঝিতে পারে না।	যুদ্ধ করিতে
(খ) তাহার এইরূপ দুর্দশা হেরিয়া সকলেই মর্মাহত হইল।	দেখিয়া, দর্শন করিয়া
(গ) সে সমস্ত কথা বিস্তারিয়া বলিল।	বিস্তার করিয়া

এইরূপ—নিরখিল, পশিল, পাশরিল, জিনিল, বাখানিল, তিতিয়া, সৃজিল, লভিল, উপজিল ইত্যাদি।

কতকগুলি ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত আকারে পদ্যে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ গদ্যে ব্যবহৃত করা উচিত নয়। যথা,—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ক) সে আমাকে সম্বোধন করি এই কথা কৈল।	সম্বোধন করিয়া এই কথা কহিল

ভাষার কোমলতা ও সৌন্দর্য সম্পাদনের জন্য কতকগুলি যুক্তাক্ষর-বিশিষ্ট শব্দ অসংযুক্ত বা রূপান্তরিত করিয়া পদ্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলিও গদ্যে ব্যবহৃত করা অনুচিত। যথা,—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ক) যাহার ভকতি নাই তাহার	ভক্তি
ধরম করম কিছু হয় না	ধর্মকর্ম

এইরূপ :—মূরতি, যুকতি, মগন, মতন, নিরদয়, পরাণ, হরষ, মুকুতা, তেয়াগ, তরাস, ইত্যাদি শব্দ কেবল পদ্য-রচনায়ই ব্যবহার্য।

৩৮২। ব্যাকরণ-দুষ্ট, কিন্তু বহু-প্রচলিত

শুদ্ধ	প্রচলিত	শুদ্ধ	প্রচলিত
অর্ধাঙ্গী	অর্ধাঙ্গিনী	কাতরভাবে	সকাতরে
আবশ্যক (বিণ)	আবশ্যকীয়	কায়	কায়া
আবশ্যকতা (বি)	আবশ্যক	কিংবা	কিম্বা
আহৃত	আহরিত	ক্ষম	সক্ষম
ইতঃপূর্বে	ইতিপূর্বে	ক্ষোদিত	খোদিত
ইতোমধ্যে	ইতিমধ্যে	খাত, খনিত	খোদিত
ইষ্ট	ইচ্ছিত	চক্ষুঃস্থির	চক্ষুস্থির
উদ্গার	উদ্গীরণ	চক্ষুর্জল	চক্ষুজল
উপরি-উক্ত	উপরোক্ত	চক্ষুর্দান	চক্ষুদান
চক্ষুর্দ্বয়	চক্ষুদ্বয়	মহারথ	মহারথী
চক্ষূরত্ন	চক্ষুরত্ন	মৌন	মৌনতা
চক্ষূরোগ	চক্ষুরোগ	মৌনী	মৌন
চলচ্ছক্তি	চলৎশক্তি	শরচ্চন্দ্র	শরৎচন্দ্র
চাকচক্য	চাকচিক্য	শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠতর, -তম
নত	নমিত	সম্ভবপর	সম্ভব (বিণ)
নিন্দক	নিন্দুক	সর্জন, সৃষ্টি	সৃজন
নৈরাশ্য	নিরাশা	সৃষ্ট	সৃজিত
বিনত	বিনীত	সাধনা	সাধ্য
মুখর	মুখরিত	শ্রদ্ধাভাজন	শ্রদ্ধাভাজনীয়
বাহ্য	বাহ্যিক	পূজাস্পদ	পূজ্যাস্পদ

শুদ্ধ	প্রচলিত	শুদ্ধ	প্রচলিত
ব্যবসায়	ব্যবসা	নীরোগ	নিরোগী
পাশ্চাত্ত্য	পাশ্চাত্য	সাধনাতীত	সাধ্যাতীত
বহুরূপ	বহুরূপী	সাধনায়ত্ত	সাধ্যায়ত্ত
বিস্তীর্ণ, বিতাড়িত	বিতরিত	সাধুতা	সততা
বিশেষ, বিশিষ্টতা	বিশেষত্ব	সেবকা	সেবিকা

প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

৬৮৩। প্রায়সমোচ্চারিত বিভিন্নার্থক কতকগুলি শব্দ রহিয়াছে, লিখিবার সময়ে এইগুলির ব্যবহারে সাধারণতঃ গোলমাল হইতে দেখা যায়; সুতরাং ইহাদের বানানের পার্থক্য এবং অর্থের পার্থক্য লক্ষ্য করা উচিত।

শব্দ — অর্থ

অংশ—ভাগ
অংস—স্কন্ধদেশ

অর্ঘ—মূল্য
অর্ঘ্য—উপহার, উপকরণ

অনু—পশ্চাৎ
অণু—দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশ

অন্ন—ভাত
অন্য—অপর

আভাষ—ভূমিকা
আভাস—ইঙ্গিত

ওষধি—যে গাছ একবার ফলিয়া মরিয়া যায়
ঔষধ—ব্যাধি নিবারক দ্রব্য

কৃত—করা হইয়াছে
ক্রীত—যাহা কেনা হইয়াছে

শব্দ — অর্থ

কুল—বংশ, কুল ফল
কূল—তীর

খাট—পর্যঙ্ক
খাট (খাটো)—ছোট

গৎ—নির্ধারিত সুর বা বোল
গত—অতীত

গিরিশ—মহাদেব
গিরীশ—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়

গাথা—কবিতা
গাঁথা—গ্রন্থন করা (মালা গাঁথা)

ঘোল—মাখন-তোলা দই
ঘোলা—অস্বচ্ছ

চালান—স্থানান্তরে প্রেরণ, রপ্তানি
চালান (নো)—গতিশীল করা

শব্দ অর্থ

চির—নিত্য
চীর—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড

চূত—আম্র
চ্যুত—স্খলিত

ছোরা—বড় ছুরি
ছোঁড়া—বালক

জ্বর—রোগবিশেষ
জড়—অচেতন
জড় (ড়ো)—সমাবেশিত

তত্ত্ব—স্বরূপ-জ্ঞান
তথ্য—ঠিক খবর

তাজ—মুকুট
তাজা—টাট্‌কা

দার, দারা—স্ত্রী
দ্বার—দুয়ার

দিন—দিবস
দীন—দরিদ্র

দূত—চর
দ্যূত—পাশা

ধোয়া—ধৌত করা
ধোঁয়া—ধূম

নারী—স্ত্রীলোক
নাড়ী—শিরা, ধমনী

নিশিত—শাণিত
নিশীথ—অর্ধরাত

শব্দ অর্থ

নীর—জল
নীড়—পাখীর বাসা

পরশু—পরশু
পরস্ব—পরের ধন

পরিচ্ছদ—পোষাক
পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাদির বিষয় ভাগ

পসরা—পণ্যসম্ভার
পসার—প্রতিপত্তি, ক্রেতা প্রভৃতির আধিক্য

ফোটা—প্রস্ফুটিত হওয়া
ফোঁটা—তিলক, বিন্দু, টিপ

বন্দী (ন্দিন্)—বন্দনা পাঠক
বন্দী—কয়েদী

বলি—উপহার
বলী—বলবান্

বাণ—তীর
বান—বন্যা

লক্ষণ—চিহ্ন
লক্ষ্মণ—রামের ভাই

শয্যা—বিছানা
সজ্জা—সাজ

শরণ—আশ্রয়
স্মরণ—স্মৃতি

শুচি—পবিত্র
সূচী—ছুঁচ. গ্রন্থাদির বিষয় নির্দেশ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
শ্বশ্রূ—শাশুড়ী		সুতা—কন্যা	
শ্মশ্রু—দাড়ি		সূতা—সূত্র	
সর্গ—কাব্যের অধ্যায়		সত্য—প্রকৃত	
স্বর্গ—স্বর্গলোক		সত্ত্ব—স্বমিত্ব	

অনুশীলন

অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

১। (ক) আমার শক্তির মধ্যে যাহা সম্ভব তাতে ত্রুটি করিব না, কিন্তু কৃতকার্যতা আমার আয়ত্তাধীনে নহে, উহা আপনাদের সানুগ্রহ সাপেক্ষ।

(খ) দেশস্ত ভূম্যাধিকারীগণ ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িতেছেন, প্রজাগণও ঋণভারে জর্জরিত।

(গ) বিপন্ন হইয়া আত্মীয়স্বজনের নিকট দুরবস্থা জানাইলাম, কিন্তু দুরাদৃষ্টবশতঃ কেহই আমাকে সাহার্য করিলেন না।

(ঘ) শশীভূষণ পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছে। যোগিন্দ্র সবিনয়পূর্বক সেখানে দাঁড়াইল।

(ঙ) বুদ্ধিমান প্রজাগণ যদ্যপিও সন্তুষ্ট হয়, অপরাধী ব্যক্তি সলজ্জিত ও সশঙ্কিত হইয়া থাকে।

(চ) বাহ্যিক দৃশ্য দেখিয়া কোন বস্তুর প্রকৃতি অবগত হওয়া যায় না।

২। তিনি সবিনয়পূর্বক রাজার সম্মুখে বলিলেন, যেরূপ কার্যের বাহুল্যতা ঘটিয়াছে, সাবকাশ প্রাপ্ত না হইলে কদাপিও এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না। C. U. M. 1911.

৩। সে মনোকষ্টে সন্ন্যাসী হইয়াছে। দুষ্ট বালকেরা পক্ষীশাবক ধরিয়া যন্ত্রণা দেয়। তাঁহার কিছুমাত্র সৌজন্যতা নাই। কালীদাস অনেক কাব্য রচনা করিয়াছেন। C. U. M. 1913.

৪। (ক) তিনি দীর্ঘকাল ব্যাধিগ্রস্থ থাকিয়া তখন নিরোগী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার ছেলেটিকে পড়াইবার জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে শ্রম ফলবতী হয় নাই। তাহার অকৃতকার্যের সংবাদ পাইয়া আমি বড়ই দুঃখ পাইয়াছি, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা হওয়া অপেক্ষা লজ্জাস্কর কথা আর কি আছে? C. U. M. 1917.

(খ) তাহার সঙ্গে কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে, সে অতি পাপিষ্ঠ, সে তাহার বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে অতি নিচ; তাহার বন্ধুগণেরা তাহার প্রতি অনুযোগ দিয়া থাকে, কারণ সে তাহাদিগকে অসদ্ভাব করে ও কটুবাক্য বলে। C. U. M. 1919.

(গ) আমি সে মুহুর্তে তাহার সাহায্যের প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিলাম। সে যে আমার প্রত্যুপকার করিবে তাহা আমার ভরষার অতিত। যাহা হউক আমি তাহার ঈষ্ট ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করি না। C. U. M., 1919.

(ঘ) আমরা নিশিতকালে প্রচণ্ড জ্যোংস্নাময়ী প্রকৃতির শোভা নিরিক্ষণ করিতাম এবং গৃহে ফিরিয়া দুগ্ধফেণনিভ সজ্জায় শুইয়া কতই না আহ্লাদিত হইতাম। C. U. M. 1920.

৫। আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পরাতে তোমার সঙ্গেতে যাইতে পারি নাই। বিশেষ আমি যে ধুতিখানি পড়িয়াছিলাম, তাহা এত ময়লা ছিল যে আমি তাহা লইয়া বাহিরে যাইতে সাহসী হই নাই। কিন্তু তারপরে তুমি তো আমার খোঁজই নিলে না। শুনিলাম সেদিন পুলিশ বহু বহু লোককে ধড়পাকর করিয়াছিল। C. U. M. 1920.

৬। (ক) (১) তিনি নতজানু হইয়া সবিনয় পুনঃসর কহিতে লাগিলেন। (২) আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আপনি শীঘ্র আরোগ্য হউন। (৩) পুত্রের ব্যবহারে তিনি বিষম মনোকষ্টে আছেন। (৪) বেগবতী ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোতে ভেলাটি দ্রুতবেগে ভাসিয়া চলিল। Dacca Bd. 1929.

(খ) কার্যের ব্যস্তনিবন্ধন আমি তোমাকে পত্র লিখিতে সাবকাশ পাই

যাই। তাহার বুদ্ধিমানতা শ্রবণ করিয়া তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অত্যন্ত বিস্ময় হইলেন। Dacca Bd. 1926.

(গ) আপনি বোধ হয় অজানিত নাই যে আমার সার্থপর ভ্রাতাগণ আমাকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে এবং দুরাদৃষ্টক্রমে আমি ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছি। এই দুঃসময়ে আমাকে কিঞ্চিৎ সাহার্য করতঃ আমার মান্ন রক্ষা করিবেন। Dacca Bd. 1927.

(ঘ) শুদ্ধরূপে বানান করিয়া লিখ—চিরজিবি, ব্যাথা, স্বাস্থ্য শারিরিক, লক্ষী, উজ্জ্বল, উর্দ্ধ, মুমূর্ষ। C. U. M. 1934.

(ঙ) বিবিধ প্রকার পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াও যখন সেই বালককে সবশ করা গেল না, তখন মূর্খ দ্বারোয়ান ক্রোধ কশাইত নেত্রে স্বকীয় প্রভুর নিকট ধাবমান হইল এবং চৌরাপরাধে তাহাকে অনুযুক্ত করিল।

C. U. M. 1940.

কাব্যপরিচয়

৩৮৪। **কাব্য।** রসযুক্ত রচনাকে কাব্য কহে। সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দ-দানই কাব্যের শাশ্বত লক্ষ্য।

৩৮৪। (ক) **দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য।** সংস্কৃত কাব্য বিচারকগণের মতে কাব্য প্রধানতঃ দ্বিবিধ—দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। উভয়বিধ কাব্যই গদ্যময় পদ্যময়, বা গদ্যপদ্যময় হইতে পারে। যাহা অভিনয়ের যোগ্য তাহা দৃশ্যকাব্য। যেমন,—মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য, রূপক নাটক প্রভৃতি।

৩৮৫। যে কাব্য শ্রবণ করা যায় তাহা শ্রব্যকাব্য। শ্রব্যকাব্য নানাবিধ—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, গীতিকাব্য। উপন্যাস এবং ছোটগল্পও এই পর্যায়ভুক্ত।

৩৮৬। **মহাকাব্য**। যে কাব্যে কোন দেবতা বা অসাধারণ গুণশীল পুরুষের চরিত্র সর্গবদ্ধভাবে বর্ণিত হয় এবং যাহাতে প্রাকৃতিক দৃশ্যাদিও বর্ণিত থাকে, এবং যাহার ভিতরে একটী জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাস থাকে তাহাকে মহাকাব্য বলে। যথা,—রামায়ণ, মহাভারত, মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি।

৩৮৭। **খণ্ডকাব্য**। কোন ব্যক্তি, বিষয় বা বস্তু অবলম্বনে রচিত মহাকাব্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে। যথা,—পদ্মিনী উপাখ্যান, সুরধুনী-কাব্য, পলাশীর যুদ্ধ, দশমহাবিদ্যা ইত্যাদি।

৩৮৮। **কোষকাব্য**। পরস্পরনিরপেক্ষ বিভিন্ন ভাবের কবিতাসংগ্রহকে কোষকাব্য কহে। যথা,—চতুর্দশপদী কবিতাবলী, সদ্ভাবশতক, পলাতকা, পত্রপুট প্রভৃতি।

৩৮৯। **গীতিকাব্য**। যে কবিতা গীত হইবার উপযোগী তাহাকে গীতিকবিতা কহে এবং গীতিকবিতার সংগ্রহকে গীতিকাব্য কহে। যথা,—চণ্ডীদাস-পদাবলী, গীতাঞ্জলি, গীতবিতান প্রভৃতি।

৩৯০। প্রাচীনেরা যে অর্থে **কাব্য** শব্দের প্রয়োগ করিতেন সেই অর্থে বাংলায় আমরা সাধারণতঃ **সাহিত্য** শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। সর্বপ্রকারের সাহিত্যই রসযুক্ত রচনা। 'সাহিত্য' শব্দটির অর্থ মিলন; যেখানে ভাবে ও ভাষায় মিলন ঘটিয়াছে এবং লেখক-হৃদয়ের সহিত পাঠক-হৃদয়ের মিলন ঘটিয়াছে সেখানেই **সাহিত্য** হইয়াছে। বর্তমান যুগে আমরা এই সাহিত্যকে মোটামুটি চারি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি।—

(১) কাব্য-কবিতা; (২) উপন্যাস, ছোট গল্প; (৩) নাটক; (৪) রচনা ও প্রবন্ধ।

৩৯০ (ক)। কাব্যের মর্ম উত্তমরূপে অধিগত করিতে হইলে ছন্দ, অলংকার, রস প্রভৃতি বিষয়ের সহিত প্রকৃষ্ট পরিচয় থাকা আবশ্যক। এই নিমিত্ত উহাদের বিষয় পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে বিবৃত হইতেছে।

ছন্দ

প্রাথমিক পরিভাষা ও সাধারণ নিয়ম

৩৯১। সাহিত্যের ভাষাকে শ্রুতিমধুর করিবার অভিপ্রায়ে সুনিয়মিত ও সুপরিমিত ভাবে ধ্বনিবিন্যাস করিবার বিবিধ প্রণালীর নাম **ছন্দ**। ঐ সকল প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য উক্ত ভাষাতে এক-একটি নির্দিষ্ট উপায়ে এক-এক প্রকার ধ্বনিস্পন্দন বা তরঙ্গভঙ্গি উৎপন্ন করা। এই ভাষাগত ধ্বনিস্পন্দন বা তরঙ্গভঙ্গির নাম **তাল** বা **ছন্দস্পন্দ** (Rhythm); এই স্পন্দনই ছন্দের প্রাণ। উক্ত ছন্দস্পন্দের উদ্দেশ্য শ্রোতার মনে একপ্রকার মাধুর্য বা আনন্দ সঞ্চার করা। এই শ্রুতিগত মাধুর্যকে ছন্দরস বলা যায়।

৩৯২। শ্রুতিরসময় ছন্দোবদ্ধ ভাষার নাম **পদ্য**। আর ভাবরসময় ভাষার নাম **কবিতা**। কবিতা গদ্য ও পদ্য, এই উভয় রীতিতেই রচিত হইয়া থাকে। গদ্যকবিতায় পদ্যের ন্যায় সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত ছন্দ থাকে না; কিন্তু কতকটা ছন্দের আভাস থাকে এবং তাহার ফলে একপ্রকার অনতিনিরূপিত ধ্বনিস্পন্দনও অনুভূত হয়। এই জন্য গদ্যকবিতাকে 'স্পন্দমান গদ্য' (rhythmic prose) বলা হয়। যথা,—

> আজ আমার প্রণতি গ্রহণ কর, পৃথিবী,
>   শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে।
> মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
>   বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
>   মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে;
> মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে। —রবীন্দ্রনাথ

৩৯৩। বাগ্‌যন্ত্রের এক-এক প্রয়াসে উচ্চারিত শব্দাংশের নাম **ধ্বনি** (Syllable)। যেমন,—রবীন্দ্র শব্দে ধ্বনি তিনটি, র-বীন্-দ্র।

ধ্বনির মূলবস্তু স্বর (Vowel)। প্রত্যেক ধ্বনিতে অনধিক একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকে। সুতরাং ছন্দের ধ্বনিবিশ্লেষণের পক্ষে স্বরবর্ণের বৈচিত্র্য নির্ণয় করা আবশ্যক।

৩৯৪। স্বরবর্ণ দ্বিবিধ—অযুগ্ম ও যুগ্ম। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও—এই আটটি একক স্বরের নাম **অযুগ্মস্বর** (Monophthong)। ঐ (=অই বা ওই্), ঔ (=অউ্ বা ওউ), আই্, ইউ্ প্রভৃতি জোড়াস্বরকে বলে **যুগ্মস্বর** (Diphthong)।

৩৯৫। ধ্বনিও দুই প্রকার—অযুগ্ম ও যুগ্ম। ক, বি, তা, প্রভৃতি অযুগ্ম স্বরান্ত ধ্বনির নাম **অযুগ্মধ্বনি** (Open Syllable)। নাই, দৈ, বৌ, দিন্, রাত্, শিং, উঃ ইত্যাদি যুগ্মস্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিকে বলে **যুগ্মধ্বনি** (Closed Syllable)।

৩৯৬। একটি হ্রস্বস্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত ধ্বনি উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে **কলা** বা **মাত্রা** (Mora) বলে।

সংস্কৃত ছন্দে অ, ই, উ এই তিনটি হ্রস্বস্বরকে একমাত্রা এবং আ, ঈ, ঊ, এ, ও—এই পাঁচটি দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রা ধরা হয়।[1] বাংলা ছন্দে সাধারণতঃ এইরূপ পার্থক্য স্বীকৃত হয় না। বাংলায় সমস্ত অযুগ্মস্বর তথা অযুগ্মধ্বনি সাধারণতঃ একমাত্রক বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু পৃথক্ ভাবে, অর্থাৎ অন্য শব্দ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হইলে অযুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রক হয়। যথা,—

চলি চলি | পা-পা ‖ টলি টলি | যায়,
গরবিনা | হেসে হেসে ‖ আড়ে আড়ে | চায়। —রবীন্দ্রনাথ

বল্ ছিন্ন বীণে | বল্ উচ্চৈঃস্বরে
না-না-না | মানবের তরে... —কামিনী রায়

এখানে পা-পা, না-না-না, প্রত্যেকটি অযুগ্মধ্বনিকেই দুইমাত্রা বলিয়া ধরা হইয়াছে।

[1] একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে (শ্রুতবোধ)।

সংস্কৃত ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রক বলিয়া গণ্য হয়। বাংলায় যুগ্মধ্বনিকে উচ্চারণভেদে একমাত্রার বা দুইমাত্রার বলিয়া ধরা হয় (৪১১-১২ এবং ৪২৩ অনু)।

একমাত্রক ধ্বনিকে **লঘু** এবং দ্বিমাত্রক ধ্বনিকে **গুরু** নামে অভিহিত করা হয়।

৩৯৭। আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণে মাঝে মাঝে ধ্বনিবিশেষে যে আপেক্ষিক স্বরপ্রকর্ষ ঘটে বা ঝোঁক পড়ে তাহাকে **প্রস্বর** (Accent) বলে।

সামনেকে তুই | ভয় করেছিস ‖ ´পেছনে তোরে | ´ঘিরবে,
এমনি কি তুই | ভাগ্য হারা ‖ ছিঁড়বে বাঁধন | ছিঁড়বে। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি বিভাগের প্রথমে একটি ঝোঁক বা প্রস্বর পড়িয়াছে। ইহাই বাংলা ছন্দের সাধারণ নিয়ম (৪৭৪ অনু)।

৩৯৮। একঝোঁকে কতকগুলি ধ্বনি উচ্চারণ করিলে যেখানে সেই ঝোঁকের শেষ হয়, সেই বিরামস্থলকে **ছেদ** বা **যতি** (Pause) বলা হয়। বাংলা ছন্দে সাধারণতঃ চারি প্রকার যতি দেখা যায়—**পূর্ণযতি**, **অর্ধযতি**, **লঘুযতি** এবং **উপযতি**।

চক্র্ : চল | মৌ : মাছি ‖ গুক্র্ : জরি' | গায়।
বেণু : বনে | মর্ : মরে ‖ দক্ : খিণ | বায়। —রবীন্দ্রনাথ
উপযতি : লঘুযতি | অর্ধযতি ‖ পূর্ণযতি।

৩৯৯। পূর্ণযতির দ্বারা নিরূপিত ছন্দোবিভাগের নাম **পংক্তি** (Verse)। পংক্তি ও ছত্র এক নয়। অনেক সময় (যেমন ত্রিপদীতে) একটি পংক্তি বিভিন্ন ছত্রে সাজান থাকে (৪১৪ অনু)।

৪০০। অর্ধযতির দ্বারা খণ্ডিত পংক্তিবিভাগের নাম **পদ**। পদবিন্যাস-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ছন্দের বাহ্য আকৃতি নিরূপিত হয় (৪১৪ অনু)।

৪০১। লঘুযতি দ্বারা নিরূপিত ধ্বনিগুচ্ছের নাম **পর্ব** (Foot); অর্থাৎ উক্ত যতি পদ্যকে যে-সকল বিভাগে বিভক্ত করে, সেই বিভাগগুলিই পর্ব।

পর্বই বাংলা ছন্দের প্রধান অবলম্বন। বস্তুতঃ অধিকাংশ বাংলা ছন্দই কতকগুলি সমায়তন পর্ব লইয়া গঠিত।

প্রকৃতিভেদে পর্ব তিন রকম—যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। পর্বের এই প্রকারভেদের উপরেই ছন্দের শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে, অর্থাৎ পর্বের গঠনরীতিগত পার্থক্য অনুসারেই বাংলা ছন্দকে যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় (৪১০ অনু)। আর আকৃতিভেদে, অর্থাৎ আয়তনের হিসাবে পর্ব অনেক রকম।

৪০২। উপযতির দ্বারা নিরূপিত পর্বাংশের নাম **উপপর্ব**। উপপর্বগুলি পর্বের মধ্যে একটি স্পন্দন বা তরঙ্গ সৃষ্টি করে। অন্ততঃ দুইটি উপপর্ব না থাকিলে পর্বের অন্তর্নিহিত এই স্পন্দন অনুভূত হয় না। প্রতিপর্বে উপপর্বগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়মে সজ্জিত থাকে। এই নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটে (৪১৩ এবং ৪২৪ অনু)।

৪০৩। প্রত্যেক পর্বে সাধারণতঃ একটি বা একাধিক গোটা শব্দ থাকে। কিন্তু কখনও কখনও পর্ববিভাগের সময় আস্ত শব্দকে ভাঙ্গিতে হয়; অর্থাৎ প্রয়োজনমত শব্দের মধ্যেও লঘুযতি স্থাপিত হইতে পারে। যথা,—

রেল : গাড়ী : ধায় | হেরি : লাম হায় | নামিয়া : বর্ধ | মানে
কৃষ্ণ : কান্ত | অতি-প্র : শান্ত ‖ তামাক : সাজিয়া | আনে। —রবীন্দ্রনাথ

উপপর্ব-বিভাগের সময় প্রায়শঃই শব্দকে ভাঙ্গিতে হয়; অর্থাৎ বহু স্থলেই উপযতি শব্দের মধ্যে স্থাপিত হইয়া থাকে। উপরের দুইটি দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা প্রতীয়মান হইবে।

৪০৪। কোনো কোনো ছন্দে পর্ববিভাজক লঘুযতির লোপ ঘটে। ফলে দুইটি পর্ব পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যায় (৪১৩ অনু)। যথা,—

এক : দিন | এই : দেখা | হয়ে : যাবে : শেষ
পড়িবে : নয়ন : পরে ‖ অন্তিম : নিমেষ। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিতে দুইটি লঘুযতিই লুপ্ত হইয়াছে।

৪০৫। পরস্পর সমান দুই পংক্তিকে বলে **যুগ্মক** (Couplet)। উপরের চারিটি দৃষ্টান্তই যুগ্মক।

দুয়ের অধিক পংক্তি সুশৃঙ্খলভাবে একত্র সন্নিবিষ্ট হইলে তাহাকে বলে **স্তবক** (Stanza)। আধুনিক সাহিত্যে বহু বিচিত্র রকম স্তবক দেখা যায়।

৪০৬। দুইটি ছন্দপংক্তির বা পংক্তিবিভাগের শেষাংশের ধ্বনিসাদৃশ্যকে **মিল** (Rime) কহে। ইহার অপর নাম 'অন্ত্যানুপ্রাস'।

৪০৭। মিল উৎপাদনের জন্য (১) শেষ যুগ্মধ্বনির শেষ ব্যঞ্জন ও তৎপূর্ববর্তী স্বর এক বা অনুরূপ হওয়া আবশ্যক, অথবা (২) শেষ অযুগ্মধ্বনিটি ও তৎপূর্ববর্তী স্বর এক বা অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। যথা,—

চিরসুখী জন | ভ্রমে কি কখন ‖ ব্যথিত বেদন | বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে | বুঝিবে সে কিসে ‖ কভু আশীবিষে | দংশেনি যারে ?

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৪০৮। সাধারণতঃ পরপর দুই পংক্তিতে মিল থাকে। কখনও কখনও বিভিন্ন পর্যায়ক্রমেও মিল দেওয়া হয়। এখানে প্রথম-তৃতীয় এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ পংক্তির মিলের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

মরিতে চাহিনা আমি ‖ সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি ‖ বাঁচিবারে চাই,—
এই সূর্যকরে এই ‖ পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে ‖ যদি স্থান পাই।

—রবীন্দ্রনাথ

৪০৯। পংক্তি, পদ, পর্ব ও উপপর্ব বিভাগ, ধ্বনির লঘুগুরুভেদ ও প্রস্বর-সমূহ চিহ্নিত করিয়া ছন্দের যে প্রকৃতিনিরূপণ-প্রণালী তাহাকে **ছন্দোবিশ্লেষ** (Scansion) কহে। নিম্নে ছন্দোবিশ্লেষণের আদর্শ প্রদর্শিত হইল।

´এই : কলি : কান্তা | ´কালিকা : ক্ষেত্র, : ´কাহিনী : ইহার | ´সবার : শ্রুত।
´বিষ্ণু : চক্র | ঘুরেছে : হেথায় ‖ মহে : শের : পদ | ধুলে এ : পূত।—সত্যেন্দ্রনাথ

গুরুধ্বনি - লঘুধ্বনি ⌣

পড়িবার সময় যতিগুলি সহজেই কানে ধরা দেয়। প্রথমেই লঘুযতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পর্ববিভাগ করিতে হইবে। তৎপর উপযতি-অনুসারে উহার উপপর্বগুলি ভাগ করিতে হইবে। মাত্রার হিসাব করিবার সময় উচ্চারণ-অনুসারে যুগ্মধ্বনিকে লঘু বা গুরু বলিয়া ধরিতে হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমায়তন পর্বের উপরই অধিকাংশ বাংলা ছন্দের নির্ভর।

বাংলা ছন্দের প্রকারভেদ

৪১০। বাংলা ছন্দ প্রধানতঃ তিন প্রকারের[১]—যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। পর্বের প্রকৃতিগত গঠনপ্রণালীর ভিন্নতার উপরেই ছন্দের প্রকারভেদ নির্ভর করে (৪০১ অনু) ।

যৌগিক ছন্দ

৪১১। যে-প্রকার পর্বে শব্দের আদি ও মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি সাধারণতঃ সংকুচিত ও একমাত্রিক এবং শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সম্প্রসারিত ও দ্বিমাত্রিক হয় তাহার নাম **যৌগিক** (Composite) পর্ব। যৌগিক পর্ব লইয়া গঠিত ছন্দের নাম যৌগিক ছন্দ।

৪১২। এই রীতির ছন্দে শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি সাধারণতঃ সংকুচিত হইয়া একমাত্রারূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া প্রচুর পরিমাণে যুগ্মধ্বনি

১ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র মতে ছন্দের দুইটি বিভাগ—বৃত্ত ও জাতি। পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা। প্রধানত: অক্ষর বা বর্ণের (syllableএর) সংখ্যা গুণিয়া যে ছন্দ তাহাকে বলা হয় বৃত্ত। আর শুধু মাত্রাসংখ্যার উপর যাহাদের নির্ভর তাহাদিগকে বলা হয় জাতি। বৃত্তম্ অক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ। সংস্কৃতে জাতি-ছন্দ মাত্রাবৃত্ত নামেও পরিচিত এবং বৃত্তছন্দ সাধারণতঃ অক্ষরবৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত নামেই অভিহিত হয়। অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি বর্ণবৃত্ত এবং আর্যা, পজ্ঝটিকা প্রভৃতি মাত্রাবৃত্তের অন্তর্গত। সংস্কৃত ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান।

ব্যবহারের দ্বারা ছন্দকে গাঢ়বন্ধ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। তাই এই রীতিতে—

শিথিলপ্রকৃতি 'পাষাণ মিলায়ে যায় | গায়ের বাতাসে'

এবং গাঢ়বন্ধ 'দুর্দান্তপাণ্ডিত্যপূর্ণ | দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'

—এই উভয় প্রকার পংক্তিই রচনা করা চলে। যৌগিক ছন্দের এই সংকোচনশক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'শোষণশক্তি'।

শব্দের আদি ও মধ্যস্থ যুগ্মধ্বনির এই সংকোচনশীলতা সার্বত্রিক নয়, অর্থাৎ ইহার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারণশীলতা সার্বত্রিক, ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তা-ছাড়া এই ছন্দে আট বা দশ মাত্রার বড় বড় বিভাগ বা পদ ব্যবহারের সুযোগও খুব বেশি।

যথেষ্ট পরিমাণে সংকুচিত যুগ্মধ্বনি এবং দীর্ঘ বিভাগ ব্যবহার করিয়া সহজেই এই ছন্দের গতিকে মন্থর ও ধ্বনিকে গম্ভীর করিয়া তোলা যায়। তাই ইহা গুরুগম্ভীর ভাব প্রকাশের যোগ্য বাহন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্য বাংলা-সাহিত্যের মহাকাব্যসমূহ এই ছন্দেই রচিত হইয়াছে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' এই ছন্দের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৪১৩। যৌগিক পর্ব আয়তনভেদে দুই রকম। এই দ্বিবিধ পর্ব ও তাহাদের উপপর্ব বিভাগ কিরূপ তাহা নিম্নে দেখান হইল।

(১) চতুর্মাত্রক (Tetramoric) পর্ব=দুই : দুই ; যুক্তপর্ব=তিন : তিন : দুই। যথা—

এ দুর্ : ভাগ্য | দেশ : হতে : হে মঙ্ : গল | ময়,
দূর : করে | দাও : তুমি ॥ সর্ব : তুচ্ছ | ভয়।...
মস্তক : তুলিতে : দাও ॥ অনন্ত : আকাশে
উদার : আলোক : মাঝে ॥ উন্মুক্ত : বাতাসে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম দুই পংক্তির পদসমূহ বিযুক্তপর্বিক। কিন্তু পরের দুই পংক্তির চারিটি পদই যুক্তপর্বিক (৪০৪ অনু)।

(২) ষণ্মাত্রক (Hexamoric) পর্ব=তিন : তিন বা দুই : দুই : দুই। যথা—

চলিল : সন্ন্যাসী | ত্যজিয়া : নগর ॥
ছিন্ন : চীর : খানি | লয়ে : শিরো : পর
সঁপিতে : বুদ্ধের | চরণ : নখর ॥

-আলোকে। —রবীন্দ্রনাথ

৪১৪। প্রত্যেক ছন্দেরই কতকগুলি বিশেষ বন্ধ অর্থাৎ পদসমাবেশরীতি আছে, উহাকে **ছন্দোবন্ধ** (Metrical Structure) বলা হয়। যে ছন্দোবন্ধের প্রতিপংক্তিতে দুই পদ থাকে তাহাকে **দ্বিপদী** বলে। প্রতিপংক্তিতে তিন পদ এবং চারিপদ থাকিলে তাহাকে যথাক্রমে **ত্রিপদী** এবং **চৌপদী** বলা হয়। এই সব ছন্দোবন্ধ আবার চতুর্মাত্রপর্বিক-ষণ্মাত্রপর্বিক-ভেদে দ্বিবিধ। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটি যৌগিক ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(ক) **চতুর্মাত্রপর্বিক যৌগিক ছন্দোবন্ধ**। যথা—

১। **লঘু দ্বিপদী**। মাত্রাবিন্যাস—৮॥৬

এই ছন্দোবন্ধই 'লঘু পয়ার' বা শুধু 'পয়ার' নামে সুপরিচিত।

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে ॥ পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও ॥ তোমার সন্তানে। —রবীন্দ্রনাথ

লঘু পয়ারের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শেষে মিল থাকিলে প্রাচীন পরিভাষায় তাহাকে **তরল পয়ার** কহে ; আর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে মিল থাকিলে তাহাকে **মালঝাঁপ পয়ার** কহে।

(১) দেখ দ্বিজ | মনসিজ ॥ জিনিয়া মূরতি,
পদ্মপত্র ॥ যুগ্মনেত্র ॥ পরশয়ে শ্রুতি। —কাশীরাম দাস

(২) কোতোয়াল | যেন কাল ॥ খাড়া ঢাল | ঝাকে,
ধরি বাণ | খরশান ॥ হান হান | হাঁকে। —ভারতচন্দ্র

২। **দীর্ঘ দ্বিপদী।** মাত্রাবিন্যাস—৮॥১০

ইহার অপর নাম 'দীর্ঘ পয়ার'।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ॥ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে। তাহাদের সবার সমান॥ —রবীন্দ্রনাথ

৩। **লঘু ত্রিপদী।** মাত্রাবিন্যাস—৮॥৮॥৬

নদীতীরে বৃন্দাবনে॥ সনাতন একমনে॥
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে॥ ব্রাহ্মণ চরণে এসে॥
করিল প্রণাম॥ —রবীন্দ্রনাথ

৪। **দীর্ঘ ত্রিপদী।** মাত্রাবিন্যাস—৮॥৮॥১০

সংসার-সমরাঙ্গনে॥ যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে॥
ভয়ে ভীত হয়োনা মানব!
কর যুদ্ধ বীর্যবান্॥ যায় যাবে যাক প্রাণ॥
মহিমাই জগতে দুর্লভ। —হেমচন্দ্র

৫। **লঘু চৌপদী।** মাত্রাবিন্যাস—৮॥৮॥৮॥৬

ক্রমে আঁখি ছলছল॥ দুই ফোঁটা অশ্রুজল॥
ভিজায় কপোলতল॥ শুকায় বাতাসে।
ক্রমে অশ্রু নাহি রয়,॥ ললাট শীতল হয়॥
রজনীর শান্তিময়॥ শীতল নিশ্বাসে। —রবীন্দ্রনাথ

৬। **দীর্ঘ চৌপদী।** মাত্রাবিন্যাস—৮॥৮॥৮॥১০

দুর্জয়ের জয়মালা॥ পূর্ণ করে মোর ডালা॥
উদ্দামের উতরোল॥ বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।—রবীন্দ্রনাথ

এই রকম দৃষ্টান্ত বিরল।

(খ) ষণ্মাত্রপর্বিক যৌগিক ছন্দোবন্ধ। যথা—

১। **একপদী।** মাত্রাবিন্যাস—৬॥৫

ইহার প্রাচীন নাম **একাবলী,** আধুনিক পরিভাষায় ইহাকে 'ষণ্মাত্রপর্বিক অপূর্ণ একপদী' বলা যায়।

ভো নভোমণ্ডল ! | বল স্বরূপ
কে দিল তোমারে | এরূপ রূপ !
অসংখ্য তারকা | -জালে মণ্ডিত,
বিবিধবিচিত্র | বর্ণে চিত্রিত।
যখন বিশ্বের | যে দিকে চাই
সে দিকে তোমারে | দেখিতে পাই। —কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

একাবলীর দ্বিতীয়পর্বে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করিলেই **দীর্ঘ একাবলী** হয়। আধুনিক পরিভাষায় ইহার নাম 'ষণ্মাত্রপর্বিক পূর্ণ একপদী'।

চলে কালস্রোত | নাহি দয়া মায়া,
চলে মুখে নিয়া | শিশুবৃদ্ধকায়া,
রাজা দুঃখী ধনী | প্রভেদ না গণে,
চলে অবিরত | আপনার মনে। —হেমচন্দ্র

২। **দ্বিপদী।** মাত্রাবিন্যাস—৬॥৬॥৬॥২ বা ৬॥৬॥৬॥৫

কৈলাস ভূধর | অতি মনোহর ॥ কোটি শশী পর | -কাশ,
গন্ধর্ব-কিন্নর | যক্ষ-বিদ্যাধর ॥ অপ্সরাগণের | বাস। —ভারতচন্দ্র

প্রাচীন পরিভাষায় ইহার নাম লঘু ত্রিপদী। কিন্তু ইহাকে 'ত্রিপদী' বলা সমীচীন নয়; ইহা আসলে দ্বিপদী। কেননা ইহার প্রতিপংক্তিতে একটিমাত্র অধযতি আছে।

সে নীল নলিন | প্রসন্ন আননে ॥ কেমন সুন্দর | মধুর হাসি ;
প্রভাতের চারু | শ্যামল গগনে ॥ আধ প্রকাশিছে | অরুণ আসি।
—বিহারীলাল

ইহার প্রাচীন নাম লঘু চৌপদী। কিন্তু ইহাও আসলে দ্বিপদী।

৩। **চৌপদী**। মাত্রাবিন্যাস—১২॥১২॥১২॥১১

ছিল বটে আগে | তপস্যার বলে ॥
কার্যসিদ্ধি হত | এ মহীমণ্ডলে ॥
আপনি আসিয়া | ভক্ত-রণস্থলে ॥
সংগ্রাম করিত | অমরগণ ॥ —হেমচন্দ্র

আজকাল যৌগিক রীতিতে ছয় মাত্রার পর্ব রচনা চলে না। ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দ রচনা করিতে হইলে মাত্রাবৃত্ত রীতি অবলম্বিত হয়।

৪১৫। অধুনা যৌগিক পয়ারকে ভিত্তি করিয়া নানাপ্রকার বিচিত্র ছন্দোবন্ধ উদ্ভাবিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত **অমিত্রাক্ষর ছন্দ** (Blank Verse) যৌগিক পয়ারেরই প্রকারভেদ মাত্র। লঘুপয়ারের প্রতিপংক্তিতে আট ও ছয় মাত্রার দুইটি পদ থাকে এবং এই পদবিভাগ অতি সুনির্দিষ্ট, ইহার ব্যতিক্রম চলে না। কিন্তু আরেক রকম পয়ার আছে যাহার পদবিভাগ তথা যতিস্থাপনরীতি এত সুনির্দিষ্ট নয়; এমন কি, তাহার পংক্তিপ্রান্তস্থিত পূর্ণযতিটিও অত্যাবশ্যক বলিয়া গণ্য হয় না। কবির ভাবগত প্রয়োজন অনুসারে পংক্তির প্রান্তে বা মধ্যবর্তী যে-কোনো স্থানে পূর্ণযতি স্থাপিত হইতে পারে। ফলে কবির ভাব-ধারা অনায়াসেই এক পংক্তি হইতে অপর পংক্তিতে প্রবাহিত হইয়া চলে। এইরূপ প্রবহমান পয়ারে অনেক সময় মিলও থাকে না। এই জন্য উক্তপ্রকার ছন্দোবন্ধকে 'অমিত্রাক্ষর' (অর্থাৎ অমিল) ছন্দ বলা হয়।

৪১৬। কিন্তু এই মিলহীনতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের আসল বিশেষত্ব নয়। সাধারণ পয়ারের মিল উঠাইয়া দিলেও তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলা চলিবে না। এই ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কয় মাত্রার পর যতি পড়িবে তাহা ইহাতে নির্দিষ্ট নাই, ভাবের প্রয়োজন অনুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে পড়ে। সাধারণ পয়ারে এক-একটি পংক্তি সাধারণতঃ এক-একটি অর্থবিভাগ, কিন্তু এই ছন্দে এক পংক্তির সঙ্গে অন্য পংক্তির অংশ লইয়া অথবা একটি পংক্তিরই এক ভগ্নাংশে একটি অর্থবিভাগ সম্পূর্ণ হয়। এই মূলগত লক্ষণটির প্রতি লক্ষ্য

রাখিলে ইহাকে শুধু **অমিত্রাক্ষর বলা** সংগত হয় না। এই জন্য ইহাকে **অমিল প্রবহমান পয়ার** নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—

কহিলা রাক্ষসপতি, | "কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম, | তায় আমি | জাগানু অকালে
ভয়ে ; ॥ হায়, দেহ তার দেখ | সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, | গিরিশৃঙ্গ | কিংবা তরু যথা
বজ্রাঘাতে ! ॥ তবে যদি | একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব বৎস, | আগে পূজ ইষ্টদেবে, ॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ | সাঙ্গ কর বীরমণি ! ॥ —মধুসূদন

পূর্ণযতি ॥

৪১৭। রবীন্দ্রসাহিত্যে আরেক প্রকার প্রবহমান পয়ার দেখা যায়। ইহাতে পংক্তির শেষে মিল ব্যবহার করা হয়। ইহাকে "সমিল প্রবহমান লঘুপয়ার" বলা যায়। যথা—

দেবতার দীপ হস্তে | যে আসিল ভবে |
সেই রুদ্রদূতে বলো, | কোন্ রাজা কবে |
পারে শাস্তি দিতে ? ॥ বন্ধনশৃঙ্খল তার |
চরণ বন্দনা করি' | করে নমস্কার |
কারাগার | করে অভ্যর্থনা ॥

৪১৮। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আঠারো মাত্রায় "সমিল এবং অমিল প্রবহমান দীর্ঘ পয়ার" ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

(১) হে আদি জননী সিন্ধু, | বসুন্ধরা সন্তান তোমার, |
একমাত্র কন্যা তব কোলে ॥ তাই তন্দ্রা নাহি আর |
চক্ষে তব, ॥ তাই বক্ষ জুড়ি | সদা শঙ্কা, | সদা আশা, |
সদা আন্দোলন ॥

(২) ধন্য এ জীবন মোর, |
এই বাণী গাব আমি | প্রভাতে প্রথম জাগা পাখি |
যে সুরে ঘোষণা করে | আপনাতে আনন্দ আপন |
দুঃখ দেখা দিয়েছিল, | খেলায়েছি দুঃখ নাগিনীরে |
ব্যথার বাঁশির সুরে ॥

৪১৯। রবীন্দ্রনাথ আরও একপ্রকার প্রবহমান ছন্দ রচনা করিয়াছেন। উহাতে পংক্তিগুলির আয়তন সমান থাকে না, প্রয়োজনমতো হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। যেমন—

হে ভুবন, |
আমি যতক্ষণ |
তোমারে না | বেসেছিনু ভালো |
ততক্ষণ | তব আলো |
খুঁজে খুঁজে পায় নাই | তার সব ধন।
ততক্ষণ |
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার | শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে ॥

এইরূপ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন প্রকৃতির প্রবহমান ছন্দকে **মুক্তক** ছন্দ নামে অভিহিত করা হয়।

৪২০। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার অনেক নাটকে এক প্রকার অমিল মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহার প্রতি পংক্তিতে দুইটি ভাগ থাকে এবং প্রত্যেকটি পংক্তি একটি পূর্ণ অর্থবিভাগ। এই ছন্দ ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা **গৈরিশ ছন্দ** নামে বিখ্যাত। যথা—

গিরিধারী, | নাহি বাহুবল তব |
চাহ বুঝাইতে,॥ তোমা হতে | আমি বলাধিক, |
ক্ষত্রিয়সমাজে | কথা বটে সম্মানসূচক, |
ছল নহি আমি ; | অতি ছল তুমি,
মুক্ত কণ্ঠে | করি হে স্বীকার।
ছলে চাহ | ভুলাইতে, |
ছলে কহ | আশ্রিতে ত্যজিতে, |
চতুরের | চূড়ামণি তুমি ! ॥

৪২১। সব রকম প্রবহমান ছন্দই হ্রস্ব বা দীর্ঘ দ্বিপদীর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইদানীং কেহ কেহ ত্রিপদীকেও প্রবহমানরূপে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রবহমান ত্রিপদী রচনার প্রয়াস সফল বা সুপ্রচলিত হয় নাই।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

৪২২। যে প্রকার পর্বে যুগ্মধ্বনিকে গুরু বা দ্বিমাত্রক এবং অযুগ্মধ্বনিকে লঘু বা একমাত্রক বলিয়া গণ্য করা হয় তাহাকে বলে **মাত্রাবৃত্ত** (Moric) পর্ব। এইপ্রকার পর্ব লইয়া গঠিত ছন্দের নাম মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

৪২৩। যৌগিক ও মাত্রাবৃত্তের প্রধান পার্থক্য এই যে, মাত্রাবৃত্তে সমস্ত যুগ্মধ্বনিই দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রক এবং যৌগিকে যুগ্মধ্বনি অনেক সময় হ্রস্ব ও একমাত্রক হয়। বস্তুতঃ যুগ্মধ্বনি হ্রস্ব দীর্ঘ এই উভয় রূপের যোগে গঠিত হয় বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে 'যৌগিক' (৪১১-১২ অনু)।

যৌগিকের শোষণশক্তি (অর্থাৎ যুগ্মধ্বনিকে সংকুচিত করার শক্তি) মাত্রাবৃত্তে একেবারেই নাই। কিন্তু এই ছন্দে যুগ্মধ্বনির বাহুল্য ঘটাইয়া যুগ্ম-অযুগ্মের সমাবেশে বিশেষ একপ্রকার ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। পরবর্তী দৃষ্টান্তগুলি হইতে এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

৪২৪। মাত্রাবৃত্ত পর্ব আয়তনভেদে চারি রকম। বিভিন্ন আয়তনের পর্বসমূহ এবং তাহাদের উপপর্ব-বিভাগ সাধারণতঃ কিরূপ হইয়া থাকে তাহা নিম্নে দেখান গেল।

চতুর্মাত্রক (Tetramoric) পর্ব=দুই : দুই। যথা—

´স্পন্ : দিত | ´নদী : জল ॥ ´ঝিলি : মিলি | ´করে,
জ্যোৎস্নার | ঝিকিমিকি ॥ বালুকার | চরে।
নৌকা ডা | -ঙায় বাঁধা, ॥ কাণ্ডারী | জাগে,
পূর্ণিমা | রাত্রের ॥ মত্ততা লাগে। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতিপর্বে চার মাত্রা, কেবল শেষ পর্বগুলিতে দুই মাত্রা এবং আধুনিক বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক রীতি অনুসারে প্রতিপর্বের প্রথমেই একটি করিয়া প্রস্বর রহিয়াছে।

পঞ্চমাত্রক (Pentamoric) পর্ব=তিন ঃ দুই। যথা—

´নূতন ঃ জাগা | ´কুঞ্জ বনে ॥ ´কুহরি ঃ উঠে | ´পিক,
বসন্তের | চুম্বনেতে ॥ বিবশ দশ | দিক্।
বাতাস ঘরে | প্রবেশ করে ॥ ব্যাকুল উচ্ | -ছ্বাসে,
নবীন ফুল | -মঞ্জরীর ॥ গন্ধ লয়ে | আসে। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতিপর্বে পাঁচ মাত্রা ; শেষ পর্বগুলি অপূর্ণ।

ষণ্মাত্রক (Hexamoric) পর্ব=তিন ঃ তিন বা দুই ঃ দুই ঃ দুই। যথা—

´মুক্ত ঃ বেণীর | ´গঙ্গা ঃ যেথায় ॥ ´মুক্তি ঃ বিতরে | ´রঙ্গে
আমরা ঃ বাঙালি | বাস ঃ করি ঃ সেই ॥ তীর্থে ঃ বরদ | বঙ্গে।
—সত্যেন্দ্রনাথ

প্রতিপর্বে ছয় মাত্রা এবং শেষ পর্বগুলি অপূর্ণ।

সপ্তমাত্রক (Heptamoric) পর্ব=তিন ঃ দুই ঃ দুই। যথা—

´দেখিবে ঃ অল ঃ কায় | ´সৌধ ঃ শ্রেণী ঃ ভায় ॥ ´অভ্র ঃ ভেদী ঃ শির |
´তোমারি ঃ প্রায়,
ললিত বনিতার | চটুল গতিভার | বিজলী খেলা যেন | জলদ গায় ;
ইন্দ্রধনু জিনি | ভিত্তি আলেপনি | মণির মেঝ-শোভা | তোয়দ হেন,
প্রহত মুরজের | গভীর বাদ্যের ॥ ধ্বনি সে মনে লয় | তোমারি যেন।
—কান্তিচন্দ্র ঘোষ

প্রতিপর্বে সাত মাত্রা ঃ শেষ পর্বগুলি অপূর্ণ।

৪২৫। যৌগিকের ন্যায় মাত্রাবৃত্তেও দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী **ছন্দোবন্ধ** রচিত হইয়া থাকে। অর্ধযতি-নিয়ন্ত্রিত পদের সংখ্যা দেখিয়া এই সব ছন্দোবন্ধ নিরূপণ করিতে হয়। উপরের চারিটি দৃষ্টান্তই অপূর্ণ **দ্বিপদী**। তন্মধ্যে প্রথমটির,

অর্থাৎ চতুর্মাত্রপর্বিক অপূর্ণ দ্বিপদীটির অপর নাম 'মাত্রাবৃত্ত পয়ার।' অন্যান্য ছন্দোবন্ধের ছুএকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল।

১। পঞ্চমাত্রপর্বিক **ত্রিপদী**। মাত্রাবিন্যাস—১০॥১০॥১২

পাষাণে বাঁধা | কঠোর পথ।
চলেছে তাতে | কালের রথ॥
ঘুরিছে তার | মমতাহীন | চাকা।

২। ষণ্মাত্রপর্বিক **চৌপদী**। মাত্রাবিন্যাস—১২।১২।১২॥৮

সাগর তোমার | পরশি চরণ॥
পদধূলি সদা | করিছে হরণ॥
জাহ্নবী তব | হার আভরণ॥
তুলিছে বক্ষ | 'পর। —রবীন্দ্রনাথ

মাত্রাবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান ছন্দোবন্ধের প্রচলন নাই। প্রবহমান রচনার উপযোগী যতিস্থাপনের স্বাধীনতাও এই রীতির ছন্দে নাই। ইদানীং কেহ কেহ মাত্রাবৃত্ত রীতিতেও প্রবহমান পয়ার বা **মুক্তকবন্ধ** রচনার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সফল বা সুপ্রচলিত হয় নাই।

স্বরবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ

৪২৬। প্রধানতঃ স্বরধ্বনির (Syllableএর) সংখ্যার উপর যে পর্বের নির্ভর তাহার নাম **স্বরবৃত্ত** (Syllabic) পর্ব। এই প্রকার পর্ব লইয়া **গঠিত** ছন্দকে বলে স্বরবৃত্ত ছন্দ।

এই ছন্দেই আমাদের গ্রাম্য ছাড়া প্রভৃতি রচিত হইয়াছে বলিয়া অনেক সময় ইহাকে 'ছড়ার ছন্দ' বলা হয়। লোকসাহিত্যের ছন্দের আদর্শে গঠিত বলিয়া ইহাকে **লৌকিক ছন্দ** (Folk Metre) নামেও অভিহিত করা যায়। প্রস্বরের প্রবলতা এই ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য; তাই ইহাকে 'প্রাস্বরিক ছন্দ' নামও দেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও অনেক সময় প্রস্বরের প্রবলতা থাকে (৪২৪ অনু)।

৪২৭। এই ছন্দে সাধারণতঃ প্রতিপর্বে চারিটি সিলেবেল্ বা ধ্বনি থাকে। যেমন—

´আবার যদি | ´ইচ্ছা কর ॥ ´আবার আসি | ´ফিরে
দুঃখসুখের | ঢেউখেলানো ॥ এই সাগরের | তীরে।—রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতিপংক্তিতে চার পর্ব, চতুর্থটি অপূর্ণ; প্রতি পূর্ণপর্বে চার স্বর বা ধ্বনি। পতিপর্বের প্রথমে একটি করিয়া প্রস্বর রহিয়াছে।

স্বরবৃত্ত ছন্দের আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। উহাতে উহার প্রধান বিশেষত্ব ও প্রকৃতিটি কানে ধরা দিবে।

´বৃষ্টি পড়ে | ´টাপুর টুপুর ॥ ´নদেয় এল | ´বান,
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হলো | তিন কন্যে | দান। —গ্রাম্য ছড়া

প্রতিপংক্তিতে চার পর্ব, প্রতিপর্বে চার স্বর, শেষটি অপূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় পর্বে তিন স্বর। এই ছন্দে মধ্যে মধ্যে এরকম ত্রিস্বর পর্বের প্রয়োগ দেখা যায়।

´দুঃখ সহার | ´তপস্যাতেই ॥ ´হোক বাঙালির | ´জয়,
ভয়কে যারা | মানে তারাই ॥ জাগিয়ে রাখে | ভয়।
মৃত্যুকে যে | এড়িয়ে চলে ॥ মৃত্যু তারেই | টানে,
মৃত্যু যারা | বুক পেতে লয় ॥ বাঁচতে তারাই | জানে। —রবীন্দ্রনাথ

এখানেও প্রতি পূর্ণপর্বে চার স্বর। ‘জাগিয়ে রাখে’ এবং ‘এড়িয়ে চলে’ এই দুই পর্বেও চার সিলেবেল্ বা স্বর গণনীয়। কেননা এস্থলে ‘জাগিয়ে’ ও ‘এড়িয়ে’ শব্দের উচ্চারণরূপ হইতেছে যথাক্রমে ‘জাগ্‌য়ে’ এবং ‘এড়্‌য়ে।’

৪২৮। স্বরবৃত্ত রীতিতেও দ্বিপদী প্রভৃতি সব **ছন্দোবন্ধই** দেখা যায়। উপরের তিনটি দৃষ্টান্তই অপূর্ণ **দ্বিপদী**। এরকম ছন্দোবন্ধের অপর নাম **‘স্বরবৃত্ত পয়ার’**।

অন্যান্য ছন্দোবন্ধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

১। **দীর্ঘ ত্রিপদী**। ধ্বনিবিন্যাস—৮॥৮॥১০

আজকে নবীন চৈত্র মাসে ॥ পুরাতনের বাতাস আসে ॥
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা ॥ আজ জেগেছে যে সব ব্যথা ॥
এই জীবনে নাইক তাহার হেতু। —রবীন্দ্রনাথ

২। **লঘু চৌপদী**। ধ্বনিবিন্যাস—৮॥৮॥৮॥৬

রেবার তটে চাঁপার তলে ॥ সভা বসত সন্ধ্যা হলে।
ক্রীড়াশৈলে আপন মনে ॥ দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি। —রবীন্দ্রনাথ

স্বরবৃত্ত রীতিতে সব রকম **প্রবহমান** ছন্দও রচনা করা যায়। এখানে '**সমিল** প্রবহমান দীর্ঘ পয়ার-'এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

যারা আমার সাঁঝ-সকালের। গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো।
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, ॥ এই জীবনের সকল শাদা কালো।
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা, ॥ মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা।
তাদের প্রাণের ঝরণা-স্রোতে ॥ আমার পরান হয়ে হাজার ধারা।
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। ॥ নয়ত কেবল কালের যোগে আয়ু,—
নয় সে কেবল দিনরজনীর সাতনলী হার,। নয় সে নিশাস-বায়ু।
—রবীন্দ্রনাথ

প্রবহমান স্বরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত বেশি নাই।

বাংলায় সংস্কৃত ও বৈদেশিক ছন্দ

৪২৯। সংস্কৃত ছন্দে শুধু যুগ্মধ্বনি নয়, দীর্ঘস্বরান্ত ধ্বনিও গুরু বা দ্বিমাত্রক বলিয়া গণ্য হয়। কখনও কখনও পংক্তিপ্রান্তস্থিত লঘুস্বরও গুরু বলিয়া স্বীকৃত হয়! তাহা ছাড়া সংস্কৃত বর্ণবৃত্ত ছন্দে লঘুগুরুভেদে ধ্বনিসমূহের পর্যায়ক্রমও সুনির্দিষ্ট থাকে। বাংলা ছন্দে কিন্তু সাধারণতঃ শুধু যুগ্মধ্বনিই গুরু

বলিয়া স্বীকৃত হয়, দীর্ঘস্বরান্ত ধ্বনির গুরুত্ব স্বীকৃত হয় না এবং বাংলা ছন্দ লঘুগুরুভেদে ধ্বনির সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমও মানিয়া চলে না।

৪৩০। কোনো কোনো কবি সংস্কৃত রীতি অনুসারে দীর্ঘস্বরান্ত ধ্বনিকে গুরু ধরিয়া বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দ রচনা করিয়াছেন। এখানে ঐরূপ কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। আবৃত্তি করিবার সময় এসব ক্ষেত্রে সর্বদাই দীর্ঘস্বরান্ত ধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হয় এবং অ-কারান্ত শব্দকে অ-কারান্ত রূপেই উচ্চারণ করিতে হয়।

১। **তোটক**। এই ছন্দের প্রতিপংক্তিতে লঘু-লঘু-গুরু এই পর্যায়ে রচিত চারটি বিভাগ থাকে।

। । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥
দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে,
কবিরাজ কহে যত গৌড় জনে। —ভারতচন্দ্র

লঘু। গুরু ॥

২। **ভুজঙ্গপ্রয়াত**। এই ছন্দেও প্রতিপংক্তিতে চার বিভাগ। কিন্তু বিভাগগুলি লঘু-গুরু-গুরু এই পর্যায়ে রচিত।

। ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥
মহারুদ্ররূপে | মহাদেব সাজে,
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ | শিঙা ঘোর বাজে। —ভারতচন্দ্র

৩। **তূণক**। লঘুগুরুক্রমে আটটি বিভাগ লইয়া গঠিত ছন্দের নাম তূণক। শেষ বিভাগ অপূর্ণ।

॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥
ভূতনাথ | ভূতসাথ | দক্ষযজ্ঞ | নাশিছে
যক্ষরক্ষ | লক্ষ লক্ষ | অট্ট অট্ট | হাসিছে। —ভারতচন্দ্র

দীর্ঘস্বরান্ত ধ্বনির এইরকম দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা ভাষার পক্ষে অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই রকম সংস্কৃত বর্ণবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না।

৪৩১। দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ বর্জন করিয়া শুধু দ্বিমাত্রক যুগ্মধ্বনির সাহায্যেও সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায়। ছন্দ-যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবক। এই নূতন পদ্ধতির সুবিধা এই যে, ইহাতে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণরূপ অব্যাহত থাকে। কিন্তু ইহাতে দীর্ঘস্বরান্ত ধ্বনির গাম্ভীর্যটুকু থাকে না। বাংলা ভাষায় তাহা রক্ষা করাও অসম্ভব। তবে ইহাতে সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিবিন্যাস-প্রণালী অক্ষুণ্ণ থাকে। যথা—

১। **পঞ্চচামর—**

—। —। —। —। —। —। —। —।

মহৎ ভয়ের | মূরৎ সাগর | বরণ তোমার | তমঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের | প্রলয়-পিনাক | শোনাও আমায় | শোনাও কেবল।

—সত্যেন্দ্রনাথ

লঘু — গুরু।

২। **রুচিরা—**

—। —। - - - - -। —। —।

তখন কেবল | ভরিছে গগন | নূতন মেঘে,
কদম-কোরক | তুলিছে বাদল | বাতাস লেগে ;
বনান্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু ;
তখন কাহার আঁচলে গোপন যূথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা ? —সত্যেন্দ্রনাথ

৩। **মালিনী—**

— — — — — —। । ।—। ।—।।

উড়ে চলে গেছে বুল্ বুল্ | শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন | যৌবনের জীর্ণ নির্ভর। —সত্যেন্দ্রনাথ

৪। **মন্দাক্রান্তা**—

।   ।   ।   ।   — — — — — —।   ।   —   ।   ।   —।   ।

পিঙ্গল বিহ্বল | ব্যথিত নভতল, | কই গো কই মেঘ | উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার | মুরতি ধরি আজ | মন্দ্র-মন্থর | বচন কও ;
সূর্যের রক্তিম | নয়নে তুমি মেঘ | দাও হে কজ্জল | পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন | বিথারি' চলে যাও | অঙ্গে হর্ষের | পড়ুক ধুম। —সত্যেন্দ্রনাথ

৫। **ভুজঙ্গপ্রয়াত**—

—।।   —।।   —।   ।   —।।

সমুদ্রের | তরঙ্গের | গভীর তান | ভয়ঙ্কর
বাজায় কোন্ | অনন্তের | বেদনগীত | এ সুন্দর !
বসন্তের আনন্দের কুসুম কার পরাণ ছায়,
বিহঙ্গের কূজনতান জাগায় তার কি বাঞ্ছায় !
অরুণ, কার মুখের পর করিস তুই কিরণদান,
আগুন, তার বুকের ওই পরাণটার দে সন্ধান।—প্রবোধচন্দ্র সেন

৪৩২। শুধু সংস্কৃত নয়, আরবি প্রভৃতি অনুরূপ বৈদেশিক ভাষার ছন্দকেও এই নূতন প্রণালীতে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায়। নমুনাস্বরূপ আরবি **হজয্** ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

— ।   ।।   —।   ।   ।

হে মোর ভৈরব | ভীষণ সুন্দর,
তোমার কম্বুর | নিনাদ গম্ভীর
ডুবাক বিশ্বের | হৃদয়-কন্দর,
কাঁপাক অন্তর | নিদয় দম্ভীর। —প্রবোধচন্দ্র সেন

৪৩৩। এই প্রণালীতে বাংলায় কোনো কোনো **ইংরেজী** ছন্দের আভাসও অল্পবিস্তর আনা যায়। যথা—

´পাখনায় | ´নাই ফাঁস
মন তার | ´নয় দাস,
´নীড় তার | ´মোর বুক
´এই মোর | ´এই সুখ।
প্রেম তার | বিশ্বাস
প্রেম তার | বিত্ত,
প্রেম তার | নিঃশ্বাস
প্রেম তার | নিত্য। —সত্যেন্দ্রনাথ

ইহাতে আদিগুরু দ্বিস্বরপর্বিক (Trochee) ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। প্রতিপর্বে দুইটি ধ্বনি ; প্রথমটি গুরু বা প্রস্বরিত (accented) এবং দ্বিতীয়টি লঘু বা অপ্রস্বরিত।

ওই ´সিন্ধুর টিপ | ´সিংহল দ্বীপ | ´কাঞ্চনময় | ´দেশ,
ওই চন্দন যার | অঙ্গের বাস | তাম্বুল-বন | কেশ !
যার উত্তাল তাল | -কুঞ্জের বায় | মন্থর নিঃ | -শ্বাস !
আর উজ্জ্বল যার | অম্বর আর, | উচ্ছল যার | হাস ! —সত্যেন্দ্রনাথ

ইহাতে ইংরেজী আদিগুরু ত্রিস্বরপর্বিক (Dactyl) ছন্দের আভাস পাওয়া যায়।

৪৩২। ইংরেজী ছন্দের সহিত বাংলা মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দের গঠনগত সাদৃশ্য নাই। কিন্তু বাংলা লৌকিক ছন্দের সহিত ইংরেজি ছন্দের তুলনা করা যাইতে পারে। কেননা এই উভয় ছন্দই স্বরবৃত্ত অর্থাৎ syllabic। কিন্তু এই দুই ছন্দের পার্থক্যও কম নয়। প্রথম পার্থক্য প্রস্বরগত। ইংরেজী প্রস্বর বা ঝোঁক শব্দের প্রকৃতিগত এবং উহা শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত যে-কোনো স্থানে থাকিতে পারে, এবং ইংরেজী ছন্দেও কোনো নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে পর্বের আদি, মধ্য বা অন্ত ধ্বনিটি প্রস্বরিত হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলা প্রস্বর শব্দের প্রকৃতিগত নয়, বাংলার উচ্চারণপদ্ধতিজাত ; উহা

সর্বদাই শব্দের আদি ধ্বনির উপরেই স্থাপিত হয়, এবং বাংলা ছন্দে পর্বের আদি ধ্বনিটিই প্রস্বরিত হয়।

ইংরেজি ছন্দের সহিত বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের আর একটি পার্থক্য এই যে, ইংরেজিতে সাধারণতঃ দ্বিস্বরপর্বিক (dissyllabic) ও ত্রিস্বরপর্বিক (trisyllabic) ছন্দই ব্যবহৃত হয়, বাংলায় নিত্যপ্রচলিত ছন্দ চতুঃস্বরপর্বিক (tetrasyllabic)।

বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ

১। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্য ছন্দের তুলনায় **মাত্রাবৃত্ত ছন্দের** (Moric Metre) প্রয়োগ কম দেখা যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত তথা প্রাকৃত সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। বাংলা ভাষাও উক্ত সাহিত্যগুলি হইতে উত্তরাধিকারিসূত্রে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনার প্রবণতা লাভ করে। এই জন্যই দেখিতে পাই, বাংলা সাহিত্যের আদিনিদর্শন বৌদ্ধগান ও দোহা'-র চর্যাপদগুলি মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই রচিত হইয়াছে।

২। সম্ভবতঃ তখনও **যৌগিক ছন্দের** (Composite Metre) উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত রীতি হইতেই যে যৌগিক রীতির উৎপত্তি হইয়াছে, একথা মনে করিবার হেতু আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের (১১৭৮-১২০৫) সভাকবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' নামক সুপ্রসিদ্ধ গীতিকাব্য রচনা করেন। উহা প্রধানতঃ মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দেই রচিত; কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, উহার কতকগুলি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পরবর্তী কালের যৌগিক ছন্দের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীগুলিও প্রধানতঃ মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই রচিত কিন্তু তৎকালে মাত্রাবৃত্তের পাশাপাশি যৌগিক ছন্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। যৌগিক রীতির প্রধান ছন্দোবন্ধের নাম 'পয়ার' এবং মধ্যযুগের

প্রারম্ভেই আমরা এই যৌগিক পয়ারের সাক্ষাৎ পাই। বস্তুতঃ মধ্যযুগের সূচনা হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত অতি দীর্ঘকাল যাবৎ যৌগিক রীতির পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধগুলি বাংলা পদ্যসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত আগাগোড়া যৌগিক রীতির বিভিন্ন ছন্দোবন্ধেই রচিত হইয়াছে। আধুনিক কালের মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি কাব্যও ঐ যৌগিক রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

৩। বাংলা পদ্যসাহিত্যের তৃতীয় অবলম্বন **স্বরবৃত্ত ছন্দ** (Syllabic Metre)। মধ্যযুগেই এই ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তৎকালে ইহা কবিদের নিকট যথোচিত মর্যাদালাভে সমর্থ হয় নাই। তখন মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দোবন্ধগুলিই সমগ্র সাধুসাহিত্যের আসর অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়া, মেয়েলি ব্রতকথা, পল্লীগাথা, বাউলের গান, ঝাঁড়ফুঁকে মন্ত্র, এক কথায় সমগ্র লোকসাহিত্যের (Folk Literature) প্রধান অবলম্বন ছিল এই স্বরবৃত্ত ছন্দ। সেই জন্য ইহাকে **লৌকিক ছন্দ** (Folk Metre) নামও দেওয়া হয়। বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই ছন্দ লোকসাহিত্যের আঙিনাতেই একাধিপত্য করিতেছিল ; সাধুসাহিত্যের আসরে সাদর আমন্ত্রণ-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

৪। আধুনিক কালে নূতন ছন্দ উদ্ভাবনের প্রথম প্রেরণা দান করেন **মধুসূদন**। ইংরেজি ছন্দের অনুসরণ করিয়া তিনি বাংলায় অমিল প্রবহমান বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। তাঁহার এই কীর্তি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

তারপরে, বাংলা ছন্দের তিন ধারাকেই চরম উৎকর্ষ দান করিয়াছেন **রবীন্দ্রনাথ**—(১) যৌগিক পয়ারকে যখন মধুসূদন অমিল প্রবহমান (অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর) রূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন তখন হইতেই যৌগিক ছন্দে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই

প্রবহমান পয়ারকে বহু-বিচিত্র ভঙ্গিতে রূপান্তরিত করিয়া বাংলার ছন্দ-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানেই দেওয়া হইয়াছে (৪১৭-১৯ অনু)।

(২) মধ্যযুগে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বহুল প্রয়োগ দেখা গেলেও উহার প্রচলন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ঐ ছন্দ বাংলা-সাহিত্য হইতে প্রায় লুপ্তই হইয়া গিয়াছিল। ইহার কারণ মধ্যযুগের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংস্কৃত-পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘভেদ স্বীকৃত হইত, অর্থাৎ ঐ ছন্দ দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রক উচ্চারণের অপেক্ষা রাখিত। কিন্তু ঐ রকম উচ্চারণ বাংলা ভাষার পক্ষে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। তাই উক্ত কৃত্রিম মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বাংলা সাহিত্য হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়।

আধুনিক কালে "মানসী" কাব্য রচনার সময় (১৮৮৭-৯০) হইতে রবীন্দ্রনাথ এক নূতন ধরণের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই নূতন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসারে সমস্ত অযুগ্ম স্বরই লঘু, অর্থাৎ একমাত্রক বলিয়া গণ্য হয়; কেবল যুগ্মধ্বনিকে দ্বিমাত্রক বলিয়া স্বীকার করা যায়। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এই নব্য মাত্রাবৃত্তের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। বস্তুতঃ এই মাত্রাবৃত্তই আধুনিক গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ বাহন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এইভাবে মাত্রাবৃত্তের পুনরুজ্জীবন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলার ছন্দ ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিয়াছেন।

(৩) "ক্ষণিকা" কাব্য (১৯০০) রচনাকালে তিনি অনাদৃত স্বরবৃত্ত ছন্দকেও লোকসাহিত্যের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে উদ্ধার করিয়া পরিমার্জিত ও সমলংকৃত বেশে সাধুসাহিত্যের আসরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথের সাধনায় এই লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্নিহিত প্রভূত শক্তি ও সৌন্দর্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে এই লৌকিক রীতির ছন্দ লঘু বা গম্ভীর নির্বিশেষে সকল প্রকার কবিতারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন বলিয়া স্বীকৃত ও আদৃত হইয়াছে।

৫। আধুনিক কালে **সত্যেন্দ্রনাথ** সংস্কৃত (তথা আরবি, ইংরেজি প্রভৃতি বৈদেশিক) ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করিবার যে নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও এই লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই নূতন পদ্ধতির কথা যথাস্থানে বলা হইয়াছে (৪৩১-৩৩ অনু)। শুধু স্বরবৃত্ত নয়, অন্যান্য রীতির ছন্দেও সত্যেন্দ্রনাথের দান অসামান্য। 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবির', 'বেলশেষের গান', 'বিদায়-আরতি' প্রভৃতি তাঁহার কাব্যগ্রন্থসমূহ ছন্দোবৈচিত্র্যের আকর হিসাবে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

বাংলা ছন্দ-শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

১। ১৭৭৮সালে হালহেড্ সাহেব, ১৮০১ সালে কেরি সাহেব, ১৮২০সালে কীথ সাহেব এবং ১৮৩৩ সালে রামমোহন রায় স্ব স্ব ব্যাকরণে ছন্দ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেন। তদবধি বাংলা ব্যাকরণে ছন্দ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়ার রীতি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন ব্যাকরণেই এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ ছিল না। 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণে'ই সর্বপ্রথমে বাংলা ছন্দের বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশিত হইল।

২। উনবিংশ শতকে যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে চারি জনের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৪ সালে জয়গোপাল তর্কালংকারের আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ সালে লালমোহন বিদ্যানিধি 'কাব্যনির্ণয়'-নামক গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে তৎকাল-প্রচলিত ছন্দসমূহের বিস্তৃত বিবরণ দেন। ১৮৬৪ সালে ভুবনমোহন রায় চৌধুরী 'ছন্দঃকুসুম'নামক পুস্তকে বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রচলিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত ছন্দের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর মধুসূদন বাচস্পতি-প্রণীত 'ছন্দোমালা' নামক গ্রন্থে অনেকগুলি সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দের বর্ণনা প্রকাশিত হয় (১৮৬৮)।

৩। আধুনিক কালে সাময়িক পত্রে এ বিষয়ে বহু আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাকারে অসংকলিত প্রবন্ধের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ভারতী—বৈশাখ, ১৩২৫). এবং প্রবোধচন্দ্র সেনের (প্রবাসী—পৌষ-চৈত্র, ১৩২৯; বৈশাখ, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩০; ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৮; বিচিত্রা—অগ্রহায়ণ-চৈত্র, ১৩৩৮; বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৩৯ ইত্যাদি) আলোচনাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কালিদাস রায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, আবদুল কাদির, শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, নলিনীকান্ত গুপ্ত এবং রাজশেখর বসু প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকগণের আলোচনা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আলেখ্য" (১৩১৪) কাব্যের ভূমিকা, এবং শশাঙ্কমোহন সেন-প্রণীত 'বঙ্গবাণী' (পৃঃ ২৩২-৮৫) ও ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'The Origin and Development of the Bengali Language' (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৪-৯৫) গ্রন্থের ছন্দ-প্রকরণ দুইটিও উল্লেখযোগ্য।

৪। ইদানীং বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে চারিখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। (১) ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, (৩) ছান্দসিকী—দিলীপকুমার রায়, (৪) বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার; তন্মধ্যে শেষ দুইখানি গ্রন্থরূপে রচিত ও প্রকাশিত। প্রথম দুইখানি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন।

অনুশীলন

১। ছন্দ এবং ছন্দ-স্পন্দ কাহাকে বলে? 'স্পন্দমান গদ্য' বলিতে কি বুঝায়?

২। এই পরিভাষাগুলির অর্থ বল:—যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনি, মাত্রা, যতি, প্রস্বর, পর্ব, উপপর্ব, পদ, পংক্তি, স্তবক, প্রবহমানতা, শোষণশক্তি।

৩। ছন্দ কয় প্রকার ও কি কি? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাও।

৪। যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের পরস্পর সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায়, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৫। এগুলি কোন্ ছন্দ—পয়ার, ত্রিপদী, তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, হজয্, অমিত্রাক্ষর, মুক্তক, রুচিরা, মন্দাক্রান্তা, একাবলী?

৬। প্রবাহমান ছন্দ কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দাও। ইহার প্রবর্তক কে?

৭। প্রবাহমান ছন্দ কত রকমের হইতে পারে? উহাদের বিশেষত্ব কি?

৮। নিম্নলিখিত স্তবকগুলির ছন্দোবিশ্লেষণ কর:—

(১) ধীরে ধীরে শর্বরী হয় অবসান
উঠিল বিহঙ্গের প্রত্যূষ গান।
বনচূড়া রঞ্জিল স্বর্ণলেখায়
পূর্ব দিগন্তের প্রান্তরেখায়॥ —রবীন্দ্রনাথ

(২) কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে।
তুমি আছ গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে। —সত্যেন্দ্রনাথ

(৩) নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃ-চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে —মধুসূদন

(৪) ক্ষান্ত হও, ধীরে কথা কও। ওরে মন,
নত কর শির। দিবা হল সমাপন,
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা। —রবীন্দ্রনাথ

(৫) এই সব মূঢ়ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে। —রবীন্দ্রনাথ

(৬) দিনের আলো নিবে এল সুয্যি ডোবে ডোবে,
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে, চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ্;
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠং ঠং। —রবীন্দ্রনাথ

(৭) ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত-চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন তাপসী অপর্ণা
ঝর্ণা! —সত্যেন্দ্রনাথ

(৮) বিপদ্ মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যু-স্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্তহাসি টুটে। —রবীন্দ্রনাথ

(৯) নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ গগন-ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি। —রবীন্দ্রনাথ

(১০) মৈত্রী করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগহে মহীয়ান্ মরতে মহিমায়,
সৃজিছে অভিচার নিষ্ঠুর অবিচার
রোদন হাহাকার গগন মহী ছায়। —সত্যেন্দ্রনাথ

৯। যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটি ছন্দোরীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

১০। আধুনিক কালে পয়ার বন্ধ যে যে বিভিন্নরূপে বিবর্তিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১১। প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ও নব্য মাত্রাবৃত্ত রীতির পার্থক্য কি? এই নব্য রীতির সার্থকতা কি এবং ইহার প্রবর্তক কে?

১২। নূতন নূতন ছন্দোরীতির উদ্ভাবয়িতারূপে ইহাদের কাঁহার কি দান—মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ?

অলংকার

৪৩৫। বাক্যের ধ্বনিকে শ্রুতিমধুর অথবা উহার অর্থকে হৃদয়গ্রাহী করিবার অভিপ্রায়ে অনেক সময়ে বিবিধ প্রকার রচনাকৌশলের আশ্রয় লইতে হয়, এই সব রচনাকৌশলের নাম **অলংকার**। অলংকার দ্বিবিধ,—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

শব্দালংকার

৪৩৬। যে সকল অলংকার প্রত্যক্ষতঃ শব্দপ্রয়োগগত ধ্বনিসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে তাহাদের নাম **শব্দালংকার**। শব্দালংকার প্রধানতঃ চতুর্বিধ। যথা,—

১। একবিধ ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃপুনঃ বিন্যাসকে **অনুপ্রাস** (Alliteration) কহে। যথা,—

(১) কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে। —মধুসূদন

(২) চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ,
কোথা চম্পক-আভরণ! —রবীন্দ্রনাথ

(৩) মনোমন্দির-সুন্দরী,
মণিমঞ্জরী গুঞ্জরী
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী। —রবীন্দ্রনাথ

(৪) নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার। —কালিদাস রায়

২। ভিন্নার্থক একাকার শব্দদ্বয়ের বিন্যাসকে **যমক** (Analogue) কহে। যমক তিন প্রকার—আদ্য, মধ্য, অন্ত্য। যথা,—

(১) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে। (আদ্যযমক)

(২) পাইয়া চরণতরি তরি ভাবে আশা। (মধ্যযমক)

(৩) কাতরে কিংকরে ডাকে তার ভব ভব। (অন্ত্যযমক)

৩। একটি শব্দের দুই বা বহু অর্থে প্রয়োগের নাম **শ্লেষ** (Paronomasia বা Pun)।

(১) গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত। —ভারতচন্দ্র

(২) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ? ব্যাপ্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভাবে প্রভা পায় প্রভাকর। —ঈশ্বরচন্দ্র

ঈশ্বর গুপ্ত—(১) এই নামীয় খ্যাতনামা লেখক ও 'প্রভাকর'-সম্পাদক, (২) সাধারণ অর্থে,—ভগবান লুক্কায়িত বা অপ্রকাশ। প্রভাকর=(১) এই নামীয় সংবাদপত্র, (২) সূর্য।

৪। এক ব্যক্তির অভিপ্রেতার্থ যদি অন্য ব্যক্তি শ্লেষ বা অন্যবিধ উপায়ে অর্থান্তরে পরিণত করে, তবে **বক্রোক্তি** (Equivoque) অলংকার হয়।

প্রশ্ন। দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন ?
উত্তর। রবির ভয়েতে তথা করে পলায়ন।

প্রশ্নকারীর দ্বিজরাজ=ব্রাহ্মণ ; বারুণী=মদ্য। উত্তরকারীর দ্বিজরাজ=চন্দ্র ; বারুণী=পশ্চিম দিক্—এই অর্থে জবাব দিলেন।

অর্থালংকার

৪৩৭। যে-সকল অলংকার বিভিন্ন বস্তু বা ভাবের পারস্পরিক তুলনা প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে শ্রোতার বুদ্ধি ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট ও মনোরম করিয়া তুলিতে সহায়তা করে তাহাদের নাম **অর্থালংকার**। উক্ত তুলনা প্রভৃতি উপায়ভেদে অর্থালংকার বহুবিধ। যথা,—

ক। তুলনামূলক অর্থালংকার

বিভিন্ন বস্তু বা ভাবের কোন অংশে সাদৃশ্য বা বৈষম্য প্রদর্শনকে তুলনা বলে। দুই বস্তু বা ভাবের মধ্যে যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহার নাম **উপমান** এবং যাহাকে তুলনা করা হয় তাহাকে বলে **উপমেয়**। যথা,—চন্দ্রের ন্যায় মুখ এবং তিলফুলের মত নাসা, এখানে 'চন্দ্র' ও 'তিলফুল' উপমান এবং 'মুখ' ও 'নাসা' উপমেয়। উপমান ও উপমেয়ের সম্পর্ক নানাভাবে দেখান যায়, তদনুসারে তুলনামূলক অলংকারও বহুবিধ। তুলনামূলক অলংকারসমূহই অর্থালংকারের মধ্যে প্রধান।

১। সমগুণবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য প্রদর্শনকে **উপমা** (Simile) বলে। এই অলংকারে প্রায়শঃ যেমন, যথা, সম, ন্যায়, সদৃশ প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়

উপমান, উপমেয়, উহাদের সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ, উপমার এই চারি অঙ্গের সবগুলির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকিলে পূর্ণোপমা হয়। যথা,—

সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে আহা তারারত্ন যথা। —মধুসূদন

বক্রে শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হ'তে
শস্যক্ষেত্র পার হ'য়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মত। —রবীন্দ্রনাথ

শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি, নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। —রবীন্দ্রনাথ

এক উপমেয়ের সহিত একাধিক উপমান থাকিলে **মালোপমা** হয়। যথা,—

মলিনবদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্যকান্তমণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে। —মধুসূদন

উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ, উপমার এই চারি অঙ্গের যে-কোনো একটি বা একাধিক অঙ্গ লুপ্ত থাকিলে তাহাকে বলা হয় লুপ্তোপমা। যথা,—

অনাথ পিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-নিনাদে —রবীন্দ্রনাথ

'অম্বুদনিনাদে' কথার অর্থ 'অম্বুদের নিনাদের ন্যায় গম্ভীর নিনাদে'। এখানে উপমান 'নিনাদ', সাধারণ ধর্ম 'গম্ভীর' এবং তুলনাবাচক 'ন্যায়' লুপ্ত আছে। শশিবদনা, মৃগনয়না প্রভৃতি মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ লুপ্তোপমার দৃষ্টান্ত।

পৃথক্ ভাবে বিন্যস্ত দুইটি বিষয়ের সাদৃশ্যবর্ণনায় সাধারণ ধর্ম এক হইলে 'প্রতিবস্তূপমা' (Parallel Simile) হয়। ইহাতে যথা প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দ থাকে না। যথা,—

চারিদিকে সখীদল যত
বিরসবদন মরি সুন্দরীর শোকে।
কে না জানে ফুলকুল বিরসবদনা
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী। —মধুসূদন

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে।
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ সনে॥ —রবীন্দ্রনাথ

২। প্রকৃত উপমাকে উপমেয়রূপে বর্ণনা করিলে অথবা উপমানের বৈকল্য বর্ণনা করিলে **প্রতীপ** (Reversed Simile) অলংকার হয়।

(১) সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল। —কাশীরাম দাস

(২) দুর্জন যথায় তথা কেন হলাহল,
জ্ঞাতি যথা কেন তথা প্রদীপ্ত অনল ?

৩। উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনাকে **রূপক** (Metaphor) অলংকার কহে। ইহাতে 'রূপ' শব্দ কখনও ব্যক্ত, কখনো বা লুপ্ত থাকে।

(১) কিরণস্বরূপ সম্মার্জনীদ্বারা ধ্বান্তরূপ ধূলিপটল অপসারিত করিলেন।

(২) প্রতাপ তপনে কীর্তিপদ্ম প্রকাশিয়া।
রাখিবেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।

(৩) শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুরসুন্দরী রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘননিঃশ্বাস
প্রবল বায়ু ; অশ্রু বারিধারা
আসার, জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব। —মধুসূদন

(৪) মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা,
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা। —রবীন্দ্রনাথ

(৫) ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল!
জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায়॥ —সত্যেন্দ্র দত্ত

৪। উপমেয়কে উপমানরূপে বিতর্ক করিলে **উৎপ্রেক্ষা** (Hypothetical Metaphor) অলংকার হয়। যেন, বুঝি ইত্যাদি শব্দদ্বারা এই বিতর্ক উপস্থিত করা হয়। এই বাচক শব্দগুলির উল্লেখ থাকিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, না থাকিলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয়।

(১) তরুণ অরুণভাতি জ্বলে কোন স্থলে,
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে।

(২) কজ্জল-কিরণে শোভা করিছে নয়ন।
মেঘের আবলি মাঝে শোভে তারাগণ॥

(৩) সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার। —রবীন্দ্রনাথ

৫। উপমেয় গোপন করিয়া যেখানে উপমানের স্থাপন করা হয় তথায় **অপহ্নুতি** (Denial) হয়।

(১) রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ বেশে। —মধুসূদন

(২) কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ ইহ উড়ে মণিহার॥

(৩) কেন দেখতে পাইরে· প্রভাত হ'লে
ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন-জলে,
না জেনে লোকে বলে
শিশির পড়া জল রে।
তরু বল রে বল। —বিষ্ণুশর্মা

৬। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমাকে উপমেয়রূপে নির্দেশ করার নাম **অতিশয়োক্তি** (Hyperbole)।

(১) হায় শূর্পনখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী,
কাল-পঞ্চবটী বনে, কালকূটে ভরা
এ ভুজগে।

(২) মানস কুসুম তুলি' অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে —রবীন্দ্রনাথ

৭। অত্যন্ত সাদৃশ্যহেতু প্রকৃত বিষয়ে অপর বস্তুর যে কবিকল্পিত ভ্রম তাহাকে **ভ্রান্তিমান** (Rhetorical Mistake) কহে।

রথচূড়া 'পরে,
শোভিল দেব-পতাকা, অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা! চারিদিকে মেঘকুল
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভাবি তারে অচলা চপলা, দ্রুতগামী

গর্জিয়া আইল যবে লভিবার আশে

সে সুরসুন্দরী। —মধুসূদন

৮। সমানকার্য, সমানলিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা বর্ণনীয় নির্জীব পদার্থে সজীব পদার্থের ব্যবহার আরোপ করিলে **সমাসোক্তি** (Personification) হয়।

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,

ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,

তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল

কারে দাও ডাক,

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ। —রবীন্দ্রনাথ

৯। সাদৃশ্য হেতু কাহারও উপর অবান্তর বা অসম্ভব ভাব বা কার্য আরোপ করিলে **নিদর্শনা** (Transference of Attributes) হয়।

রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে

কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী

বধিল সম্মুখরণে? ফুলদল দিয়া

কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে? —মধুসূদন

১০। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনা করিলে **ব্যতিরেক** (Excess of Object or Subject) অলংকার হয়।

উৎকর্ষ—কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা?

পদনখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা।

বিমল হেম জিনি তনু অনুপমারে।

অপকর্ষ—যৌবন বসন্ত সম সুখময় বটে,

দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।

কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,

ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না যৌবন।

১১। একই গুণ বা ক্রিয়ার সহিত অনেক পদার্থের সম্বন্ধ বর্ণিত হইলে **তুল্যযোগিতা** (Identity of Attributes) অলংকার হয়।

লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়,
পশু পক্ষী সাপ-মাছ কে কোথা এড়ায় ?

১২। সমভাবাপন্ন দুইটি বিষয়ের বর্ণনা করিলে **দৃষ্টান্ত** (Parallel) হয়। ইহাতে যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ প্রয়োগ হয় না; কারণ তাহা হইলে ইহা উপমা অলংকার হয়। ইহার সাধারণ ধর্মও এক হয় না; কারণ তাহা হইলে ইহা প্রতিবস্তূপমা অলংকার হয়।

দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার,
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।

১৩। অপ্রস্তুত* বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা যেখানে প্রস্তুত বিষয়ের প্রীতি জন্মে তথায় **অপ্রস্তুত প্রশংসা** (Allegory) হয়।

কিন্তু ভেবে দেখি যদি ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ, নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে। —মধুসূদন

১৪। প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয় বিষয়ের একই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকিলে অথবা একই কর্তৃপদের অনেকগুলি ক্রিয়া থাকিলে **দীপক** (Identity of Action or Agent) হয়।

পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে,
উৎসবে সম্পদ্ শোভে, কাব্য অলংকারে।

---

* প্রস্তুত=বর্ণনার, অপ্রস্তুত=যাহা বর্ণনীয় নহে।

১৫। সামান্য (সাধারণ) দ্বারা বিশেষের অথবা বিশেষদ্বারা সামান্যের সমর্থন করাকে **অর্থান্তরন্যাস** (Corroboration) কহে।

(১) কেন পান্থ, ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ ?

(২) চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে,
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ? —কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

(৩) এ জগতে হায়, সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি ॥
—রবীন্দ্রনাথ

খ। বিরোধার্থক অর্থালংকার

১। যে স্থলে করণ ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি হয়, তথায় **বিভাবনা** (Effect without Cause) হয়।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে চাহিল আকাশ পানে ;
ঝরিল কামিনী-কক্ষে কলসী অমনি। —নবীন সেন

২। যেখানে কারণ সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি হয় না, তথায় **বিশেষোক্তি** (Cause without Effect) হয়।

যদি করে বিষ পান তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোঁসাই। —ভারতচন্দ্র

৩। **কার্য ও কারণের** ঘটনা-স্থান বিভিন্ন হইলে **অসঙ্গতি** (Separation of Cause and Effect) হয়।

একের কপালে রহে আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন। —ভারতচন্দ্র

৪। যেখানে আপাততঃ বিরোধ হয়, প্রকৃত বিরোধ নাই, তথায় **বিরোধ** (Rhetorical Contradiction) হয়।

(১) অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি-সুমতি। —ভারতচন্দ্র

(২) পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা। —রবীন্দ্রনাথ

গ। বিবিধ

১। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা হইলে **ব্যাজস্তুতি** (Irony) অলংকার হয়।

(১) অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন। —ভারতচন্দ্র

(২) তব যে জনম অতি বিপুলে,
ভুবনবিদিত অজের কুলে,
জনক-দুহিতা বিবাহ করি,
ভাসালে তাহাতে যশের তরি॥

অজ=(১) এই নামীয় রাজা, (২) ছাগ।
জনক-দুহিতা=(১) সীতা, (২) ভগ্নী।

২। কবি-কল্পনা-সৃষ্ট সন্দেহকে **সন্দেহ** (Rhetorical Doubt) অলংকার কহে। এই অলংকারে অনেক সময় কি, কিংবা, কিনা প্রভৃতি সন্দেহবাচক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিংবা ভবের ভবানী,
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিংবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী। —ভারতচন্দ্র

৩। কোনো পদার্থের রূপগুণাদির যথার্থ বর্ণনাকে **স্বভাবোক্তি** (Description) কহে।

(১) একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা,
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।
এপারেতে ছোটো ক্ষেত আমি একেলা। —রবীন্দ্রনাথ

(২) বেলা দ্বিপ্রহর,
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী'পরে
মাছরাঙা বসি', তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি'। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যাম শষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি' ফিরে। —রবীন্দ্রনাথ

৪। সহার্থবাচক শব্দদ্বারা গুণক্রিয়াদির সমতা বা সমকালীনতার উল্লেখ করিলে **সহোক্তি** হয়।

(১) শন্ শন্ সমীরণ বহিল প্রবল,
করকা সহিত পড়ে বৃষ্টি অবিরল।

(২) বিকশিত কামিনী কুসুম-তরুতলে
বসিলাম চিন্তাসখীসহ কুতূহলে।

রস

৪৩৮। কোন বিষয় দর্শন, শ্রবণ বা চিন্তা করিলে হৃদয়ে যে অনির্বচনীয় স্থায়ী ভাবের সঞ্চার হয় তাহাই হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া একটা আনন্দের আস্বাদন দান করিলে রসপদবাচ্য হয়। রস নয় প্রকার—আদি (বা শৃঙ্গার), বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত; কেহ কেহ 'বাৎসল্য' রস বলিয়া দশম রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

রস যত প্রকার স্থায়ী ভাবও তত প্রকার।

১। নারী-পুরুষের পরস্পর অনুরাগমূলক ভাবকে অবলম্বন করিয়া যে রস উৎপন্ন হয় তাহাকে **আদিরস** (The Erotic) বলে।

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছি গীতহার,
কত রূপ ধরে পরেছ গলায় নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। —রবীন্দ্রনাথ

২। দয়া, ধর্ম, দান, দেশভক্তি, সংগ্রাম, শত্রুনাশ প্রভৃতিতে উৎসাহবিষয়ক ভাবকে অবলম্বন করিয়া **বীর রস** (The Heroic) উৎপন্ন হয়।

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ, যদি ভঙ্গ দাও রণ"
গর্জিলা মোহনলাল "নিকটে শমন।" —নবীন সেন

৩। ইষ্ট-নাশ ও অপ্রিয় সংযোগে শোকের স্থায়ী ভাব অবলম্বন করিয়া যে রস উদ্রিক্ত হয় তাহা **করুণ রস** (The Pathetic)।

সুখের এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া
আজ কোথা তুমি চলে গেলে হায় সংসার আঁধারিয়া?
দু' বেলা পাওনি পেট ভরে খেতে গিয়েছিল দেহ ভেঙে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেগে।
এক মুঠো চাল চিবাতে চিবাতে রুইতে গিয়েছ চলি,
উপোস করিয়া রাত কাটায়েছ "ক্ষুধা নাই" মোরে বলি।
—কালিদাস রায়।

৪। যে স্থায়ী ভাব বিস্ময় উৎপাদন করে এবং তাহাদ্বারা চিত্তকে অভিভূত বা আপ্লুত করে, তাহার নাম **অদ্ভুত রস** (The Surprising)।

কি আশ্চর্য, নৈকষেয়! কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জানি?
সত্য করি কহ মোরে মিত্ররত্নোত্তম!
না পারি বুঝিতে কিছু; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে! বঞ্চো না আমারে।

—মধুসূদন

৫। বিকৃত আকৃতি, বাক্য ও চেষ্টার দ্বারা যে হাস্যভাবের উদয় হয় তাহার অবলম্বনে **হাস্য রস** (The Comic) উৎপন্ন হয়।

জর্মন-প্রোফেসার দিয়েছেন গোঁফে সার কত যে।
উঠেছে ঝাঁকড়া হয়ে খোঁচা খোঁচা ছাঁটা ছাঁটা
দেখে তাঁর ছাত্রের ভয়ে গায়ে দেয় কাঁটা,
মাটির পানেতে চোখ নত যে।
বৈদিক ব্যাখ্যায় বাণী তাঁর মুখে এসে
যে নিমেষে না বাড়ান ওষ্ঠের দ্বারদেশে
চরণ-কমল হয় ক্ষত যে!

—রবীন্দ্রনাথ

৬। মনের ভয়কে অবলম্বন করিয়া যে রস জন্মে তাহাকে **ভয়ানক রস** (The Fearful) বলে।

কি ঘোর গভীর নিশি! আঁধার সাগরে
মগ্ন ধরা।
কি ঘোর নিস্তব্ধ দিক্! নিশার আকাশে,
অদৃশ্য প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে

ফুকারিছে—সাঁ সাঁ করে ; বিশ্ব চমকিত !
কে আমি ; পড়িয়ে এই জলধির তলে ।
সভয়ে জিজ্ঞাসা করি, কে আমি রজনী ?

৭। মনের ঘৃণাজনক ভাবকে অবলম্বন করিয়া যে রসের উদয় হয় তাহাকে **বীভৎস রস** (The Disgustful) বলে।

সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা—
অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগরি দুর্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য। —মধুসূদন

৮। ক্রোধজনক ভাবের অবলম্বনে যে রস উদ্রিক্ত হয় তাহার নাম **রৌদ্র রস** (The Terrible)।

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে।
নড়িল মস্তকে জটা, ভীষণ গর্জনে ॥
গর্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক্ ধক্ ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্বত-কন্দরে।
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে !
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব !

—মধুসূদন

৯। সংসারের অনিত্যতা বা তত্ত্বজ্ঞানাদির জন্য যে শান্ত ভাবের উদয় হয়, তাহার অবলম্বনে যে রস জন্মে তাহাকে **শান্ত রস** (The Quietistic) বলে।

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।
অন্তরগ্লানি সংসার-ভার,
পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার
রাখিবারে যদি পাই। —রবীন্দ্রনাথ

১০। সন্তান ও শিষ্যাদির প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ-উৎপাদক যে স্থায়ী ভাব তাহার অবলম্বনে যে রস উৎপন্ন হয় তাহার নাম **বাৎসল্য রস**।

রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে, বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং উঠে জেগে,
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে,—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে!
যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি, তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি'—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি!
—রবীন্দ্রনাথ

গুণ ও দোষ

৪৩৯। রসের উৎকর্ষ-সাধক ধর্মকে 'গুণ'[১] বলে। গুণ তিন প্রকার—প্রসাদ, ওজঃ ও মাধুর্য।

১ রসস্যাঙ্গিত্বমাপ্তস্য ধর্মাঃ গুণাঃ (সাহিত্যদর্পণ, ৮ম পরি)।

১। কাব্যের যে গুণ থাকিলে পাঠ বা শ্রবণমাত্র হৃদয় দ্রবীভূত হয়, তাহাকে **মাধুর্য** গুণ বলে।

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন-বিহারী॥
মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধ নয়ন-বিহারী।
মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে।
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী॥

—রবীন্দ্রনাথ

২। যে গুণ থাকিলে চিত্ত উৎসাহিত বা উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে **ওজঃ** গুণ বলে।

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
হও উন্নত-শির,—নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান্—হবে জয়!
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু হীন,
হতে পারি দীন, তবু নহি কভু হীন,
ভারতে জনম পুনঃ আসিবে সুদিন,
ঐ দেখ প্রভাত-উদয়!
ঐ দেখ প্রভাত-উদয়!

—অতুলপ্রসাদ সেন

৩। কাব্যের যে গুণ থাকিলে শ্রবণমাত্র অর্থবোধ হয়, তাহার নাম **প্রসাদ গুণ**।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্য ভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথ পাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্ত বিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস। —রবীন্দ্রনাথ

৪৪০। যাহাদ্বারা কাব্যের রসের অপকর্ষ ঘটে, তাহাকে **দোষ** (রসাপকর্ষকা দোষাঃ) বলে। দোষ বহুবিধ। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি লিখিত হইল।

(ক) শব্দগত
১। **শ্রুতিকটুতা**। কর্কশ শব্দ প্রয়োগ।
২। **ব্যাকরণ-দুষ্টতা**। ব্যাকরণবিরুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ।
৩। **অপ্রযুক্ততা**। অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ।

(খ) অর্থগত
৪। **অসমর্থতা**। শব্দের অপপ্রয়োগ।
৫। **নিরর্থকতা**। অনাবশ্যক পদবাহুল্য।
৬। **পুনরুক্তি**। একই শব্দের বার বার ব্যবহার।

(গ) রসগত
৭। **অশ্লীলতা**। ঘৃণা ও লজ্জাজনক রচনা।
৮। **ক্লিষ্টতা**। অর্থ বুঝিতে কষ্ট হওয়া।
৯। **গ্রাম্যতা**। গ্রাম্য প্রাদেশিক ভাষার প্রয়োগ।
১০। **ছন্দোদোষ**। ছন্দ ভঙ্গ হওয়া।
১১। **প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা**। সাহিত্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ ভাবরাশির বিরোধী ভাবের উল্লেখ।

শব্দার্থ-বিজ্ঞান (বাগর্থ)

শব্দশক্তি, অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা

৪৪১। শব্দার্থ তিন প্রকার—মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গার্থ। যে তিনটি শক্তিদ্বারা এই তিন অর্থ প্রকটিত হয়, তাহাদিগকে যথাক্রমে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা বলে।

৪৪২। **অভিধা**। যে শক্তিদ্বারা মুখ্যার্থের (Direct or Literal Meaning) জ্ঞান হয়, তাহাকে অভিধা শক্তি কহে। মুখ্যার্থকে বাচ্যার্থ বা শব্দার্থও বলা হয়। ব্যবহার (অভিধান, উপমান, আপ্ত বাক্য), ব্যাকরণ ও সিদ্ধপদ-সান্নিধ্য দ্বারা অভিধা শক্তি বা মুখ্য অর্থ প্রকাশ পায়। লেখক=যে লেখে, ব্যাকরণ হইতে ইহা জানা যায়। অগ্নি=আগুন, অভিধান হইতে জানা যায়। শ্বাপদ—কুকুরের ন্যায় পা যাদের=ব্যাঘ্রাদি জন্তু, উপমানদ্বারা জানা যায়। আপ্ত বাক্য=বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উক্তি। ব্যবহার=প্রয়োগ, দৃষ্টান্ত। 'গাছে কোকিল ডাকিতেছে', এখানে গাছ শব্দ জানা আছে, ডাকও শুনিয়াছি, এই দুই সিদ্ধ পদের সাহায্যে গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র 'কোকিলের' জ্ঞান হইল। ইহা সিদ্ধপদ-সান্নিধ্য।

৪৪৩। **লক্ষণা**। মুখ্যার্থের বোধ হইলে মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে অর্থান্তর কল্পিত হয়, তাহা লক্ষ্যার্থ (Figurative or Indirectly Expressed meaning)। যে শক্তিদ্বারা লক্ষ্যার্থের বোধ হয় তাহাকে লক্ষণা বলে।*

তিনি গঙ্গাবাসী হইয়াছেন। [গঙ্গাবাসী=গঙ্গাতীর-বাসী]।
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা কামনা করে। [ভারতবর্ষ=ভারতবর্ষের অধিবাসী]।
জাতীয় মহাসভার আদেশ। [মহাসভার=মহাসভার নেতৃ-স্থানীয়দের]।
'লক্ষণা' ইংরেজী অলংকার শাস্ত্রে অলঙ্কাররূপে পরিগণিত।

* সাহিত্য-দর্পণঃ (২য় পরিঃ ৬।৭ সূত্রে)

888। **ব্যঞ্জনা**। অভিধা ও লক্ষণাদ্বারা বাক্যার্থ পরিস্ফুট না হইলে উহার অর্থবোধের জন্য যে অন্যবিধ শক্তির আবশ্যক, তাহাই ব্যঞ্জনা শক্তি (Suggestiveness)।

তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক=তুমি চিরকাল সধবা রও।

এক্ষণে যত্র তত্র লালপাগড়ীর আবির্ভাব দেখা যায়। [লালপাগড়ী=পুলিশ]।

পাণিগ্রহণ=বিবাহ। স্বর্গপ্রাপ্তি—মৃত্যু।

অনুশীলন

১। অলংকার কাহাকে বলে? উহা প্রধানতঃ কয় প্রকার?

২। যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি, ব্যাজস্তুতি—দৃষ্টান্তদ্বারা এগুলি বুঝাইয়া দাও।

৩। উপমা, দৃষ্টান্ত ও প্রতিবস্তূপমা অলংকারে পার্থক্য কি, দৃষ্টান্তসহ লিখ

৪। এখানে কি কি অলংকারের প্রয়োগ হইয়াছে বল।

(১) জ্যোতির্ময় তীর হ'তে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা। —রবীন্দ্রনাথ-

(২) আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। —রবীন্দ্রনা

(৩) বিত্ত হতে চিত্ত বড় এই ভারতের মর্মবাণী।
নিত্য ধ্রুব সত্য যথা, বিত্ত তথা যুক্তপাণি। —কালিদাস রা

(৪) তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতরে মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকা নিশীথফুল্ল-কুসুম যুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। —বঙ্কিমচ

(৫) কলসীতে ঢেউ দিয়া শশধরে খেদাইয়া
সরলা গৃহস্থ-বধূ ভরিতেছে জল,
ও তরঙ্গে বিকম্পনে কত যে পুলক মনে,

এক চন্দ্র শত হয়ে হাসিয়া পাগল,
ভাবিয়া গৃহস্থ-বধূ কুমুদ বিমল! —গোবিন্দদাস

(৬) বসুধা-বেষ্টিত যার কীর্তি-মেখলায়। —রঙ্গলাল

(৭) পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে। —মধুসূদন

৫। রস কাহাকে বলে এবং কি কি?

৬। এই স্তবকগুলিতে কোন্ কোন্ রসের পরিচয় পাওয়া যায়?

(১) তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা-জননী
কাঁদেন সরযূ-তীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, "কোথা রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার অনুজ তোর?" কি ব'লে বুঝাব
ঊর্মিলা বধূরে আমি পুরবাসী জনে? —মধুসূদন

(২) ঐ শুন! ঐ শুন! ভেরীর আওয়াজ হে, ভেরীর আওয়াজ!
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ হে, সাজ সাজ সাজ।
চল চল চল সবে, সমর-সমাজ হে, সমর-সমাজ।
রাখহ পৈত্রিক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে, ক্ষত্রিয়ের কাজ।
—রঙ্গলাল

(৩) বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই?
পুকুর ধারে লেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা-দিদি কই?
—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

৭। গুণ কাহাকে বলে ও কি কি? নিম্নলিখিত স্তবকগুলিতে কি কি গুণ আছে:—

(১) দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি' সবার সাথে।
প্রেরণ করো, ভৈরব, তব দুর্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে। —রবীন্দ্রনাথ

(২) ফুল নীরবে যেমন ঝরে তেম্‌নি করে ঝরে গেল কবি,
চলে গেল মানস-যাত্রী প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে।
হাওয়া শুধু করলে হাহা; আনমনে হায় এই সমাচার লভি'
দূরের বাঁশীর স্বরের ধারা কেঁপে বারেক উঠ্‌ল নিমেষ তরে।
—সত্যেন্দ্রনাথ (স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের মৃত্যু-উপলক্ষে)

(৩) রাত থম্ থম্ স্তব্ধ নিঝুম ঘোর—ঘোর আঁধার
নিঃশ্বাস ফেলি তাও শোনা যায় নাই কোথা সাড়া কার;
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম্ ঘুম্ যেন ঢুলিছে চোকের পাতা,
শিয়রের কাছে নিবু নিবু এক দীপ ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একলা পরাণ দোলে।—জসীমউদ্দিন

৮। কাব্যে 'দোষ' কাহাকে বলে? প্রধান কয়েকটি দোষের উল্লেখ কর।

৯। লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বল।

১০। মহাকাব্য, কোষকাব্য ও গীতিকাব্য কাহাকে বলে?

পদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য

৪৪৫। পদ্যে গদ্যের ন্যায় নির্দিষ্ট কোন পদ-বিন্যাস রীতি নাই। ছন্দ ও ভাবের অধীন বলিয়া, পদ্যরচনায় কর্তৃপদাদি যথেচ্ছ স্থানে বসিতে পারে।

১। কোমল, মধুর ও সাবলীল করিবার নিমিত্ত পদ্যরচনায় বর্ণলোপ, বর্ণাগম, বর্ণসম্প্রসারণ ও বর্ণ-বিপর্যয় করা হয়। যথা,—নিষ্ঠুর > নিঠুর ; উজ্জ্বল > উজল ; চিত্ত > চিত ; ধ্যান > ধেয়ান ; ত্যাগ > তেয়াগ ; শক্তি > শকতি ; ভক্তি > ভকতি ; ধর্ম > ধরম ; হর্ষ > হরষ ; মূর্তি > মূরতি ; স্পর্শ > পরশ।

২। পদ্যে বহু নামধাতু এবং সংস্কৃত ধাতু ব্যবহৃত হয়। যথা,—দমনিয়া, নাশিয়া, আশীষি, উত্তরিলা।

৩। পদ্য রচনায় অনেক ক্রিয়ার সংক্ষেপ করা হয়। কখনো সংক্ষিপ্ত রূপের শেষে উপরে একটি কমা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা,—ভাসিতেছে > ভাসিছে ; ফেলিতেছে > ফেলিছে ; হরণ করিল > হরিল ; করিয়া > করি' ; রক্ষা করিতে > রক্ষিতে ; চমকিয়া > চমকি' ; বাঁচাইলাম > বাঁচাইনু ; রচনা কর > রচ ; ক্ষমা কর > ক্ষম।

৪। কতকগুলি পদ কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়, গদ্যে উহাদের প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে।

তিতিল, হেন, আঁখি, √উর, √হের, √যুঝ, মাঝারে, তব, মম, নারে, নারিনু, আছিল, পানে।

৫। পদ্যে অনেক সময় কোমলতা সম্পাদনের জন্য ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,—কুরঙ্গিণী, শ্যামাঙ্গিনী, নিশি, সুকেশিনী।

৬। শব্দবিভক্তির 'রে' প্রায়শঃই পদ্যে ব্যবহৃত হয়। যথা,—'এখন আমারে লহ করুণা করে।' অনেক স্থলে অবৈধ সন্ধিও হয়। যথা,—রক্ষেন্দ্র, মনান্তর, মনসুখ।

৭। পদ্যে ছন্দের অনুরোধে অনেক সময় সাধু ও চলিত ভাষা একসঙ্গে মিশ্রিত হয়। যথা,—'ধূলোট হয়ে গেছে, ভাঙ্গিয়া গেছে মেলা।'

অনুশীলন

১। ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য যাহা লক্ষ্য কর, বল :—

(১) উতরি জলধি কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল অম্বুরাশি।

(২) সুধিলা মূরলা দূতী—"কহ, দেবীশ্বরী,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে রক্ষ-কুল-হর্যক্ষে বিগ্রহে।" —মধুসূদন

(৩) বসন ভূষণে ঢাকি' গেল ধূলি,
কনকে রতনে খেলিল বিজুলী
সন্ন্যাসী ফুকারে লয়ে শূন্য ঝুলি
সঘনে। —রবীন্দ্রনাথ

২। গদ্যে পরিবর্তিত কর :—

(১) বাঙালী কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে। —সত্যেন দত্ত

(২) বাদলের ধারা ঝর ঝর ঝর,
আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর,
কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে। —রবীন্দ্রনাথ

(৩) উর তবে উর দয়াময়ী
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি'
মহাগীত; উরি' দাসে দেহ পদছায়া
তুমিও আইস, দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবনমধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। —মধুসূদন

বিরামচিহ্ন (Punctuation)

আমরা একটি বাক্য বা বাক্যসমষ্টিকে একশ্বাসে উচ্চারণ করিতে পারি না; মাঝে মাঝে অর্থবোধের সৌকর্যার্থে এবং শ্বাসযন্ত্রের সুবিধার জন্য আমাদিগকে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হয়। একটি বাক্যের উচ্চারণের ভিতরে এবং বাক্য-সমষ্টির উচ্চারণের সময়ে কোথায় কতটুকু এবং কি জাতীয় বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বুঝাইবার জন্য আধুনিক কালে আমরা অনেক বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন বাংলায় এক দাঁড়ি "।" এবং দুই দাঁড়ি "॥" ব্যতীত অন্য কোন বিরামচিহ্নের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না; বর্তমানে ব্যবহৃত অধিকাংশ বিরাম-চিহ্নই আমরা ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

আধুনিক বাংলা বিরামচিহ্ন :—

, কমা (Comma)—সর্বাপেক্ষা অল্পবিরতি সূচনা করে।

; সেমিকোলন (Semi-colon)—কমা অপেক্ষা দীর্ঘতর বিরতি সূচনা করে।

: কোলন (Colon)—প্রায় সেমিকোলনের তুল্য, পূর্ববর্তী উক্তির বিশদী-করণে ব্যবহৃত হয়।

:— কোলন-ড্যাশ—উদ্ধৃত বাক্য ব্যবহারে বা পুনরাবৃত্তিতে প্রয়োগ করা হয়।

—ড্যাশ (Dash)—উদাহরণ প্রয়োগ করিতে বা একই কথার নানাভাবে বিশদীকরণের জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

\- হাইফেন—সাধারণতঃ সমাসবদ্ধ করিতে ব্যবহৃত হয়।

। দাঁড়ি—পূর্ণ বিরতি, বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়।

॥ জোড়দাঁড়ি—পদ্যের দ্বিতীয় পংক্তির শেষে ব্যবহৃত হয়।

? প্রশ্নবোধক চিহ্ন—প্রশ্নজিজ্ঞাসায় বাক্যশেষে ব্যবহৃত হয়।

! বিস্ময় বা ভাবসূচক চিহ্ন—বিস্ময়, আনন্দ, শোক, ভয় ইত্যাদি প্রকাশে। পূর্বে সম্বোধনে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইত।

" " উদ্ধৃতি চিহ্ন—অন্যের বাক্যে বা বিশেষ শব্দে ইহা ব্যবহৃত হয়।

' লুপ্তিচিহ্ন—শব্দের কোন অংশ বর্জিত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

( ) [ ] বন্ধনী—বাক্যান্তর্গত ঈষৎ অসম্বদ্ধ অংশবিশেষ অথবা কোন বিকল্প উক্তি অথবা শব্দান্তর কখনও বন্ধনীর অন্তর্গত করা হয়।

... বা * * *—বর্জন চিহ্ন ; অর্থাৎ কোথায়ও কোন অংশ বর্জন করিলে তাহার স্থলে এই সকল চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

*—ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় কোনও শব্দের সম্ভাব্যরূপ বুঝাইতে শব্দের পূর্বে ইহার ব্যবহার হয়। প্রথম পাদটীকার চিহ্নরূপেই ইহা বেশি ব্যবহৃত হয়।

†—দ্বিতীয় পাদটীকার চিহ্ন।

‡—তৃতীয় পাদটীকার চিহ্ন।

<—উৎপত্তি দ্যোতক চিহ্ন ; যেমন, আজ<অদ্য।

>—পরিণতি দ্যোতক ; যেমন, চন্দ্র>চাঁদ।

√—ধাতুচিহ্ন। যথা,—√কর্, √খা, √দে।

=সমান চিহ্ন।

\+ − × ÷ —যোগ-, বিয়োগ-, পূরণ- ও ভাগ-বোধক।

৺—ঈশ্বর, দেবাদি বা মৃতলোকের নামের পূর্বে সম্মান প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গভাষার ইতিহাস

আর্য ভাষা। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, অতি প্রাচীনকালে (খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতাব্দীর পূর্বে) আর্যজাতি ইরানের (পারস্যের) মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ইহারাই 'ভারতীয় আর্য' নামে পরিচিত এবং 'বৈদিক সংস্কৃত' ইহাদেরই প্রাচীনতম ভাষা। এই বৈদিক সংস্কৃতই আধুনিক উত্তর ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মাতৃস্থানীয়।

আর্যদিগের এক শাখা ইরানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের ভাষার নাম ইরানীয় ভাষা। উহা হইতেই আধুনিক পারসী, বেলুচী ও পশ্‌তুর (আফ্‌গানের ভাষা) উদ্ভব হইয়াছে।

আর্যদিগের আরো কতকগুলি শাখা য়ুরোপে গমন করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধর আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিসমূহ। বর্তমান গ্রীক্, ইতালীয়, জর্মন, রুশ, আইরিশ প্রভৃতি ভাষা প্রাচীন য়ুরোপীয়-আর্য-ভাষা হইতে উদ্ভূত।

সুতরাং বর্তমান ভারতীয়, ইরানীয় ও য়ুরোপীয় জাতির ভাষা-সমূহের মধ্যে পরস্পর এক ঐক্যসূত্র বিদ্যমান আছে।

পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তালিকা হইতে এই সম্পর্কগুলি স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

ভারতীয় আর্য ভাষার তিন যুগ। ভারতীয় আর্যভাষা যে সকল ধ্বনিগত এবং শব্দগত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্য দিয়া বর্তমান প্রাদেশিক ভাষাসমূহে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহার তিনটি সুস্পষ্ট যুগ-বিভাগ চিহ্নিত করা যায়। ভারতীয় আর্যভাষার সেই তিনটি যুগ-বিভাগ এই :—(১) প্রাচীন সংস্কৃত বা বৈদিক, (২) প্রাকৃত, (৩) ভাষা। 'প্রাকৃত' ও 'ভাষা'র মধ্যবর্তী যুগান্তর কালকে ভাষা-বিভাগের 'অপ-ভ্রংশে'র যুগ বলা হয়; কারণ এই যুগে, 'অপভ্রংশসমূহ' পরিণতি ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষা [খৃঃ পূঃ—১৫০০ খৃঃ পূঃ ৬০০]। ঋগ্বেদ এই ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও নিদর্শন। পূর্ণ ও অক্ষত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সুস্পষ্ট উচ্চারণ এবং জটিল শব্দ ও ধাতুরূপাদি ইহার বিশেষত্ব।

প্রাকৃত [খৃঃ পূঃ ৬০০—খৃঃ অব্দ ১০০০]। বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে প্রাকৃতের উদ্ভব। এই যুগকেও আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ইহার প্রথম যুগের প্রাকৃতের নিদর্শন অশোক-লিপি এবং দ্বিতীয় যুগের নিদর্শন নাটকের প্রাকৃত ভাষাসমূহ। ইহার তৃতীয় যুগকেই 'অপভ্রংশের যুগ' বলা হয় (আনুমানিক ৬০০ খৃঃ অব্দ)।

এই যুগে প্রাচীন বৈদিক ভাষা বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে আর্যগণ সমগ্র উত্তর ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই বিশাল ভূ-খণ্ডে তাঁহাদের পূর্বতন ভাষা আর অবিকৃত রহিতে পারিতেছিল না। তাহার উপর, অনার্য জাতিগণও এই ভাষা গ্রহণ করাতে তাহারাও পূর্ব হইতেই ইহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

প্রাচীন বৈদিকি ভাষার যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি এই যুগে সরল ও কোমল হইল। দুইটি বিভিন্ন ব্যঞ্জন একত্র মিলিয়া একটি দ্বিত্ব উচ্চারিত ব্যঞ্জনে পরিবর্তিত হইল। যথা,—কার্য > কজ্জ ; বন্যা > বন্না ; হস্ত > হত্থ ; কর্ম > কম্ম ; সত্য > সচ্চ। শব্দরূপ ও ধাতুরূপ বহুল পরিমাণে সরলীকৃত হইল। বিভক্তির কার্য অন্য শব্দসাহায্যে সম্পাদিত হইতে লাগিল। যথা,—কের < কার্য ; কঅ < কৃত। প্রাকৃতের এই 'কের' হইতে বাংলার ষষ্ঠীর 'র' ও 'এর' আসিয়াছে। প্রাচীন বাংলায় 'ক' দ্বারা ষষ্ঠীর কার্য চলিত, উহা কৃত > কঅ হইতে আগত।

অপভ্রংশ। এই যুগে প্রাকৃতের আরো পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ এই অপভ্রংশ পরবর্তী 'ভাষা'র প্রত্যক্ষ জন্মদাতা।

ভাষা। [খৃঃ অব্দ ১০০০এর পর হইতে]। ভাষা বলিতে আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাসমূহই বুঝায়। এই যুগের প্রাকৃতের বা অপভ্রংশের দ্বিত্ব

উচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণ এক ব্যঞ্জনে পরিণত হইয়াছে এবং এই হেতু অনেক সময়ই উক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে। যথা,—কজ্জ>কাজ ; বন্ন>বান্; হত্থ>হাথ (প্রাচীন বাংলা)>হাত ; কম্ম>কাম ; সচ্চ>সাচ।

নূতন শব্দযোগে বহুবচন-সৃষ্টি, বিভক্তিসূচক শব্দের (Post-positions) ব্যবহার, যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার এবং ধাতুরূপাদির নানা বিবৃদ্ধি এই যুগের প্রধানতম পরিবর্তন ও বিশেষত্ব।

এখানে বলা আবশ্যক, আর্যভাষার জীবন-ধারার এই সকল পরিবর্তন, সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ প্রণালীতেই হইয়াছে, অনিয়ন্ত্রিত ভাবে হয় নাই।

এখানে কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন-ক্রমের উদাহরণ লিখিত হইল।

বৈদিক সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাংলা (স্বরান্ত উচ্চারণ)	আধুনিক বাংলা
অবিধবা	অবিহবা	অইহঅ	আইহ	আইয়, এয়ো
অষ্টাদশ	অট্‌ঠারহ	অট্‌ঠারহ	আঠারহ	আঠার
অস্মে	অম্‌হে	অম্‌হি	আহ্মি	আমি, আম
আদিত্য	আইচ্চ	আইচ্চ	আইচ	আইচ, (কুলোপাধি)
ইন্দ্রাগার	ইন্দাআর	ইন্দার	ইঁদারা	ইঁদারা
কৃষ্ণ	কণ্‌হ	কণ্‌হ	কাণ্‌হ,কান,কান্	কানু, কানাই
গ্রাম	গাম	গাঁব	গাঁও	গাঁ
জ্যেষ্ঠতাত	জেট্‌ঠআঅ	জেট্‌ঠআঅ	জেঠা	জেঠা
দলপতি	দলবই	দলবই	দলঅই, দলই	দলুই (উপাধি)
ভবতি	হোদি, হোতি,	হোই	হোই	হয়
ময়া	মএ	মঁই	মঁই	মুই
শৃণোতি	সুণদি, সুণই	সুণই	শুণই	শুনে
সমর্পয়তি	সমপ্পেতি	সমপ্পেই	সঅঁপে	সঁপে
	সমপ্পোদ	সবপ্পেই		
সামন্তরাজ	সামন্তরাঅ	সাবন্তরাঅ	সাঅঁন্তরা	সাঁতরা (কুলোপাধি)

সংস্কৃতের (Classical Sanskrit) অভ্যুত্থান। আমরা কাব্য-নাটকাদিতে যে সংস্কৃত ভাষার সহিত সাধারণতঃ পরিচিত তাহা প্রাকৃতের যুগে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা আর্যদিগের মৌখিক ভাষা নয়, ইহা একটি তৈরী (artificial) লেখ্য ভাষা। কাল-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশীয় প্রাকৃতিক অবস্থানের ফলে এবং আদিম অধিবাসিগণের ভাষার প্রভাবে বৈদিক ভাষা দ্রুত বিকৃত হইয়া পরিবর্তিত হইতে লাগিল। সেই সময় শিষ্টজনের একটি সাধারণ বিশুদ্ধ ভাষার (common language) প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি তাঁহার প্রাচীনতম সুশৃঙ্খল ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা করেন। এই ব্যাকরণের সংস্কারের দ্বারা যে লেখ্য ভাষার উদ্ভব হইল ইহাই সংস্কৃত (Reformed) ভাষা।

গাথা। বৌদ্ধগণ সংস্কৃতের অসীম প্রভাব লক্ষ্য করিয়া প্রাকৃতের সঙ্গে সংস্কৃত মিশাইয়া এক মিশ্রিত ভাষা তৈরী করেন এবং তাহাতে 'ললিত-বিস্তর,' 'মহাবস্তু', 'দিব্যাবদান' প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই মিশ্রিত ভাষার নাম 'গাথা' ভাষা।

পালী। পালী ভাষা এক প্রকার প্রাকৃত মাত্র। ইহাতে হীনযানী বৌদ্ধদের সমস্ত শাস্ত্র-গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে শৌরসেনী প্রাকৃতের প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। পালী শব্দের অর্থ পঙ্‌ক্তি (text)। বুদ্ধদেবের বাণী এই ভাষায় গ্রথিত হওয়াতে ইহার নাম পালী ভাষা (= পঙ্‌ক্তির ভাষা অর্থাৎ বুদ্ধদেবের ভাষা) হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেবের বাণী 'পালন' করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া এই ভাষার নাম পালী।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি। মগধ অঞ্চলে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃত হইতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশ এবং মাগধী অপভ্রংশ হইতে বাংলা ভাষা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। উড়িয়া এবং আসামী ভাষা বাংলা ভাষার নিকটতম জ্ঞাতি বা সহোদরা। ইহারাও মাগধী

অপভ্রংশের দুই শাখা। উহার একশাখা হইতে বাংলা, আসামী ও উড়িয়ার জন্ম, অপর শাখা হইতে মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরিয়ার জন্ম (তালিকা দ্রষ্টব্য)।

বাংলা ভাষার তিন যুগ। বাংলা ভাষাকে প্রধান তিনটি যুগবিভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহা এই :—(১) আদি বা প্রাচীন যুগ। (২) মধ্য যুগ ও (৩) আধুনিক যুগ।

আদি। [আনুমানিক খৃঃ অব্দ ৯০০—খৃঃ অব্দ ১২০০]। খুব সম্ভবতঃ নবম শতকেরও পূর্বেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভাষা পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, প্রাকৃতের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে নাই।

'ভাষা'-যুগের লক্ষণসমূহ (৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইহাতে পরিস্ফুট। ইহার ভিতরে তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্য এবং তৎসম শব্দের বিরল ব্যবহার লক্ষণীয়।

'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামক গ্রন্থের চর্যাপদগুলি এই যুগের সাহিত্যিক সৃষ্টি। ইহা ছাড়া কিছু কিছু রাধাকৃষ্ণের পদ, লোকসাহিত্য—যাহা পরবর্তী কালে গোপীচাঁদের গান, লাউসেনের বীরত্বগাথা, লখীন্দর-বেহুলা, শ্রীমন্ত-কাল-কেতুর কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও এই যুগেই প্রচলিত ছিল।

মধ্য যুগ [খৃঃ অব্দ ১২০০—খৃঃ অব্দ ১৮০০]। মধ্য যুগকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় : (১) যুগান্তর কাল (Transitional period), (২) আদি মধ্য-যুগ বা প্রাক্-চৈতন্য যুগ, (৩) অন্ত মধ্য-যুগ।

যুগান্তর কাল [খৃঃ অব্দ ১২০০—খৃঃ ১৩০০]। এই যুগেই বাংলা ভাষা যথার্থ বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। এই যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন নাই বটে, কিন্তু এই যুগেরই বহু কাহিনী ও আখ্যায়িকা পরবর্তী যুগে সাহিত্যের উপকরণ যোগাইয়াছে। গোপীচাঁদের গীতিকা, বেহুলা ও লখীন্দরের কাহিনী, লহনা, খুল্লনা ও ধনপতির কাহিনী, ফুল্লরা-কাল-কেতুর কাহিনী প্রভৃতি সম্ভবতঃ এই যুগেই সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা প্রথম তুর্কী আক্রমণের যুগ

বলিয়া এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়ে সাহিত্য-সৃষ্টি বেশি আশা করাও যায় না। সম্ভবতঃ কানা হরিদত্ত, ময়ূর ভট্ট ও মাণিক দত্ত প্রমুখ মঙ্গল-কাব্যের অগ্রদূত জনকয়েক সাহিত্যিক এ যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আদি মধ্য-যুগ [খৃঃ অব্দ ১৩০০—খৃঃ অব্দ ১৫০০]। এই যুগে বাংলা সাহিত্য পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে। সংস্কৃতের প্রভাবে ভাষার চেহারা পরিবর্তিত হয় এবং বাঙালীর জনপ্রিয় স্থায়ী জাতীয় সাহিত্যের পত্তন হয়। চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও পদাবলী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ, মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দীর মহাভারত প্রভৃতি এই যুগে রচিত হয়।

এই যুগে তৎসম শব্দের আধিপত্য দৃষ্ট হয়। অনেক তদ্ভব শব্দ অপ্রচলিত ও পরিত্যক্ত হয়। উচ্চারণে এবং শব্দের আকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে। পদান্তের অ'র আধুনিক হলন্ত উচ্চারণের সূত্রপাত এই যুগেই হয়। যুগ্মস্বরের (diphthongsএর) জন্মও এ সময় হইতে থাকে। আহ্মি, কাণ্‌হ প্রভৃতির পদান্ত হ ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে থাকে। করেন্ত, বোলেন্ত প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ক্রমশঃ আধুনিক আকৃতির দিকে অগ্রসর হয়।

এই যুগের প্রধান দান এই যে সমস্ত বঙ্গদেশের ব্যবহার্য লৈখিক ভাষা এই যুগেই পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

অন্ত্য মধ্য-যুগ [খৃঃ অব্দ ১৫০০—খৃঃ অব্দ ১৮০০]। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈতন্যদেবের (১৪৮৫—১৫৩৩ খৃঃ) ধর্ম-প্রচারের ফলে একটি বিরাট ও শক্তিশালী বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া উঠে। জীবনচরিত এই যুগেরই বাংলা সাহিত্যের নব সৃষ্টি। বস্তুতঃ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবের যুগ।

ভাষার উপর সংস্কৃত ও মৈথিলের প্রভাব এই যুগে যথেষ্ট দেখা যায়। 'ব্রজবুলী' এই যুগেরই সৃষ্টি। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ফারসী ভাষার প্রভাবও

বাংলা শব্দকোষে পর্যাপ্ত অনুভূত হয়। মোগল আমলেই ফারসী শব্দসমূহ বাংলা ভাষায় যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করে। পূর্বে বাংলার শব্দ-সম্পদের আলোচনা প্রসঙ্গেই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে পোর্তুগীজ ভাষারও কিঞ্চিৎ প্রভাব বাংলা শব্দকোষে লক্ষ্য করিতে পারি।

শব্দের উচ্চারণ ও আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া এই যুগের শেষ ভাগেই আধুনিক আকৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। যথা,—মারিয়া > মাইরিয়া > মাইর্য়া > মেইর্য়া > মের্যে > মেরে, দেখিয়া > দেইখিয়া > দেইখ্যা, দেখ্যে > দেখে।

আধুনিক যুগ [খৃঃ অব্দ ১৮০০—বর্তমান কাল]। এই যুগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি একটি **প্রথম শ্রেণীর সৌষ্ঠবশালী অনুপম গদ্য-সাহিত্য** যাহা ইহার পূর্ব যুগে অতি সামান্যই ছিল। এই গদ্য সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সংস্কৃতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান **ভাগীরথী জনপদের কথ্য ভাষাকে শক্তিশালী লেখ্য সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত করা**। বস্তুতঃ সাধুভাষা যেরূপ সকল বাঙালীর পক্ষেই সুবোধ্য এবং সকলেরই আপনকার ভাষা, এই চলিত ভাষাও প্রায় এই স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ সমধিক সমুজ্জ্বল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এদেশের মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সাহিত্যিক বিকাশের পক্ষে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

চলিত ভাষার উচ্চারণগত অনেক পরিবর্তন এই যুগেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এই যুগে **ইংরেজী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব** বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্রুতগতিতে ক্রমবর্ধমান। বাংলা ভাষা যে কেবল বিদেশীয় শব্দই আত্মসাৎ করিতেছে তাহা নয়, বিদেশী ভাব এবং জ্ঞানেরও প্রকাশ ইহাতে অতি চমৎকার। এই নিমিত্ত নব নব শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজনে সংস্কৃতের চিরন্তন অক্ষয় ভাণ্ডারের দ্বারেই হাত পাতিতে হয়। সংস্কৃতের এই নব গৌরবজনক কার্যভার দীর্ঘদিন অক্ষুন্ন রহিবে।

'ব্রজবুলীর' জন্ম। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা ভাষার অন্ত্য মধ্যযুগে ব্রজবুলীর জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা এই ভাষায় গীত হইত বলিয়া ইহার নাম ব্রজবুলী। বস্তুতঃ ইহা ব্রজধামের ভাষা নয়। ব্রজের ভাষার নাম 'ব্রজভাষা', উহা মথুরার চতুঃপার্শ্ববর্তী ভূ-ভাগে প্রচলিত। কিন্তু মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের সৃষ্টি এই অভিনব কোমল ও মধুর কাব্যিক ভাষা বাংলা ও মৈথিলীর সংমিশ্রণে তৈরী। ইহাতে ছিটাফোঁটা পশ্চিমা হিন্দীর শব্দও দেখা যায়। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতকে মূলত: মৈথিলী ভাষাকে অবলম্বন করিয়া একটি নূতন কবিত্বময় ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং সেই ভাষাতেই বহু রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলার পদ রচনা করিলেন। বিদ্যাপতির এই পদগুলি বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় হয় এবং বাঙালী বৈষ্ণব কবিগণ এই সুললিত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহারা তখন বাংলা ও মৈথিলীর মিশ্রণে (সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হিন্দী উপাদানও গ্রহণ করিয়া) সুললিত পদাবলীর উপযুক্ত একটি মিশ্রভাষার সৃষ্টি করিলেন ; ইহাই আজকাল 'ব্রজবুলী' নামে সুপরিচিত। নিম্নে প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাসের একটি ব্রজবুলীর পদ উদ্ধৃত হইতেছে।

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।

কর কঙ্কণ পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে ॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

একটি তৈরী (artificial) ভাষা কত সুন্দর, শক্তিশালী ও ভাব-প্রকাশক হইতে পারে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্রজবুলী। অনুপম বৈষ্ণব গীতি-কবিতাসকল ইহাতেই রচিত। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ভাষাতেই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করিয়াছেন।

ছন্দের ক্রম-বিকাশ। বাংলা ভাষায় আদি যুগের সাহিত্য 'বৌদ্ধ গান ও দোহার' চর্যাপদগুলি **মাত্রাবৃত্ত ছন্দে** (Moric-Metre) রচিত। তখনও যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত পয়ারের (Syllabic Metreএর) উদ্ভব হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জয়দেব গীত-গোবিন্দ নামক মধুর ও কোমল গীতিকাব্য রচনা করেন। যদিও উহার ছন্দ মাত্রাবৃত্ত, তথাপি উহার অক্ষরবৃত্তের আভাস পাওয়া যায়। অনেকের মতেই উহার সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব-সম্বন্ধ নির্ধারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গীত-গোবিন্দের এই প্রকার শ্রুতিমধুর কোমল শব্দবিন্যাস এবং আশ্চর্য রকমের সুরসৃষ্টির জন্য অনেকে ইহাকে কোন প্রাকৃত বা প্রাচীন বাংলা গ্রন্থেরই সংস্কৃত রূপান্তর বলিয়া মনে করেন।

যাহা হোক, আমরা মধ্যযুগের প্রারম্ভেই পয়ারে রচিত পদাবলী দেখিতে পাই। পয়ার জাতীয় যৌগিক **অক্ষরবৃত্ত ছন্দই** অতি দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা পদ্য-সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। ইহার পর অন্ত্য মধ্য-যুগ হইতে প্রখর প্রধান **স্বরবৃত্ত ছন্দের** (Stressed Metreএর) উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ পদান্ত অ-কারের ক্রমশঃ হলন্ত উচ্চারিত হওয়ার রীতি

চলিত হওয়ায় শব্দের আদিতে ঝোঁক বা প্রস্বর স্থাপন করিয়া উচ্চারণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছিল। অবশ্য অক্ষরবৃত্তই সমগ্র পদ্য-সাহিত্যের আসর অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু স্বরবৃত্তে লোক-সঙ্গীত, ছড়া ও ঝাঁড়ফুঁকের মন্ত্র প্রভৃতি রচিত হইত। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্বরবৃত্ত কাব্যসৃষ্টির অন্যতম উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিভক্তির ক্রম-বিবর্তন। প্রাচীন সংস্কৃত স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দসমূহের বিভাগ-বাহুল্য প্রাকৃতে শব্দ-পরিবর্তনের ফলে অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। এখন বাংলায় আকৃতি বা লিঙ্গনির্বিশেষে সমস্ত শব্দের রূপ একবিধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংস্কৃতের শব্দবিভক্তি সাতটি, বাংলায় মোটে চারিটি মূল শব্দ-বিভক্তি এবং তাহারও তিনটি প্রাকৃতের নূতন সৃষ্টি। এ, কে, র, তে—এই চারিটি বিভক্তির কেবল 'এ' বিভক্তি সংস্কৃত হইতে আগত। যথা—হস্তেন> প্রা হত্থেন> অপ হত্থেঁ>প্রা বা হাথেঁ, হাথে>হাতে; কাজেই সংস্কৃত তৃতীয়ার 'এন' হইল বাংলায় 'এ'। ষষ্ঠীর 'র' বিভক্তি আসিয়াছে প্রাকৃতের ষষ্ঠী 'কের' হইতে [কার্য>কের>এর>র]। আবার প্রাচীন বাংলায় ষষ্ঠীতে 'ক' বিভক্তিও ব্যবহৃত হইত। উহা কৃত>কঅ>ক এইরূপে উদ্ভূত। উহার সঙ্গে 'এ' বিভক্তির যোগে আধুনিক 'কে' হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় সপ্তমীতে 'ত' বিভক্তি ব্যবহৃত হইত (যথা,—'বাটত', সঙ্কমত', 'টালত')। উহার সঙ্গে 'এ' যুক্ত হইয়া আধুনিক 'তে' হইয়াছে [ত<অন্ত]।

সংস্কৃত ক্রিয়াবিভক্তিগুলি প্রাকৃতে অনেক কমিয়াছিল এবং ঢের পরিবর্তিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাংলায়ও প্রাকৃতের বেশ প্রভাব লক্ষিত হয়। সমস্ত ক্রিয়াবিভক্তিগুলির পরিবর্তনের ধারা এখানে আলোচনা সম্ভবপর নয় এবং উহা জটিলও বটে। আমরা মোটামুটি কয়েকটি মাত্র ক্রিয়াবিভক্তির উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম।

স' চলথ>প্রা' চলহ, চলহু>চলু (প্রাচীন বাংলায়), চল ; 'চলু'র সঙ্গে স্বার্থে 'ক' যুক্ত হইয়া 'চলুক' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ গঠিত হইয়াছে।

স' চলিষ্যসি > প্রা' চলিহিসি, চলিহসি > চলিস্।

স' চলিষ্যথ > প্রা' চলিহহ, চলিহ > চলিঅ > চলিয়ো, চলিও, চ'লো।

স' চলামি > প্রা' চলামি > প্রা' বা' চলই > চলি।

স' চলতি > প্রা' চলদি, চলঈ > প্রা' বা চলই > চলে।

স' চলন্তি হইতে বাংলা সম্মানসূচক 'চলেন' আসিয়াছে।

কিন্তু 'চলেন' এর 'ন'তে বিশেষ্যপদের স' বহুবচন 'আনাম্' এর 'ন'র প্রভাব আছে। কারণ, ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া 'চলন্তি'র 'অন্তি'='অ' বা 'ইত' হইতে পারে মাত্র।

করিল, গেল, চলিল, পাইল, ধরিল প্রভৃতির 'ইল' বিভক্তি সংস্কৃতের ভাব-কর্মবাচ্যের ক্ত-প্রত্যয়ের (ত, ইত) সহিত স্বার্থে ল-প্রত্যয় যোগে জাত। সংস্কৃত চলিত + ল > প্রা' চলিঅ + ইল্ল > বা চলিল।

বাংলা কৃদন্ত পদ চলা, করা, দেখা প্রভৃতি এই ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে; যথা,—স' চলিত > চলিঅ + অ (নির্দেশ করিবার নিমিত্ত) > চলা।

'চলিল' এবং 'চলা'—এই উভয় ক্ষেত্রেই মূল সংস্কৃত কর্মবাচ্যের ক্রিয়াপদ বা কৃদন্তপদ।

স' 'অন্ত' হইতে বাংলা নিত্যবৃত্ত অতীতের বিভক্তি 'ইত' হইয়াছে। যথা,—স' চলন্ত, প্রা' চলেন্ত—চলিত।

বাংলা ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াবিভক্তি সংস্কৃত 'তব্য' বা 'ইতব্য' হইতে আগত। স' চলিতব্য > প্রা' চলিঅব্ব > চলিব।

বাংলা সর্বনাম ও বহুবচনের চিহ্নাদির ক্রমবিবর্তন-গ্রন্থের যথাস্থানে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব। বাংলা ভাষা প্রাচীন সংস্কৃত আর্য ভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও, ইহাতে অনার্য প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হয়। দ্রাবিড় ও কোল প্রভাবই উল্লেখযোগ্য। কেবল শব্দসম্পদে নয়, বাক্য-গঠনেও দ্রাবিড়াদির

প্রভাব যথেষ্ট। বাংলায় প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ, দ্বিত্ব শব্দ এবং যৌগিক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। ইহা সম্পূর্ণ অনার্য প্রভাব। যথা,—ঘোড়া-টোড়া, কাপড়-চোপড়; টুকটুক; খট্ খট্; খাঁ খাঁ; ধা ধা; বসিয়া পড়া; লাগিয়া থাকা। উচ্চারণগত প্রভাবও আছে। ইহা ছাড়া, দ্রাবিড়াদির শব্দ ত যথেষ্টই আছে। স্থানের নামে পর্য্যন্ত দ্রাবিড় প্রভাব রহিয়াছে। যথা,—নাড়াজোল, জোড়াসাঁকো, বানিয়াজুড়ী ইত্যাদি স্থলে 'জোল', 'জোড়া', বা 'জুড়ী' শব্দের অর্থ নদী, জলপ্রবাহ বা খাল।

জোড়াসাঁকো = যে জোড়ার বা জলপ্রবাহের উপর সাঁকো আছে। এইরূপ শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি প্রভৃতির 'গুড়ি' শব্দও দ্রাবিড়, উহার অর্থ সমষ্টি।

বাংলা শব্দের গোত্রভেদ। বাংলা ভাষায় চারি প্রকার শব্দ আছে—(১) **তৎসম** বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ [তৎ = তাহা = সংস্কৃত; ∴ তৎসম = সংস্কৃতের তুল্য অর্থাৎ সংস্কৃতের অবিকল এই অর্থে ব্যবহার্য]; (২) **তদ্ভব** বা সংস্কৃত হইতে জাত; (৩) **দেশী** বা দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি অনার্য ভাষার শব্দ এবং অজ্ঞাতজন্মশব্দ; (৪) **বিদেশী**

বাংলা ভাষার শব্দসংখ্যা প্রায় সোয়া লক্ষ। ইহার প্রায় অর্ধেক তৎসম শব্দ। প্রায় ২৫০০ ফারসী-আরবী শব্দ (৪০০ তুর্কী শব্দ), আট শতাধিক ইংরেজী শব্দ, ১০০ শত পোর্তুগীজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। তৎসম এবং বিদেশী শব্দ বাদে বাকী শব্দ সমস্তই তদ্ভব ও দেশী।

বাংলায় বিভিন্ন প্রকার শব্দের হার শতকড়া এইরূপ :—

তৎসম শব্দ	৪৪·০০
তদ্ভব ও দেশী শব্দ	৫১·৪৫
বিদেশী (ফারসী-আরবী)	৩·৩০
অন্য বিদেশী	১·২৫
	১০০·০০

[এই হিসাব স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান অবলম্বনে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত।]

বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব। বিদেশী শব্দসম্পদের কথাই এখানে আলোচ্য। বিদেশী শব্দ যে কেবল মধ্যযুগেই বাংলাভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়। কয়েকটি বিদেশী শব্দ অতি প্রাচীনকালে সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং উহারা প্রাকৃতে রূপান্তরিত হইয়া বাংলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। যথা,—গ্রীক্ drakhme (মুদ্রাবিশেষ) হইতে সংস্কৃত দ্রম্ম, উহা হইতে প্রাকৃত দম্ম এবং তৎপর বাংলা 'দাম' (=মূল্য) আসিয়াছে। এইরূপ প্রাচীন পারসিক 'পোস্ত' হইতে সংস্কৃত পুস্তক এবং বাংলা পুঁথি। সুড়ঙ্গ শব্দটিও গ্রীক্ হইতে আগত [Gk. Surinks]। ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মধ্য দিয়াই আরবী, তুর্কী প্রভৃতি শব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে বাংলায় প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। অধুনা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় নিত্য-ব্যবহার্য বহু শব্দ ফারসী হইতে গৃহীত। যথা,—মালিক, শিকার, খাজনা, আবাদ, দারোগা, আইন, উকীল, নালিশ, নাবালক, কবর, ইজ্জৎ, আয়না, কমল, দোয়াত, খাতা, চরখা, গোলাপ, শিশি, বাগিচা, বুলবুল, বোচকা (যে সকল আরবী ও তুর্কী শব্দ বাংলায় ঢুকিয়াছে, তাহা ফারসীর মধ্য দিয়াই আসিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে ফারসীর অন্তর্ভুক্ত ধরা হইয়াছে)। কতকগুলি তুর্কী শব্দ এই :—আলখাল্লা, উজবগ, উর্দু, কুলী, কোঁতকা, খাতুন, কোর্মা, চক্‌মকি, বকশী, বাহাদুর, বোচকা, রওয়াক, লাস, সওগাত 'চী' বা 'চি' প্রত্যয় (=খাজাঞ্চি, তবলচী, মশালচী)।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় পোর্তুগীজগণের আগমনের পর হইতে বহু পোর্তুগীজ শব্দ বাংলায় প্রবেশ লাভ করে। যথা,—আনারস, আতা, তামাক, চাবি, তোয়ালিয়া, বালতি, ইস্ত্রি, কামরা, গুদাম, পাউ (রুটী), নীলাম, পেঁপে, কপি, বোতল, বোতাম।

ফরাসী শব্দ এইগুলি—কার্তুজ, কুপন, ডিপো।

ওলন্দাজ শব্দ—হরতন, ইস্কাবন, ইস্কুরূপ।

ইংরেজী শব্দ—ইস্কুল, টেবিল, চেয়ার, লাট, জাঁদরেল, গেলাস, লণ্ঠন, গারদ, ডাক্তার, হাসপাতাল, ভোট।

অধুনা অন্য প্রাদেশিক ভাষা হইতেও নব নব শব্দ বাংলায় ঢুকিতেছে। যথা,—হরতাল (গুজরাটী—হাট-বাজার বন্ধ), বীমা, খাকী (হিন্দুস্থানীর মধ্য দিয়া ফারসী শব্দ); চাহিদা (পাঞ্জাবী)।

ইহা ব্যতীত ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া অন্যান্য বিদেশী শব্দও বাংলায় অনেক ঢুকিয়াছে এবং ঢুকিতেছে।

বাংলার উপভাষাসমূহ (Dialects)। বাংলার বিভিন্ন অংশে মাগধী অপভ্রংশ যে বিভিন্নরূপে প্রচলিত ছিল তাহারই পরিণতি বর্তমান বাংলার উপভাষাসমূহ। শব্দগত ও উচ্চারণগত যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলার সমস্ত উপভাষার মধ্যে একটি স্থূল ঐক্যসূত্রও অবশ্য বিদ্যমান আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। বাংলার উপভাষাগুলির তালিকা অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। বাংলার উপভাষার চারি প্রধান বিভাগ—রাঢ়, বরেন্দ্র, কামরূপ ও বঙ্গ।

বাংলা ভাষার বিস্তৃতি-সীমা। উক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, পূর্বে আসামের মণিপুরের খানিকটা, কাছাড়, শ্রীহট্ট, পশ্চিম গোয়ালপাড়া হইতে পশ্চিমে বিহার ও ছোটনাগপুরের পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংহভূম পর্যন্ত বাংলা ভাষা বিস্তৃত। উত্তরে দার্জিলিং পর্যন্ত বাংলা ভাষা প্রচলিত কাজেই সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যতীতও বহির্বঙ্গের একটি নাতিবিস্তৃত ভূভাগে বাংলা ভাষাই প্রচলিত রহিয়াছে। এই সকল অংশকে বাংলাপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তথাকার অধিবাসীদিগের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের-প্রবল আলোচনা করা প্রত্যেক বাঙালীর কর্তব্য।

১। রাঁচির কতকগুলি পরগণায়, হাজারিবাগের ও ছোটনাগপুরের এবং আসামের কতকগুলি অঞ্চলে বাংলা ভাষাই চলিত, যদিও উহা প্রান্তীয় বলিয়া অন্যান্য ভাষার প্রভাব উহাতে খানিকটা দেখা যায়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় (উত্তরা, ১৩৩৬)।

বাংলার চার প্রধান উপভাষা-বিভাগ *

- রাঢ়
  - দক্ষিণ-পশ্চিম
    - [উড়িষ্যা] মেদিনীপুর
    - দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিম-বিভাগ
      - সাঁওতাল পরগণা
      - প: বীরভূম
      - পূ: বর্ধমান
      - বাঁকুড়া
      - মানভূম
      - সিংহভূম
      - উ: মেদিনীপুর]
  - রাঢ় খাস (পশ্চিম বঙ্গীয়)
    - পূর্ব-বিভাগ
      - [চলিত ভাষার জন্মভূমি]
      - [মুর্শিদাবাদ
      - প: নদীয়া
      - পূ: বর্ধমান
      - পূ: বীরভূম
      - পূ: মেদিনীপুর
      - হুগলী
      - হাওড়া
      - চব্বিশপরগণা
      - কলিকাতা]
- বরেন্দ্র
  - মধ্য উত্তর বঙ্গ
    - [মালদহ
    - দ: দিনাজপুর
    - রাজশাহী
    - পাবনা
    - বগুড়া]
- কামরূপ
  - পূর্ব বিভাগ
    - (আসাম)
  - পশ্চিম বিভাগ
    - উত্তর বঙ্গ
    - [জলপাইগুড়ি
    - পূ: পূর্ণিয়া
    - দ: দার্জিলিং
    - দিনাজপুর
    - কুচবিহার
    - রংপুর
    - পূ: গোয়ালপাড়া]
- বঙ্গ
  - প: ও দ: প: বিভাগ
    - ময়মনসিংহ
    - ঢাকা
    - ফরিদপুর
    - উ: পূ: নদীয়া
    - যশোহর
    - খুলনা
    - বরিশাল
    - সন্দীপ
    - উ: প: শ্রীহট্ট
  - পূ: ও দ: পূ: বিভাগ
    - পূ: শ্রীহট্ট
    - কাছাড়
    - মন্নাং (মণিপুর)
    - ত্রিপুরা
    - নোয়াখালি
    - চট্টগ্রাম
    - পার্বত্য চট্টগ্রাম (চাকমা)

* শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত ইংরেজী তালিকা হইতে গৃহীত

বাংলা নামের উৎপত্তি। মুসলমান আমলে রাঢ়, বরেন্দ্র (পশ্চিম কামরূপসহ), বগড়ী, বঙ্গ (শ্রীহট্টসহ) এবং চট্টল—এই সমগ্র ভূভাগ বাংলা নামে পরিচিত হয়। সুতরাং মুসলমানগণ বাংলার ভাষাকে 'জবান-ই-বাংলা' বলিতেন। [বঙ্গ+আল>বঙ্গাল। বঙ্গাল+(ফারসী প্রত্যয়) অহ্ বা আ= বঙ্গালহ্ বা বঙ্গালা। উহা হইতে মধ্য যুগে 'বাঙ্গালা' শব্দ প্রবর্তিত হইয়াছে]। কিন্তু সাধারণ লোক ইহাকে শুধু "ভাষা" বলিত এবং পণ্ডিতগণ ইহাকে 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত করিতেন। বস্তুতঃ, তৎকালে বর্তমান পূর্ববঙ্গই "বঙ্গ" নামে পরিচিত ছিল। এবং পূর্ববঙ্গীয় এই 'বঙ্গ' নামই সমগ্র বঙ্গদেশের পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ববঙ্গের পক্ষে ইহা গৌরবের কথাই বটে।

'গৌড়' বলিতে এককালে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ বুঝাইত। ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলাভাষাকেই বাঙালীরা গৌড়ভাষা নামে অভিহিত করিতেন। রামমোহন রায়ও (যিনি বাংলা ব্যাকরণের সর্বপ্রথম বাঙালী লেখক) তাঁহার ব্যাকরণের নাম দিয়াছিলেন "গৌড়ীয় ব্যাকরণ"। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও মাইকেল মধুসূদন বাঙালীকে "গৌড়জন" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বর্তমান সময়ে 'বাঙলা' বা 'বাংলা' নামই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গলিপির ইতিহাস

দেবনাগর হইতে বঙ্গলিপির উদ্ভব নয়। অনেকের ধারণা যেহেতু সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে (হরফে) লিখিত হইয়া থাকে, সুতরাং দেবনাগরলিপি হইতে বঙ্গলিপির উদ্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা ভুল ধারণা। সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব কোন লিপি নাই। ইহা প্রত্যেক প্রদেশে বিভিন্ন লিপিতে মুদ্রিত হয়। দেবনাগর লিপিতে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার রীতি আধুনিক। দেবনাগর হইতে বঙ্গলিপির উদ্ভব হয় নাই। বস্তুতঃ, দেবনাগর এবং ভারতীয় অন্যান্য লিপিসমূহ যে মূল লিপি হইতে উদ্ভূত, বঙ্গলিপিও তাহা হইতেই উদ্ভূত।

ব্রাহ্মীলিপি হইতে ভারতীয় লিপির সৃষ্টি। ভারতের প্রাচীনতম লিপির নাম **ব্রাহ্মীলিপি**। ইহা হইতেই ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশ-গুলির লিপিসকল উদ্ভূত হইয়াছে। কেবল ভারতবর্ষেরই নয়, বহির্ভারতেরও বহু লিপি এই ব্রাহ্মীলিপি হইতেই জাত।

ব্রাহ্মীলিপির প্রধান দুই বিভাগের একটি হইতে উত্তর-ভারতের বাংলা, মারাঠী, গুজরাতী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি লিপি জন্মলাভ করিয়াছে এবং ইহার অপর বিভাগ হইতে দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানারী প্রভৃতি লিপি উদ্ভূত হইয়াছে।

ব্রাহ্মীলিপির তিন প্রকার ভেদ। ব্রাহ্মীলিপি আমরা প্রথমে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অশোকের অনুশাসনসমূহে দেখিতে পাই। ইহা তখন পরিণত অবস্থায় উপনীত। এই ব্রাহ্মীলিপি অত্যন্ত সরল ও মাত্রাবিহীন। এই লিপি কুষাণ ও গুপ্ত যুগে অনেক পরিবর্তিত হয়। গুপ্ত যুগের অবনতির পর মহারাজ হর্ষবর্ধনের পরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে এই লিপি তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া তিন রূপ ধারণ করে।—(১) উদীচ্য, (২) প্রতীচ্য ও (৩) প্রাচ্য। এই সময়ে বর্ণের উপরে মাত্রা দেওয়ার প্রথা আরম্ভ হয়; উদীচ্য (উত্তর-পশ্চিমের) শাখার নাম

শারদালিপি। ইহা হইতে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের গুরুমুখীর উৎপত্তি। **প্রতীচ্য**-লিপির নাম **নাগরলিপি**। ইহা হইতেই **দেবনাগরীর** উৎপত্তি। গুজরাতী, রাজস্থানী এবং মারাঠীও ইহারই রূপান্তরবিশেষ। প্রাচ্য লিপির নাম **কুটিললিপি**। ইহার মাত্রা ও বর্ণ কুটিল বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে। মূল ব্রাহ্মীর এই কুটিল রূপভেদ হইতে আধুনিক বাংলা, আসামী, উড়িয়া ও মৈথিলী লিপির উদ্ভব। প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ বঙ্গলিপি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

মৈথিলী ও বঙ্গলিপি। প্রাচীনকালে মৈথিলী ও বাংলা লিপির মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। মধ্যযুগের বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ মৈথিলী লিপিতে লিখিত সংস্কৃত পুঁথি অনায়াসে পড়িতে পারিতেন। এই লিপিকে তাঁহারা তিরুটে (<তীরভুক্তি=মিথিলা) বলিতেন। সেকালে বঙ্গ ও মিথিলার সঙ্গে বিদ্যাচর্চার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে পশ্চিম অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত দেবনাগরলিপি কাইথির আগমনে ও প্রভাবে মৈথিলী অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে। অধুনা মৈথিলী গ্রন্থাদি হিন্দী হরফেই মুদ্রিত হইয়া থাকে। মিথিলার ন্যায় এককালে নেপালেও বঙ্গভাষা ও লিপির প্রভাব ও সমাদর ছিল।

উড়িয়া ও বঙ্গলিপি। উড়িয়ালিপির সঙ্গে বাংলালিপির যোগ অপেক্ষাকৃত অধিক। বস্তুতঃ উভয়লিপি প্রায় একই। পূর্বকালে উড়িয়াগণ তালপাতার উপর লোহার 'খুন্তি' দিয়া লিখিতেন। খুন্তির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম বলিয়া উহাদ্বারা সরল রেখা টানিতে গেলে পাতা ছিঁড়িয়া যাইত। সেই জন্য উড়িয়া বর্ণের মাত্রা গোল, কিন্তু বাংলায় লেখনী বাঁশ বা খাগের কলম বলিয়া উহার মাত্রা সরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আসামী ও বঙ্গলিপি। আসামী বর্ণমালা বঙ্গলিপিতেই লিখিত হইয়া থাকে। দুই একটি প্রাচীন বাংলা ও মৈথিলী হরফ হইতে অতিরিক্ত দেখা যায়।

বঙ্গলিপির ইতিবৃত্ত। খৃষ্টীয় নবম শতকে বাংলাদেশের পালবংশীয় রাজা নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে বঙ্গলিপির ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়। ইহার পর হইতে বঙ্গলিপির ক্রমবিবর্তনের ধারা অব্যাহত ও পরিস্ফুট আছে।

প্রাচ্যলিপির নমুনা জাপানের হরিয়ুজি বৌদ্ধমঠে একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে আছে। উহা ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখা। সপ্তম শতাব্দীর আদিত্য সেন নামক মগধরাজের অফসড় নামক স্থানের অনুশাসনে এই লিপির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ইহা হইতে ক্রমে পালরাজগণের লিপির ক্রমবিবর্তন এবং তৎপর বঙ্গলিপির বিকাশ ঘটে।

বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা-সাহিত্যের যুগ-বিভাগ। বাংলা সাহিত্য অধুনা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যে বাংলাই সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী এবং অপর সকলের আদর্শস্থানীয়। বস্তুতঃ আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যেরই এক ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি।

বাংলাভাষার যুগ-বিভাগের ন্যায় বাংলা সাহিত্যেরও তিনটি প্রধান যুগ-বিভাগ দৃষ্ট হয়—(১) আদি বা প্রাচীন যুগ, (২) মধ্যযুগ ও (৩) আধুনিক যুগ।

প্রাচীন যুগ [আনুমানিক খৃঃ অব্দ ৯৫০—খৃঃ অব্দ ১২০০]। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বঙ্গদেশ মৌর্যাধিকারে আসে। খুব সম্ভবতঃ সেই সঙ্গে সঙ্গে আর্যভাষাও বঙ্গদেশে বিস্তৃত হয়। তার পূর্বে বঙ্গদেশে আর্যভাষা হয়ত গৃহীত হয় নাই। দ্রাবিড়, কোল ও মোঙ্গল জাতীয় অনার্যভাষাই এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এই আর্যভাষা কিরূপে আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে

বাংলাভাষায় রূপান্তরিত হইয়া উঠে তাহার ইতিবৃত্ত বঙ্গভাষার ইতিহাসেই বিবৃত হইয়াছে।

বাংলার প্রাচীন যুগে এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যথেষ্ট ছিল; বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণ দেশ-প্রচলিত ভাষায় অনেক আধ্যাত্মিক পদ রচনা করিয়াছিলেন। **"বৌদ্ধগান ও দোহা"** নামক সংগ্রহ এইরূপ ৪৭টি পদের সংগ্রহ। ইহাই একমাত্র প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন, আর সমস্তই লুপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাও এদেশে পাওয়া যায় নাই বা প্রচলিত নয়। নেপাল রাজদরবারের পুঁথিশালা হইতে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহা নকল করিয়া এদেশে আনেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়। এখানে দুই একটি পদের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ভবণই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥
জই তুম্‌হে লোঅ হে হোইব পারগামি।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী॥

অর্থ—ভবনদী গহন গভীর বেগে বয়। দুই অন্তে পঙ্কিল, মাঝে থাই (থই) নাই। ধর্মের জন্য আচার্য চাটিল সাঁকো গড়ে। পারগামী লোক নির্ভয়ে তরিয়া যায়। যদি তুমি (হে লোক) পারগামী হইবে, অনুত্তর স্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর।

এতকাল হাঁউ আচ্ছিলে স্বমোহে।
এবে মই বুঝিল সদগুরু বোহেঁ॥
এতকাল আমি (স্ব) মোহে আছিলাম।
এখন আমি সদগুরুবাক্যে বুঝিলাম।

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চিত্র পইঠো কাল ॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥

কায়া তরুবর (তুল্য)। ইহার পঞ্চ ডাল। চঞ্চলচিত্তে কাল প্রবেশ করিয়াছে। দৃঢ় করিয়া মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলিতেছেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে।

যদিও আধুনিক বাঙালীর পক্ষে এই ভাষা বোঝা কিঞ্চিৎ কষ্টকর, কিন্তু ইহাই আদি বাংলা। এই পদগুলি চর্যাপদ নামে পরিচিত।

ইহাদের বাহ্য অর্থ সহজবোধ্য হইলেও, ইহাদের আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রহেলিকাময় ও দুর্বোধ্য।

এই পদগুলি যে সকল বৌদ্ধাচার্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারা অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। লুইপাদ, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, ভুসুকু, কানুপা (কৃষ্ণপাদ), ধামপাদ, শান্তিপাদ-প্রমুখ পদকর্তা প্রসিদ্ধ বাঙালী ধর্মাচার্য ছিলেন। এই সকল বৌদ্ধাচার্য সিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের ভিতরে প্রথম সিদ্ধা লুই-পা দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক ছিলেন; আর কানুপা ছিলেন সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। এই সময়ের ভিতরেই অন্যান্য সিদ্ধাচার্যগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাদের প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম।

মধ্যযুগ [খৃঃ অব্দ ১২০০—খৃঃ অব্দ ১৮০০]। মধ্যযুগের আবার কয়েকটি উপবিভাগ আছে :—(১) যুগান্তর কাল বা পরিবর্তনের যুগ (২) আদি মধ্যযুগ বা প্রাক্‌চৈতন্য যুগ (৩) অন্ত্য মধ্যযুগ।

যুগান্তর কাল [Transitional period] খৃঃ অব্দ ১২০০—খৃঃ অঃ ১৩০০]। এই সময় তুর্কী মুসলমানদের আক্রমণের ফলে দেশে অরাজকতা চলিতেছিল,

সুতরাং কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি এ যুগে সম্ভবপর হয় নাই। বাংলার নিজস্ব কাব্য-উপাখ্যানগুলি খুব সম্ভবতঃ এই যুগেই সৃষ্টি হইয়াছিল, পরবর্তী কালের বহু কবি এই সকল আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া বৃহৎ '**মঙ্গলকাব্য**' রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আদি মধ্য যুগ [খৃঃ অব্দঃ ১৩০০—খৃঃ অব্দ ১৫০০]। চতুর্দশ শতাব্দীর চণ্ডীদাস এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। চণ্ডীদাস বাংলার অন্যতম আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি। মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে কেন্দুবিল্বের কবি জয়দেব রাধা-কৃষ্ণ প্রেমমূলক যে গীতি-সাহিত্যের প্রবর্তন করিয়া যান, নান্নুরের প্রেমিক কবি **চণ্ডীদাস** এই প্রেমধারাকেই খাঁটি বাংলা ভাষায় প্রকটিত করিয়া তুলেন। চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি আখ্যায়িকা ব্যতীত তার কিছু নিশ্চিন্ত জানিতে পারি না। তাঁহার নামে যে সহস্রাধিক পদ প্রচলিত আছে, প্রকৃত পক্ষে উহাদের মধ্যে কতগুলি পদ যে চণ্ডীদাসের রচনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্বে চণ্ডীদাসের একখানি নির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুঁথি অবিকৃতভাবে পাওয়া গিয়াছে। ইহা চণ্ডীদাস-প্রণীত **শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন**। ইহার ভাষা প্রাচীন। আদি চণ্ডীদাসের পদসমূহ মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া অধুনা একেবারে বর্তমান ভাষার আকৃতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিখানি সে সুযোগ পায় নাই বলিয়া উহার ভাষার বিকৃতি ঘটে নাই। যথা,—

(১) সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥
ইহার মরণ হএ কমন উপাএ।
সব্বেঁই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥
তোহ্মে নানা রূপে কইলে আসুরের খএ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥

(২) কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিন্দী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ মাঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলো রন্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন্ জনা।
দাসী হঞাঁ তার পাএ নিশাবোঁ আপনা ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরষে।
তার পাএ বড়ায়ি মো কৈলো কোন দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলো পরাণী ॥

চণ্ডীদাসের ভাষা কতদূর বিকৃত হইয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন : দেখিলো প্রথম নিশী স্বপন সুনতোঁ বসী
সব কথা কহিআঁরো তোহ্মারে হে

চণ্ডীদাস পদাবলী : প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।

—সাঃ পরিষদ্ সংস্করণ

চণ্ডীদাসের নামে যে প্রচলিত পদগুলি রহিয়াছে তাহা তাঁহার রচনা কিনা ইহা লইয়া মতভেদ আছে। তবে যিনিই এই পদগুলি লিখিয়া থাকুন, তিনি যে প্রথম শ্রেণীর কবি তাহাতে কোন সংশয় নাই। চণ্ডীদাসের এই প্রচলিত পদগুলির ভিতরে ভাষার আলঙ্কারিক কারুকার্য অপেক্ষা হৃদয়ের আবেগই অধিক। একটা সহজ সুরে মানুষের মনের সূক্ষ্মতারে আঘাত করাই এই পদগুলির বৈশিষ্ট্য। এতখানি প্রাঞ্জল হইয়াও এতখানি ভাব-গভীর হওয়া সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। এখানে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদ হইতে একটি পদ তুলিয়া দেওয়া গেল।—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনীপারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠ করি' ময়র-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

চণ্ডীদাসের পর পণ্ডিত **কৃত্তিবাস ওঝা** বাংলা ভাষায় **রামায়ণ** রচনা করেন। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের লোক। রামায়ণ বাংলা ভাষায় আরো অনেকেই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ কর্তৃক এই রামায়ণ প্রথম মুদ্রিত হয়। রামায়ণের প্রথম কবি বলিয়াই যে কৃত্তিবাসের একখানি জনপ্রিয়তা তাহা নহে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভিতরে মধ্যযুগের বাঙালীর জাতীয়-জীবন একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর ধর্ম, বাঙালীর সংস্কৃতি, বাঙালীর সমাজ এবং পরিবার কৃত্তিবাসের তুলিকায় জীবন্ত ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তুলসীদাসের রামায়ণ উত্তর ভারতে যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণও

সমগ্র বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট সেইরূপ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহিতা এবং ভাষার প্রাঞ্জলতাও এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুলীন গ্রামের ভক্ত-বৈষ্ণব **মালাধর বসু** (গুণরাজ খাঁ) **শ্রীকৃষ্ণ বিজয়** (রচনাকাল ১৪৭৩—১৪৮১ খৃঃ অঃ) নামে ভাগবতের অনুবাদ করেন। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অনুবাদ হইলেও ইহার ভিতর দিয়া কবির নিজস্ব প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনায় বহুস্থানে তিনি তাঁহার ভক্তপ্রাণ এবং কবিপ্রাণ উভয়েরই পরিচয় দিয়াছেন। এই শতকেই বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী-নিবাসী **বিজয়গুপ্ত** **"পদ্মাপুরাণ"** (রচনারম্ভ ১৪৯৪ খৃঃ অঃ ?) নামক বেহুলা ও লখীন্দরের কাহিনী লিখেন। এই ধরণের মনসামঙ্গল কাব্য ইহার পূর্ব হইতেই লিখিত হইতেছিল। কাহারও মতে ময়মনসিংহ-নিবাসী কবি নারায়ণ দেব বিজয়গুপ্তের পূর্বে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

এই যুগের **সঞ্জয়**, **কবীন্দ্র-পরমেশ্বর** (রচনাকাল ১৫২৫ খৃঃ অঃ) ও **শ্রীকরণ নন্দী** (রচনাকাল ১৫১৮—১৫৩২ খৃঃ অব্দের মধ্যে) পূর্ববঙ্গে মহাভারতের অনুবাদ করেন।

এই যুগের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমান রাজা হুসেন শাহ্, তৎপর নসরত শাহ্ ও সেনাপতি পরাগল খাঁর উৎসাহ উল্লেখযোগ্য।

অন্ত্য মধ্য-যুগ [খৃঃ অঃ ১৫০০—খৃঃ অঃ ১৮০০]। এই যুগের আবার দুইটি উপবিভাগ :—(১) চৈতন্য যুগ, (২) কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ বা অষ্টাদশ শতক।

চৈতন্য যুগ [খৃঃ অব্দ ১৫০০—খৃঃ অব্দ ১৭০০]। "প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশ।" এই উক্তি যাঁহার সম্বন্ধে করা হইয়াছে তিনিই বাংলার প্রেমাবতার মহাপ্রভু **শ্রীচৈতন্য**। মহাপ্রভুর জন্ম হয় ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে এবং তিরোভাব হয় ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে। ইনি বাংলায় এক

নব ভক্তিধারার প্লাবন আনয়ন করেন। ইহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় বাংলায় একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক-গোষ্ঠী এবং এক বিরাট সাহিত্য সৃষ্ট হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন,—

বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।

এই যুগে বাংলা সাহিত্যে জীবন-চরিত লেখার প্রবর্তন হয়। বলা বাহুল্য, প্রায়শঃ চৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই এই সকল জীবনী-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এখানে প্রধান প্রধান খানকয়েক জীবনী গ্রন্থের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।—(১) **গোবিন্দদাসের কড়চা**—কথিত হয়, ইহা গোবিন্দদাস কর্মকার নামক মহাপ্রভুর জনৈক ভ্রমণ-সহচর কর্তৃক লিখিত। ইহার ভাষা ও বর্ণনা অতি সুন্দর ও সরল। তবে আজকাল অনেক পণ্ডিতই এই গ্রন্থখানিকে খাঁটি বলিয়া স্বীকার করেন না। (২) **জয়ানন্দ কৃত চৈতন্য মঙ্গল**—(জন্ম ষোড়শ শতকের শেষ অর্ধে) ইহা সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহাতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সংবাদ পাওয়া যায়। (৩) **বৃন্দাবনদাস কৃত চৈতন্য-ভাগবত**—১৫৭৩ খৃঃ অব্দে গ্রন্থকারের ৩৮ বৎসর বয়সের সময় ইহা রচিত হয়। এই গ্রন্থখানি "ভাগবতে"র ছাঁচে তৈরী এবং ইহাতে অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে। কবির বর্ণনা বহু স্থানে সাবলীল। মহাপ্রভুর শেষজীবন ইহাতে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত। বৈষ্ণবসমাজে এই গ্রন্থের স্থান অতি উচ্চে। (৪) **লোচনদাস** (১৫২৩—১৫৮৯ খৃঃ অব্দ) **কৃত চৈতন্যমঙ্গল**—ইহাতে চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত দেবলীলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তবে গ্রন্থমধ্যে, লোচন দাসের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় রহিয়াছে। (৫) **কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত চৈতন্য-চরিতামৃত**—বৃন্দা বনে বর্ষীয়ান্ ভক্ত গ্রন্থকারকর্তৃক নয় বৎসরের চেষ্টায় ১৬১৫ খৃঃ অব্দে ইহার রচনা সমাপ্ত হয়। চৈতন্যদেবের জীবনীগুলির মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে একাধারে জীবন-চরিত,

দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব সরল ভাষায় বিবৃত। (৬) **নরহরি** চক্রবর্তি-কৃত **ভক্তিরত্নাকর**—ইহাতে চৈতন্যদেবের পার্ষদ ভক্তদের জীবনী লিখিত হইয়াছে। (৭) নিত্যানন্দ দাস-কৃত **প্রেমবিলাস**। ইহাতে শ্রীনিবাস, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দের জীবনী ও তাহাদের বৈষ্ণবধর্মের প্রচারের কথাই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (৮) ঈশান নাগর-কৃত **অদ্বৈত প্রকাশ** (রচনাকাল ১৫৬৮—৬৯ খৃঃ অঃ)।

পদাবলী সাহিত্য এই যুগে বিশেষ সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হয়। এই যুগে ব্রজবুলিতে বহু পদ রচিত হইয়াছে। বাংলার পদাবলী সাহিত্য বিশ্বের দরবারে বাঙালীর এক গৌরবের বস্তু। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম-সাধনকে অবলম্বন করিয়া এই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙালী কবিগণ বাঙলার শ্যামলবুকে রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলাকে আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রেমমূর্তিই ছিল এই সকল কবিগণের কাব্য-প্রেরণার উৎস। ভাবের গভীরতায়, প্রকাশের চারুতায়, ছন্দ ও অলঙ্কারের নিপুণ কারুকার্যে বৈষ্ণব কবিতাগুলি ধর্মপিপাসু এবং কাব্য-পিপাসু উভয়বিধ পাঠকেরই একান্ত আস্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

দেড় শতের অধিক পদকর্তা বাংলার গীতিকাব্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা এবং মুসলমানও আছেন। পদকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর কাব্যকারও দেখিতে পাই। তন্মধ্যে **গোবিন্দ দাস কবিরাজ** (১৫০৭-১৬১২ খৃঃ অব্দে), **জ্ঞানদাস** (জন্ম ১৫৩০ খৃঃ) **বলরাম দাস নরোত্তম দাস** অতি বিখ্যাত। গোবিন্দদাস, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুড়া রাজা বসন্ত রায়ের সভাকবি ছিলেন এবং ব্রজবুলিতে মৈথিলকবি বিদ্যাপতির অনুকরণে অনুপম পদসকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই যুগের পদাবলী সাহিত্যের নমুনা স্বরূপে এখানে কয়েকটি পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত হইল।

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর ॥
অবিরত প্রেম রতন-ফল-বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহ দূরে ॥

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ুরিণী ॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে ॥

কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়
একে একে শিখাইয়া দেই শ্যাম রায় ॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি।
শুন রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী ॥

গোঠে আমি যাব মাগো, গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াঞা রাজপথে ॥

পীত ধড়া দে গো মা, গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥

অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিনী ধটি পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখি পুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥

চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে ॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর পরাণি ॥

সংগ্রহ-সাহিত্যও এই যুগের অপর কীর্তি। এই সকল বৈষ্ণব পদ প্রথম সংগ্রহ করেন বাবা আউল মনোহর দাস **"পদসমুদ্র"** নামক গ্রন্থে।

তৎপর শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর **'পদামৃতসমুদ্র'** সঙ্কলন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বৈষ্ণবদাস **'পদকল্পতরু'** সঙ্কলন করেন। এই সংগ্রহ-গ্রন্থগুলিতেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যগুলিও এই যুগে বৈষ্ণব-সাহিত্যের পাশাপাশি গড়িয়া উঠিতেছিল। নানা প্রকারের উপাখ্যানের ভিতর দিয়া লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য স্থাপন এই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য। এই সকল কাব্য পূর্বে দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে পালা করিয়া গীত হইত। এইরূপে ইহাদের মারফতে ধর্মপ্রচার এবং সাহিত্যপ্রচার দুই উদ্দেশ্যই এক সঙ্গে সাধিত হইত। এই মঙ্গলকাব্যগুলির ভিতরে আমরা দেশের তৎকালীন ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও জানিতে পারি।

রাঢ় দেশে অনেকগুলি ধর্মমঙ্গল রচিত হইতেছিল। ধর্ম ঠাকুর একজন লৌকিক দেবতা, তাহার গায়ে বৌদ্ধধর্মের কিছু গন্ধও মিশ্রিত ছিল। লাউসেন ছিল এই ধর্মঠাকুরের ভক্ত,—তাঁহারই ভক্তি এবং বীরত্ব কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ধর্মমঙ্গলগুলি রচিত হইয়াছিল। ইহার ভিতরে নানা প্রকার সৃষ্টি-তত্ত্বেরও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে) এবং **ঘনরামের ধর্মমঙ্গল** (অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে) এতন্মধ্যে বিখ্যাত। রামাই পণ্ডিতের **শূন্য-পুরাণ** ও **ধর্মপূজা-পদ্ধতি** ধর্ম-সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়। তবে এই গ্রন্থগুলি আমরা আজকাল যে আকারে পাইতেছি সে আকারে এ-গুলি কোনও এক সময়ে কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা লিখিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, এগুলি ষোড়শ শতকের রচনা। গোপীচাঁদের উপাখ্যান প্রভৃতিও এই সময়েই কাব্যে স্থান পায়।

কালকেতু ব্যাধ ও শ্রীমন্ত সওদাগরের কাহিনী অবলম্বনে চণ্ডীদেবীর

মাহাত্ম্য কীর্তনের নিমিত্ত এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের **মাধবাচার্য-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গলকাব্য** (রচনা কাল ১৫৭৯—৮০ খৃঃ অঃ) এবং পশ্চিমবঙ্গের **কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য** (১৫৯৪ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি) **অনুপম**। মুকুন্দরাম একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। তাহার বর্ণনা অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক সামাজিক চিত্র বর্ণনায় তাঁহার ন্যায় সুন্দর শিল্পী সে যুগে কেন এ-যুগেও বিরল। তাঁহার কাব্যখানি সে যুগের বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির একখানি আলেখ্য-বিশেষ।

ষোড়শ শতকে পূর্ববঙ্গে দ্বিজ বংশীদাস 'পদ্মপুরাণ' নামক মনসামঙ্গল এবং পশ্চিমবঙ্গে কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ মনসার ভাসান রচনা করেন। বংশীদাসের বিদুষী কন্যা **চন্দ্রাবতীও** তাহার পিতার গ্রন্থের অনেকাংশ রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, চন্দ্রাবতীয় রামায়ণও এই যুগের এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণের পরেই উহার স্থান।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে **কাশীরাম দাস** বাংলা **মহাভারত** রচনা করেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কাশীরাম দাসের মহাভারতও বাঙলার ঘরে ঘরে প্রচার লাভ করিয়াছে।

এই যুগের দুইখানি বিখ্যাত অনুবাদ-গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতেই **কৃষ্ণদাস বাবাজী** নাভাজীদাস কৃত হিন্দী ভক্তমালের এবং চট্টগ্রামের কবি আলাওয়াল মালিক মহম্মদ জায়সী-কৃত হিন্দী 'পদুমাবত' কাব্যের অনুবাদ করেন। **কবি আলাওয়াল** (জন্ম ১৬১৮?) এ যুগের একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন।

এই যুগেই বাংলার লোক-সাহিত্যের এক চমৎকার বিকাশ দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের গাথাকাব্যগুলি সাহিত্য হিসাবে উজ্জল কীর্তি ও অনুপম সৃষ্টি। **'ময়মনসিংহ-গীতিকায়'** ইহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলিও

ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভিতরে লিখিত বলিয়া মনে হয়।

অষ্টাদশ শতক বা কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ (খৃঃ অব্দ ১৭০০—খৃঃ অঃ ১৮০০)। এই শতাব্দী বাংলার অধঃপতন ও ভাগ্য-বিপর্যয়ের যুগ। এই যুগের বর্গীর হাঙ্গামা, বাংলার স্বাধীন নবাবের ক্ষমতাহ্রাস, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অত্যাচার, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর একে একে বাঙালীর জীবনকে অভিশপ্ত করিল। বাঙালীর নৈতিক অধোগতি এই যুগে চরমে পৌঁছিল। সুতরাং এই যুগে বৃহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। এই যুগের কবিদের মধ্যে **রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র** বিখ্যাত। রামপ্রসাদ সেন (জন্ম ১৭১৮—১৭২৩ খৃঃ অব্দের ভিতরে; মৃত্যু ১৭২৫ খৃঃ অব্দ) কালীকীর্তন ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন। ইঁহার মাতৃভাবাত্মক গীতিকবিতাগুলি যেমন বিশুদ্ধ, পবিত্র, সরল ও ভাবোন্মাদক এরূপ আর কোন কবিতা দেখা যায় নাই। উমাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার বাৎসল্যের গানগুলিও মধুর। ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর (১৭১২ খৃঃ—১৭৬০ খৃঃ) এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন এবং তাহারই আশ্রয়ে থাকিয়া ইনি অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য লিখেন। ইঁহার ভাষা মার্জিত অলঙ্কারবহুল। ইনি বহু সংস্কৃত ছন্দের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার কাব্যের কোন কোন অংশ অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট এবং তাঁহার সমসাময়িক কালের রুচির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতচন্দ্রের কাব্য লোকে এককালে মুগ্ধ হইয়া শুনিত।

এই শতকে বিক্রমপুরের সেনভ্রাতৃদ্বয় রামগতি ও জয়নারায়ণ এবং রামগতির বিদুষী কন্যা **আনন্দময়ী** কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ী উভয়ে মিলিয়া 'হরিলীলা' লিখেন এবং জয়নারায়ণ ও রামগতি যথাক্রমে 'চণ্ডীকাব্য' ও "মায়াতিমির-চন্দ্রিকা" লিখেন। এই

শতকেই **জনৈক মুসলমান কবি** হেষ্টিংসের দেওয়ান কান্তবাবুর জীবনচরিত **"কান্তনামা"** রচনা করেন।

এই যুগের লোকে শব্দচাতুর্যময় হাল্কা **পাঁচালী, কবিগান, ঘেউর, আখড়াই, টপ্পা ও ছড়া-কাটাকাটিতে** অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। এই নিমিত্ত এই যুগে আমরা **কবিগানেরও** বিকাশ দেখিতে পাই। এই কবিওয়ালাদের মধ্যে রামবসু (১৭৮৬—১৮২৮ খৃঃ), মৃজাহুসেন, আজু গোঁসাই, এণ্টুনি ফিরিঙ্গি (পোর্তুগীজ), গোপাল উড়ে, দাশরথি রায় (পাঁচালীকার, ১৮০৪—১৮৫৭ খৃঃ), রামনিধি রায় (নিধুবাবু টপ্পাওয়ালা, ১৭৪১—১৮৩৪ খৃঃ), হরু ঠাকুর (১৭৩৮—১৮১৩ খৃঃ), ভোলা ময়রা, রাসু, যজ্ঞেশ্বরী (মহিলা), রামরূপ ঠাকুর প্রমুখ কবিওয়ালাগণ বিখ্যাত। ইঁহারা শতাধিক বর্ষ বাংলার আসর জুড়িয়াছিলেন এবং বাঙালীর চিত্তে আনন্দ ও রস বিতরণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে **যাত্রাওয়ালাদের** নামও উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের বিশেষত্ব—খৃঃ অব্দ ১২০০ হইতে খৃঃ অব্দ ১৮০০ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার চারিটি প্রধানতম বিশেষত্ব সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। তাহা এই—

১। এই যুগের সাহিত্য কেবলমাত্র **পদ্য-সাহিত্য**। গদ্য-সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি।

২। এই যুগের সাহিত্যের আলোচ্য **বিষয়বস্তু অতি অল্প** ও সীমাবদ্ধ। বাংলা দেশের বাইরের ভাবধারার সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই; এমন কি, বাংলা দেশ ও বাঙালী জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের প্রকাশও ইহাতে অতি বিরল। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের এই একঘেয়ে ভাব সহজেই চোখে পড়ে।

৩। প্রাচীন কবিদিগের জীবনী সম্বন্ধে এবং তাঁহাদের জীবিতকাল সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ অতি সামান্য মাত্র জানা যায়।

৪। সেকালের কবিদিগের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের একটি সহজ যোগ ছিল, তাহা আধুনিক যুগে শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে দেখা যায় না।

আধুনিক যুগ (খৃঃ অব্দ ১৮০০—বর্তমান কাল)। উনবিংশ শতাব্দী বাংলার জাগরণের ও অভ্যুদয়ের যুগ। এই যুগে বাঙালীর প্রতিভা সর্বতোমুখী গতিতে প্রবাহিত হয় এবং বাঙালী জাতীয় অভ্যুদয়ের সর্ববিধ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসের দর্পণস্বরূপ। তাই এই যুগেই আমরা একটি প্রবল, শক্তিশীল সাহিত্যের অভ্যুত্থান দেখিতে পাই। বাংলা সাহিত্যের আজিকার যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও গৌরব তাহা বহুলাংশে বাংলার এই আধুনিক সাহিত্যেরই জন্য।

আধুনিক যুগের বাংলা-সাহিত্যের অতি প্রধান বিশেষত্ব কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।—

(১) একটি শক্তিশালী **গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি** এবং উহার অসাধারণ বিকাশ।

(২) উনবিংশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর এই গদ্যসাহিত্য সংস্কৃতের বিশেষ প্রভাবান্বিত।

(৩) বিশ্ব-সাহিত্য ও জগতের আধুনিকতম চিন্তাধারার সহিত বাংলা সাহিত্যের নিবিড় যোগ।

(৪) সর্ববিধ বিদ্যা ও ভাব-বিষয়ক সাহিত্য-সৃষ্টি।

(৫) **সাময়িক সাহিত্য সৃষ্টি।**

(৬) ভাগীরথী-জনপদের কথ্য ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ। উহাই আধুনিক '**চলিত ভাষা**'। বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে (গত য়ুরোপীয় মহাসমরের পরবর্তী কাল হইতে) চলিত ভাষার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব, প্রসার ও প্রতিপত্তি।

(৭) কাব্য-সাহিত্যের অসামান্য উন্নতি।

(৮) সর্বদেশীয়, সর্বকালীয় ও সর্বজাতীয় সার্বভৌম সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশাল সাহিত্য-সৃষ্টি দেখিয়া ইহাই বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, বাঙালী যেমন একটি শক্তিশালী সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে, সেইরূপ বাংলা সাহিত্যও বাঙালীকে শক্তিশালী করিয়া গড়িতেছে। বস্তুতঃ সাহিত্যের প্রভাব জাতীয় জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয়। সাহিত্যই জাতীয় চরিত্রের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড।

আধুনিক যুগকে আমরা কয়েকটি প্রধান উপবিভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) পাদ্রী ও পণ্ডিতী যুগ, (২) গুপ্ত কবি ও বিদ্যাসাগরের যুগ, (৩) মধু-বঙ্কিমের যুগ, (৪) রবীন্দ্র যুগ।

পাদ্রী ও পণ্ডিতী যুগ (খৃঃ অব্দ ১৮০০—খৃঃ অব্দ ১৮৩০)। বাংলা গদ্য রচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু যাহা ছিল তাহাকে সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করা চলে না। অষ্টাদশ শতকে (১৭৪৩ সালে) পোর্তুগালের লিসবন নগরে পোর্তুগীজ **পাদ্রী মানো-এল-দা-আসুসুম্পসাম্-রচিত বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা শব্দকোষ** রোমান হরফে মুদ্রিত হয় এবং ঐ বৎসর **কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ** নামক পুঁথিও মুদ্রিত হয়। বলা বাহুল্য, তখনও বাংলা লিপি ছাপার হরফে উঠে নাই। ইহার পর বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং সর্বপ্রথম বাংলা লিপিতে মুদ্রিত পুঁথি **হালহেড্ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ** হুগলীতে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। এই সময় খৃষ্টান পাদ্রীগণ বাংলা গদ্যে পুস্তকাদি প্রকাশিত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ প্রয়োজনের খাতিরেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জন্ম হয়। শ্রীরামপুরের **কেরী, মার্শম্যান** প্রমুখ পাদ্রীগণ বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বাঙালী জাতির চিরকৃতজ্ঞতাভাজন রহিবেন। ইহারাই এই শতকের প্রথম তিন দশকে বাংলা গদ্যে ধর্মগ্রন্থ রচনা, পত্রিকা প্রচার, অভিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের প্রকাশিত (মার্শম্যান-

সম্পাদিত) 'সমাচারদর্পণ' .(২৩ মে, ১৮১৮) নামক পত্রিকা বাংলা ভাষার অন্যতম আদি সাময়িক সাহিত্য।

খৃষ্টান পাদ্রীদের পাশাপাশি একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করেন। ইহারাই কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ। বিলাত হইতে আগত ইংরেজ সিবিলিয়ানদিগকে এ দেশীয় ভাষা শিখাইবার নিমিত্ত এই কলেজ ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান **পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার** "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" (১৮১৩), 'রাজাবলী' (১৮০৮), তোতা ইতিহাস" "বত্রিশ-সিংহাসন" "পুরুষ-পরীক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থ গদ্যভাষার রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য রচনা স্থানে স্থানে আড়ষ্ট ও সংস্কৃতবহুল, আবার স্থানে স্থানে সাবলীল ও প্রাঞ্জল। এই কলেজের অন্যতম পণ্ডিত **রামরাম বসু** 'প্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২) প্রভৃতি লিখেন। রামরাম বসু পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহার রচিত 'প্রতাপাদিত্য-চরিতে' ফারসী শব্দবহুল রচনাও দেখা যায়। অপর পক্ষে পাদ্রীদের গদ্য রচনা সরল ও চলিত ভাষার অনুবর্তী ছিল ; তবে বাক্-রীতি স্থানে স্থানে একেবারে ইংরেজী-গন্ধী।

এই যুগের শেষ ভাগে (১৮১৫—১৮৩০ খৃঃ অব্দে) রাজা **রামমোহন রায়** বাংলা গদ্যে প্রাচীন উপনিষদ প্রভৃতির অনুবাদ এবং ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত পুঁথি প্রকাশ করেন। ইনি প্রায় ৩০।৩৫ খানা বাংলা পুঁথি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, ইনি "সংবাদ-কৌমুদী" (৪ ডিসেম্বর, ১৮২১) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। রামমোহন এদেশের শিক্ষা, .সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি—সর্ববিধ আন্দোলন ও প্রগতির প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন।

এই যুগের সাহিত্য-সৃষ্টি বিশেষ কিছুই নাই। বস্তুতঃ এই যুগ বাংলা

গদ্য-সাহিত্যের গড়িয়া উঠিবার যুগ। ইহা স্বয়ং অনুর্বর হইলেও, ইহার পরবর্তী যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির সম্ভাবনা ইহাতে নিহিত ছিল।

গুপ্ত-কবি ও বিদ্যাসাগরের যুগ। [খৃঃ অব্দ ১৮৩০—খৃঃ অব্দ ১৮৬০]। **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত** (১৮১২—১৮৫৯ খৃঃ অব্দ) পাশ্চাত্য প্রভাব-বর্জিত যুগের শেষ কবি। ইহাতেই আমরা নবযুগের সূচনা দেখিতে পাই। ইনি 'সংবাদ-প্রভাকর' নামক সাপ্তাহিক (পরে দৈনিক) পত্রিকা দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারই পত্রিকায় ইঁহারই উৎসাহে পরবর্তী যুগের বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের সাহিত্য প্রয়াসের হাতে-খড়ি। ইনিই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম দেশমাতৃকা নামক দেবতার কথা বাঙালীকে শুনাইয়াছেন। ইঁহার ব্যঙ্গ ও হাসির কবিতা সে যুগের তুলনায় যথোচিত মার্জিত ছিল। স্বয়ং অতি বিখ্যাত সাহিত্য না হইলেও ইনি একদল শক্তিশালী সাহিত্যিক তৈরী করিয়াছিলেন। 'প্রভাকরে'র লেখকগণ পরবর্তী যুগের খ্যাতনামা সাহিত্য-স্রষ্টা। এই যুগের বাংলা গদ্য-সাহিত্যে দুই দিক্‌পাল **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** (১৮২০—১৮৮৬ খৃঃ অব্দ) ও **অক্ষয়কুমার দত্ত** (১৮২০—১৮৮৬ খৃঃ অব্দ) আবির্ভূত হন। ইঁহারা পণ্ডিতী গদ্যকে সরল ও প্রাঞ্জল করিয়া বাঙালীর শিক্ষাবিস্তারের সহায়তা করেন, যদিও উভয়েই মূলতঃ অনুবাদক, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ঝোঁক ছিল সাহিত্যের দিকে, এবং অক্ষয়কুমার ছিলেন বিচারপ্রবণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। উভয়ের রচনার ভাষাগত না হোক, বিষয়গত পার্থক্য আছে। বস্তুতঃ ইঁহারাই বাংলা সাহিত্যের 'স্কুল-মাষ্টারি' করিয়া গিয়াছেন।

এই যুগের পাঁচালীকার দাশরথি রায় (১৮০৪—১৮৫৭) এবং পাঠ্যগ্রন্থাদি লেখক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের (১৮১৫—১৮৫৮) নাম উল্লেখযোগ্য।

মধু-বঙ্কিমের যুগ [খৃঃ অব্দ ১৮৬০—আনুমানিক মহাসমর পর্যন্ত] এই যুগের পত্তন করিলেন একদল ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষাসম্পন্ন কবি ও

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সাধু ও প্রাঞ্জল গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্তক

অক্ষয়কুমার দত্ত

সাধু ও প্রাঞ্জল গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্তক

সাহিত্যিক। ইঁহাদের মধ্যে কাব্য-সাহিত্যে **মাইকেল মধুসূদন দত্ত** এবং গদ্য-সাহিত্যে **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** নূতন যুগের সূচনা করিলেন। ইঁহাদের এই সাহিত্যিক সৃষ্টির সঙ্গে বাংলার পূর্বতন কোন যুগের কোন সাহিত্যের আদৌ তুলনা চলে না। ইঁহারা সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামঞ্জস্য আনিলেন এবং সাহিত্যকে 'প্রয়োজনের গণ্ডি হইতে রসের ভূমিতে' প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আদর্শ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রস-সৃষ্টি এবং লোকের চিত্তে আনন্দ দিবার নিমিত্ত মধু-বঙ্কিমের সাহিত্যিক প্রয়াস।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—(১৮২৪—১৮৭৩ খৃঃ)। ইনি বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্য' বাংলা সাহিত্যে অনুপম ও অননুকরণীয়। উহার ভাষা, বিষয়বস্তু ও আলঙ্কারিকতা এদেশীয় হইলেও, উহার ভাব, ভঙ্গি ও গঠন-সৌষ্ঠব পাশ্চাত্যের। মধুসূদনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুন্দর সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক, চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট, আধুনিক বৈষ্ণব-কবিতা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪ খৃঃ অব্দ) কেবল বাংলা-সাহিত্যে নয়, বাঙালীর জীবনের উপরেও অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রই স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাদ্বারা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের **'পণ্ডিতী' ও 'আলালী' ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন** করিয়া সুন্দর, সরস ও সরল গদ্যের সৃষ্টি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে আমরা প্রধান দুইটি ধারা দেখিতে পাই; একটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সংস্কৃত-ঘেষা **পণ্ডিতী ভাষা**—যাহা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের হাতে মার্জিত হইয়াছিল; অপরটি পাদ্রীদের রচিত কথ্যভাষার ধারা—যাহাতে প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুরের) 'আলালের ঘরের দুলালে' একটি বিশেষ পরিণতি

লাভ করিয়াছিল। চলিত ভাষার প্রবাহটি উপরি-উক্ত কারণে **আলালী** ভাষা নামে বিখ্যাত ছিল; **বাংলা পদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি যেমন মধু-সূদন সর্বপ্রথম প্রকটিত করিয়াছেন, সেইরূপ বাংলা গদ্যের শক্তি কতখানি তাহা প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রকটিত করিলেন।**

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর চিত্ত বিনোদনের জন্য কেবল যে রস-সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন তাহা নয়, তিনি বাঙালীর জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার দায়িত্বও গ্রহণ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই শিক্ষা দিলেন তৎকালীন শ্রদ্ধাহীন, নিষ্ঠাহীন, আত্ম-অবিশ্বাসী শিক্ষিত বাঙালীকে জাতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আস্থা স্থাপন করিতে। তিনি সর্বপ্রথম দেশমাতৃকার রূপ বাঙালীর চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিলেন এবং স্বদেশ-প্রেমের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উদ্‌গীত করিয়া বাঙালীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন **উপন্যাস** লিখিয়া বাংলা তথা ভারতে সম্পূর্ণ এক নূতন বস্তু দান করিলেন, সেইরূপ বাঙালীর সর্ববিধ সাহিত্যেরই প্রেরণা দিয়া গেলেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রই **'বঙ্গদর্শন'** নামক সর্বপ্রথম সাহিত্যবিষয়ক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া এদেশের সাময়িক-সাহিত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্তন করেন। সরস সন্দর্ভ রচনা, সমালোচনা-সাহিত্য, ঐতিহাসিক গবেষণা, ধর্ম ও দার্শনিক আলোচনা, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, বঙ্গ-সাহিত্য সমস্তই বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তন করিয়া যান। এই অনুপ্রেরণার ফলে আমরা প্রত্যেক বিভাগেই একদল যশস্বী কৃতী সাহিত্যিক দেখিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভাবলে যে শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল, তাঁহারাই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ বঙ্গসাহিত্যে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।

মধু-বঙ্কিমযুগের বিভিন্ন সাহিত্য-ধারার শ্রেষ্ঠ লেখকদের উল্লেখ এখানে সংক্ষেপে করিতেছি।

কাব্য-সাহিত্য। এই যুগের কাব্য-সাহিত্যের কতিপয় খ্যাতনামা কবির কথা এখানে লিখিত হইল।

মধুসূদন দত্ত

কাব্য-সাহিত্যের যুগ-প্রবর্তক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যের যুগ-প্রবর্তক

(১) **রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়** (১৮২৭—১৮৮৭ খৃঃ)। ইনি ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু লইয়া কাব্য রচনা করেন এবং দেশাত্মবোধের বাণী প্রচার করেন। ইঁহার রচিত 'পদ্মিনী', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' ও 'কাঞ্চীকাবেরী' বিখ্যাত।

(২) **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৩৮—১৯০৩ খৃঃ)। ইনি মধুসূদনের অনুকরণে 'বৃত্রসংহার' নামক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য কাব্য লিখেন, এবং অনেক খণ্ড কবিতার ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধ প্রচার করেন।

(৩) **নবীনচন্দ্র সেন** (১৮৪৭—১৯০৯ খৃঃ)—ইঁহার রচনায় সৌন্দর্যের চেয়ে প্রাচুর্য বেশি। নবীনচন্দ্র অঝোর ধারায় অজস্র কাব্য লিখিতে পারিতেন। ইনি 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক', 'প্রভাস', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' প্রভৃতি কাব্য এবং 'আমার জীবন' নামক গদ্য আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন।

(৪) **বিহারীলাল চক্রবর্তী** (১৮৩৫—১৮৯৪ খৃঃ)—ইনি গীতিকাব্য-সাহিত্যে আত্মস্থ ভাবতান্ত্রিকতা প্রবর্তন করিয়া এক নূতন যুগের রেখাপাত করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমার অনুভূতি, কেবল বর্ণনামাত্র নহে, ইঁহারই কাব্যে প্রথম দৃষ্ট হয়। ইনি রবীন্দ্রনাথের গুরুস্থানীয়। 'সারদামঙ্গল' ইঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য।

(৫) **সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার** (১৮৩৮—১৮৭৮ খৃঃ, যশোহর জেলা) 'মহিলা' কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়া রহিয়াছেন।

(৬) **দীনেশচরণ বসু**—ইনি প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট গীতি-কবিতার জন্য বিখ্যাত (কবি কাহিন —১৮৭৬

(৭) **যোগীন্দ্রনাথ বসু**—(ইনি স্বদেশপ্রীতিমূলক 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' নামক দুইখানি বৃহৎ কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার 'মাইকেল মধুসূদনের জীবনী' অনুপম।

(৮) **দেবেন্দ্রনাথ সেন**—ইঁহার কবিতাসকল ভাবুকতার রসোচ্ছ্বাস—সরল ও সুললিত।

(৯) **অক্ষয়কুমার বড়াল** (১৮৬৫—১৯১৮ খৃঃ, কলিকাতা-নিবাসী)। ইহার কাব্য-রচনার একটি স্বকীয় বিশিষ্টতা আছে। ইহার 'এষা' কাব্যখানি বিখ্যাত।

(১০) **রজনীকান্ত সেন**। (১৮৬৫—১৯১০ খৃঃ)—অত্যন্ত সরল ও সরস গীতিকবিতা এবং ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহার 'বাণী' ও 'কল্যাণী' প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। বহু নীতিগর্ভ কবিতাও ইনি লিখিয়াছেন।

(১১) **গোবিন্দদাস**—(১৮৫৪—১৯১৮ খৃঃ)—ইনি এ যুগের একজন প্রসিদ্ধ স্বভাবকবি। পাশ্চাত্য প্রভাব বর্জিত এমন সুন্দর ও সরল রচনা আর দেখা যায় না। ইহার রচনায় দুঃখ ও ব্যথা যেন গুমরিয়া মরিতেছে। 'প্রেম ও ফুল', 'ফুলরেণু', 'চন্দন' ইহার প্রসিদ্ধ কাব্য।

(১২) **গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী** (১৮৫৭—১৯২৪ খৃঃ)—ভাবাঢ্য গীতি-কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

(১৩) **কামিনী রায়** (১৮৬৪—১৯৩৩ খৃঃ)—উনবিশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। ইহার রচনায় আন্তরিকতা ও বিষাদের সুর ধ্বনিত। ইহার 'আলো ও ছায়া' বিখ্যাত কাব্য।

(১৪) **মানকুমারী বসু** (জন্ম বাং ১২৭১ সাল)—ইনি মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইহার কবিতায় ভগবদ্ভক্তি ও কারুণ্য রস পরিস্ফুট।

(১৫) এতদ্ব্যতীত এই যুগে আরো বহু কবি কাব্য-সরস্বতীর সাধনায় জীবন কাটাইয়াছেন। তন্মধ্যে এই কয়েকজনও উল্লেখ্য—আনন্দচন্দ্র মিত্র (হেলেনা কাব্য, ভারতমঙ্গল), গোবিন্দ রায়, বরদাচরণ মিত্র।

নাট্য-সাহিত্য। আধুনিক নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ এদেশে পাশ্চাত্য প্রভাবেই গড়িয়া উঠে। প্রথমে কেবল ধনিক-সমাজের চিত্তবিনোদনের নিমিত্তই নাট্যমঞ্চের সৃষ্টি হয়। প্রথম যুগে **রামনারায়ণ তর্করত্নের** (১৮২২—১৮৮৬ খৃঃ) 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রমুখ কৌতুকনাট্য বাংলার রঙ্গমঞ্চকে

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মধু-বঙ্কিম-যুগের বৃহৎ-কাব্য-লেখক ও স্বদেশ-প্রেমের প্রচারক

নবীনচন্দ্র সেন
মধু-বঙ্কিম-যুগের উচ্ছ্বাসময় কাব্য-লেখক

মুখরিত করিত। তাহার পরেই আবির্ভাব নাট্যকাররূপে মধুসূদন দত্তের। মধুসূদনের পরে বাংলা নাটকে নূতন প্রাণসঞ্চার করিলেন **দীনবন্ধু মিত্র** (১৮২৯—১৮৭৪); তাহার 'নীল-দর্পণ' এক সময়ে সমস্ত দেশে একটা আলোড়ন আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু বাংলার নাট্যমঞ্চের প্রকৃত নির্মাতা নটগুরু **গিরিশচন্দ্র ঘোষই** (১৮৪৩—১৯১১ খৃঃ) নাট্য-সাহিত্য ও নাট্য-মঞ্চের মধ্যদিয়া সামাজিক ও জাতীয় জীবন গঠনের ভার গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্র প্রায় ৯০ খানি সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও গার্হস্থ্য নাটক ও প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভাঙ্গিয়া ইনি নাট্য-সাহিত্যে এক শক্তিশালী ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার পর **দ্বিজেন্দ্রলাল রায়** (১৮৬৩—১৯১৩ খৃঃ), **অমৃতলাল বসু** (১৮৫৩—১৯২৯খৃঃ), ও **ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ** (বাং ১২৭০—১৩৩৪ খৃঃ) এই ধারাকে পুষ্ট করিয়া তোলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক ও সঙ্গীত এবং হাসির গানের জন্য খ্যাতিমান্। রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রহসন ও হাস্যরসাত্মক রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন।

ঐতিহাসিক সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ঐতিহাসিক সাহিত্য রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার প্রেরণা দিয়াছেন। ইহার ফলে একদল নিষ্ঠাবান্ ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ও গবেষকের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—২৮৯১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩১), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪—১৯০০) নিখিলনাথ রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, রামপ্রাণ গুপ্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, যদুনাথ সরকার, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বিখ্যাত।

ধর্ম্ম ও দার্শনিক সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে **স্বামী বিবেকানন্দ** এ ধারাকে অত্যন্ত সবল করিয়া তুলিয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপদেশবাণী চলিত ভাষায় উচ্চ তত্ত্বকথার চমৎকার অভিব্যক্তি। ধর্ম-সাহিত্যে ব্রাহ্মসমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,

স্বর্ণকুমারী দেবী

উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মহিলা-ঔপন্যাসিক

উপন্যাস বিখ্যাত। **কলিকাতার কথ্য ভাষায়** কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা' (১৮৬৩ খৃঃ) এই যুগের এক নূতন সৃষ্টি।

সন্দর্ভ ও সমালোচনা-সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রই গত শতকের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দর্ভ-রচয়িতা ও সমালোচক। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্দর্ভ-রচয়িতা **ভূদেব মুখোপাধ্যায়** (১৮২৫—১৮৯৪ খৃঃ অব্দ) এবং **কালীপ্রসন্ন ঘোষ** (১৮৪৩—১৯১১ খৃঃ অব্দ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'সামাজিক প্রবন্ধ' এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাত-চিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা' এ যুগের শ্রেষ্ঠ দান।

সাময়িক সাহিত্য। এ যুগেই বাংলায় সাপ্তাহিক, মাসিক, দৈনিক, পাক্ষিক প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর জীবনে এক বিষম আলোড়ন উপস্থিত করে।

বাংলায় সংবাদ-পত্র-সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে পাদ্রীযুগে যাইতে হয়। সেই যুগেই **১৮১৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় গঙ্গাধর ভট্টাচার্য "বাঙ্গলা গেজেট" নামক সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদ-পত্র বাহির করেন।** ইহার পরই ১৮১৮ খৃঃ অব্দে (২৩ মে) শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ **"সমাচার দর্পণ"** নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর রাজা রামমোহন রায় **"সংবাদ-কৌমুদী"** প্রকাশ করেন। ১৮২২ খৃঃ অব্দে ৫ই মার্চ্চ রামমোহনের বিরুদ্ধ দল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক **'সমাচার-চন্দ্রিকা'** প্রকাশিত করেন। এগুলি সমস্তই প্রথমে সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের **'সংবাদ-প্রভাকর'** প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে দৈনিক হয়। সংবাদ-প্রভাকরের পূর্বে ও পরে ছোট বড় বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাময়িক সাহিত্যে 'সংবাদপ্রভাকর' দ্বিতীয় যুগের এবং ১৮৭২ খৃঃ অব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের **'বঙ্গদর্শন'** তৃতীয় বা আধুনিক যুগের প্রবর্তন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের **'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'** (১৮৫১ খৃঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবাহ, প্রচার, নবজীবন, বান্ধব, আর্যদর্শন, জন্মভূমি,

সাধনা, বালক, ভারতী, সাহিত্য, নব্যভারত, মানসী ও মর্মবাণী, প্রদীপ , প্রবাসী (একমাত্র জীবিত আছে) এবং অধুনাতন নারায়ণ (লুপ্ত), বঙ্গবাণী (লুপ্ত), বিচিত্রা (লুপ্ত), ভারতবর্ষ, জয়শ্রী প্রভৃতি পত্রিকা বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। বর্তমান কালে 'মাসিক-পত্রই সাহিত্যসৃষ্টির কর্মারশালা।' এ যুগে যে কয়খানা সাপ্তাহিক ও দৈনিক জাতীয় জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তন্মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের **'হিতবাদী'**, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের **'বঙ্গবাসী'**, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'নায়ক'**, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের (১৮২০—১৮৬৬) 'সোম-প্রকাশ' (১৮৫৮), অক্ষয় সরকারের 'সাধারণী', ও 'নবজীবন', কৃষ্ণকুমার মিত্রের **'সঞ্জীবনী'** এবং অধুনাতন **'আনন্দবাজার পত্রিকা'**, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের **'প্রবাসী'** ও অন্যান্য জাতীয় সংবাদপত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মুসলমান-পত্রিকার মধ্যে মোঃ আকরাম খাঁ-সম্পাদিত **'মোহাম্মদী'**র নাম উল্লেখযোগ্য। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৭—১৯২৩ খৃঃ) ব্যঙ্গবিদ্রূপ, বঙ্গবাসীর 'পঞ্চানন্দী' পরিহাস লোকে এখনও ভুলে নাই। বর্তমান যুগের সাংবাদিকগণের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ; নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সমালোচনার জন্য তিনি সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একদল **বাগ্মীর** নাম উল্লেখ করিতে হয়, বাংলাভাষায় ও বাঙালীর জীবনের উপর যাঁহাদের প্রভাব সামান্য ছিল না। ইহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুলদারঞ্জন মল্লিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর সমসাময়িক সাহিত্য-আলোচনায় **বিজ্ঞাপন সাহিত্যের** অত্যুন্নতিও সহজেই চোখে পড়ে।

শিশু-সাহিত্য। গত শতকে এবং বর্তমান শতকের প্রারম্ভে শিশু-সাহিত্য বা তরুণ-সাহিত্য প্রায়শঃই **নৈতিক উপদেশমূলক** কবিতায় আবদ্ধ ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অগ্রদূত
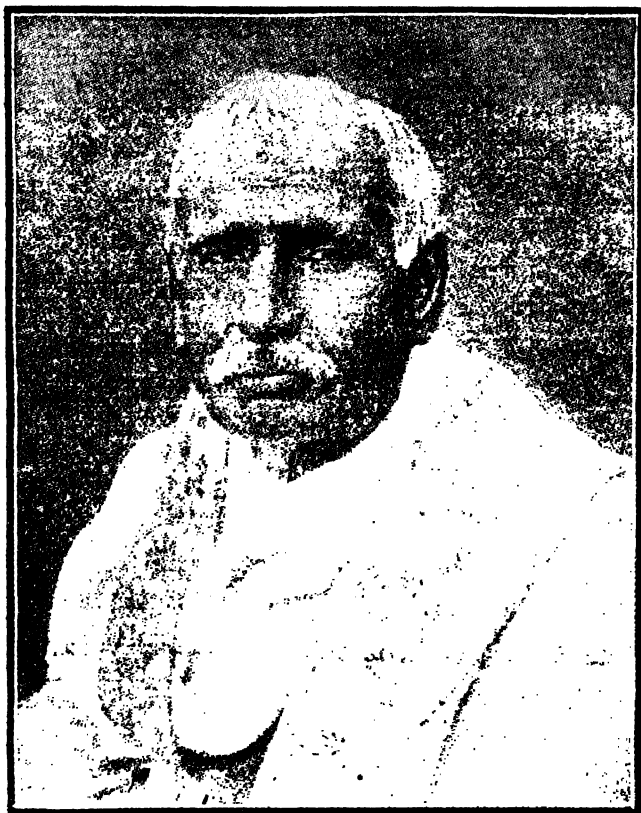
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গবেষক

যাঁহারা এই ধরণের কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়া রহিয়াছেন, তন্মধ্যে হরিশ্চন্দ্র মিত্র, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, মনোমোহন বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বিখ্যাত। কিন্তু শিশু-সাহিত্যের যা কিছু পুষ্টি তাহা বিংশ শতকেই হইতেছে। এ বিষয়ে 'শিশু' ও 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রবর্তক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং তাঁহার পুত্র অকালে পরলোকগত সুকুমার রায় চৌধুরী, ভ্রাতা কুলদারঞ্জন রায়, কন্যা সুখলতা রাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুনির্মল বসু ও অসিতকুমার হালদার প্রভৃতিও অধুনা শিশু-সাহিত্যের হিসাবে বিখ্যাত। বাংলার শিশু-সাহিত্য এখনও অপরিণত বলিলেই চলে। যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত 'শিশু-ভারতী' নামক তরুণদের বিশ্ব-কোষ বাংলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। শিশুদের জন্য কতকগুলি মাসিক পত্রিকা এ বিষয়ে বেশ একটি সুন্দর সাহিত্যিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে। আজকাল প্রায় প্রত্যেক দৈনিক বাংলা পত্রিকায়ই একটি শিশুদের আসর করা হইয়াছে। ইহাতে শিশু-সাহিত্য নানা ভাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে।

কোষ বা অভিধান। বলিতে গেলে যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বাংলা অভিধান প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু যথার্থ বাংলা অভিধান বিংশ শতাব্দীর পূর্বে একখানিও ছিল না। বিংশ শতকে সে অভাব পূরণ হইয়াছে। অধুনা বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ অভিধান শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাংলা ভাষার অভিধান' এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'শব্দকোষ'। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' নামক অভিধানখানিও অত্যন্ত কাজের হইয়াছে। বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান স্বর্গগত নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত 'বিশ্ব-কোষ', বিশ্ব-ভারতীর শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামে একখানি সুবৃহৎ অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণও একখানি 'মহাকোষ' সম্পাদন করিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সে কাজ বন্ধ আছে।

অনুবাদ সাহিত্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের গদ্য অনুবাদ এই যুগে এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর মহাশয় বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনুবাদ এই যুগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজকাল বাংলায় ইউরোপীয় সাহিত্যের সেরা বই-গুলির একাধিক অনুবাদ হইতেছে। সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদের দিকেও একটা ঝোঁক আসিয়াছে এবং দুই একজন লেখক ইতিমধ্যেই সংস্কৃতের অনুবাদ করিয়া সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। সুফী কবিদের কাব্যের অনুবাদেও বাংলায় খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

অন্যান্য সাহিত্য। পূর্ব-লিখিত বিভিন্ন সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যতীত সঙ্গীত শিল্প, স্থপতিবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, আইন, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষ, রন্ধন, ভ্রমণ, জীবনী প্রভৃতি বহুবিধবিষয়ক গ্রন্থাদির রচনা এই যুগে শুরু হইয়া রবীন্দ্রযুগে ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিয়াছে। মোট কথা, উনবিংশ শতকেই বাংলায় সর্ববিধ সাহিত্যিক-সৃষ্টির পত্তন হইয়াছে এবং অধুনা তাহাই পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্র যুগ [মহাযুদ্ধের পর হইতে]। মোটামুটি ভাবে মহাযুদ্ধের পরে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে রবীন্দ্রযুগের আরম্ভ বলিতে পারা যায়। এই সময়েই মধু-বঙ্কিম যুগের প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া **রবীন্দ্রনাথের** (১৮৬১ —১৯৪১ খৃঃ, ৭ই আগষ্ট) প্রভাব পূর্ণরূপে বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালীর জীবনে অধিকার বিস্তার করিতেছে। বস্তুতঃ, অধুনা এই অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষাসম্পন্ন কবি-সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তির পর হইতে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বর্তমান জগতে কবিদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহ পৃথিবীর এমন ভাষা নাই যাহাতে অনূদিত না হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যকে জগতের সমক্ষে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যাচার্য ও নাট্য-সাহিত্যিক

দীনবন্ধু মিত্র
"নীল-দর্পণে"র স্রষ্টা

সাহিত্যের এমন বিভাগ নাই যাহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নব নব সৃষ্টি না করিয়াছে। কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ভাবের, বিষয়ের, ছন্দের যে অপূর্ব বৈচিত্র্য আনিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বাংলা সাহিত্যে 'ছোট গল্পে'র সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের অবতারণাও রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম করিয়াছেন। গীতকবিতা, গীতিনাট্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রহসন ও ব্যঙ্গ-কৌতুক, সুচিন্তিত সন্দর্ভ, ভাষাতত্ত্ব, ভ্রমণ-কাহিনী, শিশু-সাহিত্য, তত্ত্বকথা, সাহিত্য-সমালোচনা, পত্রসাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি অজস্র লেখা লিখিয়াছেন। মৃত্যু পর্যন্তও সেই সৃজনী প্রতিভার অবারিত প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছিল।

কেবল সাহিত্যে নয়, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্যবিদ্যা প্রভৃতি ললিতকলায়ও রবীন্দ্রনাথ নূতন পন্থা ও আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। চিত্রে অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-নন্দলাল ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি এবং নৃত্যে উদয়শঙ্কর ভারতীয় নৃত্যের যে অপরূপ বিকাশ সাধন করিয়া সমগ্র জগৎকে বিস্মিত করিয়াছেন, তাহাতেও রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনা রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব এই :—

(১) **কাব্য-সাহিত্যের ভাব-ভঙ্গি ও আদর্শ একেবারে নূতন।** পূর্ব যুগের কাব্যের সঙ্গে ইহার প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট।

(২) **কথা-সাহিত্যের অসামান্য বিকাশ ও উন্নতি।** আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে তুলিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। অবশ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব ইহাতে যথেষ্ট তাহাও অস্বীকার্য নয়।

(৩) **সাহিত্যে চলিত ভাষায় প্রভাবের বৃদ্ধি।** কথা-সাহিত্যের তো চলিত ভাষাই শ্রেষ্ঠ বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে কয়েক বৎসর যাবৎ যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সমস্তই চলিত ভাষায়।

(৪) **সাময়িক সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি ও বিস্তৃতি।** বর্তমান সময়ে প্রায় সকল বিষয়েই পৃথক্ পৃথক্ পত্রিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য

বিশাল বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যার অনুপাতে এবং বৈদেশিক সভ্যদেশের অসংখ্য পত্রিকার তুলনায় ইহাকে নগণ্যই বলিতে হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচন দূরীভূত হইলে সাময়িক সাহিত্যের—বিশেষভাবে রাজনৈতিক সাহিত্যের উন্নতি অধিকতর হইত। বিশেষতঃ মফঃস্বল-শহরগুলিতে সাময়িক-সাহিত্যে সৃষ্টি আশানুরূপ নয়।

এই যুগে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালীর মাতৃভাষার স্থান হওয়ায় বিবিধবিষয়ক গ্রন্থাদিও বাংলা ভাষায় রচিত হইবার উৎসাহ পাইবে, একথা নিঃসন্দেহ। এ যুগের পাঠ্য পুঁথিগুলিরও উন্নতি ঘটিয়াছে বলিতে হইবে।

রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন সাহিত্যিকের কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮ খৃঃ) অসাধারণ শিল্পী। শরৎচন্দ্র খাঁটি বাঙালী ঔপন্যাসিক। ইঁহার রচনায় বাঙালীর নিত্যদিনের সুখদুঃখের জীবনযাত্রা, বাংলার সমাজ ও পল্লী, বাংলার যৌবনশক্তি এবং সর্বোপরি বাংলার নারী-চরিত্র অপরূপ মাধুর্যে ও সহৃদয়তায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমাজের অন্যায় অবিচার ও দুর্বলতা ইনি তীব্র তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ ভাষায় এবং স্বীয় স্বভাবসুলভ দূরদৃষ্টির বলে পাঠকের চোখের সাম্‌নে উপস্থাপিত করিয়াছেন—ইনি সমস্যাই কেবল তুলিয়াছেন, কিন্তু সমাধান দেন নাই। আজকাল শরৎচন্দ্রই বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক এবং তরুণসমাজে ইঁহারই প্রভাব সর্বাধিক। ইঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩৭ সনে তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের পরেই খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (হাস্যরসিক), খগেন্দ্রনাথ মিত্র, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, জলধর সেন, সৌরীন্দ্রমোহন
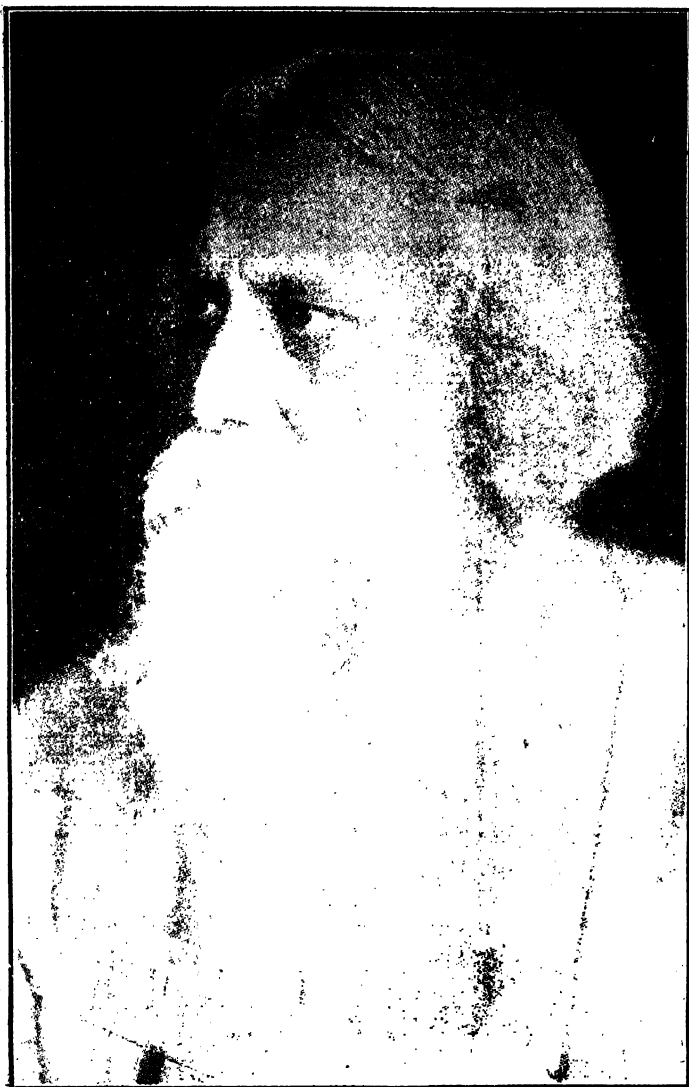
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
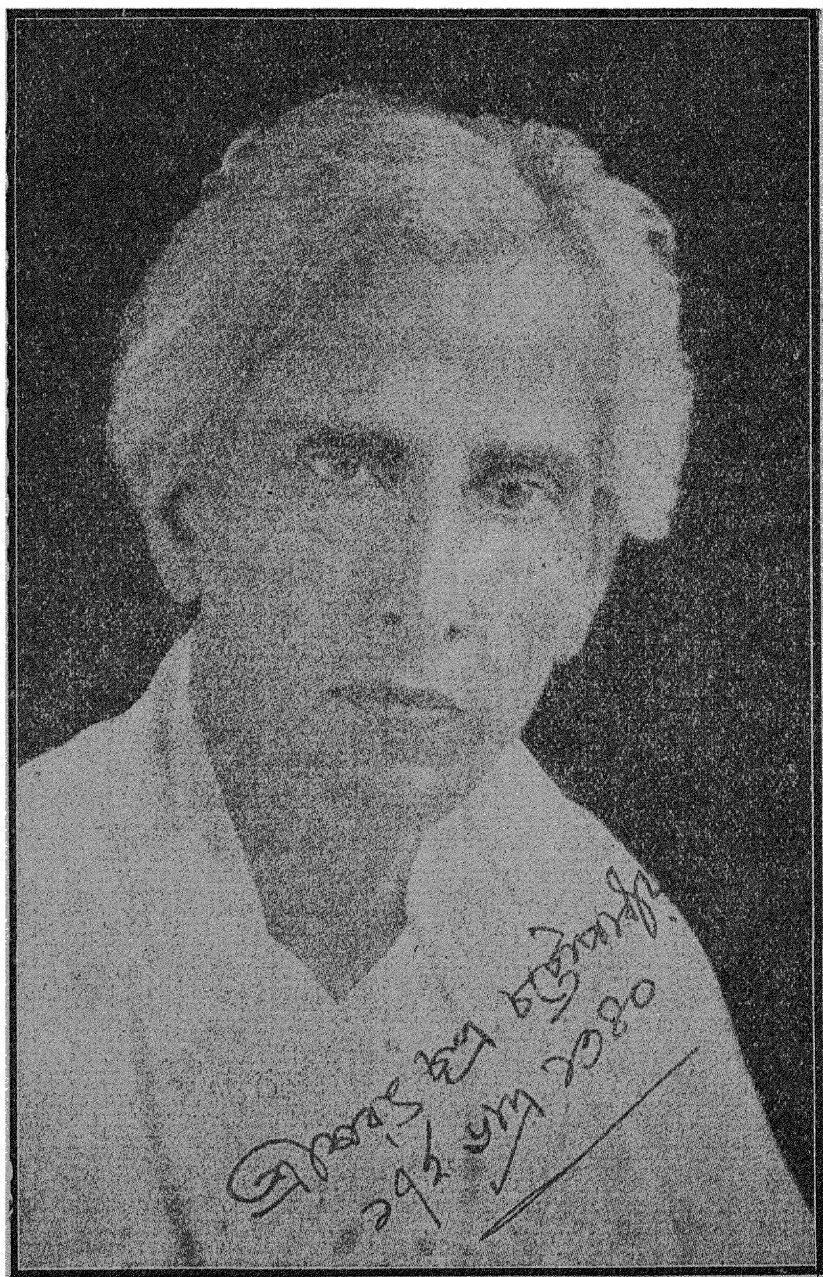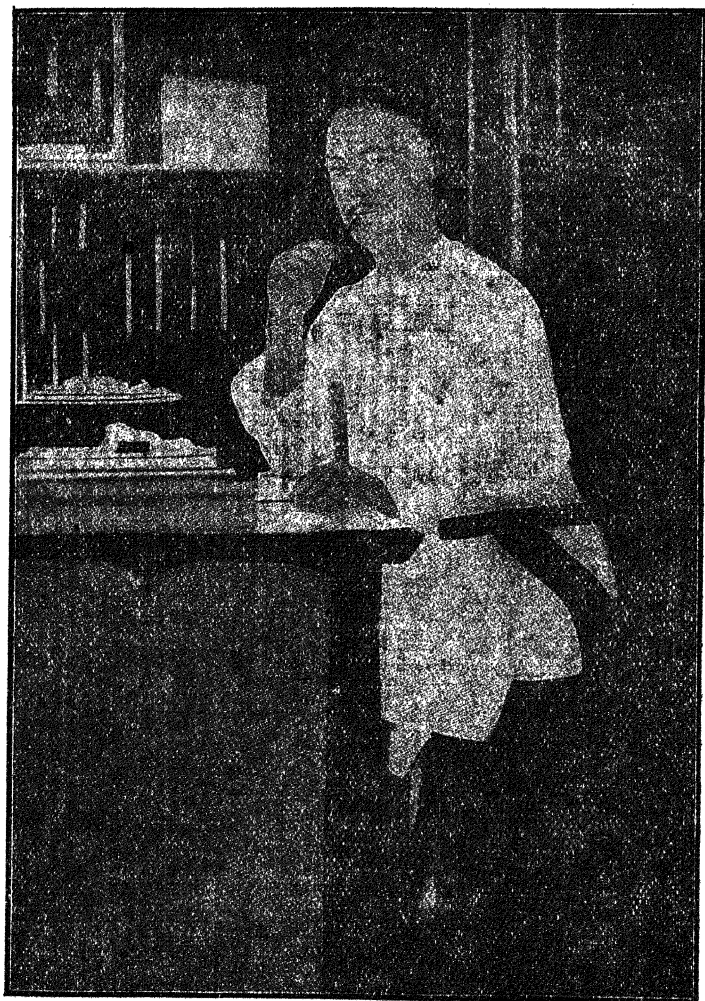
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছন্দের যাদুকর

মুখোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, প্রভাবতী দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, ও হেমেন্দ্রকুমার রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের পরেই **তরুণদলের** মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী একদল **কথাসাহিত্যিকের** আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দিলীপকুমার রায়, গোকুল নাগ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, আশালতা সিংহের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জসিম উদ্দিন, নরেন্দ্র দেব, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, মানকুমারী বসু, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, রাধারাণী দেবী, উমাদেবী বিখ্যাত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (বাংলা ১২৮৮—বাং ১৩২৯ সাল)। বিশ্বসাহিত্য হইতে উৎকৃষ্ট কবিতা-অনুবাদ, বহু বিচিত্র বিবিধ ছন্দ-প্রবর্তন ও জাতীয়-কবিতা সৃষ্টির জন্য চিরস্মরণীয় রহিবেন। মুসলমান কবিদের মধ্যে কাজী **নজরুল ইসলাম** বীররসের কবিতা, গীতি-কবিতা, নবছন্দ প্রবর্তনের জন্য এবং **জসিম উদ্দিন** পল্লী-কবিতার জন্য কীর্তিমান্ রহিবেন। উভয়েই বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস দিয়াছেন, যাহা কোন মুসলমান কবি বা সাহিত্যিক এ পর্যন্ত দিতে পারেন নাই। মোহিতলাল মজুমদারের লেখায় রবীন্দ্র-প্রভাব খুব কম।

এ যুগের **সমালোচনা সাহিত্যে** বিপিনচন্দ্র পাল, অতুল গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, নীহাররঞ্জন দাস বিখ্যাত।
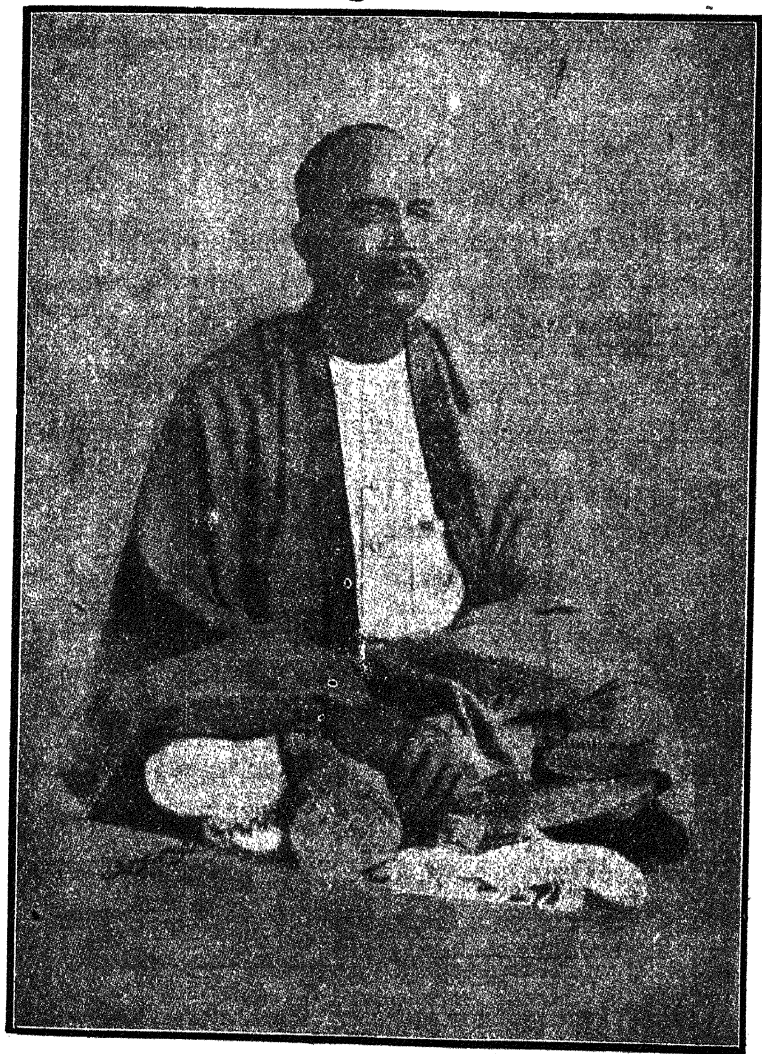
অতুলপ্রসাদ সেন
অনুপম গীতি-কবিতার স্রষ্টা

কৌতুক ও হাস্য রসে 'পঞ্চানন্দ' (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যশস্বী হইয়াছেন।

নাট্য-সাহিত্যে অপরেশ মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, নিশাকান্ত বসুরায়, শচীন সেনগুপ্ত প্রমুখ লেখকগণ খ্যাতনামা।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-আলোচনায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বসন্তরঞ্জন রায়, সতীশচন্দ্র রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতী গবেষক সাহিত্যিকদিগের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে বাঙালীর দায়িত্ব। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্' এবং বাংলা ১৩১৮ সাল হইতে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছে। বিগত কতিপয় বৎসর যাবৎ 'প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন'ও বহির্বঙ্গে বাঙালীদের মধ্যে সাহিত্য-চর্চার একটি চমৎকার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যে গুরু দায়িত্ব, সেই তুলনায় এই প্রয়াস যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। বহির্বঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই সংঘবদ্ধ ভাবে বাংলা ভাষা প্রচারের আন্দোলন চালানো আবশ্যক

ভাবী বাংলার আশা ও আশঙ্কা। বাংলা সাহিত্য আজ গৌরবের রত্নকিরীট মাথায় পরিয়া বিদ্যুৎ বেগে বিশ্বের রাজপথে ছুটিয়া চলিয়াছে। সত্যই আজিকার বাংলা সাহিত্য প্রত্যেক বাঙালীর অসীম গর্ব ও গৌরবের বস্তু। ধন্য আমরা যে বাঙালী জন্ম লাভ করিয়াছি; ততোধিক ধন্য আমাদের জীবন যে বিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি।

কিন্তু সাহিত্যের এই গৌরবময় অভিযানে এক মহা আশঙ্কার কথা মনে মনে জাগিতেছে। বাঙালীর জাতীয় জীবনের মর্মভেদী কাহিনী আজিও

বাংলার সাহিত্যে সম্পূর্ণ রূপ পায় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যেই জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যেই জাতিকে মহৎ হইতে মহত্তর করিয়া তুলে। যে জাতির গৌরবোজ্জ্বল সাহিত্যিক সম্বল আছে তাহার অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বাঙালীর জাতীয় জীবনের সর্ববিধ আশা ও আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও ভাবনা, কার্য ও ক্রীড়া তাহার সাহিত্যে রূপ পাইয়াছে কি? বাঙালীজাতি গঠনে বাংলা সাহিত্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক, এই কথাটি আজ বঙ্গীয় তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর স্মরণে আনয়ন করি। ভাবী বাংলার সাহিত্যিকেরও এই কথাই সর্বাগ্রে ভাবিতে হইবে।

যিনি আমাদিগকে এই শ্যামলা বঙ্গভূমিতে শ্যামদেহ মানব-মণ্ডলীর মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, যাঁহার কৃপায় আমরা এমন মিষ্ট, স্নিগ্ধ, প্রাণগলান-মধুর-ভাষা শিখিয়াছি, আজি গ্রন্থ-সমাপ্তির দিবসে তাঁহাকেই বার বার স্মরণ করি। বাংলা ভাষা আমাদের জাতীয় ঐক্য বিধান করিয়াছে, এই ঐক্য দৃঢ়তর হোক্ এবং আমাদের ভেদবুদ্ধি বিদূরিত করুক। বাংলা-সাহিত্য আমাদিগকে মনুষ্যত্ব ও অভ্যুদয়ের পথে চালিত করিয়াছে, বাংলা-সাহিত্যের এই ব্রত সার্থক হোক্। দেশে দেশে দিকে দিকে বঙ্গ-ভারতীর আনন্দরসধারা বিশ্ব-জগতে শান্তি ও কল্যাণ আনয়ন করুক।

পরিশিষ্ট

কলিকাতা প্রবেশিকা—১৯৪০

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে মাত্র চারিটির প্রত্যয় নির্ধারণ পূর্বক অর্থ কর :—

[পৃষ্ঠা ৩০৯—৩৩৬]

মিঠাই, বড়াই, ভিখারী, মাঝারি, ক্ষ্যাপাটে, ভাড়াটে, আধুলি, গয়ালী।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অন্তর্গত "না" পদটির বিবিধ পরিচয় নির্দেশ কর :—

[See pp 55-56, (sec. 33 (3) (4), 34 (খ, গ) (also sections 174, 177)

সে নাকি রাগ করিয়াছিল, তাই বলিল, "আমি বেড়াতে যাব না, তুমি যাইও না।" আমি বলিলাম, "না বস্‌লে ছাড়্‌ছি না কি ?" সে বলিল, "যতই বল না কেন, আমি নাচার।" আমি বলিলাম, "অর্থাৎ কিনা খোঁড়া! ন্যাকামি দেখনা!"

অথবা

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে একটি সরল বাক্যে পরিবর্তিত কর :— [পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৮০]

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে ; গ্রাম বহুদূরে ; অন্ধকার বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া চলিতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মনুষ্য-বসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুশি হইল।

৩। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলি হইতে চারিটি মাত্র বাছিয়া লইয়া উহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা বাক্য গঠন কর :— [পৃষ্ঠা ২১১-২৩৭]

ডুমুরের ফুল, কলুর বলদ, হাতের পাঁচ, উত্তম মধ্যম, রাঘব বোয়াল, ডানহাতের ব্যাপার, লম্বা দেওয়া, সরিষার ফুল দেখা।

৪। অশুদ্ধি সংশোধন কর :— [পৃষ্ঠা ২১১-২৩৭]

বিবিধ প্রকার পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াও যখন সেই বালককে সবশ করা গেল না, তখন ধূর্ত দারোয়ান ক্রোধ-কশাইত নেত্রে স্বকীয় প্রভুর নিকট ধাবমান হইত এবং চৌরাপরাধ্যে তাহাকে অনুযুক্ত করিল।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতে আটটি মাত্র বাছিয়া লইয়া উহাদের প্রত্যেকটির বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :— [মাতৃভাষা পৃঃ ৫০-৬০

ঐহিক, গরিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, ধনী, বিরক্ত, মুখ্য, বিরল, স্থাবর, কৃত্রিম, আকর্ষণ।

কলিকাতা প্রবেশিকা—১৯৪১

১। রেখাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে যে-কোন চারিটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

[পৃঃ ৯৪—১১৪]

(ক) তোমাকে বড় রোগা দেখাইতেছে। (খ) দীনে দয়া কর। (গ) ঘোড়ায় ঘাস খায়। (ঙ) টাকায় কি না হয়? (ঙ) গোরুতে ধান্যগুলি খাইয়া গেল। (চ) এ কলমে বেশ লেখা যায়।

অথবা

"নাম-ধাতু"র দুইটি উদাহরণ দাও এবং প্রত্যেকটির দ্বারা একটি বাক্য রচনা কর। [পৃঃ ১৪৮, পৃঃ ৩০৫-৩০৬]

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন চারিটির প্রত্যয় নির্ধারণ পূর্বক অর্থ লিখ :—একলা; এমনতর; মিতালি; নওলা; ধারাল; কাঠরা; লাঠিয়াল; পাতড়া। [পৃঃ ৩০৯—৩২৪]

অথবা

নিম্নলিখিত পদগুলির যে-কোন চারিটির সমাস নির্ণয়পূর্বক সমাস বাক্য লিখ :—ঘিভাত; অবুঝ; আশুসার; গাছপাকা; মেয়েস্কুল; গন্ধবণিক।

[পৃঃ ২৫৩—২৮৪]

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যে-কোন চারিটিকে সরল বাক্যে পরিণত কর :— [পৃঃ ৩৬৯—৩৭১]

(ক) যাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল সর্বদাই উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের অধীনে থাকে, সেইরূপ চেষ্টা করিবে। (খ) অবজ্ঞাতে যেরূপ হৃদয় পীড়িত হয়, তদ্রূপ আর কিছুতেই হয় না। (গ) অভাব আছে বলিয়াই জগৎ এরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। (ঘ) সেবাপরায়ণ ব্যক্তি অন্যের দুঃখ লাঘব করে, আপনি পরমানন্দ ভোগ করে। (ঙ) উপরে মেঘ নাই অথচ জল পড়িল। (চ) যে যাহাকে ভালবাসে, সে কখনও তাহার শ্রী দেখিয়া কাতর হইতে পারে না।

৪। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক পদ ও বাক্যাংশগুলির চারিটি মাত্র বাছিয়া লইয়া উহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা বাক্য গঠন কর :— [পৃঃ ২১১—২৩০]

একচোখো ; পোয়াবারো ; গোবরগণেশ ; হাতের পাঁচ : সোনায় সোহাগা ; কথার কথা ; ব্যাঙের সর্দি ; সাত সতেরো।

৫। অশুদ্ধি শোধন কর :— [পৃঃ ৩১৩—৩২৪]

যিনি চীন সাম্রাজ্যে সর্বপ্রধান তত্ত্ববিদ্ বলিয়া পুজিত হইয়াছিলেন, নানাস্থানে পর্য্যভ্রমণ করিয়া নানাবিষয়ে অভিজ্ঞানতা লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণ্যে যাঁহার জ্ঞান গরিষ্ঠার নিকটে বিনীতমস্তক হইত, তিনি জ্ঞানসঞ্চারের মানষে শীলভদ্রের শিষ্য হইলেন।

কলিকাতা প্রবেশিকা—১৯৪২

১। নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে যে-কোন দুইটির ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দাও :—

বিপ্রকর্ষ, বহুব্রীহি, প্রযোজক-ক্রিয়া, তদ্ধিত।

২। (ক) ছয়টি পদের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—

ক্ষুধার্ত্ত, অক্ষৌহিণী, প্রৌঢ়, উচ্ছ্বাস, প্রাতরাশ, তরুচ্ছায়া, সম্রাট্, কান্না, মনোরম ; মনান্তর।

(খ) তিনটি পদের সমাস ভাঙ্গিয়া লিখ ও সমাসের নাম উল্লেখ কর :—

কাগজপত্র, বিলাতফেরত, সপ্তাহ, ছায়াতরু, মনমরা, ঘরজামাই।

৩। যে-কোন তিনটি শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখ ও তদনুসারে তাহাদের অর্থ কর :—

যোদ্ধা, ভক্তি, দুর্গ, বাঙ্গালা, ভিখারী, কানাই।

অথবা

মিশ্র বা যৌগিককালের ঘটমান কাল সমূহে "কর্" ধাতুর রূপ লিখ।

৪। ভাব-প্রসারণ কর :—

আর্ত্তের সেবা করিলে তাহার মুখমণ্ডলে একটু স্বচ্ছন্দতার সহিত কৃতজ্ঞতার যে অপূর্ব্ব জ্যোতি খেলিতে থাকে, তাহা সৌন্দর্য্যের একশেষ।

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ

অথবা

সংক্ষিপ্তসার লিখ :—

এদেশ-প্রবাসী সাহেবমাত্রেই প্রায় শিকারী, অল্পবিস্তর শিকারদক্ষ। সাহেবদের প্রায় সকলেরই কাছে বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলি থাকে; কিন্তু নিরীহ, নির্জীব, নিরাশ্রয় কৃষক ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের আত্মরক্ষার্থ কি আছে? তাঁহারা নিরস্ত্র, অস্ত্রচালনা করিতেও জানেন না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন। অতএব তাঁহাদের ভীতি ও দুর্গতি কেবল অনুভবনীয়।

৫। অনুক্ত পূরণ কর :—

তখন —— করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। —— করিয়াও যাওয়া হইল না। —— খেদ — ই মারিলাম। পরদিন তাঁহারা শাসাইলেন, "এক — শীত — না; জানিয়া রাখ, তুমি — বুনো — আমরা তেমনই —— "।

কলিকাতা প্রবেশিকা—১৯৪৩

১। যে কোন তিনটির উচ্চারণ স্থান নির্ণয় কর :—

অ; ঋ; ভ; স; ং; ক্ষ।

অথবা

সর্ব্বনাম 'আমি' শব্দের পূর্ণ রূপ লিখ।

২। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির যে-কোনটির সাধু ভাষায় ও চলিত ভাষায় রূপ কর :— চল্; খা; দে; শুন্।

অথবা

বিবিধ উদাহরণ দিয়া যে-কোন তিনটির ব্যাখ্যা কর :—

ণত্ব-বিধান; মিশ্র-ক্রিয়া; কর্ম্মকর্তৃবাচ্য; দ্বন্দ্ব-সমাস; অব্যয়; তদ্ধিত-প্রত্যয়।

৩। যে-কোন তিনটি শব্দ-যুগল (অর্থাৎ ছয়টি শব্দ) বাছিয়া লও এবং প্রত্যেকটির অর্থ করিয়া এক একটি বাক্যগঠন কর :—

প্রশ্নাবলী

অশ্ব—অশ্ম ; নিরাস—নিরাশ ; তত্ত্ব—তথ্য ; বিষ—বিস ; শক্ত—সক্ত ; শর—স্বর ; সার্থ—স্বার্থ।

অথবা

যে-কোন তিনটি বাক্যাংশ বাছিয়া লও এবং প্রত্যেকটির অর্থ বুঝাইয়া এক একটি বাক্য গঠন কর :—

কাঁচাহাত ; হাতের পাঁচ ; মুখ নাড়া দেওয়া ; মুখ চুণ করা ; বড় মুখ ; মাথা ধরা ; হাত ধরা ; মনে লাগা।

৪। সম্প্রদান কারকের বিবিধ উদাহরণ দিয়া এক একটি বাক্য গঠন কর।

অথবা

অনুক্ত পুরণ কর :—

আমি কাল সকালে তোমার — দেখা করিব ; তুমি অতি — বাড়ী থাকিবে ; —আমরা বৃথা পরিশ্রম — সময় নষ্ট —। তাহার চাল —বেশ সাদা —। ডাল — ভাত খায়। সমুদ্রের জল — , কিন্তু গঙ্গার জল —

কলিকাতা প্রবেশিকা—১৯৪৪

১। যে কোন তিনটির উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর :—

ঋ ; ঔ ; ঞ ; ভ ; স ; হ।

অথবা

সর্ব্বনাম "তুমি" শব্দের পূর্ণ রূপ লিখ।

২। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির যে-কোনটির সাধু ভাষায় ও চলিত ভাষায় রূপ কর :—

যা ; কহ্ ; পড়্ ; লিখ্।

অথবা

বিবিধ উদাহরণ দিয়া যে-কোন দুইটির ব্যাখ্যা কর :—

যৌগিক ক্রিয়া ; ভাববাচ্য সমাহার-দ্বন্দ্ব ; নিত্য-সমাস।

৩। যে-কোন দুইটি শব্দ-যুগল (অর্থাৎ চারিটি শব্দ) বাছিয়া লও এবং প্রত্যেকটির অর্থ পৃথক পৃথক করিয়া বাক্য গঠন কর :—

আর্ত্ত—আপ্ত ; স্বাক্ষর—সাক্ষর ; গিরিশ—গিরীশ ; অসিলতা—অশীলতা।

অথবা

অপাদান কারকের বিবিধ উদাহরণ দিয়া একটি বাক্য গঠন কর।

৪। যে-কোন তিনিটি বাক্য বা বাক্যাংশ বাছিয়া লও এবং প্রত্যেকটির অর্থ লিখিয়া একটি করিয়া বাক্য গঠন কর :—

পায়াভারি ; ঠোঁটকাটা ; আক্কেল সেলামী ; অমাবস্যার চাঁদ ; পুকুর-চুরি ; টনক নড়া।

কলিকাতা প্রবেশিকা—১৯৪৫

Paper—II

১। যে-কোন তিনটির উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর :—

ঈ ; ঐ ; ঙ ; ক ; ফ ; শ।

অথবা

সর্বনাম 'আপনি' শব্দের পূর্ণরূপ লিখ।

২। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির যে-কোনটির সাধু ভাষায় অথবা চলিত ভাষায় পূর্ণ রূপ লিখ :—

শুন্ ; খা ; চাহ্ ; আস্।

অথবা

বিশিষ্ট উদাহরণ দিয়া যে-কোন দুইটির ব্যাখ্যা কর :—

উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম্ম ; নাম ধাতু ; প্রযোজক-ক্রিয়া ; তদ্ধিত-প্রত্যয় ; রূপক-সমাস।

৩। নিম্নলিখিত যে-কোন তিনটি বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত কর :—

যাহা করিবার করিয়াছি। বেলা থাকিতে আসিও ; নতুবা দেখা হইবে না। যে বইখানি আমি কিনিয়াছি তাহা আর কোথাও পাওয়া যাইবেনা। মার 'আর ধর', সে কোন কথা শুনিবেনা। তিনি ক্রুদ্ধ হ'ন বটে, কিন্তু অধিক্ষণ ক্রোধ থাকেনা। সে দোষ করে নাই, তথাপি তাহার শাস্তি হইল।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে-কোন দুইটি লইয়া প্রত্যেকটির অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি বাক্য গঠন কর :—

দোহারা ; তালকাণা ; রগচটা ; নেই-আঁকড়া ; হাড়-হাবাতে।

৪। অনুক্ত পূরণ কর :—

তুমি — গিয়া গুরুজনদিগের — করিবে ; সপত্নীদিগের — প্রিয়সখী-ব্যবহার — ; সৌভাগ্যগর্ব্বে — হইবে না। মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিনীপদে — হয় ; বিপরীত কারিণীরা কুলের —।

অথবা

এদেশের খাদ্য সমস্যার বিষয়ে তোমার কোন আত্মীয়কে একটি নাতি-দীর্ঘ পত্র লিখ।

———

কলিকাতা প্রবেশিকা—১৯৪৬

১। নিম্নলিখিত বর্ণগুলির মধ্যে যে-কোনও তিনটির উচ্চারণ সম্বন্ধে মন্তব্য লিখ :—

এ; ও; চ; ঞ; জ্ঞ।

অথবা

উদাহরণ দিয়া নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে যে-কোনও তিনটির ব্যাখ্যা কর :—

হসন্ত; লুপ্ত অ-কার; য়-শ্রুতি; যোগরূঢ় শব্দ; বিপ্রকর্ষ; ণিজন্ত ক্রিয়া।

২। (ক) যে-কোনও তিনটি পদের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—

উল্লেখ; উত্তমর্ণ; হিতৈষী; মনান্তর; প্রাতরাশ; গবাক্ষ।

(খ) যে কোনও তিনটি পদের সমাস ভাঙ্গিয়া লিখ এবং সমাসের নাম উল্লেখ কর :—

অগ্নিভয়; ভ্রাতুষ্পুত্র; ভিক্ষান্ন; তেমাথা; রাজাবাদশা; ডাক্তারসাহেব।

৩। অনুক্ত পূরণ কর :—

সাধু — চলিতে — এ পৃথিবীতে — সময়ে নিন্দা — হইতে হয় এবং — রূপ কষ্টে — হয়। যাঁহারা মানুষ — ভগবানকে — ভয় করেন, তাঁহারা — আমাদিগের মধ্যে পাগল — পরিচিত হন।

অথবা

শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

তাঁহার জন্মবার্ষিক উপলক্ষ্যে তিনি বহুব্যায়ে একটি সাংঘাতিক ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সময় সংক্ষেপ বলিয়া আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমার যাইবার সাবকাশ হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাঁহার পার্শ্বে ছুটিলাম।

৪। নিম্নলিখিত সুভাষিতগুলির মধ্যে যে-কোনও দুইটির অন্তর্নিহিত ভাবকে বিবৃত কর :—৮

দশচক্রে ভগবান্ ভূত; ভিক্ষার চাউল কাঁড়া আর আকাঁড়া; দশের লাঠি একের বোঝা; ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বহেন।

অথবা

তোমার শিক্ষার সুবিধা বা অসুবিধার বিবরণ দিয়া পত্রাকারে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

ঢাকা বোর্ড—১৯৪৫

1. Give the feminine forms of *any five* of the following :— 5

বাঘ ; পাগল ; শুক ; মহান্ ; ধাতা ; চাকর ; সাহেব ; ছেলে ; ভ্রাতা ।

2. Find out the nominative cases, and state their peculiarities in *any five* of the following sentences :— 5

(*a*) এ কাজ করা যাইতে পারে না ।

(*b*) বাঘে মানুষ খায় ।

(*c*) ইহা তাহার জানা আছে ।

(*d*) রামের না গেলে নয় ।

(*e*) তোমাকে এখন যাইতে হইবে ।

(*f*) পাখী ডাকিতেছে ।

3. Write *five* sentences to illustrate the idiomatic use of the verb পাতা *or* লাগা । 5

4. Illustrate in short sentences *any five* of the following pairs of paronyms :— 5

অংশ and অংস । অন্ন and অন্য । চূত and চ্যুত । তত্ত্ব and তথ্য । কুল and কূল । কোমল and কমল । বাধা and বাঁধা ।

5. Rewrite *any five* of the following sentences correctly :— 10

(*a*) আমার হৃদয়-মন্দিরে শোকের বহ্নি প্রবাহিত হইল।

(*b*) গনেষ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারে।

(*c*) ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জগুলিতে বহু নারিকেলবৃক্ষসমূহ আছে।

(*d*) এই কথা শুনিয়া তিনি উচ্ছসিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বক্ষদেশ অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল।

(*e*) ঋষির কথা শুনিয়া রামচন্দ্র মৌন হইলেন; তাঁহার দৈন্যতা ঘুচিয়া গেল।

(*f*) আকণ্ঠপর্য্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে; ফলে মনঃকষ্টে কাল কর্ত্তন করিতে হয়।

(*g*) যোগীগণ নিস্পৃহ ও উদাসীণ।

Jaideb Chandra Saha

শব্দার্থ-বিজ্ঞান (বাগর্থ)

শব্দশক্তি, অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা

৪৪১। শব্দার্থ তিন প্রকার—মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গার্থ। যে তিনটি শক্তিদ্বারা এই তিন অর্থ প্রকটিত হয়, তাহাদিগকে যথাক্রমে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা বলে।

৪৪২। **অভিধা**। যে শক্তিদ্বারা মুখ্যার্থের (Direct or Literal Meaning) জ্ঞান হয়, তাহাকে অভিধা শক্তি কহে। মুখ্যার্থকে বাচ্যার্থ বা শব্দার্থও বলা হয়। ব্যবহার (অভিধান, উপমান, আপ্ত বাক্য), ব্যাকরণ ও সিদ্ধপদ-সান্নিধ্য দ্বারা অভিধা শক্তি বা মুখ্য অর্থ প্রকাশ পায়। লেখক=যে লেখে, ব্যাকরণ হইতে ইহা জানা যায়। অগ্নি=আগুন, অভিধান হইতে জানা যায়। শ্বাপদ—কুকুরের ন্যায় পা যাদের=ব্যাঘ্রাদি জন্তু, উপমানদ্বারা জানা যায়। আপ্ত বাক্য=বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উক্তি। ব্যবহার=প্রয়োগ, দৃষ্টান্ত। 'গাছে কোকিল ডাকিতেছে', এখানে গাছ শব্দ জানা আছে, ডাকও শুনিয়াছি, এই দুই সিদ্ধ পদের সাহায্যে গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র 'কোকিলের' জ্ঞান হইল। ইহা সিদ্ধপদ-সান্নিধ্য।

৪৪৩। **লক্ষণা**। মুখ্যার্থের বোধ হইলে মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে অর্থান্তর কল্পিত হয়, তাহা লক্ষ্যার্থ (Figurative or Indirectly Expressed meaning)। যে শক্তিদ্বারা লক্ষ্যার্থের বোধ হয় তাহাকে লক্ষণা বলে।

তিনি গঙ্গাবাসী হইয়াছেন। [গঙ্গাবাসী=গঙ্গাতীর-বাসী]।
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা কামনা করে। [ভারতবর্ষ=ভারতবর্ষের অধিবাসী]।
জাতীয় মহাসভার আদেশ। [মহাসভার=মহাসভার নেতৃ-স্থানীয়দের]।
'লক্ষণা' ইংরেজী অলংকার শাস্ত্রে অলঙ্কাররূপে পরিগণিত।

---

* সাহিত্য-দর্পণঃ (২য় পরিঃ ৬।৭ সূত্রে)